হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যসোপান

ও

চিকিৎসা-প্রবেশিকা

অর্থাৎ

প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের
স্থূল স্থূল বিবরণ ও রোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক "সরল চিকিৎসা", "চিকিৎসা সোপান" "ওলাউঠার চিকিৎসা",
এবং "স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা-প্রবেশ", "জ্বর রোগ চিকিৎসা"
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীরাধাকান্ত ঘোষ সঙ্কলিত।

কলিকাতা,
২৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বি, বানার্জী এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

মূল্য ৬।০, ছয় টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

আকারে ক্ষুদ্র হয় ও প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান ঔষধের স্থূল স্থূল বিবরণ থাকে, অথচ শিক্ষার্থী, চিকিৎসার্থী এবং গৃহস্থ সকলেরই উপযোগী হইতে পারে, ইংরেজী বা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক মতে ভৈষজ্য তত্ত্ব বিষয়ে এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব লেখক অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছেন। এই অভাব কথঞ্চিত পূরণ করিবার জন্য লেখক অনেক যত্নও করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশে ১৮ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া যেখানে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসার উক্ত ফল এবং ডাক্তার এ, সি, কাউপার থোয়েট্সের "টেক্স্‌ট্‌ বুক অব্‌ মেটিরিয়া মেডিকা" (Dr. A. C. Cowperthwaite's "Text Book of Materia Medica") ডাক্তার আর, হিউজের "ম্যানুয়েল্‌ অব্‌ ফার্ম্মাকোডিনেমিক্স্‌" ("Manual of Pharmacodynamics", by Dr. R. Hughes), ডাক্তার এইচ্‌, আর, আর্ণ্ট্‌ সম্পাদিত ডাক্তার সি, জে, হেম্পেলের "মেটিরিয়া মেডিকা এণ্ড্‌ থিরাপিউটিক্স্‌" (Dr. C. J. Hempel's "Materia Medica and Therapeutics", edited by Dr. H. R. Arndt), ডাক্তার ই, এম্‌, হেলের "নিউ রেমিডিজ্‌" (Dr E M. Hale's 'New Remedies"), ডাক্তার ডি, এইচ্‌, এন্‌, গারেন্সির "কি-নোট্‌ টু দি মেটিরিয়া মেডিকা" (Dr. D. H. N. Guerensey's "Key note to the Materia Medica"), ডাক্তার এফ্‌, জি, স্নেলিং সম্পাদিত "হাল্‌স্‌ জার" ("Hull's Jahr," edited by Dr. F. G. Snelling) ডাক্তার যুসেটের "লেক্‌চার্স অন্‌ ক্লিনিক্যাল্‌ মেডিসিন্‌" (Dr. Jousset's "Lectures on Clinical Medicine"), ডাক্তার আণ্ডার উডের "মেটিরিয়া মেডিকা অব্‌ ডিফারেন্সেল্‌ পোটেন্সিস্‌" (Dr. Underwood's "Materia Medica of differential Potencies"), ডাক্তার সিড্‌নী রিঙ্গারের "হাণ্ড্‌ বুক্‌ অব্‌ থিরাপিউটিক্স্‌" (Dr. Sydney Ringer's "Hand Book of Therapeutics"), ডাক্তার এইচ্‌, সি উডের "থিরাপিউটিক্স্‌ (Dr. Wood's Therapeutics), ডাক্তার পেরেরার "মেটিরিয়া মেডিকা এণ্ড

থিরাপিউটিক্স"(Dr. Pereira's "Materia Medica and Therapeutics") ডাক্তার সি, ডি, এফ্ ফিলিপ্সের "মেটিরিয়া মেডিকা এবং থিরাপিউটিক্স, বেজিটেবেল কিংডাম্, অর্গ্যানিক্ কম্পাউণ্ড্স, আনিমেল্ কিংডাম্"(Dr. D. F. Phillip's "Materia Medica and Therapeutics: Vegetable Kingdom, Organic Compounds, Animal Kingdom") ইত্যাদি ইংরেজী হোমিওপ্যাথিক্ ও আলোপ্যাথিক্ ভৈষজ্য-তত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা অবলম্বন পূর্ব্বক হোমিওপ্যাথিক্ "ভৈষজ্য-সোপান" ও "চিকিৎসা প্রবেশিকা", নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইল। ইহাতে প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া ও ব্যবহারের স্থূল স্থূল বিবরণ এবং রোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসাদি লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনেকাংশে ডাক্তার কাউপারথোয়েট্সের টেক্স্ট্ বুক্ অব্ মেটিরিয়া মেডিকার অবিকল অনুবাদ আছে। যাহাতে গ্রন্থখানি শিক্ষার্থী, চিকিৎসার্থী এবং গৃহস্থ সকলেরই উপযোগী হয় সেই অভিপ্রায়ে পারিভাষিক শব্দাদি পরিত্যাগ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবেন।

এই গ্রন্থে অনেক অভাব আছে স্বীকার করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের সংখ্যা যেরূপ অধিক এবং উহার ভৈষজ্যতত্ব যেরূপ সুবিস্তৃত, তাহাতে এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে অনেক অভাব থাকিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং ইহার ক্ষুদ্র আকারকেই উক্ত অভাবের মুখ্য কারণ বলিতে হইবে।

এই গ্রন্থে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে। অতএব পাঠক মহাশয়দিগের নিকট এই নিবেদন যে, যদি তাঁহারা ইহাতে কোন ভ্রম দেখিতে পান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে উক্ত ভ্রম শুদ্ধি কৃতজ্ঞচিত্তে ও সাদরে গৃহীত হইবে।

১০।১, নং মানিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ } গ্রন্থকার।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যসোপান

ও

চিকিৎসা প্রবেশিকার সূচিপত্র।

উপক্রমণিকা।

প্রথম ভাগ।

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

তৃতীয় ভাগ।

তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ ভাগ।

৪র্থ শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

চিকিৎসা প্রবেশিকা

হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্যসোপানের
উপক্রমণিকা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।*

যাহারা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য বলা আবশ্যক যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চারি প্রকারে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,-(১) মূল, আদত বা অমিশ্র আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture); (২) মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন (Attenuated Tincture or Dilution); (৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Medicated Globules or Pilules); (৪) ঔষধের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্, (Trituration)।

-(১) মূল, আদত, অমিশ্র আরোক বা মাদারটিংচার (Mother Tincture)। বৃক্ষ, বৃক্ষের বাকল, লতা, পাতা ডাঁটা ও শিকড়, ফুল, ফল ইত্যাদি কাঁচা হইলে থেঁতলিয়া এবং শুকনা হইলে গুঁড়া করিয়া উহার এক-ভাগ, যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন উহার ৯ ভাগে ভিজাইয়া একটী বোতলে লইয়া বোতলের কাক আঁটিয়া অন্ততঃ ১৪ দিবস ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রতি-দিন একবার প্রাতে এবং একবার বৈকালে বোতলটী ভালরূপে ঝাকিবে। ১৪ দিবস পর উক্ত প্রকারে ভিজান ঔষধগুলি পরিষ্কার সূতার কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লইয়া ছাকা ঔষধ অন্য একটী পরিষ্কার বোতলে ভরিয়া বোতলের কাক আঁটিয়া অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা উক্তাবস্থায় রাখিবে এবং তৎপর উক্ত প্রকারে কাপড়ে ছাকা ঔষধ সাদা ব্লটিং কাগজ (White blotting paper) দ্বারা ছাকিয়া লইলে মূল, আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূল বা আদত আরোক একটী বোতলে ভরিয়া বোতলের

* এই গ্রন্থে কেবল ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ার নিয়মানুসারেই ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী লিখিত হইল।

কাক ভালরূপে আঁটিয়া রাখিবে এবং যদি কয়েক দিন পর বোতলের মধ্যে, আরোকের নীচে, কোন প্রকার তলানি (Sediments) পড়ে, তবে উহা পুনরায় সাদা ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাকিয়া লইবে। সকল ঔষধের মূল আরোক এক প্রকার স্পিরিটে প্রস্তুত হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য যে কএক প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল এবং যে ঔষধের মূল আরোক যে প্রকার স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও মূল গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের বিবরণের সর্ব্ব প্রথমে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে।

(২) মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন (Attenuated Tincture or Dilution)। মিশ্র আরোক দুই প্রকার নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) দশমিক নিয়ম বা পরিমাণে (Decimal scale), (২) শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে (Centesimal scale)। (১) দশমিক নিয়ম বা পরিমাণ। মূল আরোকের ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ৯ ফোঁটা একটী পরিষ্কার শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ১ম দশমিক (1st. Decimal) ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন * তাহার ৯ ফোঁটা একটী শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া শিশিটী ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নিয়মে যত ইচ্ছা তত দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ৩য় ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হইলে, কতকগুলি ঔষধ ব্যতীত (মূল গ্রন্থে উক্ত ঔষধ গুলি দ্রষ্টব্য) রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১২ ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ডাইলুশন শততমিক (Centesimal) নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়। (২) মূল আরোক হইতে শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হইলে কোন একটী ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ৯৯ ফোঁটা একটী শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ১ম

* ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক প্রস্তুত করার জন্য কোন্ কোন্ প্রকারের স্পিরিট প্রয়োজন তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইয়াছে।

শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ১ম শততমিক ক্রমের আরোক ১ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন তাহার ৯৯ ফোঁটা একটী পরিষ্কার শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ৫০।৬০ বার ভাল রূপে ঝাকিলে ২য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রণালীতে ৩য় শততমিক ক্রম হইতে ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০ এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র এবং বড় বটিকা (Medicated Globules and Pilules) কোন একটী চীনের বা কাঁচেব বাটিতে যত পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ অমিশ্র ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Unmedicated Globules or Pilules) লইয়া যে ঔষধের যে ক্রমের বটিকা প্রয়োজন হয়, উহাতে সেই ক্রমের আরোক ঢালিয়া দিবে এবং বটিকাগুলি ভাল রূপে ভিজিলে, ভিজা বটিকাগুলি এক খানি পরিষ্কার সাদা ব্লটিং কাগজে ঢালিয়া দিয়া ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত উহাকে বহির্বায়ুতে আপনা আপনি শুকাইতে দিবে। সূর্য্যের উত্তাপে বটিকা শুকান নিষিদ্ধ। যথাঃ—একোনাইটের ৬ষ্ঠ ক্রমের বটিকা প্রয়োজন হইলে কোন একটী চীনের বা কাঁচের ক্ষুদ্র বাটিতে যত পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ অমিশ্র বটিকা লইয়া উহাতে একোনাইট ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক এমন কএক ফোঁটা ঢালিয়া দিবে যাহাতে বটিকাগুলি ভালরূপে ভিজিতে পারে। উক্ত প্রকারে ভিজা বটিকাগুলি একখানি সাদা ব্লটিং কাগজে ঢালিয়া দিয়া বহির্ব্বায়ুতে ভাল রূপে শুকাইলে উহা একটী কাক আঁটা শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা প্রস্তুত করার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল ঔষধের আরোক (মূল আরোকই হউক বা মিশ্র আরোকই হউক) আবসোলিউট্ আল্‌কোহল্ বা রেক্টীফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, কেবল সেই সকল ঔষধের আরোকেরই ক্ষুদ্র বা বড় মিশ্র বটিকা ভাল রূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ চুয়ান জল (Distilled water) মিশ্রিত স্পিরিটে (যথা প্রুফ্ স্পিরিট, ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিট, ৪০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ স্পিরিট্ ইত্যাদি) প্রস্তুত হয়, সে সকল আরোকের ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা ভাল প্রস্তুত হয় না, কারণ, জলে বটিকা দ্রব হয় বা গলিয়া যায়।

(৪) ঔষধের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্ (Trituration)। যে সকল ঔষধ খালি জল বা স্পিরিটে সহজে দ্রব না হয়, সে সকল ঔষধই এই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিপিয়া, সাইলিসিয়া, মার্কিউরিয়াস্, অরাম্ মেটেলিকাম্, ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ইত্যাদি উক্ত প্রকার ঔষধের উদাহরণ। আরোকের ন্যায় ঔষধের গুঁড়াও দশমিক এবং শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূল বা আদত ঔষধের ১ গ্রেইণ এবং ৯ গ্রেইণ্ সুগার অব্ মিল্ক্ (Sugar of Milk) কোন একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্(Trituration)প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ এবং ৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক্ একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের গুঁড়াও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আবার মূল বা আদত ঔষধের ১ গ্রেইণ এবং ৯৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক্ একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ১ম শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম শততমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ এবং ৯৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক্ একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ২য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমেরগুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা স্মরণ থাকা উচিত যে, ঔষধগুলি রীতিমত ২।৩ ঘণ্টা কাল ঘুঁটিলে ভাল হয়।

গুঁড়া হইতে আরোক প্রস্তুত করিবার নিয়ম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল ঔষধ স্পিরিট্ বা জলে সহজে দ্রব না হয়, সে সকল ঔষধেরই গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঔষধের গুঁড়া প্রস্তুতের নিয়ম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুঁড়া হইতে আরোক প্রস্তুত করিতে হইলে ৬ষ্ঠ দশমিক বা ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ একটী পরিষ্কার শিশিতে লইয়া উহাতে প্রথমতঃ ৫০ ফোঁটা (মিনিম্) চুয়ান জল (Distilled Water) মিশাইয়া শিশির কাক আঁটিয়া শিশিটি ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিবে এবং ঔষধটি ভালরূপে দ্রব হইলে উহাতে ক্রমে ক্রমে ৫০ ফোঁটা (মিনিম্) রেক্টি-

ফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া কাক আঁটিয়া শিশিটি পুনরায় ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক ১ ফোঁটা ৯৯ ফোঁটা প্রুফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া একটী কাক আঁটা শিশিতে লইয়া ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ৯ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ম শততমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ৬ষ্ঠ, ৭ম হইতে ১০০,২০০,৫০০ এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঔষধ রাখিবার নিয়ম। ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পরিষ্কার শিশিতে পূরিয়া কাকের উপর ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম ও ক্রমের সংখ্যা এবং ঔষধের সম্পূর্ণ নাম ও ক্রমের সংখ্যা, ঔষধ দশমিক কিম্বা শততমিক নিয়মানুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা, স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শিশির গায় লেবেল (Label) গোঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখা উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঔষধ দশমিক এবং শততমিক নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশমিক এবং শততমিক নিয়মে প্রস্তুত করা ঔষধের শিশির গার লেবেলের চিহ্ন নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়া রাখিতে হয়। শিশির লেবেলের গায়ে ঔষধের নামের পশ্চাৎ θ বা ϕ চিহ্ন থাকিলে ঔষধের মূল,আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) বুঝায়। যথা একোনাইট্ রাডিক্স্ θ বা ϕ=একোনাইট্ রাডিক্সের মূল আরোক (Aconite Rad., Mother Tincture)। ঔষধের নামের পশ্চাৎ, ক্রমের সংখ্যার পর (দ) বা (×) চিহ্ন থাকিলে দশমিক ক্রম বুঝায়। যথা,- একোনাইট্ রাডিক্স্ ১দ বা ১× ডাঃ=একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ম দশমিক ক্রমের আরোক বা ডাইলুশন (Aconite Rad. 1x)। ঔষধের সংখ্যার পশ্চাৎ (শ) বা (.) চিহ্ন থাকিলে উহাতে শততমিক ক্রম বুঝাইবে। যথা,- একোনাইট্ রাডিক্স্ ১শ বা ১. ডাঃ=একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ম শততমিক ক্রমের আরোক বা ডাইলুশন (Aconite Rad. 1.)।

ঔষধ রাখা সম্বন্ধে সাবধানতা। ঔষধের শিশিতে কাক ভালরূপে আঁটিয়া রাখিবে। যে আলমারি বা বাক্সে কোন প্রকারের তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য থাকে, অথবা আতর, লেবেণ্ডার, ওডিকলন্ ইত্যাদি সুগন্ধযুক্ত

দ্রব্য থাকে, তাহাতে ঔষধ রাখিবে না। কর্পূর অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রতিষেধক (Antidote)। অতএব উহা কোন ঔষধের সঙ্গে রাখা অনুচিত। ঔষধের আলমারি বা বাক্স শুষ্ক ঘরে রাখিবে এবং উহার মধ্যে যাহাতে বাহ্যিক উত্তাপ বা আর্দ্র বাতাস না লাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ঔষধের শিশির গায় লেবেলের (Label) উপর ঔষধের সম্পূর্ণ নাম ও ক্রমের সংখ্যা এবং কাকের উপর ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম ও ডাইলুশন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আরোকই হউক, বটিকা বা গুঁড়াই হউক, উহা ঢালিবার সময় ঔষধে হাত লাগাইবে না। বটিকা বা গুঁড়া হইলে ঔষধ একখানি কাগজে ঢালিয়া অন্য একখানি পরিষ্কার কাগজ দ্বারা মুখে ঢালিয়া দিবে। ঔষধ ঢালিবার পর যদি ঔষধে হাত লাগে, তবে উহা পুনরায় শিশিতে রাখিবে না। আরোকও অঙ্গুলী দ্বারা ঢালিয়া দিবে না। শিশির কাক বা ড্রপ্ কণ্ডাক্টার (Drop-conductor) নামক কাঁচ নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা ঔষধ ঢালিয়া দিবে। ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা অথবা গুঁড়া হস্তীদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাম্‌চা (Globule, Pilule or Trituration Ivory spoons) দ্বারাও ঢালিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ৪ প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথাঃ—(১) মূল, আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture); (২) মিশ্র আরোক (Attenuated Tincture or Dilution); (৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Medicated Globules or Pilules); (৪) ঔষধের গুঁড়া (Trituration)। অতএব ব্যবস্থা পত্র লিখিতে হইলে অথবা কোন ঔষধালয় হইতে পত্র দ্বারা ঔষধ ক্রয় করিয়া আনাইতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মে লিখিতে হয়। যথা; (১) একোনাইট্ রাডিক্সের মূল আরোক প্রয়োজন হইলে একোনাইট্ রাডিক্স্ θ বা ϕ (Aconite Rad. θ or ϕ) এরূপ লিখিতে হয়। (২) একোনাইট্ রাডিক্সের ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক প্রয়োজন হইলে, একোনাইট্ রাডিক্স্ ৬x বা ৬× (Aconite Rad. 6x) এরূপ লিখিতে হয়। (৩) একোনানাইট্ রাডিক্স্ ৬x বা ৬×, গ্নঃ = একোনাইট্ রাডিক্স্ ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত ক্ষুদ্র বটিকা বা গ্লবিউল্‌স্ (Globules)। একোনাইট্ রাডিক্স্ ৬x বা ৬×, পিঃ = একোনাইট্

র‍্যাডিক্স্ ৬ষ্ঠদশমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত বড় বটিকা বা পিলিউলস্ (Pilules); (৪) ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৩দ বা ৩× ট্রাঃ = ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন (Trituration)। শততমিক ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মে লিখিতে হয়। যথা,—(১) একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬শ বা ৬.=একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক। (২) একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬শ বা ৬. গ্লঃ = একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত ক্ষুদ্র বটিকা বা গ্লবিউলস্ (Globules)। একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬শ বা ৬. পিঃ = একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত বড় বটিকা বা পিলিউলস্ (Pilules); (৩) ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৩শ বা ৩. ট্রাঃ = ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন (Trituration)।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক।

(১) জল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিতে কেবল অকৃত্রিম পরিশ্রুত বা চুয়ান জলই (Distilled water) ব্যবহার্য্য। কেবল কাঁচ এবং চীনের যন্ত্রে চুয়ান জলই ব্যবহার্য্য। ধাতু নির্ম্মিত যন্ত্রে চুয়ান জল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। অকৃত্রিম বা খাঁটি চুয়ান জলে কোনও রঙ্ থাকে না, স্বাদ থাকে না এবং গন্ধ থাকেনা ও উহাতে নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বার (Nitrate of silver) ঢালিয়া দিলে জলের রঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন হয় না বা উহা ঘোলাটিয়া হয় না।

(২) আল্‌কোহল্ (Alcohol)। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য যত প্রকারের দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আল্‌কোহল্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। অতএব উহা প্রস্তুত বা ক্রয় করা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সন্দেহ দূর করার জন্য কোন এক বিশ্বস্ত স্পিরিট বিক্রেতার দোকান হইতে ৬০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ (60° Over-proof Spirit) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে পুনরায় চুয়াইয়া লওয়া উচিত। খাঁটি

আল্কোহল্ রঙ্গ হীন, স্বচ্ছ, খোলা পাত্রে রাখিলে সহজে বা অল্প সময়ের মধ্যেই উড়িয়া যায় এবং আগুণে সহজে জ্বলিয়া উঠে। ইহার ঘ্রাণ মিষ্ট এবং জিহ্বায় লাগিলে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালার উদ্রেক হয়। পোড়াইলে নীল বর্ণের আলোক হয় এবং উহা হইতে কোন প্রকারের বাষ্প বা ধূম নির্গত হয় না। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮২৯৮। চুয়ান জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে ইহা স্বচ্ছ বা পরিষ্কারই থাকে বা উহা ঘোলাটিয়া হয় না।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য যে কএক প্রকারের স্পিরিট প্রয়োজন তাহার প্রস্তুতের নিয়মাবলী নিম্নে লিখিত হইল। যথা:—

(১) যত পরিমাণ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট (৬০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিট্ (60° Over proof Spirit), উহাতে তত পরিমাণ চুয়ান জল (Distilled water) মিশাইলে ডাইলুট্ স্পিরিট্ (Dilute spirit) প্রস্তুত হয়। (২) রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ ৫ ভাগের সঙ্গে ৩.২ ভাগ চুয়ান জল মিশাইলে প্রুফ্ স্পিরিট্ (Proof spirit) প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) ৬ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে ২ ভাগ চুয়ান জল মিশাইলে ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিট্ (20° Over proof spirit) প্রস্তুত হয়। (৪) ৭ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে ১ ভাগ চুয়ান জল মিশাইলে ৪০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিট্ (10° Over proof spirit) প্রস্তুত হয়। ৬০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিট্‌কেই (60° Over proof spirit) রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified spirit) বলে। (৬) আব্‌সোলিউট্ আল্কোহলের (Absolute Alcohol)। অনেক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য আব্‌সোলিউট্ আল্কোহলের ঘনত্ব (Density) ০.৭৯৫ হওয়া আবশ্যক। রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ এবং আব্‌সোলিউট্ আল্কোহল্ কোন এক বিশ্বস্ত স্পিরিট্ প্রস্তুত কারীর দোকান হইতে ক্রয় করা উচিত। নতুবা প্রতারিত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার ভাল চুয়ান স্পিরিট্ না হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া থাকে এবং ঔষধ প্রয়োগে কোনও উপকার দর্শে না।

মূল আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) হইতে ডাইলুশন প্রস্তুত করিবার জন্য কোন্ প্রকার স্পিরিট্ প্রয়োজন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। (১) যে ঔষধের মূল আরোক প্রুফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম

দশমিক ক্রমের আরোক প্রুফ্ স্পিরিটে, ২য় দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে এবং ৩য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) যে সকল ঔষধের মূল আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে, ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রুফ্ স্পিরিটে, ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবারপ্রুফ্ স্পিরিটে এবং ৪র্থ ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) যে সকল ঔষধের মূল আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে এবং ২য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্‌টি-ফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৪) যে সকল ঔষধের মূল আরোক রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার সমুদয় ডাইলুশনই রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে সকল ঔষধের মিশ্র আরোক চুয়ান জল দ্বারা প্রস্তুত হয়, সে সকল ঔষধ প্রস্তুত করার নিয়মাদি মূল গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের বিবরণে দ্রষ্টব্য। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রস্তুতের নিয়ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। অতএব এই স্থলে উহার বিশেষ বিশেষ বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(৩) ইথার (Ether)। অতি কম সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিতেই ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। খাঁটি ইথারে রঙ্গ থাকে না, উহা সহজেই উড়িয়া যায় ও উহাতে সহজেই আগুণধরে বা উহা জ্বলিয়া উঠে এবং উহার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র ও এক বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৭১৫ হইতে ০·৭২০। শেষোক্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব আদত ইথারেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পরিষ্কার কাঁচের ষ্টপার্‌দার বোতলে (Stoppered Bottle) রাখা কর্ত্তব্য।

(৪) গ্লীসেরিণ্ (Glycerine)। প্রাণীর বিষ ঔষধ প্রস্তুত করার জন্যই ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়েই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

(৫) পরিষ্কৃত সুগার অব্ মিল্ক্ (Pure Sugar of milk)। যে সকল ঔষধের মূল আরোক প্রস্তুত না হয়, সে সকল ঔষধের মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রধানতঃ ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। সুগার অব্ মিল্ক্ খাঁটি হইলে উহাতে কোন প্রকারের গন্ধ থাকে না। আঙ্গুলে আঙ্গুলে রগ্ড়াইলে উহা বালির কণার ন্যায় কর্কড়িয়া বলিয়া অনুভূত হয়। ইহার স্বাদ সামান্য মিষ্ট। ইহাতে জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া তৎপর ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে জল মিশ্রিত আয়োডিন্ মিশাইলে উহা নীলবর্ণ হয় না। পরিষ্কৃত জল না পাইলে সুগার অব্ মিল্কে ঔষধ মিশাইয়া রোগীকে দেওয়ার জন্যও সুগার অব্ মিল্ক্ প্রয়োজন হইতে পারে।

(৬) ঔষধ প্রস্তুতের সময় ৩।৪টী ১ বা ২ আউন্স্ পরিমাণের মেজার গ্লাশ (Measure Glass), ৩।৪টী মিনিম্ গ্লাশ (Minim measure glass), কাঁচ বা জাপান মাটির খল (Japan ware or glass Pestle and Mortar); একটী নিক্তি এবং ওজন (Scale and Weight) ঔষধ প্রস্তুতকারীর নিকট রাখা কর্ত্তব্য। নিক্তির পল্লা (Pan) কাঁচ নির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়। কাটা যেন ঠিক ভাবে থাকে এরূপ দেখিয়া নিক্তি ক্রয় করা কর্ত্তব্য। সাদা ব্লটিং কাগজ (White Blotting paper) ও কএকটী ছোট ছোট চিনের বা কাঁচের বাটি ইত্যাদি দ্রব্য গুলিও সম্মুখে রাখা উচিত। প্রত্যেক বার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াই মেজার গ্লাশাদি কাঠের কয়লার ছাই দিয়া ভালরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত। গুঁড়া প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক ঔষধের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র খল রাখা উচিত এবং প্রত্যেকবার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খলটী প্রথমতঃ উষ্ণ জল এবং তৎপর ঠাণ্ডা জল দিয়া ভালরূপে ধুইয়া কোন একখানি পরিষ্কার তক্তার উপর উপুড় করিয়া রাখিবে এবং জল সারিয়া গেলে উহা একখানি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ভালরূপে মুছিয়া ফেলিয়া একটী স্পিরিট্ ল্যাম্পে (Spirit Lamp) তাতাইয়া শুকাইয়া যথাস্থানে রাখিবে। যে খলে যে ঔষধ ঘোঁটা হয়, উহাতে সেই ঔষধের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(৭). শিশি ও কর্ক (Phials and Corks)। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিবার জন্য দুই প্রকার শিশি নির্ম্মিত হয়। (১) টিউব শিশি (Tube

Phials) ; (২) মোল্ডেড্ শিশি (Moulded Phials)। উৎকৃষ্ট রকমের কাঁচ নির্ম্মিত শিশিই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। উৎকৃষ্ট রকমের বেল্‌বেট্ কর্কই (Velvet corks) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিতে ব্যবহার্য্য। কাক গুলিতে কোন প্রকারের ছিদ্র থাকা অনুচিত এবং কাকগুলি স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট হওয়া উচিত। খারাপ কর্কে ঔষধ নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন শিশির ন্যায় এক প্রকার কাঁচের নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাকে টিউব্ (Tube) বলে। উহা সচরাচর ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা রাখিবার জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রয় সম্বন্ধে সাবধানতা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অতি অল্প। এই অল্প মাত্রা ঔষধ কৃত্রিম হইলে যে রোগ চিকিৎসায় কোনও ফল দর্শিবে না তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ঔষধ বিক্রেতা মিশ্র আরোক (ডাইলুশন,-Dilution) বা ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা বা গুঁড়া বলিয়া কতক পরিমাণ স্পিরিট্, ঔষধ মিশ্রিত না করিয়া অমিশ্র ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা বা সুগার অব্ মিল্ক্ (Unmedicated Globules, Pilules or Pure Sugar Milk) দিলেও এমন কোন রাসায়নিক উপায় নাই যদ্দ্বারা উহার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারা যায়। অতএব ঔষধ বলিয়া ঔষধ বিক্রেতা যাহা দিবেন (উহাতে ঔষধ থাকুক আর না থাকুক) ক্রেতা হয় উহাই লইবেন, নতুবা ফিরিয়া যাইবেন। এমতাবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এমন কোন এক বিশ্বস্ত ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে লওয়া উচিত যেথানে উক্ত প্রকারে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঔষধে উক্ত প্রকারের কৃত্রিমতা হয় বলিয়া প্রায় সমুদয় ধর্ম্ম ভিরু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই লণ্ডন, আমেরিকা এবং জার্ম্মেণী হইতে ঔষধাদি আনাইয়া উহার ডাইলুশনাদি আপন হস্তে প্রস্তুত করিয়া আপন বাড়ীতে রাখেন এবং রোগী দেখিতে যাওয়ার সময় সচরাচর প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ সহ একটী বাক্স্ সঙ্গে লইয়া রোগীগণকে উক্ত বাক্স্ হইতেই ঔষধাদি দিয়া থাকেন। ঔষধের কৃত্রিমতার দরুণ যে কত লোকের কত অনিষ্ট বা অকালে মৃত্যু হয় এবং কত সুচিকিৎসকের অপযশ হয় তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ঔষধের ডাইলুশন বিচার। কোন্ কোন্ ঔষধের কোন্ কোন্ ডাইলুশন কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। ইহা চিকিৎসা-বিষয়ে বহুদর্শীতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তরুণ রোগে সাধারণতঃ ১,৩,৬,১২ ডাইলুশন ব্যবস্থা। পুরাতন রোগে ৩০,১০০, ২০০,৫০০,১০০০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক রোগীর তরুণ অসুখে ৩০,১০০, ২০০ ইত্যাদি ডাইলুশনের ২।১ মাত্রায় যেরূপ উপকার দর্শে, ১,৩,৬,১২ ডাইলুশনে সেরূপ উপকার দর্শে না। আবার অনেক পুরাতন রোগের চিকিৎসায় ১,৩,৬,১২ ডাইলুশনে যে প্রকার উপকার দর্শে ৩০,১০০,২০০ ইত্যাদি ডাইলুশনে সেরূপ উপকার দর্শে না। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া লেখক প্রায় দুই বৎসরকাল ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা অধিক উচ্চ ক্রম প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কারণ, তখন তাঁহার উহা অপেক্ষা উচ্চ ক্রমে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তৃতীয় বৎসর হইতেই তাঁহার উক্ত মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি মধ্যম এবং উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে উচ্চ ক্রমের উপর তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে যে, এইক্ষণ অতি কম সংখ্যক রোগীর চিকিৎসায়েই তিনি ১২ ডাইলুশন অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। মূল গ্রন্থে ঔষধের বিবরণের শেষ ভাগে ডাইলুশন বিচার শীর্ষ দিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনেকটা লেখক এবং ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অনুসারে লিখিত হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা পাঠকের অনেক সাহায্য হইলেও হইতে পারে। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা জানেন, তাঁহারা ডাক্তার হিউজের ম্যানুয়েল্ অব্ ফার্ম্মাকোডিনেমিক্স্ (Manual of Pharmacodyramics by Dr. R Hughes) এবং ডাক্তার আণ্ডার উডের মেটিরিয়া মেডিকা অব্ ডিফারেন্সেল্ পোটেন্সিস্ (Materia Medica of differential Potencies by Dr. Underwood) নামক গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন। উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে ঔষধের ডাইলুশন বিচার সম্বন্ধে অনেকটা জানিতে পারা যায়।

হোমিওপ্যাথি কাহাকে বলে। "সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন

করিয়া যে সকল লক্ষণ বা উপদ্রব প্রকাশ পায়, সে সকল বা উহার প্রায় সম-লক্ষণ বা উপদ্রব বিশিষ্ট রোগ সেই ঔষধ দ্বারা অনায়াসে বা সহজে, নির্ব্বিঘ্নে এবং সম্পূর্ণরূপে আরাম হয়", এই মতকেই হোমিওপ্যাথি বা "সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউরেণ্টার" (Similia Similibus Curantur') বলে। যথাঃ— সুস্থ শরীরে বেলাডোনা নামক ঔষধ খাইলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তা-বরোধ, দপ্ দপিয়া শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল বর্ণ, গ্রীবার ধমনির দপ্ দপানি, চক্ষে আলোক লাগা বা আলোক সহ্য না হওয়া, নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী, প্রলাপ, ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা, পিপাসা এবং অনবরত মুখ এবং গলার মধ্য শুকাইয়া যাওয়া, শরীরের কোন কোন স্থানে প্রদাহ এবং তদ্দরুণ আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত লাল বর্ণ হওয়া ও উহাতে টাটানি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব যদি কোন রোগে উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তবে উক্ত রোগের পক্ষে বেলাডোনাই প্রকৃত ঔষধ এবং এই ঔষধ সেবনেই রোগ "অনায়াসে বা সহজে, নির্ব্বিঘ্নে এবং সম্পূর্ণ-রূপে" সারিয়া যায়। উক্ত প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ চিকিৎসা প্রণালীকেই "হোমিওপ্যাথি" বলে।

ঔষধ মনোনীত করার নিয়ম সম্বন্ধে একটী কথা। বিকৃত লক্ষণ সমষ্টিকে "রোগ" বলা যায় ("Totality of symptoms constitute a disease")। এই বিষয়টী স্মরণ থাকিলে, সকল রোগের চিকিৎ-সায়ই সহজে ঔষধ মনোনীত করা যাইতে পারে, হানিমান এরূপ বলিয়া গিয়াছেন। হানিমান যাহা বলিয়াগিয়াছেন তাহা সত্য এবং এই কথার সত্যাসত্য রীতিমত শিক্ষিত চিকিৎসক মাত্রই বুঝিতে পারেন। "লক্ষণ" এই শব্দে কেবল বাহ্যিক লক্ষণ বুঝায় না। ইহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতাবস্থাই অধিক বুঝায়। বাহ্যিক লক্ষণগুলি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির বিকৃতা-বস্থার বাহ্যিক বিকাশের ফল মাত্র। অতএব যাঁহারা বিকৃত শরীর তত্ত্ব এবং রোগের নিদানাদি (Morbid Anatomy and Pathology) ভালরূপে জানেন, কেবল তাঁহারাই হানিমানের উক্ত "লক্ষণ" শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া রোগ চিকিৎসায় যথাযোগ্য ঔষধ মনোনীত করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কিন্তু বিকৃত শরীরতত্ত্ব এবং রোগের নিদানতত্ত্ব (Morbid Ana-

tomy and Pathology) শিক্ষা করিতে হইলে যে শাস্ত্রে শরীরের নানা যন্ত্রের কার্য্যের বিবরণ লিখিত আছে, তাহা (ফিজিয়োলজি,-Physiology) জানা আবশ্যক। মনুষ্যের শরীরে যে সকল যন্ত্র আছে তাহার বিষয় জানিবার জন্ত শরীর তত্ত্ব বা আনাটমী (Anatomy) জানা আবশ্যক। আবার আনাটমী পড়িয়া মনুষ্যের শরীরে কোথায় কি যন্ত্র আছে তাহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মনুষ্যের মৃতদেহ ছেদন (Dissection) করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সকল বিষয় যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাই লক্ষণ দেখিয়া যথাযোগ্য ঔষধ মনোনীত করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। অনেক এরূপ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ তাঁহারাও লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়া থাকেন এরূপ দেখিতে পাওয়া। রোগ আরাম করাই যদি চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, যাহাতে রোগ আরাম হয় আমরা তাহাই দেখিব, শাস্ত্র দিয়া আমরা কি করিব? নিদান তত্বাদি না জানিয়া যাঁহারা কেবল লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ মনোনীত করিয়া রোগ চিকিৎসা করেন, তাঁহারা যে তাঁহাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত সমুদয় রোগীকে "অনায়াসে বা সহজে, নির্ব্বিঘ্নে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরাম" করিয়া থাকেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদি পাকে প্রকারে লক্ষণ গুলি নিদানের মত সঙ্গত হয় তাহা হইলেই লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগে রোগ আরাম হয়, অন্যথা এক ঔষধের পর অপর ঔষধ, এইরূপ বারম্বার ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত রোগের প্রকৃত ঔষধ না পড়ে, সে পর্য্যন্ত রোগ আরাম হয় না এবং তদ্দরুণ রোগীর বিশেষ অনিষ্ট হয় ও রোগী অনেক দিন কষ্টও পাইয়া থাকে। যে স্থানে রীতিমত শিক্ষিত চিকিৎসক নাই কেবল সে সকল স্থানেই উক্ত প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা নীতি সঙ্গত। যে স্থানে রীতিমত শিক্ষিত চিকিৎসক থাকে, সে স্থানে কেবল লক্ষণ দৃষ্টে উক্ত প্রকারে রোগ চিকিৎসা যে লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ এবং আইনতঃ সর্ব্ব প্রকারে অসঙ্গত তাহা বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব যদি কাহারো চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়, তাঁহাদিগের উল্লিখিত বিষয় গুলি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করা উচিত, নতুবা বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিকৃত লক্ষণ সমষ্টিকেই রোগ বলা যায়। অতএব কোন রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রোগের আরম্ভের প্রথা এবং রোগের লক্ষণাদি ভালরূপে অনুসন্ধান করিবা যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল সমুদয় বা অধিকাংশ লক্ষণ যে ঔষধে থাকে, সেই ঔষধই ব্যবস্থা করিবে। ঔষধের লক্ষণাদি দেখিবার সময় প্রথমতঃ দেখা উচিত রোগীর কোন্ যন্ত্র বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয় বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে রোগের কারণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিতে পারা যায় এবং তাহা হইলে এক ঔষধ প্রয়োগেই রোগ আরাম হইতে পারে। নতুবা কেবল লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে রোগী আরাম না হইলেও না হইতে পারে এবং তদ্দরুণ রোগীর অনেক কষ্টও হইতে পারে বা রোগ সাংঘাতিক আকারও ধারণ করিতে পারে। যদি কোন রোগে একটী ঔষধের সম্পূর্ণ লক্ষণ না পাওয়া যায়, তবে উহার অধিকাংশ লক্ষণ যে ঔষধে থাকে তাহা এবং অবশিষ্ট লক্ষণের প্রতিকারার্থ অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে (Alternately) ব্যবহার্য্য। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীতে দুইটী ঔষধ একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করার প্রথা নাই। কারণ, ২ বা ততোধিক ঔষধ একত্রে মিশাইলে উহার রাসায়নিক কার্য্য ফল (Chemical action) কি দাঁড়াইবে তাহা আমরা জানিতে পারি না। একে চিকিৎসা শাস্ত্র অনিশ্চিত, তাহাতে আবার অনিশ্চিত গুণ বিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগ চিকিৎসা করিলে যে কি ফল দাঁড়াইবে তাহা বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে যদি দুইটী বা ততোধিক মিশ্রিত ঔষধের রাসায়নিক কার্য্যের ফল আমরা জানিতে পারি, তবে বোধ হয় দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু ঔষধ মিশ্রিত করিলে উহার রাসায়নিক ফল কি দাঁড়াইবে তাহা জ্ঞাত হওয়া এক সুকঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মেণী দেশীয় ডাক্তার লুজি (Dr. Lutze) ২১৩ টী ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

পাঠকের প্রতি। মূল গ্রন্থে ঔষধের গুণ ও কার্য্যাদির বিবরণ

নিম্নলিখিত শীর্ষে (Heading) লিখিত হইয়াছে। যথা,-(১) ঔষধ প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম (Preparation of Medicine); (২) সাধারণ ক্রিয়া, বা ঔষধের কার্য্যের প্রথা বা মুখ্য ক্রিয়া (Physiological action)। অর্থাৎ সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া কোন্ কোন্ যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া কি প্রকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। (৩) সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ (General Characteristic Symptoms)। অর্থাৎ ঔষধ উদরস্থ হওয়ার পর শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে কি রূপ কার্য্য করিয়া কিরূপ বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই প্রকার কার্য্যকে গৌণ কার্য্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। (৪) ঔষধের প্রয়োগ বা ব্যবহার (Therapeutics or Principal uses)। অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঔষধ কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহার্য্য। (৫) বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ (Special Characteristic Symptoms)। অর্থাৎ যে সকল লক্ষণ প্রায় সমুদয় রোগীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ (Analogous Medicines)। অর্থাৎ যেসকল ঔষধের কার্যের সঙ্গে উক্ত ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। (৭) প্রতিষেধক ঔষধ (Antidotes)। অর্থাৎ ঔষধ সেবনে বিষাক্ত হইলে বা উহা দ্বারা অপকার হইলে উহার প্রতিকারার্থ যে সকল ঔষধ বা দ্রব্য ব্যহৃত হইয়া থাকে। (৮) ডাইলুশন বিচার (Selection of Potencies)। অর্থাৎ যে যে ঔষধের যে যে ক্রম যে যে রোগে ব্যবহার্য্য তাহার বিচার। অতএব কোন রোগীর চিকিৎসায় ঔষধ মনোনীত করিতে হইলে প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিবে এবং তৎপর রোগের সাধারণ এবং বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ গুলির সঙ্গে যে ঔষধের সমুদয় বা অধিকাংশ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে সেই ঔষধই মনোনীত করিবে।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যসোপান

প্রথম ভাগ

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আসিডাম্ নাইট্রিকাম্,—নাইট্রিক্ আসিড্,—নাইট্রি-আস্।

(ACIDUM NITRICUM.—NITRIC ACID,—AC. NITR.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আনীত নাইট্রিক আসিড্ ক্রয় করিয়া উহা হইতে ১ ভাগ একটী ষ্টপার্ড্ শিশিতে (Stoppered Phial) লইয়া উহাতে ৯ ভাগ চুয়ান জল (Distilled Water) মিশাইয়া ৫০ ৬০ বার ঝাঁকিলে ১ম শততমিক ক্রম বা ডাইলুশন প্রস্তুত হয়। ১ম শততমিক ডাইলুশন চুয়ান জলেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৯১ ভাগ চুয়ান জলে ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified Spirit) মিশাইয়া উহা দ্বারা যথা নিয়মে ২য় এবং ৩য় শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হয়। ৪র্থ শততমিক ক্রম ডাইলুট্ (Dilute) স্পিরিটে এবং ৫ম ও তদোধিক শততমিক ক্রম রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।*

সাধারণ ক্রিয়া। রক্ত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি চর্ম্ম, মুখগহ্বর, গুহ্য, মূত্রদ্বার, যোনিদ্বার ইত্যাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য

---

* ব্রিটিস হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার (British Homœopathic Pharmacopœia) নিয়মানুসারেই এই পুস্তকে ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী লিখিত হইয়াছে।

অত্যন্ত প্রবল। সুস্থাবস্থায় শরীরের উক্ত প্রকারের অংশে এই ঔষধ প্রযোগে উক্ত অংশ অত্যন্ত উত্তেজিত, প্রদাহ এবং ক্ষতযুক্ত হইয়া উহার বিনাশ হয় বা উহা একবারে পচিয়া যাইতে পারে। ডাক্তার হেম্পেল্ (Dr. Hempel) বলেন যে, যে প্রকার রোগ কোন এক বিশেষ প্রকৃতির উগ্র বিষ হইতে উৎপন্ন হয় সে প্রকার রোগে নাইট্রিক্ আসিড্ বিশেষ উপযোগী। গণ্ড-মালা, গরমীর ব্যারাম, অথবা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ উক্ত প্রকার রোগের বিশেষ উদাহরণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, আপন অসুখ এবং মৃত্যু বিষয়ে চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা মনের চাঞ্চল্য (আর্স্. একন্, সিমিসিফ্); অত্যন্ত স্নায়বিক এবং সহজেই উত্তেজিত হওয়া; সহজে চমকিয়া উঠা এবং ভয় খাওয়া (ক্যালী-কার্ব্ব্); খিট্ খিট্ করা, রাগ করা এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়া (একন্); মানসিক অবসন্নতা, নিরাশা, অসন্তোষের ভাব, ক্রন্দনের ইচ্ছা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্ মিউর, পাল্স্, রাস্টক্স্); স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড্, ল্যাক্, নাক্স্ মস্ক্, ফস্); মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (ফস্-আস, নাক্স্ বম্); স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস।

মস্তক। চলিয়া বেড়াইলে বা বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা; প্রাতঃকালে উঠিলেই মাথাঘোরা (আলাম্, ব্রাই, ফস্, লাইকোপ্); মাথায় রক্তাবরোধ এবং উহাতে গরম বোধ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ধরা (নেট্রাম্ মিউর), বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা সারিয়া যায়; শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয় সেরূপ মাথা ধরা (জেল্স্, ক্যালী-আয়োড্, মার্ক্, সাল্ফ্); মাথায় পূর্ণ এবং চাপা বোধ, কপালের দুই পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা সূচী-বিধানের ন্যায় বেদনা; অতিরিক্ত পরিমাণে মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, ল্যাক্, নেট্রাম্ মিউর, লাইকোপ, পিট্রোল, ফস্, হিপার সাল্ফ্); মাথায় পূয যুক্ত কণ্ডুয়নি বিশিষ্ট চুলকানি উৎপাদক ফুস্কুড়া (গ্রাফ্); মাথায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক মরাচর্ম্ম বা খুশ্কী পড়া; মাথায় অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (একন্, ব্যারাইটা কার্ব্ব্, চায়না,

মার্ক্, নেট্রাম্ মিউর) যাহার দরুণ টুপী পরিলেও মাথায় লাগে বা কষ্টানুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, সাইলিসি); মাথার স্থানে স্থানে ক্ষত যাহা জ্বালা করে এবং যাহা হইতে পূঁয পড়ে।

চক্ষু। সোজা ভাবে শোয়ান একটী বস্তু দুইটী দেখায় (অরাম্, বেল্; সিকুটা, ষ্ট্রামনু); পুস্তকাদি পড়িতে পড়িতে চক্ষে অন্ধকার দেখা; দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না; চক্ষুর আইরিসের প্রদাহ (Iritis) বারম্বার যাহার পুনরাক্রমণ হয়; পারার অপব্যবহার জনিত চক্ষুর পুরাতন আকারের আই-রাইটিস্ (Chronic Iritis); গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর মধ্যে চাপা বোধ এবং উহাতে হুলফুটানের ন্যায় অনুভূত হয়; চক্ষুর কর্ণিয়ার (Cornea) স্থানে স্থানে দাগ পড়া (ইউফ্রেস্, সাইলিসি, সাল্ফ্); চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত (কষ্টি, জেলস্, প্লাম্ব্); চক্ষুর মধ্যে কামড়ানী এবং সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; কুয়াশার মধ্য দিয়া দেখিলে যেরূপ হয় চক্ষে সেরূপ ঝাপসা দেখা; চক্ষুর তারা সহজে সঙ্কুচিত হয় না।

কর্ণ। পারার অপব্যবহার জনিত কাণে কম শুনা (ষ্টাফিস্); কর্ণের নিম্ন এবং পশ্চাৎ ভাগস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি; কাণ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গমন (অরাম্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্); কাণে সূচী বিধানের ন্যায় অনুভূত হয় (কোনায়াম্, গ্রাফ্, ক্যালী-কার্ব্ব); কাণে সোঁ সোঁ, কের্ কের্ শব্দ হয়; পূঁযে কাণের ছিদ্র বন্ধ হইয়া থাকে।

নাসিকা। সর্দ্দি এবং তদ্দরুণ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, নাকের মধ্যে জ্বালা ও টাটানি এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রোমিন্); নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ (বেল্, রাস্টক্স্); নাকের মধ্যে ক্ষত এবং জ্বালা (আলুমিনা, আণ্টি-ক্রুড্, অরাম্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, পাল্স্); সর্দ্দি এবং নাকে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ার দরুণ নাক বন্ধ হইয়া থাকা ও গলার মধ্যে শুষ্কানুভব; নাক দিয়া হরিদ্রা বর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন (পাল্স্); এক খান কাঠের চোঁচ বিঁধিয়া লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয় স্পর্শনে নাকের মধ্যে সেরূপ সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নাকের পাতার উপর গরমীর ব্যারাম জনিত ঘা এবং উহা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উহাতে খোসা (মামড়ী বা চুম্টী) পড়ে; হাঁচ হইতে চাহে, কিন্তু হাঁচি হয় না; নাকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ;

নাক দিয়া কাল্‌চে রক্ত পড়া, কাঁদিলে অথবা প্রাতঃকালে যাহার উদ্রেক বা আরম্ভ হয়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, নেট্রাম্‌ মিউর, সিপিয়া); চক্ষুর চতুর্দ্দিক হরিদ্রাবর্ণ এবং গাল নীলবর্ণ; মুখমণ্ডলে পূঁয বিশিষ্ট ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থান অনেকটা চক্রাকারে লালবর্ণ হয় এবং উহাতে খোসা বা চুমটী পড়ে; মুখমণ্ডলে গরমীর ঘা; মুখ মণ্ডলের অস্থি বেদনাযুক্ত (কার্ব্বো বেজ্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ক্যালী বাই); ওষ্ঠ স্ফীত হয়, ফাটে এবং চুলকায়; মুখ মণ্ডলে ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী, মুখমণ্ডলে কাল্‌চে দাগ পড়ে (নেট্রাম্‌ কার্ব্ব্‌); হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-Maxillary glands) স্ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁত হরিদ্রা বর্ণ হয় এবং নড়ে; চিবাইতে দাঁতে বেদনা (মার্ক, কার্ব্বো-অ্যানিমেল্‌); গরম বা ঠাণ্ডা কোন পদার্থ লাগিলেই দাঁতে সূচী বিধান, ছিঁড়িয়া ফেলা বা ছিদ্র করণের ন্যায় বেদনানুভব; মাড়ি সাদা, স্ফীত এবং উহা হইতে রক্ত পড়া (কার্ব্বো-বেজ্‌, ক্যালী নাইট্রি, মার্ক্‌, ফস্‌); রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় চিড়িকমারা, খোঁচাবিঁধা অথবা দপ্‌দপিয়া বেদনা। জিহ্বায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং ক্ষত (বোরাক্স্‌, ন্যাকা বম্‌, সিপিয়া, থুজা); জিহ্বার প্রান্তে ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা (মার্ক্‌); চিবাইবার সময় জিহ্বায় কামড় পড়ে (ইগ্‌নেশ), নরম দ্রব্য খাইতেও জিহ্বায় লাগে বা যাতনা বোধ হয় এবং জ্বালা করে (কার্ব্বো বেজ্‌); গালের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষত এবং উহাতে চোঁচ বিঁধার ন্যায় টাটান; ওষ্ঠের কোণে ক্ষত (অ্যাণ্টি-ক্রুড্‌, গ্রাফ, লাইকোপো); মুখে দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, অরাম্‌, আয়োড্‌); মুখগহ্বর এবং উহার পশ্চাৎভাগে শুষ্কতানুভব এবং অত্যন্ত জ্বালানুভব (আর্স্‌, ক্যান্থ, ক্যাপ্‌স, মার্ক্‌-কর); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত এবং উহাতে ক্ষত ও কুট্‌কুটানি (পারার অপব্যবহারের পর); মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা (আয়োড্‌, ইগ্‌নেশ, কার্ব্বো আয়োড, মার্ক্‌); মুখে রক্তমিশ্রিত লাল উঠা (সাল্‌ফ্‌); মুখে টক স্বাদ (ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব্‌, চায়না, ম্যাগ্নেশ-কার্ব্ব্‌); জিহ্বা সবুজ লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে লাল উঠা। গলার মধ্যে শুষ্ক এবং গরম বোধ; গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগে শ্লেষ্মার

সঙ্কার ; ফুলিলে যেরূপ হয় গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ বেদনা ; গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া ক্ষত হয় ; চোঁচ বিঁধিয়া থাকিলে যেরূপ হয় গলার মধ্যে সেরূপ কুট্‌কুটানি (আলুমিনা, আর্জেণ্ট্ নাইট্রি, হিপ্-সাল্‌ফ্), গিলিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; গলার মধ্য এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা ; চিবাইবার সময় মাড়ির অস্থি-সন্ধিতে কের্‌কের্ শব্দ হয় ; টন্‌সিল্ Tonsils) এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের পর্দ্দার ন্যায় পর্দ্দা পড়িয়া উহা মুখগহ্বর, ওষ্ঠ এবং নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্, আয়োড্, ফাইটোল্) ; আহার বহা-গলনালীর সঙ্কোচনে (Stricture of the Œsophagus) যেরূপ হয় গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (বেল্)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধাশূন্যতা (আর্স্, ক্যাল্ক্ কার্ব্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, সাল্‌ফ্) ; প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, সাল্‌ফ্) ; আহারের পূর্ব্বে ও পরে বারম্বার উদ্গার উঠা ; বমনোদ্বেগ এবং শ্লেষ্মা, উদরস্থ আহার দ্রব্য, অথবা আঠা, পূঁযসংযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত পদার্থ বমন (ক্রম্) ; পাকস্থলীর মধ্যে সূচী বিধানের ন্যায় অনুভূত হয় ; মুখে তিক্ত স্বাদ, বিশেষতঃ আহারের পর ; মাংস এবং মিষ্ট দ্রব্যে অরুচি ; দুগ্ধ পরিপাক পায় না ; দূষিত বায়ু (Flatulence) দ্বারা উদর স্ফীত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না) ; উদর টাটায় ; যকৃত প্রদেশে সূচী বিধানের ন্যায় যাতনা ; উদরের বামদিকে চাপা বোধ ; উদরে কর্ত্তনবৎ বা চিমটিকাটার ন্যায়,-চিন্‌চিনে বেদনা (কলোসি) ; উদরে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হয়, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; কুচ্‌কী সম্বন্ধীয় অন্ত্রবৃদ্ধি (Inguinal Hernia) ; শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি (আলাম্, নাক্স্ বম্) ; কুচ্‌কীর গ্রন্থি স্ফীত (বাগী, — Bubo) এবং পাকিয়া উহাতে পূঁয হওয়া (ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, মার্ক্, থুজা)।

মল। অর্শরোগ ; অর্শের বলী বড় এবং স্ফীত হইয়া মল ত্যাগের সময় উহা দিয়া রক্ত পড়ে ; অর্শের বলীতে কখন বেদনা এবং জ্বালা থাকে, কখন বা বেদনা জ্বালা থাকে না ; গুহ্য দ্বারে চুলকানি (সাল্‌ফ্ সাইলিসি) ; গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারে জ্বালা এবং চুলকানি (আর্স্, ক্যাল্ক্) ; গুহ্যদ্বারে আঁটা বোধ এবং মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারের সঙ্কোচন ; গুহ্যদ্বার ফাটিয়া ক্ষত হয় (নেট্রাম্ মিউর, ফাইটোল্) ; মলত্যাগের সময় গুহ্য ফাটিয়া যাইবে

এরূপ অনুভূত হয়; আমাশয়ের ন্যায় মলত্যাগ; রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া (মার্ক্); কাল্‌চে রক্ত ভেদ (আর্স্); শ্লেষ্মা ভেদ; গুহ্য দ্বারের চতুর্দ্দিক অনবরত ভিজা থাকে এবং টাটায়; কষ্টদায়ক কোষ্ঠবদ্ধ; অধিক পরিমাণে কঠিন মলত্যাগ (আলাম্, ব্রাই, সাল্‌ফ্); তরল ভেদ এবং তৎপর ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়া; কঠিন মলত্যাগ এবং উহার পর ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়া।

মূত্র যন্ত্র। প্রস্রাব করার সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চিড়িক মারা (একন্, আর্স্, ক্যান্থ্, কোনায়াম্); মূত্রনালী দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং পূঁয নির্গমন (নেট্রাম, মার্ক্-কর্); মূত্রনালীর মুখে সূচীবিধানের ন্যায় অনুভূত হয়; বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং অতি কম পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, কলোস্, হেলিবোরাস্, মার্ক্); মূত্র কাল্‌চে কটাবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প; অত্যন্ত উগ্র দুর্গন্ধযুক্ত (ঘোড়ারমূত্রের ন্যায়) মূত্রত্যাগ (বেন্‌জ্-আস, আবিসিন্থ্, নেট্রাম্ কার্ব্ব্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ; ঠাণ্ডা মূত্র ত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের প্রস্থিবৎ অগ্রভাগ (Glans Penis) এবং উহার আবরক চর্ম্মের (Prepuce) উপর গরমীর ঘায়ের ন্যায় ভাসান ঘা (হিপ্-সাল্‌ফ্, ফাইটোল্); উক্ত স্থানের ঘা পরিষ্কার দেখায় বটে, কিন্তু উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কল্‌তানি পড়ে (মার্ক্), পুরুষাঙ্গে গভীর, নালীযুক্ত, অসমান (আবড়্‌খাবড়্) ধার বিশিষ্ট উঁচু এবং সীসার রঙ্গ বিশিষ্ট ক্ষত, স্পর্শ করিলে যাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; গরমীর ঘা; পারার অপব্যবহার জনিত পুরুষাঙ্গের মাথায় ঘা এবং উহাতে বিজ্‌গুড়ী বিজ্‌গুড়ী ফুস্কুড়ী; গরমীর পরবর্ত্তী পীড়ার লক্ষণ (Secondary Syphilis); পুরুষাঙ্গের মাথায় ফুলকফির ফুলের ন্যায় ফুস্কুড়ী; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফীত হয় এবং খোলা যায় না (Phimosis); পুরুষাঙ্গের মাথায় দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী (ষ্টাফিস, থুজা) স্পর্শ করিলে যাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; পুরুষাঙ্গের মাথায় ফুস্কুড়ী এবং উহাতে শুকনা খোসী বা চুমটি পড়ে; পুরুষাঙ্গের আবরক চর্ম্মে সূচী বিধানের ন্যায় প্রখর বেদনা এবং চুলকানি; রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া হইয়া শক্ত হয় (Chordee) এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত যাতনা

(গ্রাফ্); স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত ইচ্ছা, অথবা উহার ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অণ্ডকোষের প্রদাহযুক্ত স্ফীতি; স্বপ্নদোষ বা বারম্বার অসাড়ে বা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক ধাতু নিঃসরণ; স্ত্রীলোকের যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি (মার্ক্, নেট্রাম্ মিউর, সাল্ফ্); যোনি দ্বারে ক্ষত, উহাতে জ্বালা এবং চুলকানি (কোনায়াম্, সাল্ফ্); দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa); যোনিদ্বার দিয়া সবুজ, ইটের রঙ্গ অথবা মাংসের রঙ্গ বিশিষ্ট ক্লেদ নিঃসরণ; জরায়ুর মুখের চতুর্দ্দিকে ফুলকফির ফুলের ন্যায় ফুস্কুড়ী; রজঃরোধ; স্তনের স্থানে স্থানে গ্রন্থির স্ফীতির ন্যায় কঠিনতা।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ (একন্, হিপ্-সাল্ফ্); শ্বাস কষ্ট; সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হৃৎস্পন্দন এবং মনের উদ্বেগ; ফুস্ফুসাবরক-ঝিল্লী-কোটরের মধ্যে পুঁযের সঞ্চার (Empyema) এবং গলা দিয়া প্রচুর পুঁযসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রে বা দিনের বেলা শয়ন করিলে কাশির উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে শুষ্ক, কর্কশ কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্); কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া পুঁয সংযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের ঊর্দ্ধদিকে রক্তাবরোধ; বুকের মধ্যে আঁটা এবং পূর্ণানুভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ ও হৃৎস্পন্দন; কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করার সময় শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া।

পৃষ্ঠদেশ, ঘাড় ইত্যাদি। স্কন্ধ এবং স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা (গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে অধিক উপকারী); গ্রীবা এবং বগলের গ্রন্থির স্ফীতি (ব্যারাইটা কার্ব্ব্, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, আয়োড্, ষ্টাফিস্); দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা; বগলের গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং পাকিয়া উহা হইতে পুঁয পড়ে।

হাত, পা ইত্যাদি। উভয় বাহুতেই কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; স্কন্ধে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ঠাণ্ডা বাতাসে হাত একবারে অবশ হইয়া যায়। অধিক ক্লান্ত হইলে যেরূপ হয় পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় সেরূপ মোচ-ড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (চায়না, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্); পায় ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; রাত্রিতে পায়ের ডিমে ভয়ানক খিলধরা

(ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, নাক্স্ বম্, সাল্ফ্) ; অনেক দিন জলে ভিজিলে যেরূপ হয় পায়ের আঙ্গুল সেরূপ হেজে যাওয়া (সাদা ঘা হওয়া) (আগারিকাশ, পাল্স্, জিঙ্ক্) ; পায় প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (ব্যারাইটা কার্ব্ব্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; তাহার দরুণ পায় ঘা হয় এবং টাটায় ; পায়ের পাতা সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা ; হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা ; চলিবার সময় পায়ের পাতার সন্ধিতে কের্কের্ শব্দ হয়।

চর্ম্ম। চর্ম্ম শুষ্ক এবং আঁইষের ন্যায় খোসা বিশিষ্ট (আর্স) ; চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ ; চর্ম্মে গভীর ফাটা এবং উহা দিয়া রক্ত পড়া ; গাব ক্ষত এবং চোঁচ বিঁধিলে যেরূপ হয় উহাতে হুলফুটানের ন্যায় সেরূপ বেদনা এবং কুট্কুটানি ; ঘায়ের ধার অসমান বা আবড়্খাবড়্ এবং উহাতে বিজ্গুড়ী বিজ্গুড়ী ফুস্কুড়ী ; পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারামের দরুণ উক্ত প্রকার ক্ষত বা ফুস্কুড়ী ; কল্তানি বিশিষ্ট, ফুলকপির ফুলের ন্যায় কঠিন, অসমান বা আবড়্খাবড়্ স্ফীতি এবং ঘা ; গাত্র আমবাত (Urticaria) এবং উহার দরুণ অত্যন্ত চুলকানি ; আঁচিল (Warts)।

নিদ্রা। প্রথম রাত্রে ঘুম হয় ; হয় অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গে, না হয় প্রাতে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ; ছট্ফট্ করা, ঘুম ভাল না হওয়া এবং ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; ঘুমের ঘোরে মনের উদ্বেগ, মাথায় দপ্দপানি ; নিদ্রা ভাল হইলেও উহার দরুন রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না।

জ্বর। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যাকালে, শয়ন করিয়া থাকিলে শীত কম্প (নাক্স্ বম্) ; শরীর গরম এবং হাতের পাতায় ঘর্ম্ম ; গা গরম, বিশেষতঃ রাত্রে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা ; মুখমণ্ডলে এবং হাতে বারম্বার গরম বোধ ; রাত্রিতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (এক রাত্রি অন্তর এক রাত্রিতে) ; সবিরামজ্বর ; অপরাহ্নে শীত হইয়া গা গরম হয় এবং তৎপরে ঘর্ম্ম হয় ; জ্বরের কোন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে না ; প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হয় (ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, চায়না, বাস্টক্স্) ; নাড়ী অত্যন্ত অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে।

ব্যবহার। গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ ;

অস্থি এবং গ্রন্থির অসুখ ; চর্ম্ম, মুখগহ্বর, গুহ্যদ্বার, নাসিকা ইত্যাদির ঝিল্লীর ক্ষত গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত হইলে অধিক উপকারী। চক্ষু প্রদাহ (পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে আরো উপকারী); সর্দ্দি; ডিপ্থিরিয়া; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শরোগ; শ্বেতপ্রদর; প্রমেহ রোগ; কামল রোগ; বাতরোগ ; গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত বাগী (Buboes); নেত্রনালী (Fistula Lachrymalis); উদরাময়; আমাশয়; যোনিদ্বারে ফুলকফির ফুলের ন্যায় ঘা বা স্ফীতি ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; অণ্ডকোষের প্রদাহ; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis); আক্ষেপিক কাশি ; রক্তোৎকাশি ; বুকে বেদনা ; পুরাতন সবিরাম জ্বর হেতু যকৃতের পুরাতন প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে নাইট্রিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে প্রকার রোগ কোন বিশেষ প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন,—যথা পারাজনিত রোগ, গরমীর ব্যারাম, বা গণ্ডমালাজনিত রোগ, সে প্রকার রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হাত পায় ভারি বোধ এবং উহার কাঁপনী ; হঠাৎ বা সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগার ধাতু ; শরীরের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদনা যাহা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ যায়; স্পর্শনে আক্রান্ত সমুদয় অংশেই চোঁচ বিঁধার ন্যায় বেদনানুভব ; গ্রন্থি প্রদাহযুক্ত, স্ফীত এবং উহাতে পূঁয হওয়া ; সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বহির্ব্বায়ুর পরিবর্ত্তনে, ঘুম ভাঙ্গিলে, চলিয়া বেড়াইলে, বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে ; মল ত্যাগের পর গুহ্যদ্বার দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বা উহার অল্পকাল পর অসুখের বৃদ্ধিও নাইট্রিক্ আসিডের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অতএব যে সকল রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী তাহাতে এই ঔষধটীর এই লক্ষণের বিষয় স্মরণ করিলে পাঠক নিষ্ফল হইবেন না লেখক তাহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া এরূপ বিশ্বাস করেন।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। মিউরিয়াটিক্ আসিড্, মার্কিউরিয়াস্ এবং থুজা নাইট্রিক্ আসিডের প্রকৃত সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। এতদ্ভিন্ন ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, হিপার সাল্ফিউরিস্, সাল্ফার, মেজিরিয়াম্, সাইলিসিয়া

ইত্যাদি ঔষধ গুলিও নাইট্রিক্ আসিডের সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, হিপার সাল্ফ্, মার্কিউরিয়াস্, মেজিরিয়াম্, সাল্ফার। অধিক মাত্রায় নাইট্রিক্ আসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্ষারগুণবিশিষ্ট ঔষধ (Alkalies), সাবান (Soap), ম্যাগ্নেসিয়া ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রম সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগে (নাকে, মুখে, গায় ঘা ইত্যাদিতে) ১ম দশমিক ক্রম ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার রাউন্ ১ম দশমিক ক্রমের ২।৩ ফোঁটা এক এক মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারের অসুখে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ৩০ ক্রম ব্যবহারে একটী রোগীর এবং ২০০ ক্রম ব্যবহারে ৩টা রোগীর অশ্রুনালীর (Fistula Lachrymalis) চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। উক্ত সকল রোগীই ৫।৬ সপ্তাহ কালের মধ্যে আরাম হইয়া গিয়াছে। মাত্রা ½ ফোঁটা ১ এক দিন অন্তর এক দিন ১ মাত্রা সেব্য। এইরূপে ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে কোন উপকার না হইলে উপকারের সম্ভাবনা অতি কম।

আসিডাম্ ফস্ফরিকাম্,—ফস্ফরিক্ আসিড্,—ফস্-আস্

(ACIDUM PHOSPHORICUM,—PHOSPHORIC ACID,—AC PHOS.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম * ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে চুয়ান জলে মিশাইয়া ইহার ১ম শততমিক ক্রম বা ডাইলুশন প্রস্তুত করিবে। ৯৫ ভাগ চুয়ান জল এবং ৫ ভাগ রেক্টিফাইড স্পিরিট্ একত্রে মিশাইয়া উহা দ্বারা যথা নিয়মে ৩য়

* আলোপ্যাথিক বৃটিশ্ ফার্মাকোপিয়া নির্দ্দিষ্ট ডাইলুট্ ফস্ফরিক আসিড্ (Dilute Phosphoric Acid), হোমিওপ্যাথিক ফস্ফরিক আসিডের ১ম দশমিক ক্রম বা ডাইলুশনের সম তেজ বা শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণীয়।

দশমিক এবং ২য় শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হয়। ৫ম দশমিক ডাইলুশন ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়; ৩য় এবং ততোধিক ডাইলুশন রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ষ্টপার্ড্ শিশিতে রাখা কর্ত্তব্য। উহা অপেক্ষা উচ্চ ডাইলুশন কর্ক আঁটা শিশিতে রাখিলেও চলিতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর এই ঔষধের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ক্রমাগত শোক দুঃখ ভোগ, অতিরিক্ত পরিমাণে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদিতে অত্যাচার দ্বারা স্নায়বিক মণ্ডলীর যেরূপ নিস্তেজ অবস্থা হয়, সুস্থ শরীরে ফস্ফরিক্ আসিড্ প্রয়োগেও স্নায়বিক মণ্ডলীর সেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। ইহা স্নায়বিক মণ্ডলীকে নিস্তেজ বা অবসন্ন করে (চায়না স্নায়বিক মণ্ডলীকে উত্তেজিত করে) এবং এরূপ মূত্র কোষ এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপর স্থানিক কার্য্য দেখাইয়া তৎপর অস্থি এবং চর্ম্ম আক্রমণ করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্মরণ শক্তির হ্রাস বা দুর্ব্বলতা (আনাকার্ড্, আম্ব্রা, ক্রিয়াজ্, ল্যাকি, মার্ক্, নেট্রাম্ মিউর, নাক্স্ মস্ক্); নিস্তব্ধভাব; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য বা মন নিবিষ্ট হয় না (সিপিয়া, বাপ্টিসিয়া, সেলেন্); কোন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না; মানসিক শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা বিনাশ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি (এগ্নস্, সিনাবার্, জেল্স্, নাক্স্ বম্); কথা বলিতে অনিচ্ছা; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনিচ্ছা পূর্ব্বক উত্তর দেওয়া (আগারিকাস্, ফস্); সর্ব্বদা বাড়ী যাইতে বা বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা (ক্যাপস্; ইউপেটোরিয়াম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিবার ইচ্ছা; চুপে চুপে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বলা (Low-muttering delirium) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিম্ ঝিম করা (বেল্, বাপ্টিস্, ফস্)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ গোলমেলে বোধ এবং ঝিম্ ঝিম্ করা; মাথাঘোরা; কোন একটী বোঝা রাখিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ ভারি বোধ; প্রাতঃকালে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে কপালে প্রবল চাপা বোধ; অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া যাহার দরুন রোগী শয়ন করিতে

বাধ্য হয় এবং যাহা সামান্য নড়াচড়া বা গোলমালে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়ে বা বৃদ্ধি হয় (বেল্); ছুরী দিয়া চাঁচিলে যেরূপ হয় মাথার হাড়ের আবরক চর্ম্মে সেরূপ যাতনা; অকালে চুল পাকে (লাইকোপ্) বা কোষ্ঠা পাটের ন্যায় হয়; মাথার চুল পড়িয়া যায়, (প্রধানতঃ শোক দুঃখ পাওয়ার পর); মাথা চুলকায় (ক্যাল্ক্ কার্ব্ব, কার্ব্বো আনিমেল, সাল্ফ্); প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া; কপালের দুই পার্শ্বে ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর মধ্যে অত্যন্ত চাপা বোধ যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষুর গোলক স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে (প্লাম্ব্, স্পাইজেল্); চক্ষুর শ্বেতাংশে হরিদ্রার দাগ পড়ে; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); চক্ষুর পাতার মধ্যে এবং উহার কোণে জ্বালা; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ লাল হয়; চক্ষু দিয়া জল পড়ে; দূরের বস্তু দেখিতে অক্ষম হওয়া।

কর্ণ। কাণে প্রত্যেক শব্দই প্রতিধ্বনিত হয় (কষ্ট্, মার্ক্, ফস্); কাণে শব্দ, বিশেষতঃ বাদ্য, সহ্য হয় না (একন্, আম্ব্রা); কানে সোঁ সোঁ শব্দ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা (ক্যাল্ক্ কার্ব্ব, মার্ক্, সিকেল্, সাল্ফ্); কানে কসিয়া ধরার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা; কানে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা।

নাসিকা। নাক দিয়া কাল্চে রক্ত পড়া (ক্রোকাস্, হামামেলিস্); নাকে ক্ষত হইয়া উহাতে খোসা বা চমটী পড়া।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল শিটা বা ফিকা; মুখ মণ্ডলে ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী; গালে জ্বালাযুক্ত বেদনা; গাল, ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠের কোণে কল্তানি বিশিষ্ট দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী।

মুখ গহ্বর। জিহ্বার মধ্য ভাগে লাল দাগ পড়ে; জিহ্বা, তালুকা এবং সমুদয় মুখ গহ্বরে শুষ্ক বোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, নাক্স্ মস্ক্, পাল্স্); অনিচ্ছাপূর্ব্বক (রাত্রীতেও) জিহ্বার পার্শ্ব কামড়ান; জিহ্বা এবং সমুদয় মুখ গহ্বর চট্চটিয়া আঠা লাল দ্বারা আবৃত।

পাকস্থলী এবং উদর। খাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্তও মুখে আহার দ্রব্যের স্বাদ থাকে, বিশেষতঃ রুটির স্বাদ (আলাম্, আর্স্, চায়না, নেট্রাম্ মিউর, সাল্ফ্); অসহ্য পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, নাইট্রিক্ আস্);

ঠাণ্ডা এবং রসাল দ্রব্য খাওয়ার স্পৃহা (ফস্) ; উগ্র এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট উদগার উঠা (কার্ব্বো বেজ্, নাক্স্ বম্, ফস্, পাল্স্, সাল্ফ্) ; কাফি পানে অনিচ্ছা (লাইকোপ্) ; দুধ খাইতে অনিচ্ছা (ককিউল্, পাল্স্) ; কোন একটী ভারি দ্রব্য খাকিলে যেরূপ হয় প্রত্যেকবার আহারের পর পেটে সেরূপ ভারবোধ (একন্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সিপিয়া) ; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (স্পর্শনে) ; অনবরত বমনোদ্বেগ। এক পাশ হইতে অন্য পাশে যেন কোন পদার্থ বিদ্যুতের ন্যায় বারম্বার হঠাৎ যাইতেছে পেটের মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (একন্) এবং পেটের মধ্যে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হয় ; উদরে আক্ষেপিক বেদনা, বিশেষতঃ নাভি প্রদেশে ; তলপেটে চাপা বোধ ; পেটে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার এবং গুহ্যদ্বার দিয়া উহার নিঃসরণ (স্ত্রীসহবাস বা হস্তমৈথুনে অত্যাচারিদিগের হইলে অধিক উপকারী)।

মল। উদরাময় (দুর্ব্বলকারক নহে) (পাল্স্) যদিচ অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে (দুর্ব্বলকারক হইলে আর্স্, চায়না, ফস্, সিকেল্) ; অনিচ্ছা পূর্ব্বক বা অসাড়ে মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; সাদাটিয়া ধূসর বর্ণের তরল ভেদ (ফস্) ; হরিদ্রার আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ (আসাফিটিডা)।

মূত্র যন্ত্র। দুধের ন্যায় মূত্রত্যাগ (ষ্টিলিঞ্জ্) খানা খানা বা জমাট ; প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (আসিটিক্ আস্, ইউপেট্-পার্প্যুর, ফাইসষ্ট্) বিশেষতঃ রাত্রিতে (আম্ব্রা, আমন্ মিউর) ; প্রচুর পরিমাণে বারম্বার জলের ন্যায় মূত্রত্যাগ, কিন্তু মূত্রত্যাগের কতকক্ষণ পরই উহার নীচে গাঢ় এবং সাদা তলানি পড়ে ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় অনুভূত হয়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের বারম্বার এবং দুর্ব্বলকারক ধাতু নির্গমন (চায়না) ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা (আগারিকাশ্, আগ্নাশ্, ব্যারাইটা কার্ব্ব্, কোনায়াম্, ফস্, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত মৈথুন এবং স্ত্রীসহবাসের সামান্য ইচ্ছা ; স্ত্রী সহবাস এবং অসাড়ে ধাতু নির্গমনের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা (আগারিকাশ্, ক্যালী কার্ব্ব্, চায়না, ষ্টাফিস্) ; পুরু-

ষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মের (Prepuce) উপর দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং উহাতে কুট্‌কুটানি; পুরুষাঙ্গে দাদের ন্যায় শুকনা পুরাতন আকারের ফুস্কুড়ী; পুরুষাঙ্গে আঁচিল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গরমীর ঘা; মলত্যাগের সময় বেগ দিলে ধাতু নির্গমন; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের অনেক দিন ধরিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে কাল্‌চে রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় যকৃতে বেদনা; প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের শ্বেত প্রদর (অধিকাংশ রজঃস্রাবের পর); জরায়ু স্ফীত হয় এবং উহাতে যেন বিদ্যুতের ন্যায় কোন পদার্থ বারম্বার নড়ে; সন্তানকে স্তনদুগ্ধপান করাইবার দরুণ দুর্ব্বলতা।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ (ফস্, কার্ব্বো বেজ্, নাক্স্ বম্); শুষ্ক কাশি, বুকের মধ্যে কুট্‌কুটানীর দরুণ যাহার উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে কাশি এবং গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘাসের স্বাদ এবং গন্ধ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন; শ্বাস কষ্ট; দুর্ব্বলতার দরুণ যেরূপ হয় বুকের মধ্যে সেরূপ বেদনানুভব (ষ্টানাম); কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; কাশি এবং গলাদিয়া পূঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের দুর্ব্বলতা এবং শ্বাস কষ্টের দরুণ অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলিতে অশক্ত; বুকে ভারি এবং চাপা বোধ।

হৃৎপিণ্ড। যে সকল যুবা শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়, অকালে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং হস্তমৈথুন বা স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার করে, তাহাদিগের হৃৎস্পন্দন।

হাত, পা ইত্যাদি। প্রাতঃকালে হাত পা এবং শরীরের সমুদয় সন্ধিতে বেদনা; হাত পায়ের হাড়ে চন্‌চনে, ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা এবং জ্বালা; উদরাময়, রক্তস্রাব, ধাতু নির্গমন ইত্যাদির পর হাত পায়ের দুর্ব্বলতা (ক্যাল্ক্ কার্ব্ব, চায়না, ফস্)।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীরে চুলকানি এবং কুট্‌কুটানি; শরীরের স্থানে স্থানে থোবাম থোবাম ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়া; আঁচিল (Warts); ক্ষত এবং উহার চর্ম্ম হাড়ের সঙ্গে যেন লাগিয়া থাকে; পুরুষাঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের যোনি দ্বারে ফুলকপির ফুলের ন্যায় কল্‌তানি বিশিষ্ট বা শুকনা ফুস্কুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রদ্বয়ে গরমীর ঘা এবং হাড়ে বেদনা।

নিদ্রা। অত্যন্ত নিদ্রালুতা বা নিদ্রাবেশ এবং গা মাটি মাটি করা; রাত্রি দুই প্রহরের পর ঘুম হয় না; স্ত্রীসহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া (সাইলিসি) ধাতু নির্গমন; গভীর নিদ্রা; দিনের বেলা, সন্ধ্যার সময় এবং প্রাতঃকালে ঘুমের ইচ্ছা; মৃত্যু বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ।

জ্বর। শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কম্প (প্রায়ই সন্ধ্যার সময়), এবং উহার পর অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম: শরীরের বাহ্যিক শীতলতা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক শীতকম্প অধিক (ইউপেট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত এবং আঙ্গুলের মাথা ঠাণ্ডা; সন্ধ্যার সময় সমুদয় শরীর গরম হয়; আভ্যন্তরিক গরম বোধ, কিন্তু গায় হাত দিলে গরম বোধ হয় না; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, চায়না, মার্ক্, সাইলিসি, সাল্ফ্-আস্); শরীর এত গরম হয় যে উহার দরুণ অনেক রোগীর চেতনা একবারে থাকে না; নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে এবং অনেক সময় অসম (Intermittent) হয়; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বরবিকার। সবিরাম জ্বর এবং সমুদয় শরীরে শীত কম্প, আঙ্গুল বরফের ন্যায় শীতল, পিপাসা থাকে না এবং তৎপর শরীর উষ্ণ হইয়া পিপাসার উদ্রেক হয়; অথবা শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া রোগীর চেতনা একবারেই থাকে না।

ব্যবহার। অকালেবর্দ্ধিত বা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া জনিত অসুখ; স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার এবং হস্তমৈথুন, শোক, দুঃখ, বাড়ীতে থাকা বা বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা বা কাহারো প্রেমে নৈরাশ হওয়া জনিত অসুখ; অস্থির আবরক পর্দ্দার অসুখ; হাড় পোকায় খাওয়া (Caries); গ্রন্থির অসুখ; হিষ্টিরিয়া; মনোরোগ (Hypochondriasis); আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর বিকার; সবিরাম জ্বর; অজীর্ণ; পুরাতন উদরাময়; ধ্বজভঙ্গ; শুক্রক্ষরণ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; প্রচুর রজঃস্রাব; শ্বেত প্রদর; বহুমূত্র; যক্ষাকাশ এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; হস্তমৈথুন এবং স্ত্রী সহবাসে অত্যাচার হেতু শুক্রক্ষরণ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি রোগে ফস্ফরিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; ইহার কার্য্য স্নায়বিক মণ্ডলীতেই অধিক প্রবল; বেদনা-

হীন উদরাময়; যে সকল বালক বালিকা বা যুবক যুবতী শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে বা বড় হয়; হাড়ের আবরক পর্দ্দাতে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; বিশ্রামে, রাত্রিতে, গায় কাপড় না দিলে এবং গরম আহার দ্রব্যে অসুখের বৃদ্ধি; নড়াচড়া এবং উত্তাপে অসুখের বৃদ্ধি; কোন কার্য্যই করিতে ইচ্ছা যায় না; গ্রন্থির বেদনাহীন স্ফীতি; অনবরত নড়াচড়ার ইচ্ছা ইত্যাদি ফস্ফরিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হস্তমৈথুন বা স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার হেতু অসুখে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ফস্ফরাসের প্রায় সমুদয় কার্য্যই ফস্ফরিক্ আসিডের কার্য্যের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ফ্লুয়োরিক্ আসিড্, সাইলিসিয়া, চায়না, আনাকার্ডিয়াম্, ইগ্নেসিয়া, অন্যান্য আসিড্, আর্সিনিক্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব্, সালফার, লাইকোপডিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধগুলির কার্য্যও অনেকটা ফস্ফরিক্ আসিডের কার্য্যের ন্যায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার এবং কফিয়া।

ডাইলুশন বিচার। স্নায়বিক অসুখ, দুগ্ধবৎমূত্র, জ্বর ইত্যাদিতে ৩ হইতে ১২ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রীসহবাস বা হস্তমৈথুনে অত্যাচার হেতু অসুখ, মুখে ঘা, বহুমূত্র, অস্থি পোকায় ধরা (Caries), ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ইত্যাদি রোগে ১ম বা ২য় দশমিক ডাইলুশন দ্বারা ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রোগে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। দুগ্ধবৎ মূত্র (Chylous Urine) রোগাক্রান্ত একটী রোগীর চিকিৎসায় ১ম দশমিক ডাইলুশন, ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিয়া ২ সপ্তাহ কাল মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। বহুমূত্র, দুগ্ধবৎ মূত্র, ধ্বজভঙ্গ, ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় ফস্ফরিক্ আসিডের ১ম দশমিক অপেক্ষা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করা এক প্রকার সময় নষ্ট, লেখক তাঁহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া এরূপ বিশ্বাস করেন।

একোনাইটাম্ নেপেলাস,-একোনাইট্,-একন্

(ACONITUM NAPELLUS,-ACONITE,-ACON.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপ এবং রুসিয়া ও মধ্য আশিয়াতে এই গাছের জন্ম। ইহা হিমালয় পর্ব্বতেও জন্মিয়া থাকে। এতদ্দেশে ইহাকে মিঠা বিষ বলে। ইহা একটী অত্যন্ত বিষাক্ত দ্রব্য। এই গাছের ফুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর; এজন্য অনেকে ইহা বাগানে রোপণ করিয়া থাকে। এই গাছের কাঁচা পাতা, ফুল, ফুলের নিকটবর্ত্তী কোমল পাতাদি এবং মূল দ্বারা মূল আরোক বা মাদার টিংচার (Mother tincture) প্রস্তুত হয়। পাতাদির আরোক অপেক্ষা মূলের আরোকের তেজ অধিক। কাঁচা পাতা, ফুল এবং ফুলের নিকটবর্ত্তী কোমল পাতার মূল আরোক প্রুফ্ স্পিরিটে (Proof spirit) প্রস্তুত হয়। কাঁচা মূলের আরোকও সচরাচর প্রুফ্ স্পিরিট্, এবং কখন কখন রেক্টীফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইতে পারে। শুক্না মূলের আরোকও প্রুফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুক্না মূলের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত করিলে আরোকের তেজ বৃদ্ধি হয়। মূল হইতে আরোক প্রস্তুত হইলে উহাকে একোনাইট রাডিক্স্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। মনুষ্য দেহে এমন তরুণ রোগ অতি কমই আছে যাহার হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় একোনাইট্ ন্যূনাধিক ব্যবহৃত না হইয়া থাকে। এজন্যই ডাক্তার হেম্পেল্ (Dr Hempel) ইহাকে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের "মেরুদণ্ড" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা-মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা প্রয়োগে সুস্থ শরীরে ধমনি সম্বন্ধীয় রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (Artorial circulation of the blood) বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া, কৈশিক ধমনির (Capillary arteries) পক্ষাঘাত উৎপাদন করা হেতু শরীরের নানা স্থানে বিশেষতঃ মস্তিষ্ক, কসেরুকা মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Serous and Mucous membranes), পেশী এবং সন্ধিতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উহাতে প্রদাহ হইয়া থাকে। ডাক্তার বার্থোলো (Dr. Bartholow) বলেন যে একোনাইট্ জ্ঞান

উৎপাদক স্নায়ু সমূহকে (Sensory nerves) প্রথমতঃ আক্রমণ করিয়া তৎপর গতি উৎপাদক স্নায়ুগুলিকে (Motor nerves) আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা প্রথমতঃ যন্ত্রের অগ্রভাগ, তৎপর স্নায়ুর গোড়া এবং অবশেষে, কসেরুকা-মজ্জা আক্রমণ করিয়া উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহা কসেরুকা মজ্জার গৌণ (Reflex) কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় বটে; কিন্তু ইহা জ্ঞানউৎপাদক স্নায়ুর পক্ষাঘাতের এক গৌণ ফল মাত্র। কসেরুকার গতি উৎপাদক কেন্দ্র হইতে ইহা গতি উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মায়। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল,—ইহা প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা কম করে এবং অবশেষে ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য রোধ করে। ইহা ধমনিতে রক্তের বেগ কমায়। অতএব ইহা হৃৎপিণ্ডের গ্যাঙ্গ্লিয়া (Ganglia), স্নায়ু এবং পৈশিক নির্ম্মাণ আক্রমণ করিয়া থাকে। একোনাইট্ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) উপরের আঁশাল অংশ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহা চর্ম্ম এবং মূত্রকোষের স্বাভাবিক নিঃসরণ বৃদ্ধি করে যাহার দরুণ মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে শরীরে সঞ্চিত দূষিত ঘন পদার্থ গুলিও নির্গত হইয়া থাকে। জ্বর এবং স্নায়বিক অস্থিরতা একোনাইটের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত। ইহা একটী উৎকৃষ্ট প্রদাহ নিবারক (Antiphlogistic) ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত ভীরুতা (অরাম্, বেল্, চায়না, ইগ্নেস্, ফস্) বিশেষতঃ ভয় খাওয়ার পর; অন্ধকারে ভয়, ভূতের ভয় (প্লস্, আর্স); উগ্র প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; নিকটবর্ত্তী মৃত্যুভয় (অ্যাগ্নাশ্, আর্স, সিমিসিফ্, নাইট্রিক্ আস্, সিকেল্); রোগী বলে যে সে অমুক দিন মরিবে (এপিস্); অনিবার্য্য মনের উদ্বেগ এবং চিন্তা; সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করা, সামান্য কারণেই বক্ বক্ করা, দুঃখ প্রকাশ করা এবং তিরস্কার করা (নাইট্রিক্-আস্); অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং বিছানায় ছট্ফট্ করা (এথুসা, আর্স, রাস্টক্স্, নেট্রাম্, ক্যাম্ফার); এলোমেলো বোধ;

স্মরণ শক্তির হ্রাস বা দুর্ব্বলতা; মনের অবস্থা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়,—অর্থাৎ একবার সন্তোষের ভাব এবং উহার পরক্ষণই বিমর্ষভাব (ইগ্‌নেস্; নাক্স্ মস্ক্, ফস্); ভয় খাইয়া অসুখ (জেল্‌স্, ওপিয়াম্); বৈরক্তি এবং ক্রোধ জনিত অসুখ (ব্রাই, ক্যাম্); বিছানা হইতে দৌড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা; রাত্রিতে প্রলাপ।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং চক্ষে অন্ধকার দেখা; শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে মাথাঘোরা (ব্রাই, ক্যাম্, ফস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা যাইয়া মুখ মণ্ডল মলিন বা শিটা হওয়া (বেল্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); মাথা হেট করিলে মাথাঘোরা; চলিতে টলিয়া পড়া, বিশেষতঃ ডাইন দিকে; মাথায় রক্তাবরোধ, ক্রোধ, ভয় এবং হঠাৎ রজঃ-রোধ হেতু মাথাঘোরা; জল সিদ্ধ করিলে যেরূপ হয় মস্তিষ্কে সেরূপ আন্দোলন বোধের সহিত মাথাধরা; মাথায় পূর্ণ এবং ভারিবোধ যাহার দরুণ মনে হয় যেন কপাল কাটিয়া মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইবে (ব্রাই, সাল্‌ফ্); সূর্য্যাঘাত (Sunstroke) (বেল্, গ্লোনয়েন্) বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে ঘুমাইলে; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মনের উদ্বেগ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ (ফেরাম্), ফিকা বা শিটা; গ্রীবার ধমনী অত্যন্ত প্রবল বেগে দপ্ দপ্ করে (বেল্); নাড়ী পূর্ণ, মোটা, প্রবল অথবা ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী; সন্ধ্যার সময় অসুখের বৃদ্ধি; কপালে নাকের গোড়ায় নিঙ্‌ড়ানের ন্যায় অনুভূত হয় এবং যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যে তাহার হিতাহিত জ্ঞান আর থাকিবে না; মনে হয় যেন চুল খাড়া হইয়াছে; স্পর্শনে মাথা টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় (ব্যারাইটা কার্ব্ব্, বেল্, চায়না, নেট্রাম্ মিউর, নাইট্রিক্ অ্যাস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্, নাক্স্ বম্)।

চক্ষু। চক্ষুর তরুণ প্রবল প্রদাহের প্রথম অবস্থায় (বেল্), চক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরা, খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা এবং জ্বালানুভব, বিশেষতঃ চক্ষুর গোলক ঘুরাইলে; চক্ষের মধ্যে বালির কণা, চক্ষুর পাতার পক্ষ্ম (Eye-lashes) প্রবিষ্ট হইয়া বা হিম ঠাণ্ডা বা শুষ্ক বাতাস লাগিয়া চক্ষুর যোজক ঝিল্লী প্রদাহ (Conjunctivitis); চক্ষে আলোক, বিশেষতঃ সূর্য্যের, সহ্য হয় না (সাল্‌ফ্): আলোক চক্ষে লাগে বা সহ্য হয় না (বেল্); মনে

হয় যেন চক্ষুর গোলক স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে, যাহার দরুণ চক্ষু উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয়; চক্ষুর পাতা কঠিন, লালবর্ণ, স্ফীত এবং উহাতে কসিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বা আঁটা বোধ; চক্ষে গরম, শুষ্ক ও জ্বালাবোধ এবং উহাতে বাতাস লাগিলে অসুখ বোধ হয়; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া; চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়; চক্ষে আলোক একবারে সহ্য হয় না অথবা উজ্জ্বল আলোকে থাকার ইচ্ছা।

কর্ণ। কাণে গোলমাল একবারেই সহ্য হয় না এবং সকল প্রকার শব্দই কাণে লাগে (বেল্, লাইকোপ্) বিশেষতঃ বাদ্য (আম্ব্রা, কস্-ক্যাস্); কাণের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (চায়না, বেল্, লাইকোপ্); কাণের বহির্দ্দেশ উষ্ণ, লালবর্ণ এবং স্ফীত হয়(বেল্, এপিস্); ডাইন কানে বেদনা (একন্, অরাম্, বেল্, কল্চ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, গ্রাফ্)।

নাসিকা। ঘ্রাণ শক্তির অত্যন্ত প্রখরতা, বিশেষতঃ দুর্গন্ধই সহজে নাকে অধিক লাগে; নাক দিয়া রক্ত পড়া (বেল্, ব্রাই); নাক দিয়া লাল রক্ত পড়া (ইরিজারণ); সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (আর্জেন্ট, ইউফর্বিয়াম্, অস্মিয়াম্); জ্বর, পিপাসা এবং অস্থিরতা; নাকের গোড়ায় চাপিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা (ক্যালী বাই, মার্ক্, আয়োড্, নেট্রাম্, আর্স্, প্লাটিনা)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল উদ্বেগ এবং ভয়ের চিহ্নযুক্ত; গাল পর্য্যায়-ক্রমে লাল এবং ফিকা বা পিটা হয়; অথবা এক গাল লাল এবং অপর গাল ফিকা বা পিটা (ক্যাম্); মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে (বেল্, ওপি-য়াম্); মনে হয় যেন মুখমণ্ডল স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইতেছে; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে লাল মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফিকা বা পিটা হয় (বিরেট্রাম্ আল্ব্); মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্নায়ুশূল (স্পাইজেল্); মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ; অস্থিরতা, মনের উদ্বেগ এবং চীৎকার করা।

মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতের গোড়ায় চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরভাব এবং মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের ভাব। ওষ্ঠ, মুখ গহ্বর এবং জিহ্বায় জ্বালা, কুট্‌কুটানি এবং উহাতে অবশবোধ, মুখে শুষ্কবোধ (এইলেন্থ, আর্স্, ব্রাই, হায়োস্,

নাক্স্‌ মস্ক্‌); হিম ঠাণ্ডা অথবা শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এক পার্শ্বের দাঁতের গোড়ায় দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল লালবর্ণ এবং মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; দাঁতে ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না (স্পাইজেল্‌); মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, কলোস্‌, চায়না, নাক্স্‌ বম্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, পাল্‌স্‌); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়ে (চায়না, মার্ক্‌-আয়োড্‌, নাইট্রি-আস্‌)। গলার মধ্যে জ্বালা এবং অবশ বোধ (ক্যাপ্স্‌); কোমল তালুকা (Soft-palate) এবং আল্‌জিহ্বা লালবর্ণ (বেল্‌); মুখ-গহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগ কাগ্‌চে লালবর্ণ (ব্যাপ্ট্‌) এবং উহাতে জ্বালা এবং কুট্‌কুটানি (এপিস্‌); গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কবোধ যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্যে কোন বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে (আলাম্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, নাইট্রি-আস্‌)।

পাকস্থলী এবং উদর। অক্ষুধা এবং আহারে অরুচি (আণ্টি-ক্রুড্‌, আর্ণিকা, আর্স); অত্যন্ত প্রবল অনিবার্য্য পিপাসা (আর্স, ব্রাই, চায়না, মার্ক, নেট্রাম্‌ মিউর, রাস্‌ টক্স্‌); বিয়ার (Beer) নামক মদ্য পানের ইচ্ছা (ককিউল্‌, সাল্‌ফ্‌); মদ্যপানের ইচ্ছা (ব্রাই, চায়না), অথবা ব্রাণ্ডি (Brandy) মদ্য পানের ইচ্ছা (পাল্‌স); শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ঠাণ্ডা হইতে না হইতেই বরফ মিশ্রিত জল পান করিয়া পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক বা আম রোগ; অত্যন্ত কষ্টকর হিক্কা (হায়োস্‌, নাক্স্‌ বম্‌, ষ্ট্রামন্‌); লম্বা সূত্রবৎ গোল কৃমি বমন (সাঙ্গুনেরিয়া); পিত্তবমন (আর্স, পডোফ্‌); সবুজ পদার্থ বমন; শ্লেষ্মাবমন (আণ্টি টার্ট, ইপিকাক্‌) উদরস্থ জল বা জলীয় পদার্থ বমন (আর্স, ফস্‌); বমনের সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ, গরম বোধ, পিপাসা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং বারম্বার মূত্রত্যাগ; এক খানি ভারি বস্তু বা পাথর থাকিলে যেরূপ হয় পাকস্থলীর মধ্যে সেরূপ ভারি বোধ (ইস্কুলাস্‌, আর্স, ব্রাই, নাক্স্‌ বম, পাল্‌স্‌); পাকস্থলী হইতে আহারবহানালী দিয়া মুখ পর্য্যন্ত জ্বালানুভব (আর্স); স্পর্শনে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনার উদ্রেক হয় বা টাটায়। উদরের দুই পার্শ্বে চাপাযুক্ত বেদনা; যকৃত প্রদেশে আঁটা বোধ এবং সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে (আর্স, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-কার্ব্ব্‌); উদর স্ফীত, অত্যন্ত উষ্ণ এবং

চাপিলে বা স্পর্শ করিলে টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় (বেল্, কুপ্রাম্); উদরে যেন কোন পদার্থ এদিক হইতে ওদিকে হঠাৎ বারম্বার যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয় (ফস্-আস্); বমন এবং মূত্রত্যাগে অশক্তি; অন্ত্রের মধ্যে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা, চাপিলে বা ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; কামল রোগ; উদরের শোথের ন্যায় স্ফীতি (উদরী)।

মল। মল জলবৎ তরল (আণ্টি-ক্রুড্, আর্ণিকা, চায়না, পডোফ্), সাদা, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে লালমূত্র ত্যাগ, ঘাসের ন্যায় ছেকরা ছেকরা, কাল, দুর্গন্ধযুক্ত (আর্স্), রক্ত মিশ্রিত এবং সাদা চট্‌চটিয়া মলত্যাগ; মল পরিমাণে অল্প, তরল, এবং বারম্বার স্বাভাবিক মলের সঙ্গে আম মিশ্রিত মলত্যাগ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথপাড়া; ছোট ক্রিমির দরুণ রাত্রিতে গুহ্য দ্বারে অসহ্য চুলকানি এবং কুট্‌কুটানি (আর্স্, সিনা, গ্রাফ্); একবারে কোষ্ঠবদ্ধ; বারম্বার অল্প পরিমাণে মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার কষ্টকর মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (বোরাক্স্); কষ্টকর মূত্র ত্যাগ, মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে; মূত্র লালবর্ণ বা কাল্‌চে, পরিমাণে অল্প, আগুণের ন্যায় গরম এবং জ্বালা উৎপাদক (এপিস্, আর্স্, বেল্, ক্যান্থ্); মূত্রাবরোধ (এপিস্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে চাপাবোধ ও মূত্রকোষ প্রদেশে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্রাবরোধ, বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণের এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন এবং অস্থিরতা।

জননেন্দ্রিয়। অণ্ডকোষে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (আর্জেণ্ট্, আর্ণিকা); অণ্ডকোষ স্ফীত এবং কঠিন (আগ্‌নাশ্, অরাম্, কোনীয়াম্); ভয় পাইয়া স্ত্রীলোকের রজঃরোধ (লাইকোপ্); বৈরক্তি বা ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ, বিশেষতঃ রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের; জরায়ু দিয়া উজ্জ্বল লাল রক্ত স্রাব (ইরিজারণ, সিকেল্, ইপিকাক্); সর্ব্বদা মনের উত্তেজনা; মাথাঘোরা; সোজা হইয়া বসিতে অশক্তি; মৃত্যুভয়; যোনিদ্বার শুষ্ক, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত (বেল্); সন্তান প্রসবের পর যোনি দ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া (সিমিসিফ্); চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক; স্তনের

দুগ্ধ পরিমাণে অল্প; পেট ফাঁপা এবং চাপিলে উহাতে বেদনা বা টাটানি (বেল্‌); হঠাৎ ঋতুঃরোধ হইয়া ডিম্বকোষের প্রদাহ (Ovaritis); (সিমিসিফ্‌); ভয় বা বৈরক্তির দরুণ গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ (কষ্ট্‌, ক্যালীবাই, ফস্‌, স্পঞ্জ্‌); স্পর্শনে কণ্ঠনালী টাটায় (ল্যাক্‌); শ্বাস দ্বারা বায়ু টানিলে কণ্ঠনালীতে বেদনা (স্পঞ্জ্‌); কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহজনিত জ্বর এবং শ্বাসরোধক আক্ষেপ; ঘংড়ী কাশি এবং উহার দরুণ ঘুম যাওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং রোগী ছট্‌ছট্‌ করে; ক্ষণস্থায়ী শুষ্ক কাশি; শুষ্ক, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া কাশি (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, স্পঞ্জ্‌); শুষ্ক, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট, উচ্চ শব্দযুক্ত কাশি (স্পঞ্জ্‌); আক্ষেপিক, কর্কশ কাশি যাহার দরুন শ্বাসরোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার ভয়ে রোগী জাগিয়া থাকে (ল্যাক্‌); শুষ্ক, কঠিন এবং ঠংঠনিয়া শব্দ বিশিষ্ট কাশি; প্রত্যেক বার কাশির আক্রমণের সময় রোগী (ছোট বালক বা বালিকা হইলে) আপন গলা চাপিয়া ধরে (আয়োড্‌); গলা দিয়া উজ্জল লাল রক্ত পড়ে; রক্তোৎকাশি এবং গলা সামান্য থক্‌ থক্‌ করিলে, কাশিলে বা গলা খেকুর দিলেই রক্ত নির্গত হয়; বুকে আঁটাবোধ বা উদ্বেগ, হৃৎস্পন্দন, নাড়ী দ্রুতগামী এবং বুকে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী কার্ব্ব্‌, ফস্‌); মনের সামান্য উত্তেজনা, মদ্যপান অথবা শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাসে গলা দিয়া রক্ত পড়ে; রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, সে চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে (মার্ক্‌); বুকে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কাশি (ব্রাই, ক্যালী কার্ব্ব্‌, মার্ক্‌, ফস্‌); বুকের মধ্য দিয়া ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, গা গরম, শ্বাস কষ্ট এবং অনেক সময় অত্যন্ত শীত কম্প; বিলম্বে বিলম্বে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস অথবা শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ভাসান; বুকের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা যাহার দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম (আণ্টি-টার্ট্‌, আর্স্‌, সাম্বুকাশ্‌); কাশিতে কাশিতে বমন দ্বারা রক্ত উঠে; ঘর্ম্ম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ; খাট পাঁজরার হাড়ের নীচে স্ফীতি; তাড়াতাড়ি চলিবার সময় বা নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ

স্থানে উঠিবার সময় বুকে আঁটাবোধ এবং শ্বাস কষ্ট (আয়ন্ কার্ব্ব, ক্যাক্, আর্স); হৃৎপিণ্ডের অসুখ ঐরূপ হইলে (ক্যাক্টাস্) ; বক্ষাস্থির (Sternum) নীচে ভারি এবং জ্বালাবোধ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে ভয়ানক কষ্ট এবং উদ্বেগ; হৃৎস্পন্দন (ক্যাক্টাস্, ক্যাল্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপ্রদেশে ভয়ানক কষ্ট (স্পাইজেল্, আর্স) এবং অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট, মাথায় গোলযোগ, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে গরম; হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; হৃৎপ্রদেশে পূর্ণবোধ; নাড়ী কঠিন, প্রবল, পূর্ণ এবং মোটা; হৃৎপ্রদেশে কসিয়া ধরার ন্যায় সঙ্কোচন এবং উহাতে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; বুকে আঁটিয়া ধরা; হৃদ্বাহ্যাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis); হৃৎপিণ্ডের সামান্য অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম বাহুতে অবশবোধ (রাস্টক্স্); আঙ্গুলে কুট্‌কুটানি এবং মূর্চ্ছা; জ্বরে নাড়ী প্রবল, পূর্ণ, কঠিন (বেল্, বিরেট্রাম্ বির); হাঁপানি কাশিতে নাড়ী ক্ষুদ্র, অসম এবং অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট (আর্স); অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহে (Peritonitis) নাড়ী দ্রুতগামী, কঠিন, ক্ষুদ্র; নাড়ী সঙ্কুচিত, পূর্ণ, প্রবল এবং প্রতি মিনিটে ১০০ বার স্পন্দন করে এবং হৃৎপিণ্ড হইতেও অধিক দ্রুতগামী, লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত বা সূত্রবৎ সূক্ষ্ম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ (আর্স)।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা, ঘাড় নাড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয়; এই বেদনা ডাইন স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (জেল্‌স); দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (রাস্টক্স্); স্কন্ধে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্টক্স্); কোমরের পশ্চাৎ ভাগে অবশবোধ যাহা পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পৃষ্ঠদেশে বেদনার দরুন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে।

হাত পা ইত্যাদি। স্কন্ধের সন্ধি, কনুইয়ের সন্ধি, হাত, মণিবন্ধ এবং হাতের আঙ্গুলে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, রডোড্, রাস্ টক্স্, পাল্‌স্); বাহুতে অবশ বোধ যাহার দরুণ উক্ত হাত চালনে অশক্তি; বাহু, হাত এবং হাতের আঙ্গুলের মধ্য দিয়া কোন

প্রাণী হামা দিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয় বা সুড়্‌সুড়ী (রাস্‌ টক্স্‌); ঘুসা বা প্রবল আঘাত ইত্যাদি লাগিলে যেরূপ অবশ হয় বাহু সেরূপ অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়ে যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে; হাতের আঙ্গুলে সুড়্‌সুড়ী, বিশেষতঃ লিখিবার সময়; হাত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; হাতের পাতায় শীতল ঘর্ম্ম; হাতের পাতা গরম। উরু এবং পায়ের সমুদয় সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, রাস্‌ টক্স্‌, পাল্‌স্‌); বিশ্রাম বা শয়নকালীন পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে ক্লান্তি বা অবশ বোধ (রাস্‌ টক্স্‌); বসিয়া থাকিলে পা প্রায় শক্তিহীন হইয়া অবশ হয় (রাস্‌ টক্স্‌); পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরে (ক্যাল্ক্‌, ক্যাম্ফার, নাক্স্‌ বম্‌, সাইলিসি, সাল্‌ফ্‌); চলিতে গেলে হাঁটুর সন্ধি ঠিক স্বাভাবিক ভাবে থাকে না; পায়ের পাতা, বিশেষতঃ পায়ের আঙ্গুল, ঠাণ্ডা।

চর্ম্ম। চর্ম্ম লাল, উষ্ণ, উজ্জ্বল এবং স্ফীত এবং উহাতে প্রবল বেদনা (বেল্‌, ব্রাই)। শরীরের নানা স্থানে সূক্ষ্মসূচী বিধানের ন্যায় যাতনা; মৌমাছিতে কামড়াইলে যেরূপ হয় শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ দাগ পড়ে (কোমায়াম্‌); চুলকাইলেও চুলকানি কমে না; শিশুগণের গায় নানা প্রকারের ফুস্কুড়ী, বিশেষতঃ হাম, আরক্ত জ্বরে (এপিস্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌)।

নিদ্রা। শেষ রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদ্দরুণ বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা (এবিস্‌ ক্যান্‌); ঘুমের ঘোরে উদ্বেগ উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখার দরুণ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া ঘুম ভাঙ্গে (আর্স্‌, বেল্‌, হায়োস্‌); চক্ষু বুজিলে নানা প্রকারের চিন্তা উপস্থিত হওয়ার দরুণ ঘুম হয় না; রোগী এক পাশে কোন মতেই অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না; ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠা।

জ্বর। সামান্য নড়া চড়া, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে বা কেহ শরীর স্পর্শ করিলেই শীত বোধ; শীত কম্প পায়ের পাতা হইতে উপরের দিকে বুকে বিস্তৃত হয়; বাহ্যিক শীত বোধ এবং আভ্যন্তরিক গরম বোধ, অত্যন্ত উদ্বেগ এবং গাল লালবর্ণ; গা গরম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা; নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, মোটা এবং দ্রুতগামী; শ্বাস কষ্ট, মনের উদ্বেগ; অধৈর্য্যতা; অশান্তি এবং কষ্ট যন্ত্রণায় বারম্বার বিছানায় এপাশ

ওপাশ করা; ঘুমের অবস্থায় প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম গায় বসিয়া যাইয়া জ্বর; অল্পকাল স্থায়ী জ্বর; প্রদাহ জনিত জ্বর; সবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে।

ব্যবহার। যে প্রকার প্রদাহ জনিত রোগে আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসায়, অস্ত্র দ্বারাই হউক, বা জোঁক লাগাইয়াই হউক রক্তমোক্ষণ (Blood-letting) ব্যবস্থা, হোমিওপ্যাথিক মতে সে প্রকার রোগের চিকিৎসায়ই একোনাইট্ ব্যবহার্য্য এবং উপকারী। মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যে একোনাইটের সৃষ্টি এবং আবিষ্কার হইয়াছে তাহা, বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রক্ত মোক্ষণের অপকারীতা আজ কাল আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসকগণও বুঝিতে পারিয়া উক্ত চিকিৎসা প্রণালী ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একোনাইট্ ব্যবহার করিতেছেন। প্রদাহ জনিত জ্বর অথবা যে প্রকার জ্বর মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Meningitis), বায়ুনল প্রদাহ (Bronchitis), ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleuritis), ফুস্ফুস্ প্রদাহ (Pneumonia), অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis), জরায়ু প্রদাহ (Metritis), মূত্রাধার প্রদাহ (Cystitis), বাতরোগ (Rheumatism), যকৃত প্রদাহ (Hepatitis), অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis), ঘুংড়ী কাশি (Croup), সর্দ্দিজ্বর, তরুণ চক্ষু প্রদাহ (Acute Opthalmia), গলার মধ্যে বেদনা (Sorethroat) ইত্যাদি রোগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাতে একোনাইট্ ব্যবস্থা এবং বিশেষ উপকারী। অনেক সময় হৃদ্বাহ্যাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), হৃদন্তাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Endocarditis), হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃদ্বেদনা (Angina Pectoris), হাম জ্বর এবং ছোট বালক বালিকার জ্বরেও অনেক সময় একোনাইট্ আবশ্যক হইতে পারে। কর্ণশূল, কৃমি জনিত রোগ; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অসুখ; ঘর্ম্ম বসিয়া যাইয়া অসুখ; অত্যন্ত উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ এবং বিরক্তি জনিত অসুখ; বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ; মাথায় রক্তাবরোধ এবং তদ্দরুণ মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু বা স্নায়বিক মাথা ধরা; মস্তিষ্ক প্রদাহ; মস্তিষ্কের তরুণ শোথ (Acute hydrocephalus): দন্তশূল; পিত্ত জনিত অসুখ; কামল রোগ; অন্ত্রবৃদ্ধি; হুপিং কফের প্রথমাবস্থা; হাঁপানি কাশি; রক্তোৎকাশ;

হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অসুখে একোনাইট্ ব্যবহার্য্য। স-বিষোৎপন্ন জ্বরে (Specific fevers) একোনাইট্ দ্বারা উপকার দর্শে না।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সন্ধির বাত জনিত প্রদাহ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি; আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ (বেল্), চক্‌চকে এবং স্ফীত; স্পর্শনে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (ব্রাই); আক্রান্ত অংশে অবশবোধ; অসহ্য বেদনা যন্ত্রণা এবং শরীরের আক্রান্ত সমুদয় অংশে অবশবোধ ও কুট্‌কুটানি বা সুড়্ সুড়্ করা; সোজা হইয়া বসিলে অবসন্নতার ভাব; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অসুখ হয় (ককিউলাস্, নাক্স-মস্ক্); অনেকক্ষণ ধরিয়া অস্থিরতা বা ছট্‌ফট্ করা (আর্স্); প্রায় সমুদয় অসুখেই শীত কম্প, মনের উদ্বেগ এবং মৃত্যুভয়; রক্তাধিক্য ধাতু; বুক, মাথা এবং হৃৎপিণ্ডে রক্তাবরোধ; বেদনাদির সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়; আক্রান্ত স্থানে হুলফুটানের ন্যায় বেদনা। সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বাম পার্শ্বে বা চীৎ হইয়া শয়ন করিলে, বিছানায় গেলে, বসা অবস্থা হইতে উঠিলে, উষ্ণ ঘরে, তামাকু খাইলে অসুখের বৃদ্ধি (ইগ্‌নেস্)। বহির্বায়ুতে, স্থির ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিলে (বাত রোগে), মদ্যপানে অসুখের উপশম। সাধারণতঃ বিশ্রামে অসুখের উপশম হয়; কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলে বেদনা যন্ত্রণাদি অসহ্য হইয়া পড়ে (মার্ক্)।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। যে সকল রোগে গতি উৎপাদক পেশী এবং স্নায়ু আক্রমণ করে তাহাতে একোনাইটের কার্য্য বা গুণ সিকুটা বিরোসা এবং হাইড্রোসায়েনিক্ আসিডের ন্যায়। বাত রোগে একোনাইটের কার্য্য এবং গুণ ব্রাইওনিয়া এবং সিমিসিফিউগা রেসিমোসার ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের উপর একোনাইটের কার্য্য অনেকটা ক্যাক্‌টাস্, নেজা এবং স্পাইজেলিয়ার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন আর্নিকা, বেলাডোনা, ক্যাম্ফাবিশ্, ক্যামোমিলা ইত্যাদি কতক গুলি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গেও একোনাইটের কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসিটিক্ আসিড্, সাল্‌ফার, বেলাডোনা, নাক্স্ বমিকা ইত্যাদি একোনাইটের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

একোনাইট্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ, সুরা, কোন কোন প্রকার অম্লৌষধ এবং বিনিগার (Vinegar) ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান্(Hahnemann) এবং তাঁহার শিষ্যগণ জ্বর রোগে একোনাইটের ১৮ হইতে ৩০ ডাইলুশনের ১ মাত্রা প্রয়োগ্ করিয়া উহার ফল দেখিবার জন্য কিছু কাল অপেক্ষা করিতেন, এবং এই প্রকার চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তাঁহারা বিশেষ ফলও পাইতেন। কিন্তু আজ কাল আমরা একোনাইটের ১ হইতে ৬ ডাইলুশন রোগীর বয়স অনুসারে ¼, ½, ¾ বা ১ ফোঁটা মাত্রায় রোগের অবস্থা বুঝিয়া, যে পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ না পায়, সেপর্য্যন্ত ১।২।৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। শিশু ও ছোট বালক বালিকার রোগে লেখক ৩ এবং ৬ দশমিক ডাঃ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাত রোগ এবং অন্যান্য প্রকার প্রদাহ জনিত রোগে ১ দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। ঘুংড়ী কাশি, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ এবং ধনুষ্টঙ্কার রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। ওলাউঠা রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোক ১ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্নায়ু শূলে ৩য় দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। শিশু এবং ছোট বালক বালিকার হুপিং কফ এবং হাঁপানি কাশিতে ৩ ডাঃ ব্যবহার্য্য। জ্বরের শীত কম্প, রক্তঃস্রাবে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু যে সকল অসুখ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কতক পরিমাণে পুরাতন অসুখ এবং অনেক কাল ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) বলেন যে অত্যন্ত উত্তেজনার দরুণ রাত্রিতে ঘুম না হইলে একোনাইটের ১২ ডাঃ এক ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে শয়ন করার সময় ১ মাত্রা সেবনে ভাল ঘুম হয়। ডাক্তার বেজের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় তিনি ৩০ ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া ১২ ডাইলুশন অপেক্ষাও অধিক ফল পাইয়া থাকেন। একোনাইটের গাছের মূল বা শিকড় হইতে যে মূল আরোক প্রস্তুত হয়, হাঁপানি কাশির প্রবল আক্রমণের সময় উহার ১ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা এরূপ তিন মাত্রা সেবনে রোগের আক্রমণের বেগ কমিয়া যাইতে লেখক স্বয়ং দেখিয়াছেন।

আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্,—টার্টার এমিটিক্,—আণ্টি-টার্ট্

(ANTIMONIUM TARTARICUM,—TARTAR EMETIC,—ANT. TART.)

এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রম যথা নিয়মে গুঁড়ার আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। টার্টার এমিটিক্ জলে দ্রব হয় বলিয়া ৯৫ ভাগ চুয়াণ জলে ৫ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া উহা দ্বারা যথা নিয়মে ইহার ২য় শততমিক ক্রম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার ২য় শততমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ৩য় এবং তত্তোধিক উচ্চ ক্রম যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হইলে আদত টার্টার এমিটিক্ কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের নিম্নভাগ এবং উহার মেডালা-অব্‌লঙ্গেটা নামক অংশের (Base of the Brain and Medulla-Oblongata) মধ্য দিয়া স্নায়বিক মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। স্নায়বিক মণ্ডল দিয়া পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী, ফুস্‌ফুস এবং যকৃতের উপর ইহার কার্য্য প্রকাশ করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ু (Pneumogastric nerve) দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় যন্ত্রের অত্যন্ত অবসন্নতা উৎপাদন করে। সুস্থ শরীরে এই ঔষধে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহ উৎপাদন করে এবং তদ্দরুণ প্রদাহযুক্ত স্থানে ফোস্কার ন্যায় এক প্রকার ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। এই ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ীগুলি চর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গায় বসন্তের গুটির ন্যায় এক প্রকার ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। বুকে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া বুকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং নিদ্রালুতা টার্টার এমিটিক্ দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শরীর স্পর্শ করিলেই কাঁদা (রোগী শিশু বা ছোট বালক বা বালিকা হইলে); সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা; ভয়াতুরতা এবং অস্থিরতা

নিরুৎসাহ এবং নিরাশা; সন্ধ্যার সময় ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হইয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; সন্ধ্যার সময় অনবরত এলোমেলো রকমের আনন্দ প্রকাশ করা।

মস্তক। একগাছি ফিতা দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ধরা (জেল্স্, নাইট্রিক্ আস্, মার্ক্, সাল্ফ্); কপালে চাপিয়া ধরা বা সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহা বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বে দপ্দপানি; কপালের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা গালের হাড় এবং মাড়ি পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; মাথার কাঁপনি যাহা অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; মাথায় চাপাযুক্ত বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক কসিয়া ধরিয়া এক গোলাকার কঠিন পদার্থের ন্যায় রহিয়াছে এবং যাহা নাসিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা কখন সন্ধ্যার সময়, কখন বা রাত্রিতে হয়।

চক্ষু। দৃষ্টির গোলযোগ বা চক্ষে আঁধার দেখা এবং প্রদীপের আলোক বাতাসে যেরূপ ধড়্ফড়্ করে চক্ষে সেরূপ দেখায়; চক্ষু রক্তবর্ণ; চক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ যাহার দরুণ চক্ষু আপনা আপনিই বুজিয়া আসিতে চাহে; চক্ষু চাপিয়া বা শক্ত করিয়া বুজিয়া থাকার ইচ্ছা; অন্ধতার প্রথমাবস্থা; চক্ষে কন্কনানি; চক্ষুর সম্মুখে আগুনের কণার ন্যায় দেখায়।

নাসিকা। তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন, শীতবোধ, বারম্বার হাঁচি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস এবং ক্ষুধা শূন্যতা; নাসিকার মধ্যদিয়া আড়াআড়ি এক গাছি ফিতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখার ন্যায় অবসন্নকারক টাটানি (আর্স্, ক্যাম্ফার, বিরেট্ আল্ব্) এবং নাসারন্ধ্রে ক্ষত।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল শিটা বা ফিকা হয় এবং বসিয়া যায় (আর্স্, কার্ব্বো বেজ্, বিরেট্ আল্ব্); মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত; মুখ মণ্ডলের প্রায় সমুদয় পেশীরই আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারিকাশ্, সিকুটা, ইগ্নেস্); মুখ মণ্ডলের সমুদয় অংশে, এমন কি মাথা এবং ঘাড়েও, ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং মরাচর্ম্মযুক্ত অথবা ফাটাযুক্ত (আর্স্)।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা, সাদা কাইয়ের ন্যায় পদার্থ দ্বারা পুরু লেপযুক্ত, উহাতে লাল রেখা পড়া এবং উহার মধ্য স্থান অত্যন্ত লাল বর্ণ ও শুষ্ক (রাস্ টক্স্); জিহ্বা নাড়িতে অত্যন্ত কষ্টানুভব বা বেদনা। গলার মধ্যে বেদনা; গিলিতে গলার মধ্যে বেদনা যাহার দরুণ রোগী কোন দ্রব্য একবারে গিলিতে পারে না।

পাকস্থলী এবং উদর। টকদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আণ্টি-ক্রুড্, চায়না); পিপাসা একবারেই থাকে না (এপিস্, নাক্স্ মষ্ক্, পাল্স্); রাত্রিতে পচা ডিমের গন্ধবিশিষ্ট কাঠ উদ্গার উঠা (আগারিকাশ্, আর্ণিকা, সোরিনাম্, সিপিয়া); মধ্যাহ্নে আহারের পর উকী উঠা বা পেট গুলিয়া উঠা; বমনোদ্বেগ এবং উহারি দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ, উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে সামান্য চাপাবোধ এবং তৎপর মাথা বেদনা যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয়; অনবরত বমনোদ্বেগ এবং সমুদয় রাত্রিতেই বমন; অত্যন্ত বেগ দিয়া বমন; অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল বমন (ইপিকাক্) যে পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা না হয়, তৎপর গা ম্যাটি ম্যাটি করা, নিদ্রালুতা (এইলেন্থ্, নাক্স্, মষ্ক্), সমুদয় কার্য্যেই অনিচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ও হাতের কাঁপনি (প্লাটিনা); পাকস্থলীর মধ্যে চিড়িক মারা বা দপ্দপানি (আসা-ফেটিডা, পাল্স্, সিপিয়া)· অথবা উদরেও ঐ প্রকার বোধ; টকস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ এবং শ্লেষ্মা বমন, বিশেষতঃ রাত্রিতে; অধিক খাইলে যেরূপ হয় পাক-স্থলীতে সেরূপ বেদনা। উদরে অত্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মন এবং শরীরের আন্দোলন ও শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা; কিছু না খাইলেও উদরে পাথরাদি পূরিয়া রাখিয়াছে এরূপ ভারবোধ হয় অথচ চাপিলে উদর কঠিন বলিয়া বোধ হয় না; মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনার ন্যায় কর্ত্তনবৎ বেদনা (কলোস্, মার্ক্); যেন বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ এদিক ওদিক কোন পদার্থ সরিয়া যায় উদরের মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়।

মল এবং গুহ্যদ্বার। চট্চটিয়া আঠা রক্ত মিশ্রিত জলবৎ তরল ভেদ; উদরাময় এবং বমন (ইপিকাক্); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত তরলভেদ।

মূত্র যন্ত্র। মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে জ্বালা

(ক্যান্থ্, ক্যানাবিস্ স্যাট্); বারম্বার প্রস্রাবের বেগ; মূত্র পরিমাণে অল্প; মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে এবং শেষ কএক ফোঁটা রক্ত পড়ে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে ভয়ানক প্রবল বেদনা; মূত্র কাল্‌চে, কটার আভাযুক্ত লালবর্ণ এবং ঘোলাটিয়া (চেলিডন্), অত্যন্ত উগ্র গন্ধযুক্ত (বেঞ্জ্‌ আস্, নাইট্রিক্ আস্।)

শ্বাস্ যন্ত্র। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ভারি, উদ্বেগযুক্ত এবং অত্যন্ত কষ্টকর, যাহার দরুণ রোগী কোন বস্তুতে হেলান দিয়া বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (একন্, আর্স্); রোগীর শ্বাস বন্ধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় এবং বাতাস টানিতে পারে না, অতএব সে বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (একন্, আর্স্, সাম্বুকাশ্); বুকে শ্লেষ্মা বদ্ধ হওয়ার দরুণ শ্বাস কষ্ট বা শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, গলা দিয়া শ্লেষ্মা উঠিলে শ্বাস কষ্টের উপশম হয়; ক্ষণস্থায়ী কাশি এবং কাশিবার সময় এক প্রকারের কর্কশ শব্দ হয়; কাশির দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ী, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; কার্ব্বোন্ (Carbon) দ্বারা বিষাক্ত হইলে যেরূপ হয় রোগী সেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়া (ইপিকাক্, ফস্, সেনিগা, ষ্টানাম্); বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে অথচ রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না; অত্যন্ত উদ্বেগ, বুকের মধ্যে কষ্টানুভব এবং হৃৎপিণ্ডে গরমবোধ; বুকে আঁটা বোধ; কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়াস পাওয়া (ওপিয়াম্) বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণের, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন, নিদ্রাবল্য (ঝিমন) এবং মুখ মণ্ডলের স্পন্দন।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স্, ক্যাক্টাস্, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব, স্পাইজেল্, সাল্ফ্); নাড়ী দ্রুতগামী, দুর্ব্বল, এবং কম্পমান; হৃৎপিণ্ডে কষ্টানুভব যাহা ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত দূরীভূত হয় না; নাড়ী পূর্ণ এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট (ক্যানাবিস্ ইণ্ড, ডিজিট্) অথবা সঙ্কুচিত এবং লুপ্তপ্রায় (একন্); হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন।

পৃষ্ঠদেশ। কোমর এবং কোমরের নিম্ন প্রদেশে প্রবল বেদনা;

সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হয়; ক্লান্ত হইলে যেরূপ হয়, বসিয়া থাকিলে পৃষ্ঠদেশে এবং কোমরে সেরূপ বেদনা হয়।

হাত, পা ইত্যাদি। হাত ঠাণ্ডা এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না; সমুদয় অঙ্গেই অবশবোধ; হাতের কাঁপনি; হাত ঠাণ্ডা এবং ভিজা; হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ মৃতবৎ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। চলিবার সময় হাঁটুর পশ্চাৎ ভাগ এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে কসিয়া ধরা (আমন্‌-মিউর)।

চর্ম্ম। গায় বসন্তের গুটির ন্যায় পুরু ফুস্কুড়ী; অনেক সময় গায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; ফুস্কুড়ী প্রায় মটরের ন্যায় বড়; সমুদয় শরীরেই ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; মুখে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী শুকাইয়া গেলে মুখ-মণ্ডলে নীলের আভাযুক্ত লালদাগ থাকে; এই প্রকার ফুস্কুড়ী জননেন্দ্রিয় এবং উরুতেও হয় এবং আক্রান্ত স্থান বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়।

নিদ্রা। অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা নিদ্রালুতা (এপিস্); দিনের বেলা অনিবার্য্য ঘুমের ইচ্ছা (নাক্স্‌ মস্ক্); হাই তোলা এবং গা ভাঙ্গা; ঘুমেরঘোরে গায় যেন হঠাৎ ধাক্কা বা ঝাঁকি লাগে।

জ্বর। সমুদয় শরীরে শীত এবং কম্প; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; সমুদয় শরীরেই ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম; সমুদয় শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম,—অনেক সময় ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হয়; শীত কম্প এবং বাহিক শীতলতা যাহা দিনের বেলা সকল সময়েই হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ভাব; মনে হয় যেন ঠাণ্ডাজল সমুদয় শরীরে ঢালিয়া দিয়াছে; সামান্য শীতের পর শরীরের উত্তাপ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে, উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ভাব এবং কপালে ঘর্ম্ম; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, মোটা এবং দ্রুতগামী; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

ব্যবহার। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ, বিশেষতঃ পাক-স্থলী এবং ফুস্ফুসের; পাকস্থলীর শ্লেষ্মা জনিত অসুখ; বায়ুনল প্রদাহ; (Bronchitis); ফুস্ফুস প্রদাহ; (Pneumonia); শিশু বা ছোট বালক বালিকার উক্ত রোগ; মস্তিষ্কের শোথ (Hydrocephalus); গায় লাল ফুস্কুড়ী সম্বলিত হাঁপানি; হুপিং কফ; কৈশিক বায়ুনল প্রদাহ (Capillary Bronchitis); ফুস্ফুস প্রদাহ সম্বলিত বায়ুনল প্রদাহ (Broncho-

Pneumonia); ঘুংড়ীকাশি; আক্ষেপ; নবপ্রসূত শিশুগণের শরীর ঠাণ্ডা হইয়া নীলবর্ণ হইয়া নিশ্বাস বন্ধ হয়; বসন্ত, জল বা পানি বসন্ত, চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ীবিশিষ্ট প্রদাহ জনিত রোগ ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরের কম্পন; রোগী (শিশু হইলে) কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে (ক্যাম্), তাহাকে স্পর্শ করিলেই সে কাঁদে (আণ্টি ক্রুড্) এবং সে কাহাকেও তাহার নাড়ী দেখিতে দেয় না; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়ী, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; শ্লেষ্মা বমন; শ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ। আহার বা পানের পর, শয়নের পর, নড়াচড়া, রাত্রিতে, উত্তাপে, হিম ঠাণ্ডা বা শীতকালে অসুখের বৃদ্ধি হয় এবং উদ্গার উঠিলে, শ্লেষ্মা উঠিলে, সোজা হইয়া বসিলে বা শীতল বহির্বায়ুতে অসুখের উপশম ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ইপিকাকিউএনার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন মেডালা অবলঙ্গেটার (Medulla *oblongata*) উপর ডিজিটালিস্, লোবিলিয়া, টেবেকাম্ এবং বিরেট্রাম্ বিরাইডের কার্য্য অনেকটা আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের ন্যায়। শ্বাস যন্ত্রের উপর টার্টার এমিটিকের কার্য্য অনেকটা ফস্ফরাসের কার্য্যের ন্যায়। চর্ম্মের উপর টার্টার এমিটিকের কার্য্য অনেকটা আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ এবং ক্লিমেটিসের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে টার্টার এমিটিকের কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স্ বমিকা এবং পাল্সেটিলার কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসাফিটিডা, চায়না, ককিউলাস্, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস্, ওপিয়াম্, পাল্সেটিলা এবং সিপিয়া ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। টার্টার এমিটিক্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে অধিক মাত্রায় সিঙ্কোনা (চায়না) এবং ইপিকাক্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ফুস্ফুস্ প্রদাহ এবং কণ্ঠনালী প্রদাহে ২য় বা

৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ব্যবস্থা। বায়ুনল প্রদাহে, বিশেষতঃ শিশুগণের, ১২ ডাঃ বিশেষ উপকারী। ঘুংড়ী কাশি এবং বসন্ত রোগেও ২ বা ৩ দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী। ফুস্ফুসের শোথে ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধের ৬ ডাইলুশনও অনেকে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আর্ণিকা মণ্টেনা,-আর্ণ্-মণ্ট্।

(ARNICA MONTANA,—ARN.-MONT.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের পার্ব্বতীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। আমেরিকা এবং এতদ্দেশে হিমালয় পর্ব্বতেও ইহা জন্মে। ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। গাছের বাকল, ফুলের বোঁটার নিকটবর্ত্তী কোমল পাতা এবং ফুল দ্বারা যথা নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হয়। ইহার কেবল ফুল দ্বারাও প্রুফ্স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গাছের শিকড় বা মূল দ্বারাও প্রুফ্ স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিকড় দ্বারা মূল আরোক প্রস্তুত হইলে উহাকে আর্ণিকা-মণ্টেনা রাডিক্স্ বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক ঝিল্লী, পেশী, শরীরের চর্ব্বিযুক্ত অংশ এবং পেশীর কঠিন অগ্রভাগের (Tendons) উপর এই ঔষধের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। পড়িয়া যাইয়া আঘাত লাগিয়া বা থেঁত্লিয়া যাইয়া আঘাত প্রাপ্ত অংশের যে প্রকার অবস্থা হয়, সুস্থ শরীরে আর্ণিকা প্রয়োগেও উক্ত অংশের সেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এজন্য আঘাত জনিত রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। গতি উৎপাদক স্নায়ুর (Motor nerves) মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার কার্য্য প্রবল হওয়া হেতু কসেরুকার উত্তেজনা এবং তজ্জনিত অসুখ এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি অসুখ হইয়া থাকে। ইহা পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রগুলি উত্তেজিত করিয়া এক প্রকার মৃদু প্রদাহ উৎপাদন করে যাহার দরুণ এক দিকে অজীর্ণের লক্ষণ এবং পক্ষান্তরে বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার

ন্যায় বেদনা এবং টাটানি উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অচেতনতা (ক্যাম্ফার, বেল্, ওপিয়াম্); রোগীর নিকট কথা বলিলে সে যথোচিত উত্তর দিয়াই পুনরায় অচেতন হয় এবং প্রলাপ বলে (ব্যাপ্‌ট্, হায়োস্); অর্দ্ধ জ্ঞানরহিততা (Stupor) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মলত্যাগ ; সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য (ফস্, ফস্-অ্যাস্); রোগী ভয় করে যে তাহার দিকে যে সকল লোক আইসে তাহারা যেন তাহাকে মারিবে ; রোগী একটি কথাও বলে না অথবা কোন প্রশ্নের উত্তরও দেয় না (অ্যানাকার্ড্, ল্যাক্, নাক্স্‌ মস্ক্); কথা বলিতে বলিতে বক্তব্য কথা ভুলিয়া যায় (ক্যানাবিস-কাক্স্); মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং তজ্জন্য ছট্‌ফট্ করা , হৃদ্বেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris); অনর্থক চিন্তা বা মনের উদ্বেগ (অরাম্, নাক্স্‌ বম, পাল্‌স্)।

মস্তক। মাথাঘোরা ; রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) মনে করে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থ ঘুরিতেছে (অ্যালাম্, বেল্, কোনায়াম্, নাক্স্‌ বম্); চক্ষু বুজিলে মাথাঘোরা ; মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডাইন অর্দ্ধাংশ, বিশেষতঃ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে, চাপাবোধ ; মস্তিষ্কে জ্বালা (একন্, ক্যাম্ফ্), কিন্তু রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিকই থাকে ; নড়াচড়াতে মাথায় জ্বালার বৃদ্ধি এবং বিশ্রাম বা নিস্তব্ধভাবে থাকিলে অসুখের উপশম হয় (ব্রাই); চাপিয়া ধরার ন্যায় মাথা বেদনা যাহার দরুন মনে হয় যেন মাথা ফুলিয়াছে ; মাথার মধ্য দিয়া আড়ে একখানি ছুরী বিধাইয়া রাখিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ বেদনানুভব এবং তৎপর ঠাণ্ডাবোধ ; কপালের পার্শ্বে যেন কাঁটা বিধাইয়া রাখিয়াছে মাথায় এরূপ বেদনা (অ্যানাকার্ড্, আগারিকাশ্, কফিয়া, ইগ্নেস্); কপালে এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে মাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; কপালের কোন এক ক্ষুদ্র নির্দ্দিষ্টাংশে ঠাণ্ডা বোধ ; পড়িয়া যাইয়া বা আঘাত লাগিয়া মাথার অসুখ ; মাথার গরম এবং জ্বালাবোধ।

চক্ষু। শুষ্ক এবং সামান্য ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষুর পাতা সেরূপ

লনে যেরূপ যাতনা অনুভূত হয়; চক্ষু প্রদাহ এবং কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা উহা নীলবর্ণ হওয়া; আঘাত লাগিয়া ক্ষত এবং চক্ষুর মধ্যের সম্মুখ কোটরে রক্তস্রাব; চক্ষুর রেটিনায় (Retina) রক্তস্রাব; ইহা চক্ষের মধ্যে সঞ্চিত থানা থানা রক্তের শোষণ কার্য্যের সাহায্য করে; চক্ষু লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত; চক্ষে জ্বালা এবং চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক জল পড়া।

কর্ণ। কানে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় যাতনা; কানের মধ্যে এবং উহার পশ্চাৎ ভাগে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় এবং কানে জোরে কোন শব্দই সহ্য হয় না; কানের মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক; মাথায় চোট লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধ হওয়া হেতু বধিরতা এবং কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া।

নাসিকা। নাক দিয়া রক্ত পড়ে এবং রক্ত পড়িবার পূর্ব্বে নাকে কুট্‌কুট্ সুড়্ সুড়্ করে (একন্); আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্ত পড়া; হুপিংকফ বা জ্বর বিকারের আক্রমণের সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া; কোন ভারি দ্রব্য উঠাইবার দুই দিবস পর বারম্বার হাঁচি; নাসিকা স্ফীত এবং উহাতে লোমছা যাওয়া।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল ফিকা বা শিটা এবং বসিয়া যায় বা স্ফীত ও টল্‌টলে হয়; শরীর গরম না হওয়া সত্ত্বেও মুখমণ্ডল গরম; ডাইন গালের লাল স্ফীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে দপ্‌দপানি, চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা এবং মাথায় গরম বোধ, কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা; এক গাল লাল বর্ণ এবং উহাতে জ্বালা (একন্, ক্যাম্)।

মুখগহ্বর। মুখের মধ্যে পচা গন্ধ (আরাম্, হিপ্ সাল্ফ্, আয়োড্, ক্রিয়াজোট্, মার্ক্, নাইট্রিক্ আম্, নাক্স্ বম্); মাড়ী স্ফীত, উহাতে ক্ষত বা টাটানি, দপ্‌দপানি এবং কুট্‌কুটানি; মুখের মধ্যে শুষ্কবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (আর্স্, ব্রাই); দাঁত তুলিয়া ফেলার পর বা পোকায় খাইলে দাঁতের গর্ত্ত প্লাগ্ (Plugging) করার পর দাঁতে বেদনা; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই, মার্ক্, নাক্স্ বম্); মুখে তিক্ত বিশ্রী স্বাদ (হিপ্-সাল্ফ্); মুখে পচা চট্‌চটিয়া স্বাদ (আস্ক্লিপিয়াস্ টিউবার, মার্ক্, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সিপিয়া); মুখে পচা ডিমের স্বাদ।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারে অরুচি; মাংসে অরুচি; (আলাম্, গ্রাফ্, পিট্রোল্, পাল্‌স্); মাংসের ঝোলে অরুচি; পচা ডিমের ন্যায় বা তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট উদগার উঠা (আগারিকাশ্, আণ্টি-টার্ট্, ক্যাম্, সোরিনাম্, সিপিয়া, বেলিরিয়ান্, পিট্রোল্); বমনোদ্বেগ এবং কাঠবমী; জমাট থানা থানা রক্ত বমন; পাকস্থলীতে আকড়াইয়া ধরার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা। পেট ফাঁপা (চায়না) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার বাহ্যের চেষ্টা; উদরে প্রচুর দূষিত বায়ুর সঞ্চার (ইস্কুলাস্, আলোজ্, ব্রাই, কার্ব্বো-বেজ্, গ্রাফ্) এবং উহাতে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ (সাল্‌ফ্)।

মল এবং মলদ্বার। অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মলত্যাগ (আর্স্, কার্ব্বো-বেজ্); রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মলত্যাগ (হায়োস্); ঘুমের অবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ; কটা বর্ণের ডিমের লালের ন্যায় ঘোলাটিয়া উদরাময়; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট, (আণ্টি-ক্রুড্, চায়না, পডোফ্), রক্ত, পূঁয মিশ্রিত রাঁধা আরারুটের ন্যায় ঘোলাটিয়া টক গন্ধযুক্ত তরল ভেদ এবং তৎপর অত্যন্ত কষ্ট দায়ক কোঁথপাড়া এবং বারম্বার বাহ্যের বেগ; আমাশয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কৃচ্ছ্র বা মূত্রাবরোধ; কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্র যন্ত্র। মূত্র কালচে এবং পরিমাণে অল্প (একন্); মূত্রে ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ফস্); কোন প্রকার আঘাত পাইয়া রক্ত মূত্রত্যাগ; মূত্র ত্যাগের সময় কোঁথপাড়া; অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র ত্যাগ (আর্স্, বেল্, হায়োস্); রাত্রিতে, ঘুমের ঘোরে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (কষ্ট্, কুপ্রাম্, পাল্‌স্); মূত্র ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ লাগে; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু মূত্রাবরোধ।

জননেন্দ্রিয়। কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া মূত্র দ্বার বা যোনি দ্বার দিয়া রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গে বা যোনিদ্বারে স্ফীতি, বেদনা এবং টাটানি; অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের দরুণ ঘর্ষণে পুরুষাঙ্গের গ্রন্থির ন্যায় মাথার আবরক চর্ম্মের ছাল উঠিয়া যাওয়া এবং তদ্দরুণ উহার স্ফীতি; স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর যোনি এবং যোনিদ্বারে বেদনা বা টাটানি;

স্তনের বোঁটায় টাটানি ; পড়িয়া যাইয়া জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া বা সরিয়া পড়া (Prolapsus-uteri) ; রজঃস্রাবের আভ্যন্তরিক কালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ।

শ্বাস যন্ত্র। কাশি ; কাঁদার দরুণ শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের কাশি ; অনবরত শুষ্ক কাশি ; কাশিবার সময় সমুদয় শরীর আন্দোলিত হয় এবং উহার দরুণ পাঁজরায় বেদনা ; বায়ুনলে সুড়্‌সুড়ী বা কুট্‌কুটানির দরুণ কাশি ; গলাদিয়া রক্ত পড়ে (নাক্স্‌ বম্) ; হাঁপানির ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ; বুকে (বামপার্শ্বে) সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা ও শুষ্ক কাশি, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যিক চাপ দিলে যাহার উপশম হয় (ব্রাই); অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ; বুকের ঠিক মধ্যস্থলে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী কার্ব্ব) ; বুকে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা (এপিস্, চায়না, সাইলিসি) ; অথবা চলিবার সময়, শ্বাস প্রশ্বাসের সময় অথবা কাশিবার সময় বুকের উপাস্থি বা সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। নিংড়াইলে বা মোচড়াইলে যেরূপ হয়, হৃৎপ্রদেশে সেরূপ বেদনা (ক্যাক্টাস্, লিলিয়াম্) ; ধাক্কা লাগিলে বা চোট পাইলে যেরূপ হয় হৃৎপ্রদেশে সেরূপ যাতনা বা বেদনা ; বেগে দৌড়িবার দরুণ হৃৎপিণ্ডে কষ্টানুভব ; বক্ষাস্থির নীচে চাপা বোধ, যাতনা এবং অসাড় বোধ ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ; শ্বাসকষ্ট : হৃদ্বেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina pectoris) ; প্রহার করিলে যেরূপ হয় চলিবার সময়, নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কাশিবার সময় বুকের উপাস্থি এবং অস্থির সন্ধি গুলিতে সেরূপ বেদনা ; হৃৎপ্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যালী-কার্ব্ব, স্পাইজেল্) ; নাড়ী অসম, দুর্ব্বল, দ্রুতগামী এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। অনেকক্ষণ মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার পর হঠাৎ সোজা হইলে যেরূপ হয়, মেরুদণ্ডে সেরূপ প্রবল বেদনা (চায়না, ডাল্ক্, পাল্‌স্) ; আঘাত লাগিলে যেরূপ হয় পৃষ্ঠদেশে সেরূপ অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (আর্স, ব্রাই) ; মেরুদণ্ডের ঘাড়ের অংশের হাড়ে বেদনা বা টাটানি।

হাত, পা ইত্যাদি। থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয় বাহুতে সেরূপ অবশবোধ বা বেদনা (সিমিসিফ্); বাহুর সম্মুখ দিকে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয় বাহুর সন্ধি এবং মনিবন্ধে সেরূপ বেদনানুভব; হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথায় থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। বসা অবস্থায় পা প্রসারণে উরু বা কুচ্‌কির সন্ধিতে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; কুচ্‌কির সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; আঘাত লাগিলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় চলিবার সময় উরুদেশে সেরূপ বেদনা; আঘাত লাগিলে যেরূপ হয় ডাইন পায়ের ডিমে (থোড়ায়) সেরূপ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত পার্শ্বে অবশ বা ক্লান্তিবোধ; পায়ের পাতার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; সন্ধ্যার সময় পায়ের পাতার ক্ষুদ্র সন্ধিবাতের বেদনার ন্যায় বেদনা; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধি লালবর্ণ এবং উহাতে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা।

চর্ম্ম। চর্ম্ম লালবর্ণ, উষ্ণ এবং শোথের ন্যায় স্ফীত (এপিস, রাস্‌টক্স); চর্ম্ম এবং উহার নীচের চর্ব্বিযুক্ত অংশের প্রদাহ যাহা চাপনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; কোন পোকায় কামড়াইলে যেরূপ হয় চর্ম্ম সেরূপ উষ্ণ, কঠিন, উজ্জ্বল এবং স্ফীত হয় (আর্টিক্রুড্, এপিস্, লেডাম্); চর্ম্মে ঘামের ন্যায় ফুস্কুড়া (আর্স্, কস্, সিকেল্); রোমছাঁ যাওয়া (কস্, সিকেল্); স্থানে স্থানে একটার পর আর একটা, এরূপ অনেক ব্রণ হয় যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায়।

নিদ্রা। ঘুমের ইচ্ছা বা নিদ্রালুতা (নাক্স ম); ঘুম মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ ঘুম ভাল হয় না (ওপিয়াম, চায়না, ল্যাকেসিস); ঘুমের ঘোরে, স্পষ্ট ভয় এবং মনের অশান্তি উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আরাম্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্)।

জ্বর। প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন কালীন শীত; শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এক গাল গরম ও লালবর্ণ; সমুদয় শরীর এবং মাথায় কম্পন, উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম, মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উহাতে গরম বোধ

(আর্স্); হাত ঠাণ্ডা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় কুচ্‌কী, পৃষ্ঠদেশ এবং বাহুতে সেইরূপ বেদনানুভব; বিছানায় শুইলে শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, প্রবল পিপাসা, শরীর ঢাকিয়া রাখিলেও শীতবোধ; বিছানায় নড়িলেও শীতবোধ, কেবল মাথা, না হয় কেবল মুখমণ্ডল গরম; শরীর ঠাণ্ডা; আভ্যন্তরিক অত্যন্ত উত্তাপ এবং হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (আর্স্); টক্ বা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (আর্স্)। বাহ্যিক শীত এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণতানুভব; সবিরাম জ্বর; প্রাতে শীত এবং জ্বর আইসার পূর্ব্বে হাড়ে বেদনা; জ্বর-বিকার এবং উহাতে সমুদয় বিষয়ে বৈরাগ্য, মুখে দুর্গন্ধ এবং গায় লাল, কাল অথবা হরিদ্রাবর্ণের চিহ্ন ও কথা বলিবার সময় বক্তব্য কথা ভুলিয়া যাওয়া; বিছানা অত্যন্ত কঠিন বোধ হওয়ার দরুণ বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করা।

ব্যবহার। পড়িয়া যাইয়া, আঘাত লাগিয়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার দরুণ প্রদাহ ইত্যাদি অসুখ (কসেরুকা মর্জ্জায় আঘাত লাগিয়া অসুখে হাই-পারিকাম্, চোট লাগিয়া ঘা হইয়া মাংসাদি ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাওয়া বা আঘাত-প্রাপ্ত স্থান পচিয়া উহাতে পূঁয হইলে ক্যালেণ্ডুলা, এবং মোচড়াইয়া পড়িলে রাস্‌টক্স্ বিশেষ উপকারী)। সংন্যাশ রোগ; অজীর্ণ রোগ; পেশীতে বেদনা (অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু); হাড় ভাঙ্গিয়া চর্ম্ম ভেদ করিয়া বাহির হওয়া (Compound Fracture) এবং তদ্দরুণ আক্রান্ত স্থানে প্রচুর পূঁয উৎপন্ন হওয়া; কসেরুকার উত্তেজনা এবং পক্ষঘাত; বাতরোগ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Gout); ফুস্ফুস্‌প্রদাহ, ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ, বিশেষতঃ কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া হইলে; ব্রণ; আঘাত জনিত জ্বর; মাথায় আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধ (Concussion of the brain) হেতু অসুখ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া; আঘাত লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহ; নাক দিয়া গলা দিয়া রক্ত পড়া; আঘাত জনিত বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Traumatic Erysipelas) ইত্যাদি অসুখে আর্ণিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। রক্তাধিক্য ধাতু. শরীরে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা কন্‌কনানি; আঘাত জনিত অসুখ; অত্যন্ত কোমল বিছানায় শয়ন করিলেও বিছানা শক্ত বোধ হয়।

শরীরের উর্দ্ধাংশ গরম এবং নিম্নাঙ্গ ঠাণ্ডা। প্রাতঃকালে, বিশ্রামকালীন, শয়ন করিয়া থাকিলে বা মদ্যপানে অসুখের বৃদ্ধি; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আক্রান্ত স্থানে চাপ লাগিলে বা চলিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি আর্ণিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আঘাত জনিত কোন কোন অসুখে আর্ণিকার কার্য্যের সঙ্গে রাস্টক্স্ এবং হাইপারিকামের কতক সাদৃশ্য আছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। পেশীর উপর আর্ণিকার কার্য্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া এবং সিমিসিফিউগার কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে। চর্ম্মের উত্তেজনা উৎপাদনে আর্ণিকার কার্য্যের সঙ্গে রাস্টক্স্ এবং ক্রোটনের কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে। এতভিন্ন আর্ণিকার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, এপিস্, আর্সেনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যামোমিলা, চায়না, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফরিক্ আসিড্, পাল্সেটিলা, রুটা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের কতক সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, ইপিকাকিউএনা, চায়না, ইগ্নেসিয়া, ফেরাম, সোমগা, সিকুটা ইত্যাদি আর্ণিকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। আঘাত জনিত তরুণ রোগে ১, ৩, ৬ দশমিক ক্রম ব্যবস্থা। পুরাতন অসুখে ১২ বা ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। রক্তামশয়ে পেটকামড়ানীতে ৬ ডাইলুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আঘাতাদি পাইয়া কোন স্থান থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা অস্থির সন্ধি মচ্কাইলে আর্ণিকার মূল আরোকের ১০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে ২ কাঁচ্চা জলে ২।৩ ফোঁটার অধিক আর্ণিকা দেওয়া উচিত নহে; কারণ, অধিক মাত্রায় আর্ণিকা প্রয়োগে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বিসর্প বা ইরিসিপেলাসের ন্যায় প্রদাহ হইতে পারে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে আর্ণিকার অপব্যবহার জনিত ফুস্কুড়ী ইত্যাদি হইলে ৪।৫ ফোঁটা স্পিরিট্ ক্যাম্ফার

২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উহা আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। আঘাতজনিত রোগে আর্ণিকার বাহ্যপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ১, ৩ বা ৬ ডাইলুশনের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। ৫ বৎসর স্থায়ী আঘাতজনিত বাতের বেদনার ন্যায় বাম বাহুর বেদনা বা কন্‌কনানীতে একটী রোগীর চিকিৎসায় আর্ণিকার ২০০ ক্রম ২ ফোঁটা মাত্রায় ১ দিন অন্তর এক দিন ১ মাত্রা ব্যবহারে উক্ত বেদনা ১ সপ্তাহে সারিয়া গিয়াছে।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্,-আর্সিনিক্,-আর্স্।

(ARSENICUM ALBUM,—ARSENIC,—ARS.-ALB.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আর্সিনিকের ১ম শততমিক ক্রম ক্রয় করিয়া উহার এক ভাগ, ৯ ভাগ ২০° ডিগ্রী ওবার্ প্রুফ্ স্পিরিটে (20° Over proof spirit) মিশাইয়া যথা নিয়মে ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ৪র্থ এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুঁড়া প্রয়োজন হইলে কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত আর্সিনিয়াস্ আসিড্ ক্রয় করিয়া সুগার অব্ মিল্‌কের (Sugar of milk) সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে আর্সিনিকের ১,২,৩ এবং ততোধিক দশমিক ও শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। মনুষ্য দেহে এমন অংশ, যন্ত্র বা নিঃসরণ নাই যাহার উপর আর্সিনিকের কার্য্য নাই। রক্ত, শরীরের নানা প্রকারের নিস্মাণ এবং স্নায়বিক মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, সুব্যক্ত বা সোজাসোজী। ইহা উক্ত যন্ত্র বা অংশের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে বা উহার জীবনীশক্তির হ্রাস করিয়া উহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় এবং কোন কোন সময় উহার পক্ষাঘাতও উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রকার অবসন্নতার দরুণ অলসবোধ বা গা মাটিমাটি করা, বলক্ষয় বা জীবনী শক্তির হ্রাস এবং দুর্ব্বলতা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রাদের যান্ত্রিক বিকারের দরুণ যে কেবল এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে এমত নহে,

উহার কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হেতুও এরূপ ঘটিতে পারে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা শ্লৈষ্মিকঝিল্লীই ইহা দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া উত্তেজিত, প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত হয়। মাস্তকঝিল্লী (Serous Membranes) এবং চর্ম্মও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক বিশেষ প্রকৃতির উত্তেজনা এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তদ্দরুণ মাস্তক ঝিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং চর্ম্মে মরা চর্ম্মের ন্যায় খোসা বিশিষ্ট এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। স্নায়বিক অস্থিরতা (Nervous Restlessness), অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়, জীর্ণ শীর্ণ হওয়া এবং উহার সঙ্গে এক বিশেষ প্রকৃতির পিপাসা আর্সিনিকের বিশেষ বা প্রধান প্রাকৃতিক চিহ্ন বা লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। রাত্রিতে প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা (একন্, রাস্টক্স্); সর্ব্বদাই দুঃখিত, কাঁদ কাঁদ এবং চিন্তা বা উদ্বেগের ভাব (ইগ্নেস্, লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্মস্ক্, পাল্স্, রাস্টক্স্); সর্ব্বদা মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং নিরাশা; মনের যাতনার উপশমের আশায় স্থানে স্থানে ছুটিয়া বেড়ান (অরাম্); শেষ রাত্রি ৩টার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, ক্যাম্ফার, রাস্টক্স্) যাহার দরুণ রোগী বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া পলায়; মৃত্যু ভয় (একন্, সিমিসিফ্, আগ্নাশ্, নাইট্রিক্-অাস্, সিকেল্); বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে বা একাকী থাকিলে মৃত্যু ভয়; যন্ত্রণাদি সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, অসন্তুষ্ট থাকা, অন্যের দোষ ধরা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং সহজে রাগ করা (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স্ বম্); অত্যন্ত ভয় এবং মনের উদ্বেগ; দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টাই কাল্পনিক ভূত প্রেত দেখা (একন্, পাল্স্) এবং তদ্দরুণ লুকাইয়া থাকার ইচ্ছা; কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিলে যেরূপ হয় মনে সেরূপ অশান্তি বা উদ্বেগ; স্মরণ শক্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা হ্রাস; চেতনা এবং স্পর্শজ্ঞান রহিতত্য; শুদ্ধ বায়ু (Melancholia) এবং তদ্দরুণ বিমর্ষ ভাব।

মস্তক। মাথাঘোরা যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে টলিয়া পড়িয়া যাইবে; মাথায় গোলমেলে বোধ, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা এবং তদ্দরুণ অবসন্নতা; মাথায় ভারিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া যাহা বহির্বায়ুতে গেলে কমে এবং ঘরে প্রবেশ করিলে পুনরায় আরম্ভ হয়; প্রবল মাথা বেদনা, আলোক এবং গোলমালে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্)এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; চলিবার সময় মনে হয় যেন মস্তিষ্ক নড়িতেছে (হায়োস্, গ্লোনয়েন্, রাস্টক্স্, সাল্ফ্, সাল্ফ্-আস্); কপালের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নাকের উপর এবং কপালে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা টাটানি, রগ্ড়াইলে যাহার ক্ষণিক উপশম হয়; মাথা এবং মুখমণ্ডলে বেদনা; এই বেদনা বাম পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয়; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, হিপ্ সাল্ফ্, নাইট্রিক্ আস্, ফস্, সিপিয়া, সাল্ফ্); মাথা এত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় যে উহার দরুণ রোগী তাহার মাথা কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না; মাথায় পুরাতন আকারের ফুস্কুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পূঁয পূর্ণ ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; মাথায দপ্দপিয়া বেদনা; মাথার বেদনা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়, প্রধানতঃ আহারের পর; মাথা এবং মুখ মণ্ডলের স্ফীতি।

চক্ষু। চক্ষে কন্কনানি এবং খোঁচা বিঁধার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা, আলোক এবং চক্ষু নাড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয়; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে প্রবল জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (আলাম্); বালির কণা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয় চক্ষুর মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (কষ্ট্, সাল্ফ্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, ফাইটোল্); চক্ষুর যোজক ঝিল্লী (Conjunctiva) যেন একখানি গরুর কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায়; চক্ষুর মধ্যে দপ্দপানি এবং প্রত্যেকবার স্পন্দনের সময় চিড়িক মারা; চক্ষুর পাতায় শোথের ন্যায় স্ফীতি যাহার দরুণ চক্ষু যেন একবারে বুজিয়া যায় (এপিস্, ক্যালী-কার্ব্ব্, রাস্টক্স্); চক্ষুর উপরের পাতার কাঁপনি (অরাম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না (একন্, বেল্, সাল্ফ্); চক্ষুর পাতার প্রান্তে জ্বালানুভব; চক্ষুর পাতার শুষ্কতা; চক্ষু

দিয়া ক্ষত কারক জল পড়া যাহার দরুণ চক্ষুর পাতা এবং গালের ছাল উঠিয়া যাইয়া জ্বালা করে (ইউফ্রেস্, মার্ক্-কর); শিশুর চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর চর্ম্ম খশ্খশে, শুষ্ক এবং কাল্চে; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না এবং আলোক লাগিলে চক্ষু দিয়া ক্ষতকারক জল পড়ে এবং উষ্ণ প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; কেতুরের দরুণ চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে; আলোক লাগিলে চক্ষু আক্ষেপিকরূপে বুজিয়া যায়; চক্ষুর কর্ণিয়ার (Cornea) স্থানে স্থানে ক্ষত এবং দাগ পড়ে; চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ।

কর্ণ। রাত্রিতে কাণের মধ্যে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা (ক্যালী-বাই); কানে টন্ টন্ শব্দ হয় (বেল্, চায়না, নাক্স্ বম্); প্রত্যেকবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কানে সোঁ সোঁ শব্দ হয় (বেল্, ক্যাক্ট্, গ্রাফ্, ক্যালী বাই)।

নাসিকা। নাক দিয়া ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ (এইলেন্থ্, আমন্-কার্ব্ব্, এরাম্, ইউফ্রেস্, সিপা, লাইকোপ্); সর্দ্দি এবং তদ্দরুণ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্, জেল্স্), স্বরভঙ্গ এবং নিদ্রাশূন্যতা; প্রাতঃকালে অসুখের বৃদ্ধি এবং বাহ্যবায়ুতে অসুখের উপশম (পাল্স্); নাকে আহার দ্রব্যের গন্ধ সহ্য হয় না; নাকের গোড়ায় শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া থাকে; নাকের স্থানে স্থানে গুটি্কের ন্যায় স্ফীতি; নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা, মলিন এবং মৃতবৎ, (বিরেট্-আল্ব্) হরিদ্রাবর্ণ, নীলের আভাযুক্ত অথবা একবারে শিটা বা ফিকা, রুগ্ন এবং অত্যন্ত কষ্ট যাতনার চিহ্নযুক্ত; ওষ্ঠ নীলবর্ণ বা নীলের আভাযুক্ত, কাল এবং ফাটা ও ক্ষতযুক্ত; শোথের ন্যায় স্ফাত (আর্টি-ক্রু-ড্) এবং সীসার রঙ্গ বিশিষ্ট, চক্ষু বসিয়া যায়, নীলের আভাযুক্ত রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং নাসিকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয়; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং টল্টলে; মুখমণ্ডলের কঠিন স্ফীতি যাহা চাপলে গর্ত্ত হয় এবং চাপ ছাড়িয়া দিলে স্বাভাবিক হয় বা গর্ত্ত থাকে না; এই স্ফীতি প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার উপরিভাগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; মুখ মণ্ডল শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং মৃতবৎ (বিরেট্-আল্ব্); মুখ মণ্ডল অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (ক্যাম্ফার,

প্লাম্বাম্, বিরেট্-আল্ব্) ; ওষ্ঠ নীলবর্ণ, স্ফীত, কাল এবং শুষ্ক, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত ; মুখ মণ্ডলের শোথের ন্যায় স্ফীতি (এপিস্) ; ওষ্ঠ এবং মুখমণ্ডলে কর্কট রোগের ক্ষত (Cancerous ulcers) এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা ; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) স্ফীতি এবং উহাতে বেদনা ও টাটানি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। ঘুমের ঘোরে দাঁত কামড়ানি (হেলিবোর্, হায়োস্, পডোক্) ; দাঁত স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় ; দাঁত নড়ে (মাক্, নাইট্রিক্-আস্, রাস্টক্স্) এবং চাপিলে অথবা ঠাণ্ডা জল লাগিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় ; মাড়া স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে ; রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় চিড়িকমারা বা দপ্দপানি যাহা কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; ওষ্ঠ, দাঁতের গোড়া এবং মুখের মধ্যে ঘা ; জিহ্বা ফারযুক্ত (Furred) এবং উহার মধ্য ভাগে লাল চিহ্ন এবং উহার অগ্রভাগ লাল বর্ণ (ফাইটোল্, রাস্টক্স্) ; জিহ্বা সাদাটিয়া, আগুনের ন্যায় লালবর্ণ, নির্ম্মল এবং শুষ্ক (বেল্, রাস্টক্স্) এবং কটাবর্ণ (ব্যাপ্ট্, রাস্টক্স্) ; জিহ্বার অত্যন্ত জ্বলনী এবং উহাতে ঘা হইয়া পচা লাগা ; জিহ্বার গোড়ার স্ফীতি ; মুখে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ এবং অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (ব্রাই, রাস্টক্স্) ; মুখের মধ্য এবং জিহ্বার অত্যন্ত কষ্টদায়ক ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী ; রোগী বারম্বার জলাদিপান করে, কিন্তু সে একবারে অধিক পরিমাণে জলাদি পান করিতে পারে না (হায়োস্, চায়না, নেট্রাম্) ; মুখের মধ্য এবং জিহ্বায় ঘা ; মুখের মধ্য, আহার বহা গলনালী এবং উহার উপরিভাগে জ্বালানুভব (একন্, ক্যান্থ্, ক্যাম্ফ্) ; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু জলাদি পান করিলে রোগী পরিতৃপ্ত হয় না এবং জলাদি পানের পর বমনোদ্বেগ বা বমন (টেউপেট্-পার্ফ্ ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট বা বিশেষ প্রকারের জলীয় দ্রব্য পানে স্পৃহা থাকে না ; আহারের পর মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, কলোস্, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সাল্ফ্) ; জিহ্বা কটার আভাযুক্ত বা কাল্চে, শুষ্ক ফাটাযুক্ত এবং কম্পমান ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্যে শুষ্ক এবং জ্বালাবোধ (একন্, বেল্, ক্যান্থ্, ক্যাম্ফ্) ; গিলিতে

অত্যন্ত কষ্টানুভব; গলার মধ্যে সঙ্কোচন বা আঁটা বোধ (বেল, হায়োস); গিলিবার সময় গলার মধ্যে জ্বালাবোধ; আহার দ্রব্য গলার মধ্যে কতক দূর যাইয়া গলা দিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়ে; গলার মধ্যে লোন্তা বা তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট জল উঠা।

পাকস্থলী এবং উদর। আহার বা পানের পর মুখে তিক্তস্বাদ; সকল রকমের আহার দ্রব্যেই অরুচি; যাহা কিছু খাওয়া যায় মনে হয় যেন গলার মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে; আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি (আলাম); আহার দ্রব্যাদি দেখিলেই যেন গা বমিবমি করে (একন, আণ্টি-টার্ট); জ্বরের নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের পরিবর্তে হিক্কা; অনেকক্ষণ ধরিয়া বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবসন্ন হওয়া বা মূর্চ্ছা যাওয়া; সমুদয় শরীরেই উষ্ণানুভব এবং কম্প; অনবরত প্রবল বমন, আহার বা পানে যাহার উদ্রেক হয় (নাক্স্‌-বম, পাল্‌স, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌); ফল ও বরফ বা বরফের কুল্পি খাইয়া পেটের অসুখ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদি (একন, ফস, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌) এবং কটা বর্ণের পদার্থ, শ্লেষ্মা ও রক্তবমন; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (Epigastrium) অত্যন্ত উদ্বেগ বা কষ্টানুভব; পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা (আণ্টি-ক্রুড্‌, এপিস, বেল, কল্‌চ্‌, ক্যান্থ্‌, আইরিস, ফস, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌); পাকস্থলীতে খিল ধরা (একন, আণ্টি-ক্রুড্‌); পেটে অত্যন্ত ভারি বোধ, যেন একখানি পাথর বসাইয়া রাখিয়াছে (ব্রাই, নাক্স্‌-বম, পাল্‌স); চাপ দিলে পেটে বেদনা (আণ্টি-ক্রুড্‌, ব্রাই, লাইকোপ); পাকস্থলী এবং হৃৎপ্রদেশে ঠাণ্ডা বোধ বা অসহ্য জ্বালা এবং গরম বোধ। উদর উদরীর শোথের ন্যায় স্ফীত; উদর স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত (আপোসিনাম-ক্যানেব, মার্ক), এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত প্রবল অসহ্য বেদনা ও অত্যন্ত কষ্টানুভব (একন, ক্যান্থ); উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা (একন, কলোস); আহার বা পানের পর, অথবা রাত্রিতে উদরে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় বমন বা উদরাময়, শরীর শীতল, আভ্যন্তরিক গরম বোধ এবং ঘর্ম্ম; শীত এবং উদরে অসহ্য জ্বালানুভব; কুচ্‌কির গ্রন্থির (Inguinal glands) স্ফীতি।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা এবং কষ্টদায়ক

কোঁথপাড়া এবং বাহ্যের বেগ (আলোজ্, ক্যান্থ্, সিনা, আইরিস্, মার্ক্); গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া (পডোফ্); অর্শরোগ এবং অর্শের বলিতে জ্বালা-যুক্ত বেদনা; ক্ষতকারক মলত্যাগ এবং গুহ্যদ্বারে ছাল উঠিয়া যাওয়া (মার্ক্, সাল্ফ্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গত হয় (আর্ণিকা); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (হায়োস্); মল কাল (একন্) এবং উগ্র, জ্বালা উৎপাদক বা ক্ষতকারক (মার্ক্-কর, কার্ব্বো-বেজ্, লেপ্টেণ্ড্রা, সাল্ফ্), চট্‌চটিয়া আঠা এবং সবুজ শ্লেষ্মা (অরাম্-মিউর, আর্জেণ্ট্-নাইট্রি, পাল্স্, সাল্ফ্); কাল্‌চে, রক্তমিশ্রিত, বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ (আর্ণিট-ক্রুড্, চায়না, পডোফ্); রক্তমিশ্রিত, কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ (ব্যাপ্ট্); উদরাময়, রাত্রি দুই প্রহরের পর, প্রাতঃকালে এবং ঘুম হইতে জাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিয়া পেটে ঠাণ্ডা লাগার পর উদরাময়; দুর্গন্ধযুক্ত, কাল্‌চে রক্ত ভেদ; রাত্রিতে আহার বা পানের পর উদরাময় বা উদরাময় থাকিলে উহার বৃদ্ধি; প্রবল উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ, বারম্বার অল্প পরিমাণ মল ত্যাগ, অত্যন্ত বলক্ষয়, পেটে বেদনা বা খিল ধরা, আভ্যন্তরিক দাহ, মূত্রাবরোধ এবং নাড়ী লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়; কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, ক্যাল্ক্, কার্ব্ব্, নাক্স্ বম্, ওপিয়াম্, সাল্ফ্)।

মূত্র যন্ত্র। প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালানুভব (ক্যানাবিস্ সাট্, ক্যান্থ্); অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (বেল্, হায়োস্); মূত্র পরিমাণে অল্প, অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মূত্র নির্গত হওয়ার সময় মূত্রনালীতে অত্যন্ত জ্বালা (একন্, ক্যান্থ); মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস, ষ্ট্রামন্); মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; রক্ত প্রস্রাব (ক্যান্থ্, কল্‌চ্, হামামেলিস্, ফস্); আলবুমিনুরিয়া (Albuminuria) এবং মূত্রাবরোধ হেতু মূত্রের ইউরিয়া (Urea) রক্তে অবরুদ্ধ হওয়ার দরুণ বিকার (Uræmia)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের স্ফীতি, উহাতে বেদনা ও উহার পচা-যুক্ত ঘা বা পচিয়া যাওয়া; পুরুষাঙ্গের মাথা নীল বর্ণ, লাল, স্ফীত এবং ফাটাযুক্ত; অণ্ডকোষাধারের (Scrotum) শোথের ন্যায় স্ফীতি বা শোথ এবং অণ্ডকোষাধার পচিয়া উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত লাল্‌চে গাঢ় বা তরল

পূঁয, ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া নষ্ট দুধের ন্যায় গাঢ় বা তরল পূঁয নির্গমন; মলত্যাগের সময় ধাতু নিঃসরণ। স্ত্রী লোকের প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের গাঢ় শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (হাইড্রাষ্টিস্, ক্যালী-বাই); ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (ক্যালী কার্ব্ব); রজঃ স্রাবের পরিবর্ত্তে যোনি দ্বার দিয়া সাদাটিয়া দুর্গন্ধ-যুক্ত তরল ক্লেদ নিঃসরণ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে প্রচুর রজঃস্রাব (আম্ব্রা, আমন্-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাক্স্ বম্); অত্যন্ত অবসন্নতা বা বলক্ষয় (আলাম্, কার্ব্বো আনিমেল, ককিউলাস্); কালচে রজঃ-স্রাব; রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু বা তলপেটে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং তদ্দরুণ যোনিদ্বার দিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ; উদরের মধ্য দিয়া যোনিদ্বার পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা; ডিম্বকোষে (Ovary) কসিয়া ধরার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা,—এই বেদনা কখন কখন উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদ্দরুণ উরুদেশ অবশ হইয়া যায়।

শ্বাস যন্ত্র। স্বর দুর্ব্বল, কম্পমান, অসম (অর্থাৎ একবার উচ্চ এবং একবার মৃদু) অথবা স্বরভঙ্গ; গন্ধকের ধূম গেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হইয়া কাশির উদ্রেক হয় (চায়না, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপ্); অথবা বায়ুনলের মধ্যে অনবরত কুট্ কুট্ বা সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় (আমন্-কার্ব্ব, বেল্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ড্রসিরা, ইগ্নেসিয়া, রাস্‌টক্স্, রুমেক্স্, সাঙ্গুনেরিয়া); আমবাত (Urticaria) ইত্যাদি বসিয়া যাওয়ার দরুণ সপর্দ্দা সুংড়ী কাশি (Membranous Croup); সন্ধ্যার পর শয়ন করিবামাত্রই নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, বায়ু নলের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া এবং উহাতে আঁটাবোধ বা উহার সঙ্কোচন; ঝড়, বৃষ্টি, আর্দ্রবায়ু, তাড়াতাড়ি চলা, নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠা, গরম আঁটা কাপড় পরা, হঠাৎ বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তন,—অর্থাৎ হঠাৎ উত্তাপের পর ঠাণ্ডা লাগিলে উক্ত অসুখের বৃদ্ধি; শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া, কাশি এবং গলা দিয়া ডিমের ঘোঁটা লালের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রিতে শ্বাস রোধক কাশির দরুন রোগী সোজা

হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (একন্, সাম্বুকাশ্, আণ্টি-টার্ট্); শয়ন করিলে বা ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাসরোধক কাশির উদ্রেক ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং অত্যন্ত উদ্বেগ, বুকে আঁটা বোধ এবং নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহার দরুণ রাত্রি দুই প্রহরের সময় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় ; বায়ুনল যেন সঙ্কুচিত হয় (ইগ্নেস্); তাড়াতাড়ি চলিলে বা উচ্চস্থানে উঠিতে শ্বাস কষ্ট (একন্, আমন্-কার্ব্ব্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্যালী নাইট্রিক্, মার্ক্); বুকে আঁটা বোধ এবং সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত উদ্বেগ ও অস্থিরতা: অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ ; সন্ধ্যার সময় বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ ; বুকের ডাইন পার্শ্বের উপরিভাগে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা ; বুকের মধ্যে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার (আণ্টি-টার্ট্, ক্যালী বাই); বুকের মধ্যে জ্বালা : রক্তস্রাবের পর বক্রোৎকাশ ; সমুদয় শরীরেই অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত গরম বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা ; মাতালদিগের, এবং স্ত্রীলোকের রজঃ রোধের পর শক্রোৎকাশ ; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া ; রোগী (শিশু হইলে) যন্ত্রণায় বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে ; ফুস্ফুস পচিয়া গলা দিয়া সবুজ রঙ্গের ছেকড়া ছেকড়া পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয় ; বক্ষাস্থিতে সূচী বিধান বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্পন্দন, প্রধানতঃ রাত্রিতে, চীৎ হইয়া শয়নে যাহার স্পন্দন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ (একন্, স্পাইজেল্, বিরেট্ আল্ব্); নাড়ী দ্রুতগামী, উত্তেজিত, দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র ; দ্রুতগামী, দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট (একন্, আণ্টি-টার্ট্) : নাড়ী দুর্ব্বল এবং লুপ্ত প্রায় (একন্); হৃৎবেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) ; হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে হঠাৎ আঁটা বোধ ; হৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা ; অত্যন্ত উদ্বেগ এবং শ্বাস কষ্ট।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ঘাড়ে সেরূপ বেদনা ; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায়

না; মেরুদণ্ড শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং যাহা গুহ্য দ্বারের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়; কোমরে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (আর্ণিকা; ব্রাই); কোমরে শক্তি থাকে না; পৃষ্ঠদেশ এবং দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা।

হাত, পা ইত্যাদি। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা, ছিড়িয়া ফেলা বা ঝাকনির ন্যায় বেদনা বা যাতনা; হাত এবং হাতের পাতার নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত কাল্‌চে বা নীলের আভাযুক্ত হয়; হাতের আঙ্গুলের মাথায় জ্বালাযুক্ত ক্ষত। নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে মনে হয় যেন পা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; মারিলে যেরূপ হয় হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; নিম্নাঙ্গে অসুখ বোধ; রাত্রিতে রোগী স্থির এবং নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না এবং উপশম পাওয়ার আশায় সে বারম্বার পায়ের পাতা না না ভাবে রাখিতে এবং চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (রাস্‌টক্স্); নিম্নাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়; কুর্চ্চ্যক হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সমুদয় অংশের হাড়ের আবরক পর্দ্দায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ডাহিন পায়ের পাতায় কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; বসিয়া থাকা কালীন পায়ের পাতা ঘরের মেজ্যাতে রাখিলে পায় কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা; পায়ের ডিমে (গোড়ায়) খিলধরা (সাল্‌ফ্, ক্যাল্ক্ কার্ব্, ক্যাম্ফার, নাক্স্ বম্, সাইলিসি); পায়ের পাতায় শোথের ন্যায় স্ফীতি (আসিটিক্ আস্, এপিস্, কল্‌চ্); ফাটিয়া গেলে যেরূপ হয় চলিবার সময় পায়ের আঙ্গুলের মাথায় সেরূপ বেদনা বা টাটানি; পায়ের পাতার তলা এবং আঙ্গুলে ক্ষত হওয়া; হাত পায়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; হাত পায়ের ঝাকানি, কাঁপনি, স্পন্দন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

চর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে কষ্টকর এবং বেদনাযুক্ত কাল্‌চে ফুস্কুড়ী; চর্ম্ম যেন পার্চ্চমেণ্ট্ (Parchment) চামড়ার ন্যায় শুষ্ক; গায় বেগুনি রঙ্গের ফুস্কুড়ী (আর্ণিকা, সিকেল্), গায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; গায় ফুস্কুড়ী যাহা চুল্কাইলে আরো চুল্কায়, জ্বালা করে এবং বেদনাযুক্ত

হয়; পায় ধূসর বর্ণের খোসা বা চুমটী বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী এবং উহা প্রদাহযুক্ত প্রান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত; জ্বালা এবং বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ী (কার্ব্বো-বেজ্); গায় গোমের ভুষি বা মরা চর্ম্মের ন্যায় ফুস্কুড়ী (নাইট্রিক্ আস্); ঘায় যেন পচা লাগিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, সাইলিসি, সিকেল্); চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ; গায় ঘা এবং উহা হইতে নষ্ট দুধের ন্যায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া গাঢ় বা তরল দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গমন; ঘা নীল বা সবুজের আভাযুক্ত এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে; শিরার স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি (Varices)।

নিদ্রা। রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদ্দরুণ বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা ও মনের ভয়ানক আন্দোলন; ঘুমেরঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠা (আগারিকাশ্, আমন্-কার্ব্ব, বেল্, ব্রাই, হায়োস্, ষ্ট্রামন্, সাল্‌ফ্); ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমেরঘোরে কোঁথানি বা কোঁকানি (লাইকোপ্, পাল্‌স্); ঘুমেরঘোরে শোক, দুঃখ, বিদ্যুৎ, ঝড়, আগুন, অন্ধকার ইত্যাদি স্বপ্ন দেখা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা বা হাত পায়ে হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়।

জ্বর। শীত কম্প বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহার সঙ্গে পিপাসা থাকে না; শরীর শীতল, চর্ম্ম শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়-ক্রমে শীতল ঘর্ম্ম; শীত ও গরম একত্রে অনুভূত হয়; অথবা আভ্যন্তরিক শীত বোধ এবং বাহিক গরমবোধ বা গা গরম এবং গাল লালবর্ণ (আর্ণিকা); শীত কম্পের সময় ওষ্ঠ এবং নখ নীলবর্ণ; আভ্যন্তরিক জ্বালানুভব এবং গায় শুষ্ক ও উষ্ণ বোধ (একন্, ব্রাই); শীতল চট্-চটিয়া ঘর্ম্ম (ক্যাম্, ডিজিট্, ক্যালী নাইট্রিক্, মার্ক, সিকেল্); অথবা টকগন্ধযুক্ত বা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম (আর্ণিকা, মার্ক); ঘর্ম্মাবস্থায় বারম্বার অনিবার্য্য পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করে না বা করিতে পারে না, ঘুমের অবস্থায় ঘর্ম্ম; সমুদয় শরীরে শীত বোধ অথচ উহার সঙ্গে চর্ম্ম পার্চ্‌মেণ্ট্ (Parchment) চামড়ার ন্যায় শুষ্ক, অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শীতল চট্-চটিয়া ঘর্ম্ম; শীত বোধ, বিশেষতঃ জলাদিপানের পর; বাহিক উত্তাপ

প্রয়োগে শীতের উপশম; গায় অত্যন্ত জ্বালা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন শিরা দিয়া অত্যন্ত উষ্ণ জল বহিয়া যাইতেছে; সবিরাম জ্বর এবং প্রত্যেক দিন বৈকালে ৩ টার সময় শীত আরম্ভ হয়; কেবল উষ্ণাবস্থায়ই পিপাসা এবং রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ জল পান করে; জ্বরের সময় অত্যন্ত অস্থিরতা, অস্থিতে, কোমরে এবং কপালে বেদনা; জ্বরের বিরাম আরম্ভ হইলেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং নিস্তেজতা; নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং অসম; দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক এবং কখন কখন ঐকাহিক আকারের সবিরাম জ্বর; সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরের তিন অবস্থার (শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা এবং ঘর্ম্মাবস্থা) একটী অবস্থার প্রায়ই অভাব আর্সিনিকের এক বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

ব্যবহার। গলিত মৃতদেহ এবং উদ্ভিদ্‌পদার্থ হইতে উৎপন্ন বাষ্পবৎ বিষ ঘায় লাগিয়া, শ্বাস দ্বারা টানিয়া অথবা উদরস্থ করিয়া বিষাক্ত হওয়ার দরুণ অসুখ; উদর, বক্ষকোটর এবং সমুদয় শরীরের শোথ; অল্প সবিরাম জ্বর; অথবা জ্বরে কোইনাইনের (Quinine) অপব্যবহার দরুণ জ্বর আটকাইয়া থাকা বা পুরাতন সবিরাম জ্বর; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহজনিত রোগ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর বিকার; পূঁয ইত্যাদি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্টিক্ ফিবার (Hectic Fever); চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ (Conjunctivitis); সর্দ্দি; মুখে এবং দাঁতের গোড়ায় ঘা; উদরাময়; আমাশয়; ক্ষত বা ঘা; অজীর্ণ রোগ; চর্ম্মরোগ; স্নায়বিক অসুখ; স্নায়ুশূল; অনিচ্ছাপূর্ব্বক পেশী স্পন্দন (Chorea); মৃগীরোগ; পক্ষাঘাত; হৃদ্বেদনা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris); হাঁপানি কাশি; ফুস্ফুস্ প্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের রোগ; মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease); কর্কটরোগ বা ক্যান্‌সার (Cancer); যে সকল ঘায়ে পচা ধরে এবং যাহা হইতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ছানার জলের ন্যায় ছেকড়া ছেকড়া তরল বা গাঢ় পূঁয পড়ে; সাপের কামড়; তামাকু খাওয়ার দরুণ অসুখ; মাতালদিগের মানসিক বিকার বা অবসন্নতা; চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর কর্ণিয়াতে ক্ষত এবং দাগ পড়া; নাসিকা, মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠের কর্কট্ রোগ বা ক্যান্‌সার (Cancer); জিহ্বার প্রদাহযুক্ত স্ফীতি; জলপথে নৌকা, জাহাজাদিতে যাওয়ার দরুণ

বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness); সমুদ্রে স্নানাদি করার দরুণ অসুখ; রক্তভেদ; পাকস্থলীর তরুণ প্রদাহ (Acute Gastritis); প্রবল বা সাংঘাতিক ওলাউঠা (Asiatic Cholera); শূল বেদনা; উদরী (Ascites); প্রচুর রজঃস্রাব (Menorrhagia); কণ্ঠনালীর তরুণ এবং পুরাতন প্রদাহ; পচায় ঘা বা ক্ষত; মুখে পচাযুক্ত ক্ষত (Cancrum oris) ইত্যাদি অসুখে আর্সিনিক্ ব্যবহার্য্য। আর্সিনিকের উপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে "ফার্ম্মাকোপিয়াতে যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহার সমুদয় বাদ দিয়া যদি রোগ চিকিৎসার জন্য কেহ আমাকে কেবল মাত্র দুইটী ঔষধ মনোনীত করিয়া ব্যবহারের অধিকার দেন, তবে আমি একোনাইট্ এবং আর্সিনিক্ মনোনীত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি"। (Manual of Pharmacodynamics, 4th edition, page 263, Article Arsenic, by Dr. Hughes). আমরাও ডাক্তার হিউজের এই মতের পোষকতা করিতে পারি।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয়; অত্যন্ত পিপাসা; রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ জলাদি পান করে এবং উহা দ্বারাই সে পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু জলাদি পান করার পরই গা বমি বমি করে বা বমন হয়, গার জ্বালা বা জ্বালাযুক্ত যাতনা; সর্ব্বদা উষ্ণ ঘরে থাকার ইচ্ছা; হঠাৎ বলক্ষয়; সামান্য যাতনা বা কারণে অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নিস্তেজতা; অতি প্রত্যূষে দুর্ব্বলতা; মনের উদ্বেগ, মূর্চ্ছা বা অবসন্নতা; হৃৎপ্রদেশ এবং উদরে খিল ধরার ন্যায় অত্যন্ত কষ্টানুভব; আভ্যন্তরিক জ্বালা। রাত্রিতে (রাত্রি দুই প্রহরের পর ১টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত), ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা আহার দ্রব্য, বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য পান, ঠাণ্ডা জলে স্নান, আহার বা পানের পর, মাথা নিচু করিয়া শুইয়া থাকিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং উত্তাপে, মাথা উচু করিয়া শুইয়া থাকিলে, চলিয়া বেড়াইলে বা নড়াচড়াতে অসুখের উপশম ইত্যাদি আর্সিনিকের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরে শীতল, উষ্ণ এবং ঘর্ম্মাবস্থার এক অবস্থার অভাব, স্নায়বিক অস্থিরতা বা ছট্‌ফট্ করা, গাত্রদাহ; ওলাউঠায় ভেদ বমীর পরিমাণ

অপেক্ষা বলক্ষয় অধিক হওয়া, অতি শীঘ্র, শীঘ্র বলক্ষয়, পেটে বেদনা বা খিল ধরা, বারম্বার জলাদি পানের ইচ্ছা এবং জলাদি পান করিলেই বমনোদ্বেগ বা বমন ইত্যাদি লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আর্সিনিক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ইহার অপব্যবহারে যারপর নাই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিকের কার্য্য এত বিস্তৃত যে প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ভৈষজ্যতত্ত্বে এমন একটী ঔষধের উল্লেখ নাই যাহার কোন না কোন কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিকের কার্য্যের সাদৃশ্য নাই। তবে মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্ এবং আয়োডিনের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিকের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে একোনাইট্, আর্ণিকা, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, কার্ব্বোলিক্ আসিড্, চায়না, গ্রাফাইটিস্, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস্, সাল্ফার, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গেও আর্সিনিকের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, চায়না, হিপার সাল্ফিউরিস্, আয়োডিন্, ল্যাকেসিস্, নাক্স্ বমিকা, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি আর্সিনিকের কতকগুলি প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় আর্সিনিক্ খাইয়া বিষাক্ত হইলে সেস্কুই অক্সাইড্ অব্ আয়রন্ (Sesquioxide of iron), হাইড্রেটেড্ পার অক্সাইড্ অব্ আয়রন্ (Hydrated peroxide of iron) অথবা প্রিসিপিটেটেড্ কার্ব্বোনেট্ অব্ আয়রন্ (Precipitated carbonate of iron), আদের রস বা মধু এবং জল মিশ্রিত করিয়া পান করান, প্রচুর পরিমাণে চূনের জলপান করান; সাল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Sulphate of zinc) ইত্যাদি বমনোৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাইলুশন বিচার। আর্সিনিকের নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ সমুদয় প্রকারের ক্রমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে ওলাউঠা, বিকারের অবস্থা, কর্কট বা ক্যান্সার, রোগ, পুরাতন আকারের প্রচুর রজঃস্রাব

এবং চর্ম্মরোগে আর্সিনিয়াস্ আসিডের ১ম ক্রমের গুঁড়া অথবা লাইকার পোটাসি আর্সিনাইটিস্ (৫১০) ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ওলাউঠা রোগে এতদ্দেশে ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে এতদ্দেশে চিকিৎসকগণ ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ৩০ ক্রম অধিক উপকারী। ডাক্তার হিউজের মতে উল্লিখিত অন্যান্য অসুখেও ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ক্রম উপকারী। পুরাতন আকারের উদরাময়ে ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া মন্দ নহে। আবার ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম সচরাচর ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে পুরাতন আকারের সবিরাম জ্বরে ৬ ক্রমের আরোক অধিক উপকারী। এই প্রকার জ্বরে লেখক স্বয়ং ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া ৬ বা ৩০ ক্রম অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া থাকেন। ওলাউঠা রোগে লেখক প্রায় সকল রোগীর চিকিৎসায় ১২ ক্রম ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। এই রোগে যদি রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তবে ৩০ ডাঃ ১২ ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকারী। প্রদাহজনিত যে সকল পুরাতন রোগে আর্সিনিক্ ব্যবহার্য্য তাহাতে ৩ ক্রমের গুঁড়া এবং ৬ ক্রমের আরোক মন্দ নহে। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ এবং ততোধিক ক্রমও ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়া থাকেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এবং হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক স্বয়ং ১০০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া কোন কোন রোগীর পুরাতন আকারের উদরাময় এবং চর্ম্মরোগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তিনি ২০০ অপেক্ষা অধিক উচ্চ ক্রম কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব তিনি উহার উপকারীতা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

অরাম্,—তবক,—স্বর্ণ,—অরাম্।

(AURUM METALLICUM,—METALLIC-GOLD,—AUR.-MET.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে, তবকের পাতা ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহা সুগার অব্ মিল্‌কে মিশাইয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপর যথা নিয়মে ইহার চতুর্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে অরাম মেটেলিকাম্ বা অরাম্ ফলিয়েটাম (Aurum metellicum or Aurum Foliatum) বলে। অন্য এক প্রকার অরাম্ প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাকে অরাম্ মিউরিয়াটিকাম্ অথবা ট্রাইক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড্ (Aurum Muriaticum or Trichloride of gold) বলে। ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে ক্রয় করিয়া হরিদ্রা বর্ণের ষ্টপার্ড্ শিশিতে রাখা উচিত। ইহার ১ম শততমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে চুয়ান জলে (Distilled water), ২য় শততমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ২য় শততমিক ক্রমের অধিক উচ্চ ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত উভয় প্রকারের অরামই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে আরব দেশ এবং তৎপর গ্রীস দেশেই স্বর্ণ প্রথমে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণে ঔষধের কোন গুণ নাই বলিয়া অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দেশে কবিরাজ মহাশয়গণও অনেক কাল হইতেই ঔষধার্থ স্বর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিমান স্বর্ণের গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দ্বারা উহার রোগ আরাম করিবার গুণ বা ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

সাধারণ ক্রিয়া। সাধারণতঃ অস্থি এবং গ্রন্থির উপর ইহার কার্য্য অধিক প্রবল। তন্মধ্যে নাসিকার গ্রন্থি এবং তৎসম্বন্ধীয় শ্লৈষ্মিক

ঝিল্লীই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তদ্দরুণ উক্ত অংশের গরমীর ব্যারাম, পারা অথবা গণ্ডমালা জনিত অসুখের ন্যায় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শোক, দুঃখ জনিত মনের অসুখ এবং তদ্দরুণ স্তব্ধবায়ু (Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষভাব ও আত্মহত্যার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল করিয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। আপন জীবনে ঘৃণা এবং আত্ম হত্যার ইচ্ছা (নেজা, নাক্স্ বম্); ধর্ম্মোন্মত্ততা (Religious Mania); রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) মনে করে যেন তাহার মুক্তি নাই; স্তব্ধ বায়ু (Melancholia) এবং তদ্দরুণ বিমর্ষভাব; রোগী মনে করে যেন সে এই পৃথিবীর কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নহে এবং সে কোন কার্য্যেই সফল হইতে পারিবে না (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্); হতাশ, অসুখী, বিমর্ষ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন (লাইকোপ্, নেট্রাম্ মিউর, নাক্স্ মস্, পাল্স, রাস্টক্স্); মনের অত্যন্ত উদ্বেগ যাহা হৃৎ-প্রদেশে দুড় দুড় বা ধড় ফড় করিয়া আরম্ভ হয় এবং যাহার দরুণ রোগী স্থানে স্থানে ছুটিয়া বেড়ায় (আর্স্); হৃৎস্পন্দন; সর্ব্বদাই ভয়ের আশঙ্কা বা ভয় (বেল্, একন্ চায়না, ইগ্নেস্); দরজার সামান্য শব্দ শুনিলেই রোগী অত্যন্ত ভয় খায় এবং চিন্তাযুক্ত হয়; সর্ব্বদা রাগ করা এবং উত্তেজিত হওয়া; কথার সামান্য প্রতিবাদ করিলেই রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ক্রোধান্বিত হয় (ব্রাই, ক্যাম্, কেবান্, নাক্স্ বম্); সামান্য মানসিক পরিশ্রমেই রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শোক, দুঃখ বা কাহারো প্রেমে নৈরাশ হইয়া অসুখ (হায়োস্, ইগ্নেস, ফস্-আস্); কাঁদিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা।

মস্তক। মাথা হেট করিলে মাথা ঘোরা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে চক্রাকারে ঘুরিতেছে (ব্রাই, কোনায়াম্, নাক্স্ বম্); রোগী মনে করে যেন সে মদ্য পান করিয়াছে (ষ্ট্রামন্); বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আগারিকাশ্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, গ্লোনয়েন্, সিপিয়া, সাল্ফ্) যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথার

রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণার ন্যায় ভাসে; মুখ মণ্ডল কাচের ন্যায় টল্‌টলে বা উজ্জ্বল; মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে মাথা ঘোরার বৃদ্ধি; ভাঙ্গিলে যেরূপ হয় শয়ন করিলে মাথার হাড়ে সেরূপ বেদনা; মাথার পশ্চাদ্ভাগের ডাইন পার্শ্ব হইতে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া কপাল পর্য্যন্ত বেদনা যাহা নড়া চড়াতে বৃদ্ধি হয়।"

চক্ষু। চক্ষে কাঁসিয়া ধরা; চক্ষে এক বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখায় (বেল্‌, সিকুটা, নাইট্রিক্‌-আস্‌, কাইটোল্‌); বস্তুগুলি যেন দুই ভাগ করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে যাহার কেবল নীচের অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং মনে হয় যেন উহার উপরের অংশ কোন এক কাল বস্তু দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে; চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়া (ইউফ্রেস্‌); প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে, (এইলেন্থ্‌, ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, সাল্‌ফ্‌); চক্ষুর হাড় থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটায়।

কর্ণ। কানের হাড় ক্ষয় হয় (ক্যাপ্স্‌) এবং কান দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয পড়ে যাহা কোন মতেই সারে না (বোরিষ্টা)।

নাসিকা। নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং নাকের পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে, তদ্দরুণ অত্যন্ত কষ্টানুভব (নাইট্রিক্‌ আস্‌) এবং নাক দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসে অশক্তি (এরাম); নাকের মধ্যে খোসা বা চুমড়ী পড়ে (আণ্টি-ক্রুড্‌, গ্রাফ্‌, ক্যালী-বাই, পাল্‌স্‌); সর্দ্দিতে নাকে গাঢ় শ্লেষ্মা জমিলে যেরূপ হয় নাসারন্ধ্র যেন সেরূপ রুদ্ধ হইয়া থাকার ন্যায় অনুভূত হয় অথচ নাসারন্ধ্র দিয়া অনায়াসে বাতাস যাতায়াত করে; নাকের মধ্যে জ্বালা, চুলকানি, সূচীবিদ্ধনের ন্যায় বেদনা বা জ্বালাযুক্ত চিড়িক মারা; স্পর্শ করিলে নাকে টাটানি (মার্ক্‌); নাকের হাড়ের মধ্যে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা, ... সমুদয় প্রকার গন্ধই যেন উগ্র বোধ হয়, অতএব কোন প্রকার গন্ধই নাকে সহ্য হয় না (একন্‌, আগারিকাশ্‌, কফিয়া, বেল্‌, কল্‌চ্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, লাইকোপ্‌); নাক ঝাড়িবার সময় দুর্গন্ধ বাহির হওয়া; নাকের হাড়ের ক্ষয় (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব, মার্ক্‌)।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডলের বাম পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; গালের হাড়ে জ্বালা এবং ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা;

মুখ মণ্ডলের অস্থির প্রদাহ; গালের অস্থির ক্ষয়; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে বেদনা (এরাম্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, আয়োড্, রাস্টক্স্); ওষ্ঠ, মুখ মণ্ডল এবং কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখের মধ্যে বাতাস লাগিলেই দাঁতে বেদনা; মুখে দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, ব্রিয়াজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আর্স্, পাল্স্); মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ (আর্ণিকা, মার্ক্, হিপ্-সাল্ফ্, পাল্স্); তালুকার অস্থিক্ষয়। চাপিলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় কর্ণমূলস্থ গ্রন্থিতে সেরূপ বেদনানুভব; কেবল গিলিবার সময়ই গলার মধ্যে টাটানি এবং হুলফুটানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; গিলিবার সময় এবং অন্যান্য সময়েও নিম্নমাড়ির কোণে কোন একটী গ্রন্থিতে চাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুশ্ঘুশে বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া; পাকস্থলীর মধ্যে বাম পার্শ্বে চাপা বোধ। উদরে জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব এবং ডাইন হাইপো-কণ্ড্রিয়ামে কর্ত্তনবৎ বেদনা; উদরে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকে (কার্ব্বো বেজ্, চায়না, লাইকোপ্); উদরে অত্যন্ত ভারি বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয়।

মূত্র। মূত্র ঘোলাটিয়া, ঘোলের ন্যায় এবং উহাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা তলানি পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। ডাইন অণ্ডকোষ স্ফীত হয় এবং স্পর্শ করিলে বা রগড়াইলে উহাতে থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় চাপাযুক্ত বেদনা বোধ; অণ্ড-কোষ কঠিন হয় (একন্, কোনায়াম্); রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় এবং তদ্দরুণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নির্গত হয় (ফস্-আস্)। স্ত্রীলোকের জরায়ু কঠিন এবং স্থান ভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া পড়ে (Prolapsus Uteri)।

শ্বাস যন্ত্র। শ্বাস কষ্ট রোগী বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় এবং বুকের মধ্যে যেন প্রচুর বাতাস যাইতেছে না এরূপ অনুভূত হয় (আর্স্, আণ্টি-টার্ট্, ফস্); শ্বাস কষ্ট এবং নিশ্বাস টানিবার সময় বুকের মধ্যে হুচী বিধানের ন্যায় ঘুশ্ঘুশে বেদনা; মধ্যে মধ্যে রোগী হাঁপড় হওয়ার উপক্রম

হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন; বুকে রক্তাবরোধ হেতু হাঁপানি কাশি; রাত্রিতে এবং বহির্বায়ুতে চলিবার সময় বুকের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব, মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত লাল বর্ণ; হৃৎস্পন্দন; অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। প্রবল হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ, ভয় এবং তদ্দরুণ গা কাঁপে (একন্); নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্রুতগামী; নাড়ী দুর্ব্বল; হৃৎপিণ্ডের অসুখ জনিত হাঁপানি (Cardiac Asthma); মানসিক অবসন্নতা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

পা ইত্যাদি নিম্ন শাখা। শরীরের উর্দ্ধভাগের রক্ত যেন (স্ত্রীলোক) রোগীর মাথা হইতে পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে চলিয়া গিয়াছে এবং তদ্দরুণ উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; রোগী বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকা কালীন ব্যাণ্ডেইজ্ (Bandage) বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয় হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়।

নিদ্রা। রোগী সমুদয় রাত্রিই জাগিয়া থাকা অথচ তদ্দরুণ প্রাতঃকালে গা মাটি মাটি করা, অলসবোধ বা নিদ্রাবভাব অনুভূত হয় না; ঘুমেরঘোরে চোখের ভয়ানক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আর্ণিকা, বেল্, পাল্স্, সাল্ফ্); ঘুমের অবস্থায় দীর্ঘ নিশ্বাস; রাত্রিতে অস্থিতে বেদনার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং তদ্দরুণ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে ও তাহার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকে না।

চর্ম্ম। গভীর ক্ষত যাহা অস্থি পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; পারার অপব্যবহার জনিত ক্ষত (ক্যালী-আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্)।

ব্যবহার। গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ; গণ্ডমালা জনিত রোগ; নাসিকা, তালুকা, গাল এবং কানের অস্থি ক্ষয়; মাথা এবং অন্যান্য অংশের অস্থির বিবৃদ্ধি; নাসারন্ধ্রে পচাদুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, বিশেষতঃ যদি গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত হয়; কান দিয়া পুঁয পড়া; পুরাতন সর্দ্দি এবং নাকে গাঢ় শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা; অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরার ব্যারাম; হিষ্টিরিয়া (Hysteria) যাহাতে রোগীর আত্মহত্যার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়; মনোন্মত্ততা (Hypochondriasis); শুষ্ক বায়ু

(Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষভাব; গ্রন্থির অসুখ; স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের পুরাতন অসুখ ইত্যাদি রোগে অরাম্ বিশেষ উপকারী এবং ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হাত পায়ের হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলা, ছিদ্র করা বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; সমুদয় প্রকারের বেদনা বা যন্ত্রণাই অসহ্য হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না; হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের সময় রোগী একবার হাসে আবার কাঁদে; অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং মনের আন্দোলন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গা কাঁপা; হাড়ে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা; অস্থিক্ষয়, বিশেষতঃ গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহারের পর; ঠাণ্ডা বাতাস গায় একবারেই সহ্য হয় না; শিরার মধ্য দিয়া উষ্ণ জল বহিয়া গেলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ উষ্ণ এবং জ্বালা বোধ। প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, নিদ্রার সময় অসুখের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া, চলিয়া বেড়ান অথবা গরম লাগিলে অসুখের উপশম।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক্, প্লাটিনা, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফরাস্, নাইট্রিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা, সাইলিসিয়া, মেজিরিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধগুলি অনেকটা অরামের সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, চায়না, ককিউলাস, কফিয়া, কুপ্রাম্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি অরামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। প্রথমতঃ হানিমান (Hanemann) ১ম এবং ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন এবং তৎপর ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরোকও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। নাকে পচাযুক্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ক্ষতের পক্ষে (পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে) ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ½ বা ১ গ্রেণ্ মাত্রায়, প্রতি দিন তিন মাত্রা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধের ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। লেখক স্বয়ং ৬ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রম কদাচিৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বেলাডোনা,—বেল্।

(BELLADONNA,—BELL.)

দক্ষিণ ইউরোপ এবং মধ্য আসিয়ার পশ্চিমাংশের প্রস্তরময় ছায়াবিশিষ্ট পতিত জমি এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশে পুরাতন দুর্গ এবং পুরাতন ভাঙ্গা ছাড়া বাড়ীতে এই গাছ জন্মে। সমুদয় গাছ দিয়া যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১২ ভাগ মূল আরোক ৮২ ভাগ ডাইলুট্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ২য় দশমিক ডাইলুশন ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ স্পিরিটে এবং তৎপর অন্যান্য ডাইলুশন রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। বৃহৎ মস্তিষ্কের (Cerebrum) উপরই বেলাডোনার কার্য্য সর্ব্বপ্রধান এবং বৃহৎ মস্তিষ্ক দিয়াই ইহার কার্য্য মস্তিষ্কের সমুদয় অংশে বিস্তৃত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং উহার আবরক পর্দা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রদাহ উৎপাদন করে। মস্তিষ্কের যে অংশে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই অংশই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ প্রলাপ, ভ্রম দেখা, কাল্পনিক দ্রব্যাদি বা জন্তু দেখা, উন্মত্ততা, অর্দ্ধজ্ঞান রহিততা, (Stupor), নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি অসুখ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রাংশ হইতে বেলাডোনা সমুদয় স্নায়বিকমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিয়া মেডালা অব্লঙ্গেটা (Medulla oblongata) এবং কসেরুকা মজ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ করে এবং তদ্দরুণ গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ু (Motor and Sensory nerves) উভয়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা চেতনা অত্যন্ত প্রবল বা তীক্ষ্ণ হয় এবং উহার কার্য্যও বিকৃত হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালিত হওয়ার শক্তি বিশিষ্ট পেশী (Voluntary muscles) গুলি ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালন শক্তি শূন্য পেশী গুলির সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হইয়া, মূত্রাধার এবং গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্র (Sphincters)

শিথিল হয় এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়। চর্ম্মের উপর বেলাডোনার স্থানিক কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। আরক্ত জ্বর, এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী ব্যতীত ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগে যেরূপ হয়, চর্ম্ম সেরূপ অত্যন্ত লালবর্ণ, উষ্ণ, নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল হইয়া থাকে। চক্ষু, মুখগহ্বর, মূত্র যন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নীচে যে চর্ব্বিবিশিষ্ট অংশ আছে, তাহাও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহাতে রক্তাবরোধ এবং তদ্দরুণ প্রবল প্রদাহ হইয়া থাকে। পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্র, মাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes), অস্থি ইত্যাদি বেলাডোনা দ্বারা সোজাসোজি আক্রান্ত হয় না। কিন্তু গ্রন্থি, জরায়ু এবং তৎসম্বন্ধীয় যন্ত্র গুলিও অনেক সময় ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং প্রদাহ হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল আরক্ত, গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ ধমনির দপ্‌দপানি, নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র ও গোলাকার এবং উগ্র প্রলাপ; লক্ষণাদি হঠাৎ প্রকাশ পাওয়া এবং হঠাৎ দূরীভূত হওয়া বেলাডোনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত ক্রোধ ও তদ্দরুণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে কামড়াইবার বা মারিবার চেষ্টা এবং তাহাদিগের গায় থুথু দেওয়ার চেষ্টা (হায়োস্, ষ্ট্রামন্); দ্রব্যাদি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করার ইচ্ছা (বিরেট্-আল্‌ব্); উগ্র বা প্রবল প্রলাপ; উচ্চৈঃস্বরে হাসি এবং দাঁত কামড়ান; কাল্পনিক বিষয়ে ভয়: ভূত, প্রেত দেখা (ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); উল্লাস হঠাৎ ক্রোধে পরিবর্ত্তিত হওয়া; সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া যাওয়ার চেষ্টা (আগারিকাশ্, এপিস্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); কাল্পনিক বস্তু ধরিতে প্রয়াস পাওয়া বা বিছানার কাপড়াদি খোঁটা (জেকান) : মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, ভীরুতা এবং অস্থিরতা (একন্, আর্স্, চায়না, ফস্); পলায়ন করা বা লুকাইয়া থাকার ইচ্ছা; কথা বলিতে অনিচ্ছা বা তাড়াতাড়ি কথা বলা; নেসা হইলে যেরূপ হয় সেরূপ হইয়া থাকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তা-

বরোধ এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত (হায়োস্, ওপিয়াম্) ; অত্যন্ত চটা স্বভাব বা সহজে চটিয়া যাওয়া ; উন্মত্ততা এবং তদ্দরুণ জ্ঞান বুদ্ধি সমুদয় লুপ্ত হওয়া (Dementia.)।

মস্তক। মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (একন্), অথবা মাথা হেট করিয়া পুনবায় সোজা হইলে মাথাঘোরা (ব্রাই, পিট্রোল্, পাল্‌স) ; বাম বা পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়া (নাক্স্ বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা এবং চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় ধড়্ ফড়্ করা (নেট্রাম্-মিউর) ; মাথা ঘোরা, যাহার দরুণ মনে হয়, যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুগুলি চক্রাকারে ঘুরিতেছে (ব্রাই, কোনায়াম্) অথবা একবার এদিক আবার ওদিক যাতায়াত করিতেছে ; নড়াচড়া অথবা বিছানায় পাশ ফিরিতে মাথা ঘোরা (কোনায়াম্) ; মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন কপাল একখানি তক্তা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে (একন্, জেল্‌স্, মার্ক্, নাইট্রিক্ আস্, সাল্‌ফ্) ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য (কেম্বাম্, কোকাশ্) ; মস্তিষ্কের ধমনীর দপ্‌দপানি, মস্তিষ্কে দপদপানি (একন্, গ্লোনয়েন্, ওপিয়াম্, ম্যাঙ্গেনাম্) ; প্রবল শিরঃপীড়া, গোলমাল, নড়াচড়া, চক্ষু সঞ্চালন, আঘাত লাগিলে এবং কাশিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই, সিমিসিফ্) ; মাথায় চাপা বোধ যাহা এখন এক স্থানে এবং উহার পরক্ষণেই অন্য স্থানে অনুভূত হয় ; মস্তিষ্কে প্রবল দপ্‌দপানি যাহা পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখে এবং দুই পার্শ্বের চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া খোঁচা বিধার ন্যায় যাতনা অনুভূত হইয়া শেষ হয় ; চিড়িক মারার ন্যায় শিরঃপীড়া, তাড়াতাড়ি চলিলে, নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাহা অধিক প্রবল হয় ; একখানি ভারি বস্তু থাকিলে যেরূপ হয়, প্রত্যেক বার ঝাকি লাগিলে মাথার পশ্চাৎভাগে সেরূপ অনুভূত হয় ; কপালে প্রবল বেদনার দরুণ চলিবার সময় রোগী বারম্বার স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; কপালের মধ্যে মস্তিষ্ক যেন একবার উঠিতেছে এবং একবার নামিতেছে, প্রত্যেকবার পদনিক্ষেপের সময় সেরূপ অনুভূত হয় ; কপালে প্রবল বেগে চাপিলে বেদনার উপশম (চায়না) ; মাথা এবং চক্ষুর গোলকের মধ্যে বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু

উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে; কপালে চাপিয়া ধবার ন্যায় বেদনা যাহা চলিবার সময় এত বৃদ্ধি পায় যে উহার দরুণ রোগী চক্ষু বুজিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়; সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়িলে মাথা ধরার বৃদ্ধি এবং পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া পড়িলে মাথা ধরার উপশম হয়; হঠাৎ প্রবল বাতাস লাগিয়া মাথা ধরা (চায়না); মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিলে বা রৌদ্র লাগিলে মাথা ধরা; মাথার বহির্দ্দেশ এত বেদনাযুক্ত হয় যে উহাতে সামান্য আঘাত লাগিলে, এমন কি চুলের ভারেও, মাথার বেদনার বৃদ্ধি হয় (একন্, চায়না, মার্ক্); নেসা করিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ অনুভূত হয় এবং যাহা আহার বা পানের পর অথবা প্রাতঃকালেই প্রধানতঃ অনুভূত হয়; মাথায় পূর্ণ, ভারি এবং চাপা বোধ, প্রধানতঃ কপালে, চক্ষুর উপরি-ভাগে; মস্তিষ্ক যেন বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; জল থাকিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কের সেরূপ আলোড়ন; মাথা কাঁপনি এবং মাথা পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া পড়া; ঘুমেরঘোরে বালিসের নীচে মাথা খুসিয়া দেওয়া। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নায়বিক শিরঃপীড়া, অপরাহ্ন ৩টার সময় অথবা উত্তাপে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথার ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা (স্নায়ুশূল), নড়া চড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়; বমন সম্বলিত শিরঃ-পীড়া যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে, এবং নড়াচড়া, উজ্জ্বল আলোক, গোলমাল অথবা হঠাৎ বাতাস লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; হিষ্টিরিয়া জনিত শিরঃপীড়া।

চক্ষু। চক্ষু উজ্জ্বল এবং যেন উহার কোটরের বাহির হইয়া পড়ে এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত; চক্ষু স্থির ভাবাবশিষ্ট (এথুজা, আর্জেন্, এইলেন্থ, হায়োস্, নেজা); চক্ষু লালবর্ণ, স্ফীত এবং বিকৃত (ষ্ট্রামন্), চক্ষু শুষ্ক, কঠিন এবং উহাতে গরম ও জ্বালা বোধ (একন্, আর্স্); চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে (একন্, ইউফ্রেস্, গ্রাফাই-টিস্, মার্ক্, সাল্ফ্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং স্থিরভাব বিশিষ্ট বা অচল (হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); একটী বস্তু দুইটির ন্যায় দেখায় (অরাম্, সিকুটা, ষ্ট্রামন্, ফাইটোল্); বস্তু সকল উল্টা দেখায় অর্থাৎ উহার অগ্র-

ভাগ গোড়া বলিয়া বোধ হয় এবং গোড়া অগ্রভাগ বলিয়া অনুভূত হয়; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের শিখা বা কণা ভাসিতেছে এরূপ দেখায় (সাই-ক্লেমেন্, গ্লোনয়েন্, ক্যালী-কার্ব্ব, সাল্‌ফ্‌); সমুদয় বস্তুই লাল দেখায়; প্রদীপের আলোকের চতুর্দ্দিকে যেন ঝাড়ের ন্যায় দেখায়, এবং উহা রঙ্গিন বলিয়া অনুভূত হয়,—লালরঙ্গই অধিক; কখন কখন আলোক যেন সূর্য্য বা চন্দ্রের ন্যায় মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ দেখায় (ফস্); চক্ষুর আক্ষেপিক স্পন্দন; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর যোজক ঝিল্লী ও শ্বেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে; দূরদৃষ্টি (Longsightodness); চক্ষে গোলমেলে দেখা বা একবারে না দেখা।

কর্ণ। কানে গোলমাল সহ্য হয় না, এমন কি সামান্য শব্দও যেন কানে লাগে (একন্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ টন্ টন্ এবং অন্যান্য রকমের শব্দ হয় (একন্, আর্স, চায়না, লাইকোপ, নাক্স্ বম্, সাল্‌ফ্); কানের মধ্য এবং উহার বহির্দ্দিকে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় (ক্যাম্, পাল্‌স্, মার্ক); কানের প্রদাহযুক্ত স্ফীতি (একন্, এপিস্, পাল্‌স্); কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ ও স্ফীতি এবং উহাতে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা এবং কুট্‌কুটানি বা সুড়্‌সুড়ী।

নাসিকা। নাকে কোন প্রকারের গন্ধ সহ্য হয় না (অরাম্, একন্, আগারিকাশ্, কফিয়া, কলচ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্); তামাকের সামান্য গন্ধও নাকে সহ্য হয় না; নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত, উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত (বোরাক্স্, নাইট্রিক্-আস্, অক্‌জালিক্-আস্, রাস্‌টক্স্); নাসারন্ধ্রের অত্যন্ত শুষ্কতা (গ্রাফাইটিস্, ক্যালী-বাই); বারম্বার হাঁচি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের মধ্যে সুড়্‌সুড়ী বা কুট্‌কুটানি; নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাক দিয়া রক্তপড়া (একন্, ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, প্রধানতঃ রাত্রি এবং প্রাতঃকালে; হয় ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা বা আতিশয্য নতুবা ঘ্রাণশক্তি একবারেই থাকে না।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং উষ্ণ (এইলেন্থ); মুখমণ্ডল স্ফীত এবং উষ্ণ (একন, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); মুখ এবং মুখমণ্ডলের

পেশীর আক্ষেপিক নড়া চড়া বা স্পন্দন (আগারিকাশ্, আণ্টি-টার্ট্, সিকুটা, ইগ্‌নেস্, নাক্স্ বম্); উপরের ওষ্ঠে কসিয়া ধরা এবং উহার অত্যন্ত স্ফীতি (এপিস্, ব্রাই, ক্যাল্ক্-কার্ব্, সোরিনাম্); হন্বাস্থি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত খোঁচাবিঁধার ন্যায় বেদনা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-বাই); মুখমণ্ডলের স্নায়ু শূল এবং তদ্দরুণ আক্রান্ত স্থানে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা (পাল্স্); মুখমণ্ডলস্থ বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Facial Erysipelas) এবং আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম নির্ম্মল, নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং উহাতে প্রবল বেদনা; দাঁত লাগা (Lock-jaw) যাহার দরুণ হা করা বা গিলিবার শক্তি থাকে না; গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। উপরের মাড়ির দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা বা কন্‌কনানি, রাত্রিতে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে যাহার বৃদ্ধি হয় (আণ্টি-ক্রুড্); মাড়ী স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত (গ্রাফাইটিস্, মার্ক); জিহ্বা এবং তালুকা কাল্‌চে লালবর্ণ, শুষ্ক (ব্যাপ্‌ট্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং গলার মধ্যের শুষ্কতার দরুণ কথা বলিবার এবং গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে; জিহ্বা উষ্ণ, শুষ্ক, লালবর্ণ এবং ফাটাযুক্ত (এইলেন্থ্, রাস্‌টক্স্); জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা এবং উহার প্রান্ত লালবর্ণ; প্রাতে জাগিলেই মুখে চট্‌চটিয়া আঠা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; মুখ এবং গলার মধ্যে সাদাটিয়া শ্লেষ্মার সঞ্চার এবং তদ্দরুণ বারম্বার গলায় খেকুর দেওয়া এবং ঢোক গিলিবার ইচ্ছা। গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; মুখ গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগ এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগ গাঢ় লালবর্ণ; কোমল তালুকা (Soft-Palate) এবং তালুকার দুই পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদ্বয়ের (Tonsils) স্ফীতি, যাহার দরুন গিলিতে (প্রধানতঃ তরল পদার্থ) অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় (ল্যাক্); কথা বলিতে আট্‌কাইয়া আইসে; গলার মধ্যে ঢেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় যাহার দরুণ রোগী বারম্বার থক্ থক্ করিতে অথবা গলা খেকুর দিতে বাধ্য হয়; গলার মধ্যের বহির্দ্দেশ স্ফীত যাহার দরুণ গলা সামান্য স্পর্শ করিলেই কষ্টের উদ্রেক হয় বা টাটায় (ল্যাক্); মুখ

গহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক (এপিস, নাক্স্ মস্ক, পাল্স্); গলা যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম প্রশস্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ গিলিবার সময় মনে হয় গলার মধ্য দিয়া যেন কোন দ্রব্য ভালরূপে উদরস্থ হইতে পারিবে না (হায়োস্, ষ্ট্রামন্); গলার মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা; টন্‌সিল্ প্রদাহ (Tonsillitis); টন্‌সিল পাকিয়া উহাতে পুঁয হওয়া; গিলিবার সময় জল বা জলীয় পদার্থ নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা এবং ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা (একন্, ব্রাই); অথবা জল বা জলীয় পদার্থ খাওয়ার অত্যন্ত অনিচ্ছা (হায়োস); পেট গুলিয়া (মোচড়াইয়া) উঠা; পাকস্থলীতে চর্ব্বণবৎ, চাপিয়া ধরার ন্যায়, কর্ত্তনবৎ বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী পশ্চাৎ দিকে বাকা হইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে অত্যন্ত চাপা বোধ (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্ বম্, পাল্স্); পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আর্স্, আণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, ক্যন্, বিরেট্-আল্ব্); পাকস্থলীতে একবারেই চাপ সহ্য হয় না (আর্স্, ব্রাই, লাইকোপ্, কল্চ্); উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্য, শ্লেষ্মা এবং পিত্ত বমন (ইপিকাক্); পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, প্রবল কাঠবমি এবং বমন; আক্ষেপিক হিক্কা। উদর অত্যন্ত ফাঁপে এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় (একন্, কলোস্, কুপ্রাম্, মার্ক); উদরে উষ্ণ এবং জ্বালা বোধ (একন্, আর্স্, ক্যান্থ্); উদরে চাপিয়া ধরা, আঁকড়াইয়া ধরা বা কাটা দিয়া চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ইপিকাক); এখন এখানে, তখন ওখানে, এই প্রকারে উদরের নানা স্থানে কর্ত্তনবৎ চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; বিছানা সামান্য নড়িলে বা ঝাঁকি লাগিলেই রোগীর (স্ত্রীলোকের) উদরে বেদনা বা টাটানির বৃদ্ধি হয়; ঝাঁকি লাগিয়া বেদনার বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে রোগী অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলে; উদরে বেদনার সময় উদর যেন ঢেলার ন্যায় ফুলিয়া উঠে।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য যেন গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; গুহ্যদ্বারের অত্যন্ত কষ্টদায়ক সঙ্কোচন;

বাহ্যের বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া ও অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ; চাখড়ীর ন্যায় পদার্থযুক্ত, ডেলার ন্যায় মলত্যাগ (হিপ্-সাল্ফ্, পডোফ্); সবুজ রঙ্গের শ্লেষ্মা ভেদ (এপিস্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রি, আর্স্, মার্ক্, পাল্স্, সাল্ফ্); রক্ত মিশ্রিত চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ ভেদ (মর্ক্, নাক্স্ বম্); গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মলত্যাগ (আর্স্, হায়োস্); সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী; রক্তামাশয় এবং রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাভেদ; দাস্তের সময় এবং উহার পর পেটকামড়ানী এবং কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া।

মূত্রযন্ত্র। মূত্ররোধ অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্রত্যাগ (একন্, ক্যাস্থ্, নাক্স্ বম্); মূত্র ঘোলাটিয়া (চেলিডন্) এবং উহাতে লাল্‌চে তলানি পড়ে (ক্রিয়াজ্, সিপিয়া); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (আর্স্, হায়োস্); মূত্রাধারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত এবং তদ্দরুণ অনবরত অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন বা মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় (একন্, ক্যান্থ্); রাত্রিতে মূত্রনালীর গোড়ায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা টাটানি; মূত্রাধারের মধ্যে কৃমি বা পোকা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

জননেন্দ্রিয়। অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরার ব্যারাম এবং অণ্ড-কোষের কঠিনতা; স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ে নীচের দিকে ঠেলিয়া নামিবার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যোনি দ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (লিলিয়াম, নেট্রাম্-মিউর্, প্লাটিনা, সিপিয়া); জরায়ু প্রদেশে জ্বালা, চাপা, যাতনা এবং ভারবোধ; ডিম্বকোষের প্রদাহ; ডাইন ডিম্বকোষের অত্যন্ত বিবৃদ্ধি (এপিস্) এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বা ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনানুভব (কোনায়াম্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব (আমন্-কার্ব্, ক্যাল্ক্-কার্ব্, নাক্স্ বম্); উজ্জ্বল লাল রজঃস্রাব (হামামেলিস্, ইপিকাক্) অথবা গাঢ় পচা কাল্‌চে লালবর্ণ রজঃস্রাব; সন্তান প্রসবের পর দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ (*Lochia*) নিঃসরণ এবং উহার নিঃসরণের সময় জরায়ু এবং যোনি দ্বারে গরমবোধ

(একন্‌): প্রসব বেদনা অতি মৃদু অথবা বেদনা একবারে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় (কলোফিলাম্‌, জেল্‌স্‌); সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা (জেল্‌স্‌); প্রসবের পর ফুল (Placenta) জরায়ুর মধ্যে লাগিয়া থাকা বা নির্গত না হওয়া; স্তনে অতিরিক্ত দুধ হইয়া পড়িয়া যাওয়া।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ বা অতি মৃদুস্বর এবং কণ্ঠনালীর শুষ্কতার দরুণ শুষ্ক কাশি; কণ্ঠনালী প্রদাহযুক্ত, স্ফীত এবং সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়; কণ্ঠনালীতে সুড়্‌সুড়ী বা কুট্‌কুটানির দরুণ শুষ্ক কাশি (ফস্‌); গভীর, স্বরভঙ্গবিশিষ্ট শুষ্ককাশি রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (ড্রস, হায়োস্‌); থেউ থেউ শব্দবিশিষ্ট কাশি (ড্রস্‌, স্পঞ্জ্‌, বার্ব্বেরিস্কাম্‌) যাহার দরুণ রোগী কণ্ঠনালীতে বেদনা অনুভব করে এবং তাহার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন এবং অত্যন্ত কষ্টকর (একন্‌); বুকে আঁটা এবং কষ্টবোধ (ফস্‌); দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থান ও বুকে বেদনা (ব্রাই, সিমিসিফ্‌, মার্ক্‌, ফস্‌); বুকে জালাতনভাব; বায়ুনলে কেশঘর্ষণশব্দ (Crepitation) এবং শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ী।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন, আর্স্‌, স্পাইজেল্‌, সাল্‌ফ্‌, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌) যাহার আন্দোলন বা আলোড়ন গ্রীবা এবং মাথা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; নাড়ী অত্যন্ত প্রবল বা ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী (একন্‌); কপালের দুই পার্শ্বস্থিত এবং গ্রীবার ধমনীর প্রবল দপ্‌দপানি (গ্লোনয়েন্‌, কাক্টস্‌)।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা এবং ঘাড়ের গ্রন্থির স্ফীতি: কসেরুকায় খোঁচা বিদ্ধনের ন্যায় টন্‌টনবৎ বেদনা; কোমরের পশ্চাদ্ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (আগারিক্‌, সিমিসিফ্‌, ক্যালি-কার্ব্‌, নেট্রাম-মিউর্‌, নাক্স্‌-ভম, প্লাটিনা)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন (হায়োস্‌, ষ্ট্রামন্‌); হাত এবং পায়ের পাতায় ভারিবোধ; হাত-পায়েরপেশীতে সমভাবে সঞ্চালন করার শক্তির বিনাশ এবং তদ্দরুণ হাতপায় ভারিবোধ ও চলিতে অশক্ত। বামস্কন্ধের ঠিক উপরিভাগে খোঁচাবিঁধার ন্যায় চাপাবোধ; বাহুর উর্দ্ধাংশে বুকের দিকের অংশে কসিয়া ধরার

ন্যায় বেদনা; বামবাহুর সমুদয় অংশেরই দুর্ব্বলতা; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, হাত ইত্যাদি সমুদয় ঊর্দ্ধাঙ্গে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় চাপাবোধ; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয় ডাইন হাতের তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলী মধ্যম সন্ধিতে সেরূপ ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলীর পশ্চাদ্দিকের সন্ধিতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; এই বেদনা যেন অস্থির আবরক পর্দ্দায় অনুভূত হয়। ডাইন উরুর বহির্দ্দেশ স্থিত (হাঁটুর সন্ধির ঠিক উপরিভাগে) পেশীতে কর্ত্তনবৎ বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; এই বেদনা বসিয়া থাকিলেই কেবল অনুভূত হয়; অস্থিক্ষয়; মারিলে যেরূপ হয় উরু এবং পায় সেরূপ বেদনা; হাড়ের গায় গায় আগাগোড়া খোঁচানি এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা; বেদনা পায়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে কুচ্‌কির সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, যাহার দরুণ রোগী পায়ের পাতা নানা ভাবে রাখিতে বা সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়; এই বেদনা চলিবার সময় অনেক কম অনুভূত হয়; পায়ের ডিমের পশ্চাদ্ভাগে চাপাযুক্ত বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, চলিলে বা স্পর্শ করিলে বা সামান্য আঘাত লাগিলে যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না; স্ত্রীলোকের পায়ের প্রদাহযুক্ত শ্বেত-স্ফীতি (Phlegmasia alba dolens) এবং তদ্দরুণ পায়ে অত্যন্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী তাহার পা কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না।

চর্ম্ম। স্পর্শনে বা সামান্য আঘাতে চর্ম্মে অত্যন্ত লাগে বা উহা বেদনাযুক্ত হয়; সমুদা শরীর লালবর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী দ্রুতগামী (আমন্‌-কার্ব্ব্‌); আরক্ত জ্বরের ন্যায় সমুদয় শরীর নির্ম্মল এবং লালবর্ণ (একন্‌); গায় আরক্ত জ্বরের ন্যায় ফুস্কুড়ী (এপিস্‌, এরাম্‌, ষ্ট্রামন্‌); বিসর্প বা ইরিসিপেলাসের ন্যায় প্রদাহ (একন্‌, এপিস্‌, রাস্‌টক্স্‌); গাল এবং নাকে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র পূঁয হইয়া খোসা (চুনটী) পড়ে।

নিদ্রা। ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা (নাক্স্‌-বম্‌); রোগী ঘুমাইতে চাহে, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না (ক্যাম্‌, ল্যাক্‌, ওপিয়াম্‌); ঘুমেরঘোরে বা ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে ভয় খাইলে যেরূপ হয়, সেরূপ চমকিয়া উঠা (আগারিকাশ্‌, আমন্‌-কার্ব্ব, আর্স, ব্রাই, হায়োস্‌, ষ্ট্রামন্‌, সাল্‌ফ্‌); ঘুমেরঘোরে

অনবরত কোঁথানি বা কোঁকানি ; অচেতনতা যাহার কখন কখন ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগীর আকৃতি ভয়ানক দৃষ্ট হয়; ঘুম ভাঙ্গিলেই শিরঃপীড়া বা অসুখের বৃদ্ধি।

জ্বর। সন্ধ্যার সময় শীত বোধ, প্রধানতঃ বাহুতে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উষ্ণতানুভব ; হাত, পা ঠাণ্ডা ; পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ; মাথা গরম ; শরীরের সন্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি ; মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র ; প্রলাপ ; চক্ষু লালবর্ণ ; বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক জ্বালাযুক্ত উষ্ণতা এবং অস্থিরতা, কেবল মাথায় ঘর্ম্ম ; শরীরের আচ্ছাদিত অংশে ঘর্ম্ম (ক্যাম্) ; শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে অথবা উহার পরই ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে। শীতবোধ যাহা আগুনের উত্তাপেও দূরীভূত হয় না ; গায় কাপড় থাকা সত্বেও নড়া চড়াতে শীতের বৃদ্ধি হয় ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের প্রবল লক্ষণ ; আরক্ত-জ্বর এবং তদ্দরুণ চর্ম্ম নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ হয় ; শরীরের শুষ্ক উষ্ণতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরার স্ফীতি, গ্রীবার ধমনির দপ্‌দপানি, উষ্ণানুভব, মুখ মণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে বা স্ফীত, অসহ্য পিপাসা এবং তদ্দরুণ সর্ব্বদা গলা শুকাইয়া যাওয়া, মনের অত্যন্ত আন্দোলন, উগ্রপ্রলাপ এবং গায়ের কাপড় ফেলিলেই শীতকম্প ; নাড়ী প্রবল এবং দ্রুতগামী, অথবা পূর্ণ এবং মৃদুগতিবিশিষ্ট ; অথবা ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী, কঠিন এবং তারের ন্যায় গোল।

ব্যবহার। ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ ; মস্তিষ্ক এবং উহার আবরক পর্দ্দায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তদ্দরুণ উহার প্রবল প্রদাহ এবং অন্যান্য অংশ বা যন্ত্রের অসুখ যাহাতে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে হয়, গ্রীবার ধমনী দপ্‌দপ্ করে এবং নাড়ী গোলাকার হয় ; মোহক-জ্বর (Typhus-Fever) ; সংন্যাসরোগ, উন্মত্ততা (Insanity), মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; মস্তিষ্কের শোথ (Hydrocephalus) ; স্নায়ুশূল ; বাতরোগ ; ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) ; হিষ্টিরিয়া ; মূর্চ্ছারোগ এবং গর্ভাবস্থায় বা সন্তানপ্রসব জনিত আক্ষেপ (Puerperal Convulsions), জলাতঙ্ক (Hydrophobia) ; পক্ষাঘাত ; তালুকার দুই পার্শ্বস্থ গ্রন্থিপ্রদাহ

৫

(Tonsillitis); আহারবহা গলনালী এবং উহার উপরিভাগের প্রদাহ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী, রেটিনা এবং আইরিসের প্রদাহ (Conjunctivitis, Retinitis and Iritis); অন্ধতা; কর্ণপ্রদাহ (Otitis); মুখগহ্বর প্রদাহ, জিহ্বাপ্রদাহ, মুখে পচাযুক্ত ক্ষত, পাকস্থলীতে বেদনা, আমাশয়; উদরাময়। অণ্ডকোষপ্রদাহ বা একশিরা; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis); অন্ত্রাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis); জরায়ু প্রদাহ (Metritis); স্তনের প্রদাহ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Menorrhagia); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); প্রসবের পর তলপেটে বেদনা; সন্তান প্রসবের পর ফুল নির্গত না হওয়া এবং ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া, অথবা পায়ের সাদা স্ফীতি (Milk-leg); সর্দ্দি; কণ্ঠনালী প্রদাহ; হাঁপানি কাশি; হুপিং কফ বা কাশি; আরক্ত-জ্বর; হাম-জ্বর; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্; ব্রণ; ক্ষত; প্রদাহ এবং গ্রন্থির কঠিনতা; চক্ষুপ্রদাহ; হিক্কা (আক্ষেপিক); নাক দিয়া রক্ত পড়া; দূষিত বায়ুজনিত এবং আক্ষেপিক শূলবেদনা; স্তনে অতিরিক্ত দুগ্ধ হওয়া হেতু উহার বিসর্পেরন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ এবং স্ফীতি; নবপ্রসূত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ, (Opthalmia Neonatorum) এবং আক্ষেপ; ফুস্ফুস প্রদাহ; রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া; হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত হাঁপানি; রক্তোৎকাশ; কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কম শুনা ইত্যাদি অসুখে বেলাডোনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বেদনা যন্ত্রণাদি হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ যায়; সমুদয় যন্ত্রের অতিরিক্ত চেতনা; সন্ধিতে বেদনা যাহা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে হঠাৎ সরিয়া পড়ে; সামান্য স্পর্শনে বা আলোক দেখিলে আক্ষেপের উদ্রেক বা পুনরাক্রমণ; সমুদয় শরীর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; রাত্রিতে বা অপরাহ্নে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; কখন কখন সামান্য আঘাত বা ধাক্কা লাগিলে, গোলমাল বা আলোকে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; উষ্ণ ঘরে এবং গায় কাপড়াদি থাকিলে যন্ত্রণাদির উপশম; ঘুমেরঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠা; রক্তাধিক্য ধাতু; সুস্থাবস্থায় সর্ব্বদা হাসিখুসি, কিন্তু অসুখ হইলেই অত্যন্ত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করা; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য

যেন সর্ব্বদা শুকাইয়া যায়, অপরাহ্ণ ৩ টার পর এবং পুনরায় রাত্রি দুই প্রহরের পর, নড়াচড়াতে, স্পর্শনে, হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রবল বাতাস লাগিলে, বহির্বায়ুর উষ্ণাবস্থা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে, গরমে, সূর্য্যের উত্তাপে, জলাদি পান করাকালীন অসুখের বৃদ্ধি, এবং উষ্ণঘরে, কাপড়াদি দিয়া শরীর ঢাকিয়া রাখিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি বেলাডোনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে প্রকারের অসুখে মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য শুকাইয়া যায় রোগী এরূপ অনুভব করে, সে প্রকার অসুখেই বেলাডোনা সেবনে উপকার দর্শে লেখক রোগ চিকিৎসায় এরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অতএব বেলাডোনা সেবনের ব্যবস্থা কালীন যেন পাঠক এই লক্ষণটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের শুষ্কতার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রবল পিপাসা কিম্বা গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি বর্ত্তমান থাকে তবে বেলাডোনা আরো উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মস্তিষ্কের উপর কার্য্য ধরিতে গেলে বেলেডোনার কার্য্যের সঙ্গে হায়োসায়েমাস্ এবং ষ্ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন একোনাইট্, চায়না, ওপিয়াম্, আর্সি-নিক্, মার্কিউরিয়াস্, কোনায়াম, সিপিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গেও কোন কোন বিষয়ে বেলাডোনার সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কফিয়া, হায়োসায়েমাস্, ওপিয়াম্ ইত্যাদি বেলাডোনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় বেলাডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক দ্রব্য বা ঔষধ, কাফির গাঢ় ক্কাত, ওপিয়াম, হায়োসায়েমাস্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন্ বিচার। ১, ৩, ৬, ১২, ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যব-হৃত হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়াতে ১, ৩, ৬ দশমিক্ ডাইলুশন্ বিশেষ উপকারী। সামান্য একজ্বরে মস্তকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উগ্রপ্রলাপাদি হইলেও উক্ত তিন ডাইলুশনই উপকারী। সবিরাম-জ্বর, স্বল্প বিরাম-জ্বর বা জ্বর-বিকারে নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং অচেতনতা বা প্রলাপ থাকিলে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন্ বিশেষ উপকারী। জরায়ু প্রদাহ অস্ত্রবেষ্ট ঝিল্লী প্রদাহ (Peritoniti-) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধার প্রদাহ,

(Cystitis) ইরিসিপেলাস্‌, ঘাম জ্বর ইত্যাদিতে ১, ৩ এবং ৬ দশমিক ডাইলু-শন্‌ বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসুখে ৩,৬,১২,৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য্য। রক্তাধিক্য হেতু পুরাতন আকারের শিরঃপীড়ায় একটী রোগীর চিকিৎসায় ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধের উল্লিখিত সকল ডাইলুশনই উপকারী চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ বিশ্বাস করেন। শরীরের কোন কোন অংশ প্রদাহযুক্ত হইয়া আক্রান্ত স্থান যদি স্ফীত এবং লাল বর্ণ হয় ও টাটায়, তবে বেলাডোনার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল আরোকের পাঁচ ফোঁটা দুই কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে বেদনা এবং টাটানির অনেক হ্রাস হইতে দেখা যায়। রোগী যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং তাহার শরীরে রক্ত কম থাকে, তবে বেলাডোনার বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, দুর্ব্বলাবস্থায় বেলাডোনা শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে শোষিলে বেলাডোনা দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ মস্তিষ্কের বিকৃতির লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ ঘটনা লেখক স্বয়ং ৩।৪টী দেখিয়াছেন।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা,-ব্রাই-আল্‌ব্‌

(BRYONIA ALBA,—BRY.-ALB.)

ব্রাইওনিয়া দুই প্রকার,—ব্রাইওনিয়া আল্‌বা বা শ্বেত ব্রাইওনিয়া এবং ব্রাইওনিয়া ডায়োইকা। হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় ব্রাইও-নিয়া আল্‌বাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব উহার বিবরণই এস্থলে লিখিত হইল। জার্ম্মেনি এবং ফ্রান্স্‌ দেশে এই গাছ জন্মে। কাঁচা মূল শিকড় দিয়া যথা নিয়মে প্রুফ্‌ স্পিরিটে ইহার মূল অরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes) এবং উহা যে সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্র আবরণ করিয়া থাকে,—যথা ফুস্ফুস সাবরক ঝিল্লী

(Pleura) এবং ফুস্ফুস, তৎপর মস্তিষ্ক এবং অবশেষে যকৃৎ ইত্যাদির উপরই ব্রাইওনিয়ার কার্য্য অতি প্রবল। সাইনোবিয়াল্ ঝিল্লী (Synovial membranes) (অর্থাৎ যে সকল থলিয়ার ন্যায় ঝিল্লী সন্ধি গুলি পরিবেষ্টন করিয়া থাকে) এবং শ্বাস যন্ত্র এবং আহার বহা নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও ব্রাইওনিয়ার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহাতে উক্ত যন্ত্রাদির তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু উক্ত যন্ত্রের এমত অবস্থা উৎপন্ন হয় যে প্রকার অবস্থায় প্রদাহ কতক পরিমাণে পুরাতন (Sub-acute) হইয়া আক্রান্ত স্থানে দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হয়। এই প্রকার অবস্থায় প্রদাহ এবং স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যবর্ত্তী আকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাইনোবিয়াল্ ঝিল্লী এবং পেশীর আঁশাল অংশ আক্রান্ত হইলে প্রদাহ অপেক্ষাকৃত অধিক পুরাতন আকার ধারণ করিয়া পেশী বা সন্ধিবাতের আকার ধারণ করে। শরীরের যে প্রকার অংশই আক্রমণ করুক না কেন, উক্ত প্রকার প্রদাহই ব্রাইওনিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা এবং নড়াচড়াতে অসুখের বৃদ্ধি, ব্রাইওনিয়া ব্যবহারের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাব এবং খিট্‌খিট্ করা (আগারিকাশ্, এইলেন্থ, বোরাক্স্, ক্যাম্, নাক্স্ বম্); অনর্থক চিন্তা, ভয়, ভয় খাওয়া এবং বৈরক্তির স্বভাব (একন্); অত্যন্ত চটা স্বভাব এবং সহজে রাগ করা (অরাম্, চায়না, ক্যাম্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-কার্ব্ব্, নাক্স্ বম্, ইগ্নেস্); অত্যন্ত উদ্বেগ; মানসিক অবসন্নতা এবং ভয় (অরাম্, আর্স্, নেট্রাম্ মিউর, নাক্স্ মস্ক্, পাল্স্); আপন কার্য্য বিষয়ে প্রলাপ, রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) মনে করে যেন সে বিছানা সমেত নিম্নদিকে গভীর গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; ভয় এবং তদ্দরুণ দৌড়িয়া পলায়ন করার চেষ্টা; সর্ব্বদা ক্রন্দন; রোগী যদি কোন দ্রব্য চাহে তাহাকে উহা দিলে সে লয় না।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ; রাত্রিতে মদ্যাদি পানের দরুণ মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিতে চাহে না (নাক্স্ বম্); প্রাতঃকালে জাগিলেই মাথা ধরে; ঘুমের পূর্ব্বে মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাদ্ভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথাঘোরা যাহার দরুণ মনে হয় যেন নিকটবর্ত্তী বস্তুগুলি টলিতেছে, মস্তিষ্ক যেন চারিদিকে ঘুরিতেছে অথবা মাথা যেন চক্রাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে (বেল্, কোনারাম্, নাক্স্ বম্) যাহার দরুণ রোগী পশ্চাদ্দিকে টলিয়া পড়ে; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা, (সাল্ফ্); বিছানা হইতে উঠিলে মাথাঘোরা (কস্, রাস্টক্স্): বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে মাথাঘোরা; মাথা খাড়া করিলেই মাথাঘোরা (একন্, চায়না); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া চক্ষু মেলিলেই মাথাধরা, মাথায় ভারিবোধ এবং মস্তিষ্কের সম্মুখদিকে চাপাবোধ; মাথায় চাপাবোধ যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক অত্যন্ত পূর্ণ এবং বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া পড়িতে চাহে (একন্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর্, মার্ক্); শিরঃপীড়া যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার মধ্যাস্থিত সমুদয় পদার্থই কপাল দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে (একন্, আসাফিটিডা) এবং মাথা হেঁট করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; বামচক্ষুর উপরে চাপপড়ার ন্যায় বেদনা এবং তৎপর মাথার পশ্চাদ্ভাগে চাপাযুক্ত বেদনা; এই বেদনা উক্ত স্থান হইতে সমুদয় শরীরে বিস্তৃত হয় এবং তাড়াতাড়ি চলিবার পর এবং আহারের পর এত প্রবল হয় যে উহার দরুণ যেন মাথার দপ্দপানি স্পষ্ট অনুভূত হয়; কানের পশ্চাদ্দিকে কসিয়া ধরার ন্যায় সামান্য বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথার ঠিক উপরিভাগে দপ্দপিয়া বেদনা (নেট্রাম্, আর্স্, গ্লোনয়েন্, ষ্ট্রামন্); কাশিলে মস্তিষ্কের বামপার্শ্বে ক্রমাগত সূচী বিধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্); মাথার পশ্চাদ্ভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বেলা দুইপ্রহরের সময় যাহার উপশম হয়; প্রবল শিরঃপীড়া যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (আমনকার্ব্ব্, ক্যাপ্স্, চায়না, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর্, পাল্স্); কাপড় ইস্তিরি করার

সময় বা মুখমণ্ডল ঘামিবার পর উহা ঠাণ্ডা জল দিয়া ধোয়াইলে শিরঃপীড়া; চলিলে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বা চক্ষু মেলিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং চাপিলে উহার উপশম হয়; কেবল মাথা উষ্ণ এবং মুখমণ্ডল কাল্‌চে লালবর্ণ ও শরীরের অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ধরে।

চক্ষু। ডাইন চক্ষে অত্যন্ত জ্বালাবোধ এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া (আর্স্‌); ডাইন চক্ষের উপরের পাতার টল্‌টলে স্ফীতি (এপিস্‌, ক্যাল্‌কার্ব্ব্‌); বাম চক্ষের গোলকে অত্যন্ত টাটানি এবং চাপাযুক্ত বেদনা (এই বেদনা বারম্বার হয় এবং বারম্বার যায়); চক্ষুর গোলক সঞ্চালন করিলেই এই বেদনা অধিক হয় (ফাইসষ্টি, স্পাইজেলি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন চক্ষু স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট হইয়াছে; চক্ষু উহার কোটরের মধ্য দিকে আকৃষ্ট।

কর্ণ। কর্ণে সোঁ সোঁ শব্দ হয়।

নাসিকা। নাসিকা স্ফীত এবং স্পর্শ করিলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (অ্যালাম্, মার্ক্‌); নাকদিয়া রক্ত পড়া (স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িলে (Vicarious Menstruation) (একন্‌, বেল্‌) বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে (আগারিকাশ্‌, আম্ব্রা, ক্যাল্‌কার্ব্ব্‌, চায়না); নাসারন্ধ্রের প্রদাহ এবং ক্ষত; নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং রুদ্ধ; নাকে শুকনা সর্দ্দি যাহা অনেক সময় সহজে আরাম হয় না।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল উষ্ণ, লালবর্ণ, কোমল, শোথের ন্যায় টল্‌টলে এবং উহাতে জ্বালা; মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা, হরিদ্রাবর্ণ বা মেটে-রঙ্গ বিশিষ্ট; ডাইন মাড়ি সঞ্চালনের সহায়কারী সন্ধির কোটরে টাটানি এবং চাপা বোধ, সঞ্চালনে যাহার বৃদ্ধি হয়; উপরের ওষ্ঠ এবং নাক স্ফীত, লালবর্ণ এবং উষ্ণ (বেল্‌, মার্ক্‌); ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণ, স্ফীত এবং ফাটাযুক্ত যাহা চাপিলে রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখগহ্বর, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (একন্‌, আর্স্‌, হায়োস্‌, ক্যালী নাইট্রিক, নাক্স-মস্ক্‌); জিহ্বার অগ্রভাগ আর্দ্র (মার্ক্‌); খাওয়ার সময় দাঁতে যাটিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার

ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা গ্রীবার পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হয়; ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার উপশম (বিস্মাথ্, কফিয়া, ক্লিমেটিস্) এবং কোন প্রকার গরম দ্রব্য মুখে দিলে বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, মার্ক্, পাল্স্); আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনা থাকে না এবং সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়; দাঁতে চিড়িকমারার ন্যায় দপ্দপিয়া বেদনা; তামাক খাওয়ার সময় দাঁতে দপ্দপিয়া বেদনা (ইগ্নেস্); জিহ্বা সাদা গাঢ়লেপযুক্ত (অ্যাণ্টি-ক্রুড্, মার্ক্); মুখে কোন স্বাদ থাকে না বা মিষ্ট স্বাদ (মার্ক্) বা অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ (আর্স্, কলোস্, চায়না, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সান্ক্); বারম্বার ঠাণ্ডা জল খাইলে মুখের তিক্তস্বাদ এবং বমনের ইচ্ছা কমে; মুখ অত্যন্ত শুষ্কবোধ এবং একবারে অধিক পরিমাণ শীতল জলপানের ইচ্ছা। গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ (ব্যাপ্ট্, বেল্); গিলিবার সময় গলার মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, বেল্); গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগ স্ফীত হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (সিনা)।

পাকস্থলী এবং উদর। অতিরিক্ত ক্ষুধা (ফেরাম্, আয়োডিন্, লাইকোপ্); কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইলে উহা রোগী তৎক্ষণাৎ খাইতে চাহে, কিন্তু উহা দিলে সে লয় না (ক্যাম্, রডোডেণ্ড্রন্); অত্যন্ত পিপাসা (বেল্, রাস্টক্স্) এবং অধিক পরিমাণ জলপানের ইচ্ছা (পডোফ্); অত্যন্ত পিপাসা এবং মদ্যপানের ইচ্ছা (চায়না); আহারের পর হিক্কা (হায়োস্, ইগ্নেস্); আহারের পর তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার বা গলা দিয়া জল উঠা (চায়না, নাক্স্ বম); সামান্য নড়াচড়াতেই বমন বা বমনোদ্বেগ; পাকস্থলী পূর্ণ এবং চাপনে বেদনাযুক্ত হয় (আর্স্, বেল্); একখানি পাথর থাকিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ চাপ বোধ (একন্ ইস্কুলাস্, আর্স্, নাক্স্ বম্, পাল্স), যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা খিট্খিট্ করে; স্পর্শন এবং চাপনে উদ্ধবোদ্ধ প্রদেশে (Epigastric Region) বেদনা (আর্স্, অ্যাণ্টি-ক্রুড্, বেল্, লাইকোপ্); কাশিবার সময় পাকস্থলীর মধ্যে টাটানি; কাঠ উদ্গার; প্রত্যেকবার আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; জলপানের পর, বিশেষতঃ আহারের পর, জলপান করিলে ডাইন

পার্শ্বের কৃত্রিম পাঁজরার নিম্নভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা অথবা সূচী-বিধানের ন্যায় ক্ষণিক বেদনা, নিশ্বাস টানিতে যাহা অধিক বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (একন্, চেলিডন্, চায়না, মার্ক্); উদর স্ফীত এবং উহাতে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা (আলোজ্, কলোস্, লাইকোপ্); গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্); উদর অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায় (এপিস্, বেল্); উদরে অত্যন্ত বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে; উদরে কামড়ানের ন্যায়, চিম্‌টি কাটার ন্যায়, কষ্টদায়ক কর্ত্তনবৎ বা খনন করার ন্যায় বেদনা, উদরাময়ের পর যাহার উপশম হয় (কলোস্); উদরের শোথের ন্যায় স্ফীতি, উদরে গড়্ গড়্ কলকল শব্দ এবং গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ; যকৃত প্রদেশে কসিয়া ধরার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং উহার স্ফীতি ও টাটানি; যকৃতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা, চাপিলে, কাশিলে অথবা শ্বাস প্রশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়।

মল এবং মলদ্বার। মলত্যাগের পরই গুহ্য দ্বারে জ্বালা (আর্স্, ক্যান্থ্); মল দুর্গন্ধযুক্ত এবং জ্বালা উৎপাদক বা উগ্র; অত্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধ, মল কঠিন, মোটা, লম্বা এবং শুষ্ক (ক্যাল্-কার্ব্ব্) পোড়ামাটির ন্যায় কঠিন (সাল্ফ্) যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (ইস্কুলাস); উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী।

মূত্র যন্ত্র। মূত্র কাল্‌চে (আর্স্, আণ্টি-টার্ট্) প্রায় কটা বর্ণের ন্যায় (কষ্ট্), বিয়ার (Beer) নামক মদ্যের ন্যায় (কলোস্), পরিমাণে অল্প এবং কাল্‌চে (একন্)।

জননেন্দ্রিয়। দীর্ঘ নিশ্বাসে স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা; নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত রজঃস্রাব (আর্স্, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, নাক্স্ বম্); রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া রক্ত পড়া (Vicarious Menstruation) (হামামেলিস্, পাল্‌স্, সিপিয়া); স্তন স্ফীত, লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি বা বেদনা, নড়াচড়া এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়; স্তনে দুগ্ধ একবারেই থাকে না বা অল্প পরিমাণ থাকে।

শ্বাস যন্ত্র। বায়ুনলের মধ্যে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার (নাক্স্‌ বম্‌); বারম্বার কাশিলে বা গলা খেকুর দিলেই যাহা কেবল তরল বা আলগা হয় (ক্যালী-বাই); ঠাণ্ডা বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেই কাশির উদ্রেক (নেট্রাম্‌-কার্ব্ব, বিবেট্‌-আল্‌ব্‌); স্বরভঙ্গ বা স্বর মৃদু এবং কর্কশ (কার্ব্বো-বেজ্‌, ফস্‌, স্পঞ্জ্‌); হক্‌ হক্‌ করিয়া শুষ্ক কাশি, বায়ুনলের উপরিভাগ হইতে যাহার উদ্রেক হয়; শুষ্ক কাশি এবং তদ্দরুণ মনে হয় যেন পাকস্থলী হইতে কাশি উঠে (সিপিয়া); কাশির সঙ্গে সঙ্গে বক্ষাস্থির (Sternum) নীচে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; গলার মধ্যে উপরের দিকে অনবরত হাগা-দিয়া সুড্‌ সুড্‌ করিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ কাশি এবং তৎপর শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকে আঁটা বোধ যাহার দরুণ রোগী শ্বাস প্রশ্বাস বিলম্বে বিলম্বে ফেলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস বিলম্বে বিলম্বে ফেলিলে আবার বুকে বেদনার উদ্রেক হয়; বুকের মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় প্রবল বেদনা (একন্‌, ক্যালী-কার্ব্ব, ফস্‌, পাল্‌স্‌), যাহার দরুণ রোগী নড়িতে বা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে (বোরাক্স্‌, বেল্‌, সিমিসিফ্‌, মার্ক্‌, ফস্‌, সাল্‌ফ্‌); বক্ষাস্থির নীচে ভারিবোধ যাহা ডাইন স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে; দীর্ঘ নিশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর; বুকের ডাইন পার্শ্বে কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন বগলের গ্রন্থিতে সূচীবিধানের ন্যায় যাতনা; স্বরভঙ্গ, ঠাণ্ডা বাতাসে যাহার উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয়; আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা মরিচার রঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গমন (Rusty sputa); বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ (Typhoid Pneumonia)।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে এবং অত্যন্ত শব্দ করিয়া দপ্‌ দপ্‌ করে; নাড়ি পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্‌)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ দেশ। ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয় ঘাড়ে সেরূপ বেদনা; গ্রীবার ডাইন পার্শ্বের পেশীতে কাসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা

যাহার দরুণ গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; পৃষ্ঠদেশ হইতে বুকের মধ্য দিয়া খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা; এই বেদনার দরুণ রোগী চলিতে বা ফিরিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; কোমর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কোমরে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচ্ড়াইয়া পড়ার ন্যায় অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা বা যাতনা (আর্ণিকা, আর্স্)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গেই ক্লান্তি, ভারি এবং দুর্ব্বলবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; আক্রান্ত সন্ধি লাল বর্ণ এবং স্ফীত (সিমিসিফ্, পাল্স্) এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না ও সামান্য নড়াচড়াতেই উহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; প্রায় সমুদয় অঙ্গ এবং সন্ধিতেই কসিয়া ধরার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা; নড়াচড়া বা স্পর্শনে সন্ধিতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা। বিশ্রাম কালীন বা স্থির ও নিস্তব্ধভাবে থাকিলে ডাইন স্কন্ধে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ডাইন কুনুইয়ের সন্ধির স্ফীতি এবং উহাতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা; কুনুই হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হাতের এক লাইন ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; মোচ্ড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সঞ্চালনে মণিবন্ধে সেরূপ বেদনা (একন্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব্, ইউপেট্-পার্ফ্, রাস্টক্স্); অঙ্গুলের সন্ধির স্ফীতি এবং উহাকে কাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (কল্চ্), শারীরিক পরিশ্রম এবং স্পর্শনে যাতনার বৃদ্ধি হয়। পা এত দুর্ব্বল এবং শক্তিহীন হয় যে উহার দরুণ রোগী দাঁড়াইতে পারে না; কুচ্কীতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা; কুচকীর সন্ধিতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা যাহা হাঁটুর সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; উরুতে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিবার সময় যাতনার বৃদ্ধি হয়, হাঁটুর সন্ধিতে কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং যাহা অত্যন্ত শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; হাঁটুর সন্ধিতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা; পায়ের ডিমে ([illegible]) চিমটি কাটা, ছিঁড়িয়া ফেলা, থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচ্ড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, চলিবার সময় পায়ের পাতার সন্ধিতে কসিয়া ধরা; পায়ের পাতা উষ্ণ এবং স্ফীত, বিস্তৃত করার সময় পায়ের পাতার সন্ধির সম্মুখ দিকে

মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (আর্স, পাল্‌স্‌); পায়ের পাতায় থেঁৎলিয়া যাওয়া বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীর (মুখমণ্ডলও) হরিদ্রাবর্ণ; গালের মেলার নামক অস্থির (Malar bone) উপরস্থিত স্থান লালবর্ণ এবং উষ্ণ; সমুদয় শরীরে লাল ফুস্কুড়ী (ব্লুল্‌, রাস্‌টক্স্‌); স্ফোটক জ্বরের (Eruptive Fevers) ফুস্কুড়ী বিকাশ প্রাপ্ত হইতে গোণ হয় অথবা ফুস্কুড়ী একবার বাহির হইয়া হঠাৎ বসিয়া যায়, যাহার দরুণ শ্বাস যন্ত্র বা মস্তিষ্কের আবরক পর্দার অসুখ বা উহার শোথও হইতে পারে (জেল্‌স্‌, হেলিবোরাস্‌); বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌, বিশেষতঃ সদ্ধি‌ন, প্রসূতী বা নবপ্রসূত শিশুর গায় লাল্‌চে ফুস্কুড়ী।

নিদ্রা। সমুদয় দিবসই বারম্বার হাইতোলা; দিনের বেলা নিদ্রাবল্য বা নিদ্রার ভাব (আন্টি-টার্ট, এপিস্‌, মার্ক, নাক্স মস্ক, নাক্স্‌ বম্‌, ফস্‌, সিপিয়া), নিদ্রাশূন্যতা অথবা ঘুম হইলেও মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; স্পষ্ট ভয়ানক স্বপ্ন দেখা (আর্ণিকা, অরাম্‌, বেল্‌); আপনার কাজ কর্ম্ম বা পারিবারিক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে ভয় খাইয়া চমকিয়া উঠা (আর্সেনিকাম্‌, আর্স্‌, বেল্‌, হায়োস্‌, ষ্ট্রামোনিয়াম্‌)।

জ্বর। নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, আঁটা এবং দ্রুতগামী; শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গোলমেলে বোধ, গাল লালবর্ণ, অত্যন্ত পিপাসা; সবিরাম জ্বর; শীত বা শীতকম্প অত্যন্ত প্রবল এবং অনেকক্ষণস্থায়ী; শীতলাবস্থা এবং উষ্ণাবস্থায় পিপাসা এবং অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা, শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; ওষ্ঠ, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে শীত আরম্ভ হয়; গায় জ্বালাযুক্ত শুষ্ক উত্তাপ; আভ্যন্তরিক উত্তাপ এবং জ্বালানুভব যাহার দরুণ মনে হয় যেন শিরার মধ্যে রক্ত ফুটিতেছে; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিকতা এবং রক্ত বহা যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত উত্তেজনা; সামান্য কারণেই প্রচুর পরিমাণে, টকগন্ধযুক্ত অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম্ম হয় (মার্ক)।

ব্যবহার। বাত রোগ এবং রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শিরঃপীড়া (Congestive headache); ফুস্ফুস-প্রদাহ; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ; বায়ুনল প্রদাহ; যকৃত প্রদাহ; অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis);

হৃদ্বাহ্যাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Pericarditis); বাতরোগ; সকল প্রকারের পেশী এবং সন্ধিবাত জনিত প্রদাহ; পাকস্থলীতে বেদনা; অজীর্ণ রোগ; কোষ্ঠবদ্ধ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Menorrhagia); রজঃরোধ; স্তন-প্রদাহ; রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা ইত্যাদি দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation); স্ফোটক রোগ; ঘাম-জ্বর এবং আরক্ত জ্বর; পিত্তাধিক্য হেতু জ্বর; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার; সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বর (Intermittent and Remittent Fevers); ঠাণ্ডা লাগিয়া বা কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হেতু মাথা ধরা; মস্তিষ্কের তরুণ শোথ (Acute Hydrocephalus); উদরাময়; কামলরোগ; উদরী (Ascites); সূতীকা জ্বর; বায়ুনল এবং ফুস্ফুসের তরুণ এবং পুরাতন প্রদাহ; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীর কৃত্রিম প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia); হৃৎপ্রদাহ (Carditis) ইত্যাদি রোগে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাতাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী; ছিঁড়িয়া ফেলা বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয়; সোজা হইয়া বসিলেই বমন এবং শরীর অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছার ভাব; আক্রান্ত স্থান কাল্‌চে বা মলিন লাল বর্ণ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, চলিলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; চাপিলে শরীরের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদনা অনুভূত হয়; শোথের ন্যায় স্ফীতি, দিনের বেলা যাহার বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিতে যাহা কমে; মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠ শুষ্ক এবং উষ্ণ; অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা; আহারের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন। প্রাতঃকালে (উদরাময়); সন্ধ্যার সময়, নড়াচড়া, উত্তাপে বা গ্রীষ্মকালে, উষ্ণ আহার দ্রব্য, আহারের পর এবং কাশিবার সময় অসুখের বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা আহার দ্রব্য, বসিয়া থাকিলে, শয়ন করিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ বেদনাযুক্ত পার্শ্বে, অসুখের উপশম ইত্যাদি ব্রাইওনিয়ার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। বাত রোগে ব্রাইওনিয়ার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট, রাস্‌টক্স্‌ এবং কল্‌চিকামের অনেক সাদৃশ্য আছে; জ্বর রোগে

ইহার কার্য্য অনেকটা ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং ইউপেটোরিয়াম্ পার্ফলিয়েটামের ন্যায়; মাস্তক ঝিল্লীর (Serous membranes) উপর ইহার কার্য্য একোনাইট্, আর্সিনিক্ এবং মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাসের ন্যায়; সাইনোবিয়াল্ ঝিল্লীর (Synovial membranes) উপর ইহার কার্য্য পাল্‌সেটিলার ন্যায়; আহার প্রণালীর (Alimentary Canal) উপর ইহার কার্য্য নাক্স্‌বমিকা এবং লাইকোপডিয়ামের ন্যায়; যকৃতের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ এবং চেলিডোনিয়ামের ন্যায়; বায়ুনলের উপর ইহার কার্য্য নাক্স্‌বমিকা এবং সেনিগার ন্যায়; ফুস্ফুসের উপর ইহার কার্য্য, ফস্ফরাস্, চেলিডোনিয়াম্ এবং টার্টার এমিটিকের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আর্ণিকা, ক্যামোমিলা, চায়না, ইগ্‌নেসিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, আলাম্, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, ক্লিমেটিস্, কফিয়া, ইগ্‌নেসিয়া, মিউরিয়াটিক্ অ্যাসিড্, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা, রাস্‌টক্স্, সেনিগা ইত্যাদি ব্রাইওনিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। বাত এবং বাত জনিত রোগে ও অজীর্ণ রোগে ১,৩ এবং ৬ দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী। শ্বাস যন্ত্রের অসুখে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের শোথে ৩০ ডাঃ অধিক উপকারী। ইহার ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ৩০ ডাঃ অপেক্ষা অধিক উচ্চ ক্রম লেখক স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই; অতএব উহার উপকারীতা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। শ্বাস যন্ত্রের অসুখে অনেক চিকিৎসক ৩ দশমিক ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সন্ধিবাতে ১০ ফোঁটা মূল আরোক ২ কাচ্চা ওলিব্ অএলে (Olive oil) মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রাতে ও বৈকালে মালিস করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা,—কার্ব্বোনেট্ অব্ লাইম্—ক্যাল্ক্—কার্ব্ব্

(CALCAREA CARBONICA,-CARBONATE OF LIME,—CALC.-CARB.)

কার্ব্বোনেট্ অব্ লাইম্ সুগার অব্ মিল্কের সহিত যথা নিয়মে মিশাইয়া এবং ঘুঁটিয়া ইহার ১ম দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক অথবা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অয়েষ্টার সেল্ (Oyster shell) হইতে যে কার্ব্বোনেট্ অব্ লাইম্ প্রস্তুত হয় তাহাই হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অস্থি, দন্ত, পেশী, স্নায়ু এবং সংক্ষেপে, শরীরের এমন কোন অংশ বা যন্ত্র নাই (তরলই হউক আর ঘনই হউক) যাহার উপর ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকার কার্য্য দেখিয়া পাওয়া যায় না। অতএব ইহা শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত এবং আন্তর পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার এমত অবস্থা আনয়ন করে যেরূপ অবস্থা গণ্ডমালা (Scrofula), আভ্যন্তরিক যন্ত্রের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis) এবং অস্থির যথাযোগ্য বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়া হেতু রোগ (Rachitis) এবং তজ্জনিত রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উল্লিখিত রোগ এবং তজ্জনিত রোগসমূহে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন (একন্, ক্যাক্‌ট্, স্পাইজেল্); কাল্পনিক ভয়ানক প্রস্তাব বা ঘটনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উদ্বেগ; সকল বিষয়েই আশঙ্কা; নিরাশা এবং বিমর্ষ ভাব (ইগ্নেস, পাল্‌স্, নেট্রাম্-মিউর); সকল প্রকার কার্য্যেই অনিচ্ছা; ভবিষ্যতে কোন প্রকারের বিপদ ঘটিবে এই ভাবিয়া ভয় পাইয়া সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকা (একন, আর্সেনিক, আনাকার্ড্); রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন সে তাহার হিতাহিত জ্ঞান হারাইবে অথবা অন্য লোকে তাহার

মনের অবস্থা জানিতে বা বুঝিতে পারিবে (সিমিসিফ্) ; যেমন সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইতে থাকে রোগীর মনে ভয়ের উদয় হইয়া সে কাঁপিতে থাকে (একন্, আর্স, মার্ক, রাস্টক্স্) ; কোন কারণ না থাকিলেও ভয় খাওয়া, বিমর্ষতা এবং কাঁদিবার ইচ্ছা ; স্মরণ শক্তির হ্রাস বা একবারে বিনাশ।

মস্তক। বহির্বায়ুতে বেড়াইবার সময় মাথা ঘোরা (আগারিকাশ, গ্লোনয়েন্, লেডাম্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্), বিশেষতঃ মাথা হঠাৎ ফিরাইলে (সাঙ্গু-নেরিয়া) ; নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে বা উপর দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা (কুপ্রাম্, সাঙ্গুনেরিয়া) ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং উহাতে গরমবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং শোথের ন্যায় টল্‌টলে (বেল্, ওপি-য়াম্) ; মাথায় অনবরত পূর্ণ বোধ ; মাথার মধ্যে এবং উপরে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডাবোধ (ভেরেট্) ; মাথার এক পার্শ্বে উক্ত প্রকার ঠাণ্ডা বোধ (কস্, বিরেট্-আল্‌ব্) ; একখানি তক্তা চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা ; কপালে ভারিবোধ, পুস্তকাদি পাঠ করার সময় বা লিখিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক চাপাবোধ যাহা নাসিকা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় (একন্, ক্যালী-বাই) ; মাথার উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles) ; মাথা বড় হয় (ক্যাল্ক্-ফস্, সাইলিসি); মাথায় চুলকানি; শিশুগণের ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথায় চুলকানি; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, কস্, সিপিয়া), বিশেষতঃ মাথার এক পার্শ্বের ; মাথার চুল বিশিষ্ট অংশে পাঁচড়া বা খোস ; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যাংশে দপ্‌দপিয়া বেদনা, মানসিক পরিশ্রমে যাহার বৃদ্ধি হয় ; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং মাথাঘোরা, মানসিক পরিশ্রম, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে অথবা বহির্বায়ুতে বেড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; ঘুমের অবস্থায় শিশুর মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় ; একদেশে মাথা বেদনা (আধ্‌কপালিয়া মাথা বেদনা)।

চক্ষু। বালি বা অন্য কোন প্রকার বস্তুর কণা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেরূপ যাতনা (একন্) ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (ইউফ্রেস, মার্ক) ; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায়

লাগিয়া থাকে (এথুসা, লাইকোপ, মার্ক, পালস, সাইলিসি, সাল্ফ): চক্ষুর পাতার প্রান্তে চুলকানি (কার্ব্বো-বেজ, সালফ); চক্ষুর নাকের নিকটবর্ত্তী কোণে জ্বালা বা সূচীবিধানের ন্যায় যাতনা; শিশুগণ এবং গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকের চক্ষু প্রদাহ; একখানি সরু কাপড়ের মধ্য দিয়া দেখিলে যেরূপ হয় রোগী সেরূপ ঝাপ্সা দেখে; নেত্রনালী (Fistula Lachrymalis); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত হয় এবং দাগ পড়ে; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণা উড়িয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়।

কর্ণ। বাম কর্ণের সম্মুখের স্ফীতি, যাহা চাপিলে চক্ষু বেদনাযুক্ত হয়; কানের মধ্যে গানের শব্দের ন্যায়, সোঁ সোঁ এবং ক্ষের্ ক্ষের্ শব্দ হয় (চায়না, সাল্ফ); কান দিয়া পূঁয পড়া (হিপ-সাল্ফ, গ্রাফাইটিস, লাইকোপ); ডাইন কানের পশ্চাৎ ভাগে ফুস্কুড়ী যাহা হইতে কলতানি পড়ে (গ্রাফাইটিস, হিপ-সাল্ফ); কানে কম শুনা; সবিরাম জ্বরে কোই-নাইনের অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারা জ্বর আরাম হওয়া এবং তদ্রূপ কানে কম শুনা:

নাসিকা। নাক স্ফীত, বিশেষতঃ উহার গোড়া; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং টাটানি (আলাম, অরাম, গ্রাফাইটিস, ক্যালী-বাই, নাইট্রিক আসিড, পালস); বারম্বার হাঁচি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কখন বা শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; পচা ডিম বা বন্দুকের বারুদ পোড়াইলে যেরূপ হয়, নাকে সেরূপ দুর্গন্ধ (ক্রিয়াজ); নাক দিয়া রক্ত পড়া, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (আর্গারিকাশ, আর্ণি, ব্রাই); নাসা বা নাকড়া; সর্দ্দি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখ মণ্ডল ফিকা বা পিটা, শোথের ন্যায় টল্‌টলে এবং বসিয়া যায়; চক্ষু বসিয়া যায় এবং উহা নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (চায়না, ক্যালী-আয়োড, সিকেল); মুখমণ্ডলে কলতানি, চুলকানি এবং মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, প্রধানতঃ গাল এবং কপালে (আণ্টি-ক্রুড, গ্রাফাইটিস, লাইকোপ); ওষ্ঠ এবং মুখের মধ্যে ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড, গ্রাফাইটিস, লাই-কোপ); প্রাতঃকালে উপরের ওষ্ঠের স্ফীতি (এপিস, বেল); হন্বাস্থির নিম্ন-

স্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে বেদনা (এরাম্, অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, নেট্রাম্-কার্ব্ব, রাস্টক্স, সাইলিসি); মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ; গাল চক্রাকারে লালবর্ণ; শিশুগণের গালাদিতে খোসাবিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ধুইলে যাহাতে জ্বালানুভূত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে বা ঠাণ্ডা জল বা জলীয় দ্রব্য পানে দাঁত বেদনা (আণ্টি-ক্রুড, ষ্টাকিস্, সাল্ফ); ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয় সেরূপ দাঁত কিড় মিড় করার ইচ্ছা; কষ্টে দাঁত উঠা (ক্যাল্ক-ফস); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড, ব্রাই, মার্ক, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সাল্ফ); জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালাযুক্ত বেদনা বা টাটানি (ক্যাল্ক-ফস্, কার্ব্বো-আনিমেল্, কলোস্), উষ্ণ আহার বা পানীয় দ্রব্যে যাহার বৃদ্ধি হয়; গিলিবার সময় জিহ্বার নীচে বেদনা; মুখে টক স্বাদ (চায়না, ইগ্নেস্, ম্যাগ্নেস্-কার্ব্ব, নাইট্রিক্-আস্); রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে জিহ্বায় শুষ্ক বোধ; রজঃস্রাবের পর দন্তশূল, বা দন্তশূল থাকিলে উহার বৃদ্ধি; গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তশূল; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া। গলার মধ্যে বেদনা যাহা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্, হিপ্-সালফ, ক্যালী বাই); গিলিবার সময় গলার মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; সঙ্কুচিত হইলে যেরূপ হয় গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়; আহারবহা গলনালীর সঙ্কোচন (Stricture of the Œsophagus) (বেল্, হ্যারোস); টন্‌সিল্ স্ফীত; তালুকার প্রদাহ এবং স্ফীতি; আল্‌জিহ্বা কাল্‌চে লালবর্ণ এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী দ্বারা আবৃত।

পাকস্থলী এবং উদর। প্রাতঃকালে দুষ্ট ক্ষুধা; ক্ষুধা শূন্যতা; কিন্তু খাইতে আরম্ভ করিলে খাইতে ভাল লাগে; অত্যন্ত পিপাসা (একন্, ব্রাই, সাল্ফ); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট বারম্বার উদ্গার উঠা (আণ্টি-ক্রুড, চায়না, কার্ব্বো-আনিমেল্, গ্রাফাইটিস্, ফস্, পাল্স্); গলা দিয়া স্বাদশূন্য জল উঠে; প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ (নাক্স্ বম্, পাল্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা মাটি মাটি করা এবং শরীর কম্পন; বমনোদ্বেগ এবং মুখ দিয়া টকজল নির্গমন; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন, প্রধানতঃ শিশুগণের দাঁত উঠার সময় (এথুসা); পাকস্থলী একটী বাটীর ন্যায় ফুলে; পাক-

স্থলীতে চাপাবোধ যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আর্স); ঢেলার ন্যায় কোন বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (আর্স, ব্রাই); পাকস্থলীর গভীর অংশে চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা; সিদ্ধ করা বস্তুতে অরুচি; মাংসে অরুচি; নোন্তা আহার দ্রব্য এবং ডিম খাওয়ার ইচ্ছা; পেটে দুধ সহ্য হয় না; আহারের পর বুক জ্বালা এবং উদ্গার দ্বারা বায়ুনিঃসরণ। কোমরে কাপড় কসিয়া পরিতে পারা যায় না বা কাপড় পরিলে কষ্টবোধ হয় (কার্ব্বো-বেজ, গ্রাফাইটিস, ল্যাক); কুচকির ঠিক উপরিভাগ যেন একগাছি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে দপদপানি এবং কাঁপনি; প্রত্যেক বার পদনিক্ষেপে যকৃত প্রদেশে চাপাবোধ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে অথবা মাথা হেট করার পর সোজা হইলে যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; উদর অত্যন্ত কঠিন এবং স্ফীত (আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব্ব); অন্ত্রের মধ্যে বারম্বার খিল ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঠাণ্ডা বোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে; অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকে (অরাম, কার্ব্বো-বেজ, লাইকোপ); শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের মেসেন্টারিক গ্রন্থি (Mesenteric glands) স্ফীত এবং কঠিন হয়; পিত্তশিলা বহির্গত হওয়ার সময় বেদনা (Biliary colic,-Gallstone); কুচকির গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত (ক্লিমেটিস); শারীরিক পরিশ্রমে তলপেটে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপা বোধ।

মল এবং মল দ্বার। অর্শ রোগ এবং মলত্যাগের সময় অর্শের স্ফীত অন্তর্বলী গুলি বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ, ল্যাক, মিউর-আস, পালস); গুহ্য দ্বার দিয়া রক্ত পড়ে; গুহ্যের নিম্নভাগে ভারি বা চাপা বোধ (আলোজ); প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত গুহ্যে খিল ধরার ন্যায় কষ্টানুভব; পেটকামড়ানি এবং অর্শের বলী গুলির মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও তজ্জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ, যাহার দরুণ বসিয়া থাকিতে না পারিয়া রোগী পা-চালা করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যাপ্স, আইরিস); বারম্বার মলত্যাগ, মল প্রথমতঃ কঠিন হইয়া কাঠের ন্যায় এবং তৎপরে তরল উদরস্থ অজীর্ণ আহার

দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট (আণ্টি-ক্রুড্, চায়না, পডোফ্); পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত (আস্কি্লপিয়াস্-টুবার, ক্যাম); সাদা, টকগন্ধযুক্ত মল ত্যাগ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় চাখড়ি গোলার ন্যায় মলত্যাগ; উদরাময়, পাকস্থলীতে অম্ল এবং গুহ্য বাহির হওয়ার ন্যায় মলত্যাগ; উদরাময়, পাকস্থলীতে অম্ল এবং গুহ্য বাহির হওয়ার স্বভাব বিশিষ্ট ধাতু; ফুস্ফুসে স্ফোটক (Tubercles) হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন মোটা লম্বা নেড়; (ব্রাই, সাল্ফ্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ফেণাযুক্ত মল ত্যাগ; গুহ্যে কুট্ কুট্ করা এবং উহাতে গোল সূত্রবৎ কৃমি; গুহ্যদ্বারের ভয়ানক কুটকুটানি।

মূত্র যন্ত্র। অত্যন্ত কাল্চে মূত্র ত্যাগ, কিন্তু মূত্রে তলানি পড়ে না; দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র (ক্রিয়াজ্, সাল্ফ্); কাল্চে কটাবর্ণ মূত্র এবং উহাতে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাম্ব্, কল্চ); বারম্বার মূত্র ত্যাগ (রাত্রিতেও); মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা; রক্ত মূত্র ত্যাগ; চলিবার সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম (Prepuce), ফ্রিনাম্ (Frœnum) এবং মূত্রনালীর মুখের প্রদাহ এবং তদ্দরুণ পুরুষাঙ্গের মাথা এবং ফ্রিনামের নীচে হরিদ্রাবর্ণের পূঁয সঞ্চিত হয়; স্ত্রী সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীসহবাসের সময় লিঙ্গ খাড়া হয় না এবং সামান্য আলিঙ্গনে এবং কম সময়ের মধ্যেই ধাতু নির্গত হয় (নেট্রাম-কার্ব্ব্) এবং তৎপর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। স্ত্রী লোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অনেক দিন ব্যাপিয়া অতিরিক্ত বা প্রচুর রজঃস্রাব (আম্ব্রা, আমন্-কার্ব্ব্, কোকাশ্, নাক্স্ বম); দুধের ন্যায় শ্বেত প্রদর (কোনায়াম্, লাইকোপ্-পাল্স্, সিপিয়া, সাল্ফ্-আস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা; পাকিয়া পূঁয হইলে যেরূপ হয়, স্তনে সেরূপ বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শনে; জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ; সামান্য উত্তেজনায়ই রজঃস্রাব আরম্ভ হয়; রজঃস্রাবের সময় মাথা ঘোরা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, দন্তশূল এবং পায়ের পাতা শীতল ও আদ্র; জরায়ুর মুখে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা; যোনিদ্বারে চুলকানি এবং চাপাবোধ; যোনি

দ্বারে অনবরত কন্‌কনানি; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হয় বা সরিয়া পড়ে (Prolapsus Uteri)।

শ্বাস যন্ত্র। সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে কণ্ঠনালীতে সাঁই সাঁই শব্দ; প্রাতঃকালে যাতনাহীন স্বরভঙ্গ বা স্বর শূন্যতা (কষ্ট্, কার্ব্বো বেজ্); বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস আবশ্যক হইয়া পড়ে; সামান্য উচ্চ স্থানে উঠিলেও শ্বাস কষ্ট (একন্, আমন্-কার্ব্ব্, আস্ক্লিপিয়াস্-টুবার, আর্স্, ক্যাক্ট্); কাশি; গলার মধ্যে সুড়্সুড়ী; রাত্রিতে শুষ্ক কাশি (হায়োস); প্রথমতঃ অত্যন্ত শুষ্ক কাশি এবং তৎপর কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (লাইকোপ্, আস্ৄা, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্, ষ্টানাম্, সিপিয়া) এবং কোন অংশ ছিঁড়িয়া গেলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ বেদনানুভব; প্রাতঃকালে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (পাল্‌স্); ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ বারম্বার এদিক ওদিক চলিয়া বেড়ানের ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ কাশি; নিশ্বাস এবং আহারে কাশির উদ্রেক; গলাদিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন এবং মুখে মিষ্ট স্বাদ (ষ্টানাম্); গলা দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে খশ্‌খশে বোধ ও টাটানি; স্পর্শনে এবং নিশ্বাস টানিতে বুকে অত্যন্ত বেদনা; বুকে আঁটা বোধ এবং কষ্টানুভব, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুকের মধ্য রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; নিশ্বাস টানিবার সময় বুকের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা; নিশ্বাস টানিবার সময় বুকে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা টাটানি; রাত্রিতে বা আহারের পর হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ; স্ত্রীলোকের স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার গ্রন্থি গুলি স্ফীত এবং অত্যন্ত কঠিন (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, কার্ব্বো-বেজ্, আয়োড্); যেস্থানে চুল শেষ হইয়াছে গ্রীবার সে স্থানের গ্রন্থি গুলির বেদনাহীন স্ফীতি; গ্রীবার গ্রন্থিতে বেদনা; মাথা ফিরাইবার সময় গ্রীবাতে বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত স্থানে একটী আব (Tumour) হইবে; মোচড়াইয়া পড়িলে যে রূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে সেরূপ বেদনা (রাস্টক্স্); দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী

স্থানে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে; মেরু দণ্ডের মধ্যাংশ বাঁকিয়া পড়ে।

অঙ্গ,প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গে শ্রান্তি বোধ; লম্বা অস্থির সন্ধিতে পক্ষাঘাত বা মোচ্‌ড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা এবং নড়াচড়াতে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা। বাহু সঞ্চালন করিলে অথবা উহা ধরিয়া রাখিলে উহাতে মোচ্‌ড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; চাপিয়া শয়ন করিলে বাহু অবশ ও বেদনাযুক্ত হয়; এক বা উভয় বাহুতে খিল ধরা; বাম বাহুর দুর্ব্বলতা বা পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশ বোধ; অস্থির সন্ধি মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে, থেঁৎলিয়া গেলে, স্থান ভ্রষ্ট হইলে বা সরিয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মণিবন্ধে সেরূপ বেদনানুভব (একন্, ব্রাই, রাস্-টক্স্, ইউপেট্-পার্ফ্,); হাতের কাঁপনি; আঙ্গুলের সন্ধিগুলি অত্যন্ত স্ফীত; হাতের পাতায় ঘর্ম্ম হয়। অনেকক্ষণ চলিয়া বেড়াইলে যেরূপ হয় উরু এবং পায়ের পাতায় সেরূপ ক্লান্তি বোধ (আর্জেণ্ট্-নাইট্রি, চায়না নাইট্রিক্-আস্,); স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের পর পায়ের দুর্ব্বলতা এবং কাঁপনি (চায়না, ফস্-আস্); হাঁটুর সন্ধির স্ফীতি; পায়ে খিল ধরা (ক্যাম্ফার); রাত্রিতে পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরা (একন্, ক্যাম্ফার, নাক্স্‌বম্, সাইলিসি, সাল্‌ফ্); পা বিস্তৃত করার সময় হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎভাগে খিল ধরা; পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলের তলায় খিল ধরা; সন্ধ্যার সময় বসিয়া থাকিলে পায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে বা উহা অবশ হয়; পায়ের পাতায় জ্বালা (সাল্‌ফ্); পায়ের পাতা আর্দ্র এবং শীতল; পায়ের পাতা ঘামে (সিপিয়া, সাইলিসি); কুচ্‌কি-সন্ধি-বাত এবং আক্রান্ত স্থানে সূচীবিধানের ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; শিশুগণ গোণে চলিতে বা হাঁটিতে শিখে; স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর পায়ের শ্বেত স্ফীতি (Milk-leg)।

চর্ম্ম। পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির উপর লাল রেখার ন্যায় দাগ পড়িয়া চুল্‌কায় এবং চুল্‌কাইলে বা ঘষিলে জ্বালা করে; চর্ম্ম অসুস্থ এবং ক্ষতযুক্ত; সামান্য ঘায়েও পূঁয হয় (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাল্‌ফ্); আমবাত (Nettle-Rash) শীতল বাতাস লাগিলে যাহা থাকে না; নিম্ন ওষ্ঠের লাল অংশের প্রান্তে মরা চর্ম্মযুক্ত ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী;

গায় কলঙ্কানি বিশিষ্ট মরা চর্ম্মযুক্ত ফুস্কুড়ী (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, মার্ক্) ; গায় উচু, লাল, কঠিন এবং স্ফাত প্রান্ত বিশিষ্ট গভীর নালী ঘা।

নিদ্রা। দিনের বেলা শ্রান্তিবোধ এবং নিদ্রালসা ; প্রাতঃকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ; ক্রমাগত অনিবার্য্য নিদ্রাশূন্যতা, চক্ষু বুজিলেই রোগী না না প্রকারের আকৃতি দেখিতে পায় ; রাত্রি অধিক না হইলে ঘুম হয় না ; ঘুমের ঘোরে ভয়ানক চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আর্ণিকা, বেল্, ব্রাই) ; ঘুমেরঘোরে চক্ষু মেলিলেই ভয়ানক আকৃতি বা দৃশ্য দেখা।

জ্বর। অতিশয় আভ্যন্তরিক শীত বোধ ; একবার শীত এবং একবার গ্রীষ্ম বোধ (ককিউলাস্, মার্ক্) ; বারম্বার হঠাৎ উষ্ণানুভব, প্রধানতঃ রাত্রিতে (ল্যাক্) ; রাত্রিতে আভ্যন্তরিক উষ্ণানুভব, প্রধানতঃ হাত এবং পায়ের পাতায় ; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক ; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (আম্ব্রা, চিনিনাম্-সাল্ফ্, ক্যালী-নাইট্রি, মার্ক্, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (চিনিনাম্-সাল্ফ্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্, রাস্টক্স্) ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম (চায়না, মার্ক্, ফস্, ফস্-আস্, সাল্ফ্) ; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা এবং তৎপর শীত বোধ ; ঘুমের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্ম ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম, মাথা, গ্রীবা এবং বুকেই ঘর্ম্ম অধিক হয় ; সন্ধ্যার সময় জ্বর ; পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত জ্বরের আক্রমণ বা আরম্ভ।

ব্যবহার। গণ্ডমালা, আভ্যন্তরিক যন্ত্রের স্ফোটক রোগ (Tubercles) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশের দরুণ রোগ (Rachitis) ও তজ্জনিত সর্ব্ব প্রকারের অসুখ ; অস্থি, গ্রন্থি এবং চর্ম্মের অসুখ ; নাসা ; গায় ফোস্কার ন্যায় সপূঁয ফুস্কুড়ী ; মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) ; মাতালদিগের অসুখ ; মৃগী রোগ ; কোরিয়া (Chorea) ; বাত রোগ ; চক্ষুপ্রদাহ ; শিশুগণের কষ্টকর দাঁত উঠা ; শ্লেষ্মা জনিত পুরাতন অসুখ, বিশেষতঃ পাকস্থলীর ; মাথায় খুস্কি বা মরা চর্ম্ম পড়া ; উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অতিরিক্ত রজঃস্রাব ; শ্বেত প্রদর ; পুরাতন আকারের আমবাত ; সবিরাম-জ্বর অথবা যে প্রকার জ্বর কোইনাইনের অপব্যবহারের দরুণ আট্কাইয়া যায় ; যক্ষ্মাকাশ ইত্যাদি রোগে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। গণ্ডমালাধাতু ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই

অসুখ বোধ; সহজে বা সামান্য কারণেই সর্দ্দিলাগা; স্থূলকায়বিশিষ্ট শিশু, ছোট বালক বালিকা অথবা যুবা যুবতীর অসুখ; রোগী শীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার পেটটী মোটা বা স্বাভাবিক থাকে, এবং ক্ষুধাও স্বাভাবিকই থাকে; দপ্ দপিয়া বেদনা; আভ্যন্তরিক শীত; ক্ষুদ্র সন্ধি বাতের ন্যায় সন্ধির স্ফীতি এবং কঠিনতা; প্রাতঃকাল, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দুই প্রহরের পর, ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডা বাতাসে, উচ্চ স্থানে উঠিবার সময়, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের সময় বা উহার পর, শারীরিক পরিশ্রমে, চলিয়া বেড়াইলে, দুগ্ধ খাইলে (পেটের অসুখ বা উদরাময়), পূর্ণিমা তিথিতে বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে, স্নান করিলে অসুখের বৃদ্ধি; এবং প্রাতঃকালে, আহারের পর, ঘুম হইতে উঠিলে, শুষ্ক বহির্ব্বায়ুতে, বেদনাযুক্ত পাশে শয়ন করিলে অসুখের উপশম; পেশী স্পন্দন; শরীরের কাঁপনি, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্ব্বল এবং শ্রান্তিবোধ ইত্যাদি ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। মাথাটী বড়, পেট্‌টী বড়, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কিন্তু ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে: রোগীর সামান্য কারণেই সর্দ্দী লাগে, পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা এবং ভিজা বোধ, যেন ভিজা মোজা পরা রহিয়াছে ইত্যাদি কয়েকটী প্রাকৃতিক লক্ষণ অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে যে রোগীতে থাকে তাহার চিকিৎসায় ক্যাল্‌কেরিয়া দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকা, আয়োডিন্, ফস্ফরাস্ এবং সাইলিসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে আর্সিনিক্, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা, গ্রাফাইটিস্, নাইট্রিক্ আসিড্, মার্কিউরিয়াস্, সাল্‌ফার, চায়না, লাইকোপডিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স্‌ভমিকা, সাল্‌ফার ইত্যাদি ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১২ এবং ৩০ ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুগণের কষ্টকর দাঁত উঠার সময়ের অসুখে লেখক ১২ ডাইলুশনই

সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ৬, ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক সময় ব্যবহার্য্য। ২০০ ডাইলুশন দুই দিন অন্তর একদিন ১ মাত্রা, এই প্রকার ১ মাস এবং কোন কোন সময় ২ মাস ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া গণ্ডমালা জনিত পুরাতন আকারের চক্ষুপ্রদাহে অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কিন্তু ৩।৪টী রোগীর চিকিৎসায় ইহার সঙ্গে সাল্‌ফার ২০০ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ৩ ক্রমের গুঁড়াও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্,—(অঙ্গার),—কার্ব্বো-বেজ্।

(CARBO VEGETABILIS,-VEGETABLE CHARCOAL,-CARB-VEG.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আনিত অঙ্গার ক্রয় করিয়া সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া যথা নিয়মে ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হয়। ৩য় শত-তমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা রক্ত এবং স্নায়বিক মণ্ডলকে আক্রমণ করিয়া উহার দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা উৎপাদন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, বিশেষতঃ পরি-পাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা দ্বারা উক্ত যন্ত্রের নিঃসরণ বৃদ্ধি এবং অপরিষ্কৃত হয় এবং তজ্জন্য পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। পাক-স্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। চিন্তা এবং মনের কষ্ট; চিড্ চিড্ করা, খিট্ খিট্ করা

এবং রাগ করার স্বভাব বা ইচ্ছা (ব্রাই, ক্যাম্); যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় রোগীর উহার সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য বা অমনোযোগ (বার্বেরিস্, ফস্); মনে আস্তে আস্তে ভাবের উদয় হয় ; সহজেই ভয় খাওয়ার স্বভাব ; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত অশান্তি এবং চিন্তা।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ যাহার দরুণ কোন বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে (আমন্-কার্ব্ব, ক্রিয়াজ্); মাথা ঘোরা, যাহার দরুণ রোগী কোন বস্তু ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে মাথা ঘোরা (একন্, বেল্) ; একখানি সীসা বসাইয়া রাখিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ ভারি বোধ (ল্যাক্). মাথার হাড় সঙ্কুচিত হইলে যেরূপ হয় মাথার সেরূপ বেদনা বা কন্‌কনানি ; কাশিবার সময় মাথার মধ্য দিয়া সূচীবিধানের ন্যায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা (ব্রাই) ; নিশ্বাস টানিতে মাথায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক দপ্‌দপানি ; কপালে,—চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে, চাপিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা ; মাথার পশ্চাৎ ভাগে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা বা কন্‌কনানি; মাথার পশ্চাৎ ভাগের বাম পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; মাথার পশ্চাৎভাগের নিম্নাংশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; মাথায় চাপ, এমন কি টুপির চাপও, সহ্য হয় না (নাইট্রিক্-আস্, মের্কিউরিয়াস্) ; মাথার টুপী ছাড়িলেও মাথা যেন একখানি কাপড় দিয়া বাঁধা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; মাথার চুল পড়িয়া যায় ; মাথার পশ্চাৎ ভাগের চুলই অধিক পড়ে।

চক্ষু। কোন একটী ভারিবস্তু যেন চাপিয়া রহিয়াছে চক্ষুর উপরে এরূপ অনুভূত হয় (কষ্ট, কোনায়াম, জেল্‌স) যাহার দরুণ পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময় অক্ষর চিনিবার জন্য অনেক চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয়: চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল দাগ ভাসে, উপরের দিকে তাকাইলে চক্ষুর পেশীতে বেদনার উদ্রেক হয় : চক্ষুর পাতার ধারের চুলকানি (ক্যাল্-কার্ব, সাল্‌ফ); চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুণ দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia,-Short-Sightedness)।

কর্ণ। কানে টন্‌টন্ শব্দ হওয়া (একন্, বেল্, চায়না, সাল্‌ফ); কানের সম্মুখে যেন কোন ভারি দ্রব্য চাপিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়

(চেলিডন্), কিন্তু রোগীর কানে শুনিবার শক্তির কোনও হ্রাস হয়না; প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাম কর্ণ লাল এবং উষ্ণ হয়।

নাসিকা। অনেক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ নাক দিয়া অধিক পরিমাণ রক্ত পড়া; প্রত্যেক বার রক্ত পড়ার পূর্ব্বে এবং পরে রোগীর মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা হওয়া; বারম্বার হাঁচি এবং নাকের মধ্যে অনবরত সুড় সুড় করা; নাকের গোড়ায় কসিয়া ধরা; সর্দ্দি এবং তদ্দরুণ নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল অত্যন্ত ফিকা বা শিটা (আর্স), ধূসরের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণ; মুখমণ্ডল মৃতবৎ (বিরেট্-আল্‌ব্); মুখমণ্ডল এবং মাড়ির হাড়ে টাটানি (হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-বাই, নাইট্রিক্-আস্); মুখমণ্ডলের উর্দ্ধ এবং নিম্নাংশে কসিয়া ধরা; বাম গালে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয় (পালস্); উপরের ওষ্ঠ এবং গাল স্ফীত এবং উহাতে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; উপরের মাড়িতে চিড়িক মারা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা; উপরের ওষ্ঠের স্পন্দন।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। সামান্য কারণেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (মার্ক, নাইট্রিক-আস্, কস্); দন্ত মাড়ি-ব্রণ (Gum-boil); কসের দাঁতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মাড়ি হইতে দাঁত আলগা হইয়া নড়ে এবং দাঁতের গোড়ার মাংস ফুলে ও বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; চিবাইবার সময় মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয় (কষ্ট, মার্ক); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (অ্যাণ্টি-ক্রুড, ল্যাক্‌, মার্ক, নাক্স্ বম্, পালস্) এবং তাহার আভাযুক্ত কটা বর্ণ; জিহ্বা টাটায় এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা অনুভূত হয় (নাইট্রিক-অ্যাস); মুখগহ্বর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত; মুখে অধিক পরিমাণ লাল উঠে; [illegible] এবং জিহ্বা শুষ্ক; আহারের পূর্ব্বে এবং পরে মুখে তিক্ত স্বাদ (নাক্স, নাক্স্ বম, পালস); গলা দিয়া অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে, গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালানুভব (আমন্-কার্ব, কষ্ট, কস্, পালস); [illegible], কাশিতে এবং নাক ঝাড়িয়া কফ ফেলিতে [illegible] [illegible], মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ এবং গলার মধ্যের

পশ্চাৎভাগে ঘা হওয়ার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়; আহার বহা গলনালীর উপরি-ভাগের সঙ্কোচন (বেল্, ক্যাপ্স্, হায়োস্); মুখের মধ্যে শুষ্ক বোধ, অথচ পিপাসা থাকে না; গলার মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ।

পাকস্থলী এবং উদর। মাংসে অরুচি (আলাম্, আর্নিকা, গ্রাফাইটিস্); তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার দ্রব্যে অরুচি (পাল্স্); দুধে অরুচি, কারণ, দুধ খাইলেই পেটে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হয় (চায়না, সাল্ফ্); প্রায় অনবরতই প্রবল উদ্গার উঠে; টক উদ্গার উঠে (আম্‌ব্রা, নাক্স্ বম্, ফস্, সাল্ফ্); উগ্র গন্ধযুক্ত বা কাঠ উদ্গার উঠে (পাল্স্); প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া উঠে; চীত্ হইয়া শয়ন করিলে বা চলিয়া বেড়ানের সময় পাকস্থলীতে অম্বল হয়; পাকস্থলীতে জ্বালা (আর্স্, ক্যাম্ফার, ক্যান্থ্, লোবিলিয়া, সাল্ফ্); পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং কসিয়া ধবার ন্যায় যাতনা; পাকস্থলীতে সঙ্কোচক আক্ষেপ যাহা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদর স্ফীত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্, বেল্); অত্যন্ত ক্ষুধা বা তৃষ্ণা; মুখে তিক্ত বা লোণ্তা স্বাদ; আহার দ্রব্য অত্যন্ত লোণ্তা লাগে; পরিপাক শক্তির অত্যন্ত হ্রাস, এমন কি সামান্য আহার দ্রব্যও পরিপাক পায় না। উদরের পার্শ্বে স্পর্শ করিলে বেদনার উদ্রেক হয়,—এমন কি রোগী কোমরে কাপড় পরিতেও অত্যন্ত কষ্ট এবং বেদনা-নুভব করে (ক্যাল্-কার্ব্ব্, ল্যাক্, গ্রাফাইটিস্); যকৃতে আঁটাবোধ এবং সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্, চায়না, নাক্স্ বম্, সিপিয়া); উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূল বেদনা; উদর অত্যন্ত পূর্ণ যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে, সামান্য আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই যাহার বৃদ্ধি হয় এবং গুহ্য দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয় (কলোস্, লাইকোপ্, চায়না, সাল্ফ্); উদর অত্যন্ত কাঁপে, গলা বা গুহ্য দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয় (সাল্ফ্); উদর যেন অত্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী কুঁজা হইয়া চলিতে বাধ্য হয়, উদরের স্থানে স্থানে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (লাইকোপ্)।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য দ্বার দিয়া জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ (মার্ক্-কর); গুহ্যের মধ্যে কামড়ানী বা সুড় সুড় করা; কোঁথপাড়া বা কষ্ট দায়ক বাহ্যের বেগ; গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়া; গুহ্য দ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ, ব্রাই, কল্‌চ্, মেজিরিয়াম্, সাইলিসি); দাস্তের পর গুহ্য দ্বারে জ্বালা (আর্স্, ক্যাষ্ট্, ক্যাম্প); গুহ্য দ্বারে ঘাটিয়া ধরা, বা সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা টাটানি; নরম মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্, নাক্স্-মস্ক্); শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কোঁথপাড়া; পচা মৃত দেহের গন্ধের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক, মল ত্যাগ (আর্স্); কোষ্ঠ বদ্ধ এবং মল কঠিন ও পরিমাণে অল্প; কিংবা তরল শ্লেষ্মা ভেদ; দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত এবং শ্লেষ্মা ভেদ; গুহ্য দ্বারে নীলবর্ণ বৃহৎ আকারের অর্শের বলী, যাহার দরুণ গুহ্য দ্বার অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় এবং টাটায়।

মূত্র। মূত্রে লাল তলানি পড়ে (বেল্, লাইকোপ্, ক্রিয়াজ্, দিপিসা); রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, মূত্র সেরূপ কাল্‌চে লালবর্ণ (একন্, ক্যান্থ্); রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করা (কষ্ট্, পাল্‌স্, বেল্, সিনা)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের নিদ্রাবস্থায় হস্ত মৈথুন; স্ত্রী সহবাসের সময় সামান্য আলিঙ্গনেই ধাতু নির্গমন; মলত্যাগের সময় ধাতু নির্গমন, ঘুমের ঘোরে অজানিত রূপে ধাতু নির্গমন। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত রজঃস্রাব (আমন্-কার্ব্ব, আর্স্, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্, নাক্স্ ভম্) রক্ত অত্যন্ত গাঢ় এবং উগ্র গন্ধযুক্ত; প্রাতঃকালে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং সমুদয় দিবস কিছুই থাকে না; দুধের ন্যায় ক্ষত কারক শ্বেত প্রদর (আর্স্, কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্). যোনির স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং ক্ষত হয়; যোনিতে ঘা ও চুলকানি; শ্বেত প্রদর নির্গমনের সময় যোনিদ্বারাদিতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি (মার্ক্); যোনিদ্বারে নালী ঘা এবং তদ্দরুণ জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; শিশুকে স্তনদুগ্ধপান করান হেতু দুর্ব্বলতা (চাপনা), স্তনের স্থানে স্থানে গ্রন্থির ন্যায় স্ফীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বগলের গ্রন্থির কঠিনতা, উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, উদ্বেগ এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বা শ্বাস কষ্ট।

শ্বাস যন্ত্র। বায়ুনলের উপরিভাগে খশ্‌খশে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করার চেষ্টা করিলে শব্দ একেবারেই হয় না (কষ্ট্, চায়না, ফস্, ক্যালী-বাই); স্বর ভঙ্গ এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং যাহা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে স্বরশূন্যতা (কষ্ট্, ফুস্); শ্বাস কষ্ট; বুকে পূর্ণবোধ এবং সামান্য নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন; সর্ব্বদা পাখার বাতাস পাইতে ইচ্ছা এবং সর্ব্বদা বাতাস খাওয়ার ইচ্ছা (আস্র্, ব্যাপ্‌ট্); আক্ষেপিক, গভীর, অনিচ্ছাপূর্ব্বক কর্কশ কাশি, গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ এবং সুড়্ সুড়ী বা চুলকানির দরুণ যাহার উদ্রেক হয়; গলা দিয়া হরিদ্রার আভাযুক্ত সবুজ, লোনা স্বাদ বিশিষ্ট, চট্ চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (আম্ব্রা, লাইকোপ্, ফস্, সিপিয়া); বুকে দুর্ব্বল এবং শ্রান্তিবোধ (ষ্টানাম্); কয়লার আগুনে যেরূপ হয় বুকের মধ্যে সেরূপ জ্বালা বোধ; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি; বুকে কষ্টবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার সাঁই সাঁই ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হওয়া (অ্যান্টি-টার্ট্); *বুকের উপরিভাগের ডাইন পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায়* বেদনা; বুকের বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা; অনেক কাল ব্যাপিয়া স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যার সময় এবং কথা বলিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; স্বরশূন্যতা; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জ্বালা; কাশি এবং কেবল প্রাতঃকালেই গলা দিয়া শ্লেষ্মাদি নির্গমন; আহার বা পানের পর বা কথা বলিলে কাশির বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল, লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত (একন্, আর্স, ক্যাম্ফার); হৃৎস্পন্দন; শ্বাস প্রশ্বাস হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখের ন্যায়।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার গ্রন্থি গুলি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-কার্ব্ব); ঘাড়ের গ্রন্থিগুলিই অধিক স্ফীত হয়; গ্রীবার পেশী গুলিতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; বাত রোগে যেরূপ হয় গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ডাইন স্কন্ধাস্থিতে জ্বালা; কোমরের পশ্চাৎভাগে প্রবল বেদনা; রোগী (স্ত্রীলোক) প্রথমতঃ বসিতে পারে না, তৎপর সে মনে করে যেন তাহার পৃষ্ঠ দেশে একখানি কাঠ

ফুটিয়া রহিয়াছে যাহার দরুণ সে তাহার পৃষ্ঠের নীচে একটী বালিস রাখিতে বাধ্য হয়; মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে এবং গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরি ভাগের হাড়ে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা টাটানি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গে অবশবোধ; চাপিয়া শয়ন করিলে অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়; সমুদয় অঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, কলোস্, লাইকোপ্, মার্ক্); সমুদয় অঙ্গে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা। ডাইন স্কন্ধে জ্বালানুভব; দুই কনুইয়ের সন্ধিতেই মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; বাম হাতের কনুই হইতে হাতের পাতা পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলা এবং কাসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; দুই হাতের মণিবন্ধেই ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; বাম হাতের অঙ্গুলে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। কুচকির সন্ধিতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা উরু দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পা শক্ত হয় বা উহা নোবান যায় না, যাহার দরুণ প্রথম চলিবার সময় পা টলে; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয় উদর হইতে বাম পা পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ন্যায় সেরূপ যাতনা; পায়ের পাতার তলায় খিল ধরা (সাইলিসি); সন্ধ্যার সময় শয়ন করার পর পায়ের পাতার তলায় খিল ধরা; হাত, পা বরফের ন্যায় শীতল; পায় খিল ধরা (সাল্ফ) (রাত্রিতে); পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম; পায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; পায় দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত যাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; পায়ের আঙ্গুল লালবর্ণ এবং স্ফীত।

চর্ম্ম। গায় আর্দ্র ফুস্কুড়ী এবং যেস্থানে ফুস্কুড়ী নাই সেস্থানে জ্বালা; গায় ক্ষত যাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আসাফিটিডা, মার্ক্); দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স্): শরীরের না না স্থানে জ্বালা; আমবাত (Urticaria)।

নিদ্রা। দিনেরবেলা ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে-বারম্বার হাইতোলা,—চলিলে ঘুমের ইচ্ছা দূরীভূত হয়; রাত্রিতে নিদ্রা-শূন্যতা; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে সর্ব্বদাই ভয়ানক স্বপ্ন দেখা।

জ্বর। সন্ধ্যার সময় শীত কম্প এবং দুর্বলতা: কখন কখন শীত শরীরের এক পার্শ্বেই অনুভূত হয়; শীতলাবস্থায়ই কেবল পিপাসা এবং হাত পায়ের পাতা শীতল যাহা সন্ধ্যার সময়ই অধিক হয়; জ্বরের সঙ্গে প্রায়ই

পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্); পূঁযুক্ত রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্-ফিবার (Hectic Fever); অত্যন্ত দুর্ব্বল কারক ঘর্ম্ম (চায়না, ফস্-আস্); নাড়ী দ্রুতগামী, অত্যন্ত দুর্ব্বল বা ক্ষীণ অথবা একবারে লুপ্ত (যেমন ওলাউঠার পতনাবস্থায় হইয়া থাকে); সবিরাম-জ্বর এবং কেবল শীতলাবস্থায়ই পিপাসা এবং তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ার পর ঘর্ম্ম হয়; রাত্রিতে ঘর্ম্ম (কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম)।

ব্যবহার। কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত অসুখ (প্রধানতঃ সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বরে); পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ; অতিরিক্ত লবণ বা লবণাক্ত মাচ মাংস খাওয়া, পচা মাচ, মাংস বা চর্ব্বিযুক্ত বা পচা দ্রব্য খাওয়ার দরুণ অসুখ; মুখে ঘা বা দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া; মুখ দিয়া জল উঠা; অজীর্ণ, পাকস্থলিতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন; উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শরোগ; স্বরভঙ্গ; স্বরশূন্যতা; ফুস্ফুসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বায়ুনলের বিস্তৃতি (Emphysema); বায়ুনল প্রদাহ; হাঁপানি কাশি; যক্ষাকাশ; সবিরাম বা পালাজ্বর; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর বিকার; ক্ষত; বিকচ (Eczema); গ্রন্থির অসুখ; মৃত্তিকা পাণ্ডু রোগ (Chlorosis); গায় পচাযুক্ত ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene); ওলাউঠার পতনাবস্থায় পেট ফাঁপা, বুকে আঁটা বোধ, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, ভেদবমী বন্ধ, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত কুম্‌ড়া পচা জলের ন্যায় তরল ভেদ, নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম বা একেবারেই লুপ্ত, পিপাসা অথবা পিপাসা কোন কোন রোগীর থাকেও না, সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হাত পায়ের পাতা, হাত পায়ের আঙ্গুল অনেকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, সেরূপ কোঁকড়া, কপাল এবং গ্রীবায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বা সমুদয় শরীর প্রচুর চট্‌চটিয়া শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, স্বরভঙ্গ, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু বসিয়া যায়, জিহ্বা ঠাণ্ডা, শ্বাস ঠাণ্ডা ইত্যাদি লক্ষণে কার্ব্বো বেজি-টেবিলিস্ বিশেষ উপকারী। ইউরোপীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বলেন যে ওলাউঠার পতনাবস্থার সঙ্গে কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের লক্ষণের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু এতদ্দেশে ওলাউঠার পতনাবস্থায় উক্ত লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ দ্বারা আমরা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাইয়া থাকি।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। জ্বালাযুক্ত বেদনা; সামান্য শারী-

রিক পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা; রোগী সর্ব্বদা বাতাস খাইতে চাহে এবং পাখা দিয়া তাহার গায় অনবরত বাতাস দিতে বলে; মল, মূত্র, লাল, ঘর্ম্ম, বা পূঁযাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর, উদরাময় ইত্যাদির পরবর্ত্তী অসুখ; অত্যন্ত বলক্ষয়; সমুদয় শরীর নীলবর্ণ হওয়া; ক্ষত বা ঘা হইতে সহজে রক্ত পড়া; প্রাতঃকাল, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি; বেলা দুই প্রহরের সময় দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি; গরম, শেত্ শেতিয়া বায়ু, বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তন বা কোন প্রকার ভারি বস্তু উঠাইলে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ডাক্তার হিউঘ্‌স্ (Dr Hughes) বলেন যে লাইকোপডিয়াম্, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ এবং কার্ব্বোলিক্ আসিড্ ইত্যাদিই কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের প্রকৃত সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন আর্সিনিক্, চায়না, ল্যাকেসিস্, নাক্স্ বমিকা, মার্কিউরিয়াসের কার্য্যের সঙ্গেও কোন কোন বিষয়ে কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, ক্যাম্ফার, কফিয়া, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ক্রমই সচরাচর সমুদয় অসুখে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওলাউঠার পতনাবস্থায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। পাকস্থলীর পুরাতন অসুখ বা অজীর্ণ রোগে, (বিশেষতঃ শিশু, ছোট বালক বালিকাগণের) বুক জ্বালার পক্ষে ৩ ক্রমের গুঁড়া অন্যান্য ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকারী। কখন কখন কোন কোন রোগে এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওলাউঠার পতনাবস্থায় লেখক ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন।

ক্যামোমিলা,—ক্যাম্।

(CHAMOMILLA,—CHAM.)

ইউরোপের অনেক স্থানে শস্য ক্ষেত্রে, জঙ্গলা জমীতে অথবা রাস্তার ধারে এই গাছ জন্মে। যখন ফুল হয় তখন ইহার সমুদয় গাছ লইয়া উহা দ্বারা ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে যথানিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলীকে অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত করে এবং তদ্দরুণ স্নায়ুর গতি উৎপাদক শক্তির হ্রাস বা অবসন্নতা হওয়া হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা বলক্ষয় হয়। স্নায়বিক মণ্ডলীর মধ্য দিয়া যকৃত এবং পরিপাক ও শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য প্রবল হওয়া হেতু উক্ত যন্ত্রগুলি উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় ও উহাতে অন্যান্য প্রকারের বিকৃতাবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের উদ্বেগ এবং চিন্তা; মনের অশান্তি; সামান্য কারণেও খিট্‌খিট্ করা এবং বকবক্ করা (একন্, এবিস্-ক্যান্); সর্ব্বদা চিড়্‌চিড়্ করা এবং অধৈর্য্যতা (আনাকার্ড, ব্রাই, নাক্স্ বম্, হিপ্-সাল্‌ফ্); সর্ব্বদা রাগ প্রকাশ করা (ক্যাল্ক্-ফস, কষ্ট, বোরাক্স্); সর্ব্বদা চিড়্‌চিড়্ করা (ব্রাই); সর্ব্বদা অস্থিরতা; রোগী (শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে) অনেক প্রকারের দ্রব্য চাহে যাহা দিলে সে লয় না (ব্রাই, সিনা); রোগী (শিশু হইলে) সর্ব্বদা কাঁদে বটে, কিন্তু তাহাকে কোলে করিয়া বেড়াইলে সে আর কাঁদে না; লিখিবার বা পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে শব্দ ছাড় যায় (লাইকোপ্, নাক্স্-মস্ক্); অসহ্য বেদনা যাহার দরুণ রোগী পাগলের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়ে (চায়না, কফিয়া); সর্ব্বদা ঝগড়া করার ইচ্ছা; নিরাশার ভাব।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ; আহারের পর মাথাঘোরা (নাক্স্ বম্) অথবা বিছানা হইতে উঠিলে মাথাঘোরা (একন্, ব্রাই, ফস্);

কপালের পার্শ্বে আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরার ন্যায় চাপাযুক্ত বেদনা; কপালের এক পার্শ্বের স্থানে স্থানে ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা অথবা আধ্‌কপালিয়া (একপেশে) মাথা বেদনা; মস্তিষ্কের এক অর্দ্ধাংশে ক্ষণিক দপ্‌দপানি; মাথার উপরিভাগ হইতে কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্ব পর্য্যন্ত চাপা বোধ; বেদনাদির কথা স্মরণ পড়িলেই বেদনাদির বৃদ্ধি হয় (ইগ্‌নেস্‌); হঠাৎ মাথা হেট করিলে অথবা মানসিক পরিশ্রমে বেদনাদির বৃদ্ধি; মাথায় উষ্ণ ঘর্ম্ম।

চক্ষু। প্রাতঃকালে চক্ষু স্ফীত হয়; কেতুর বা পূঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা দ্বারা চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্‌-কার্ব্ব্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাইলিসি, সাল্‌ফ্‌); চক্ষুর কোটরে অত্যন্ত চাপা বোধ; চারিদিক হইতে চাপিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ অনুভূত হয় এবং তদ্দরুণ চক্ষে ক্ষণকালের জন্য অন্ধকার দেখায়; চক্ষে জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব; চক্ষু প্রদাহ, বিশেষতঃ চক্ষুর নিম্ন পাতার ধারের; চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ; চক্ষুর পাতার স্পন্দন; চক্ষু দিয়া রক্ত পড়া।

কর্ণ। স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে জল বহিয়া যাইলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হয় (ককিউলাস্‌, জেল্‌স); কানে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; কাণের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলা বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (মার্ক্‌, পাল্‌স্‌); কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ (Parotitis)।

নাসিকা। সমুদয় প্রকার গন্ধই নাকে লাগে বা অসহ্য হয় (একন্‌, আগারিকাশ্‌, অরাম্‌, বেল্‌, কল্‌চ্‌, হিপ সাল্‌ফ্‌); হাঁচি দেওয়ার ইচ্ছা এবং নাকের মধ্যে সুড়্‌সুড়ী বা শুষ্কানুভব; নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে; সর্দ্দি হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ হয় নাকের মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়; নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। একগাল লাল বর্ণ ও অপর গাল মলিন বা ফিকা (একন্‌, ক্যামো; মুখমণ্ডলে জ্বালানুভব; মাড়িতে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা কানের শেষ দাঁত বা কর্ণ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। ওষ্ঠ ফাটাযুক্ত এবং উহাতে মরা চর্ম্ম উঠে; ঠাণ্ডা লাগিয়া, আহারের পর অথবা বিছানার উষ্ণতাতে অথবা উষ্ণ ঘরে দাঁতের গোড়ায় কামড়িয়া ধরা বা সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা (মার্ক্‌),

কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্য পানে দাঁতে বেদনা (পাল্‌স্‌) ; দাঁত যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (কষ্ট্‌, লাইকোপ্‌, নাইট্রিক্‌ আস); মুখে ধাতুর স্বাদ বা মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট লাল উঠে (ফাইটোল্‌, কস্‌ প্লাম্বাম্‌, পাল্‌স্‌) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (আর্স্‌, ব্রাই, কলোস্‌, চায়না, নাক্স্‌ বম্‌, পাল্‌স্‌, সাল্ফ্‌); মুখে পচা উগ্র গন্ধযুক্ত চর্ব্বির স্বাদ (কষ্ট্‌, পাল্‌স্‌) ; জিহ্বার উপর এবং নীচে ফোস্কা পড়া এবং উহাতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মুখে দুর্গন্ধ ; মুখ গহ্বর ও জিহ্বা উষ্ণ এবং শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা ; জিহ্বা লাল এবং ফাটাযুক্ত ; কোমল তালুকা এবং টন্‌সিল স্ফীত ও কাল্‌চে লালবর্ণ ; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়। আহারবহা গলনালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন ; গলার মধ্যে বেদনা এবং কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি।

পাকস্থলী এবং উদর। পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা (আগারিকাশ্‌, অ্যাণ্টি-টার্ট্‌, আর্ণিকা, সোরিনাম্‌, সিপিয়া) ; অত্যন্ত পিপাসা এবং ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা ; বমনোদ্বেগ ; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন ; একখানি পাথর বসাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ চাপাবোধ (আর্স্‌, ব্রাই, পাল্‌স্‌) ; পাকস্থলী এবং খাট পাঁজরার হাড়ের নীচে চাপধরা ধরার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ; আহারে অনিচ্ছা ; প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত স্বাদ ; তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পিত্ত বমন ; রাগ হইলেই পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয় ; পাকস্থলীতে জ্বালা, নাভিপ্রদেশ এবং উদরের দুই পার্শ্বে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; উদরে যাটিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা ; উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত (কাব্বো-বেজ্‌, চায়না) যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ; উদরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত নাভির উপরিভাগে বেদনা যাহা ডাহিন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শ রোগ, কিন্তু উহার দরুণ মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বার দিয়া রক্ত পড়ে না (Blind Piles) (ব্রোমিন্‌, নাক্স্‌ বম্‌); সাদা

চট্‌চটিয়া পদার্থ ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী বা শূল বেদনা; সবুজ বর্ণের বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ (সাল্‌ফ্‌); উষ্ণ, পচা ডিমের গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আক্লিপিয়াস্‌-টুবার্‌,ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌); সবুজবর্ণের, ক্ষতকারক, জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী বা শূল বেদনা (সাল্‌ফ্‌), পিপাসা, মুখে তিক্ত স্বাদ এবং তিক্ত উদ্গার উঠা; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র নিঃসারক নালীর (Ureters) দিকে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ মূত্রত্যাগের বারম্বার ইচ্ছা হয়; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রাধারের গ্রীবাতে জ্বালানুভব।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরিভাগে কসিয়া ধরা; জরায়ুর মধ্যে শূল বা চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা এবং তৎপর জরায়ু হইতে বড় বড় চাপ চাপ, থানা থানা রক্ত নির্গমন; জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে চাপ চাপ থানা থানা রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা এবং পায়ে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (সিমিসিফ্‌, পাল্‌স্‌); হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ উগ্র জ্বালা উৎপাদক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; স্তনের বোঁটা প্রদাহযুক্ত হয় এবং টাটায়; স্তন কঠিন এবং সামান্য স্পর্শনেই টাটায় (ব্রাই, কোনায়াম্‌); সন্তান প্রসবের পর জরায়ুতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হইয়া তৎপর উদরাময়, পেটকামড়ানী এবং দন্তশূল; সন্তান প্রসবের পর অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লীপ্রদাহ (Puerperal Peritonitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, মনের উদ্বেগ এবং মূর্চ্ছার ভাব, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, বিশেষতঃ একগাল; অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লীতে পূঁযের সঞ্চার; সন্তান প্রসবের পর স্তনে দুধ থাকে না।

শ্বাস যন্ত্র। বায়ুনলে চাপা বোধ এবং তদ্দরুণ গলার মধ্য উত্তেজিত হইয়া কাশির উদ্রেক; কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (নাক্স্‌বম্‌); রাত্রি দুই প্রহরের সময় কাশির আক্রমণ যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন কোন পদার্থ গলার মধ্যে নিম্নদিক হইতে উঠিয়া লাগিয়া থাকিয়া তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিতেছে; ঘুমের ঘোরে প্রবল

শুষ্ক কাশি; শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বায়ুনলের মধ্যে সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় (আণ্টি-ক্রুড্, ইপিকাক্); বুকের উপরিভাগের সঙ্কোচন বা উহাতে আঁটা বোধ; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাম্ফ্, ক্যালী-কার্ব্ব্); রাত্রিতে শিশুগণের (ঘুমেরঘোরেও) খুশ্‌খুশে কাশি; বুকের মধ্যে জ্বালানুভব। হৃৎস্পন্দন।

পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠ দেশ এবং কোমরের পেশীতে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (আর্ণিকা, ব্রাই); গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরি-ভাগে বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; পৃষ্ঠ দেশে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। আক্রান্ত অঙ্গের হাড়ের আব-রক পর্দ্দায় (Periosteum) বেদনা এবং উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্ব-লতা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা ক্লান্ত হইলে যেরূপ হয় সন্ধিতে সেরূপ টাটানি, এবং হাত, পায়ের পাতা সঞ্চালনে অশক্তি; বাহুতে অবশ বা অসাড় বোধ (লাইকোপ্), বিশেষতঃ কোন দ্রব্য ধরিবার সময়; বাহুতে আক্ষেপ এবং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী হাতের পাতার তালুর দিকে আকৃষ্ট হয়। পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্যাম্ফার, নাক্স্ বম্, সাইলিসি, সাল্ফ্, কুপ্রাম্, হায়োস্, নাইট্রিক্-আস্); কোন প্রাণী হামাদিয়া গেলে যেরূপ হয়, পায়ের ডিমে সেরূপ সুড়্ সুড়্ করা এবং উহাতে ভারিবোধ; পায়ের পাতার তলায় জ্বালাবোধ (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, সাইলিসি) যাহার দরুণ রোগী বিছানা ছাড়িয়া ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (সাল্ফ্)।

নিদ্রা। ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না (বেল্, ল্যাক্, ওপিয়াম্); অস্থির নিদ্রা বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ঘুমেরঘোরে কোঁথানী বা কোঁকানী, চমকিয়া উঠা, কাঁদিয়া উঠা, বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করা এবং কথা বলা।

চর্ম্ম। চর্ম্ম অসুস্থ যাহার দরুণ সামান্য আঘাত লাগিলেই ঘা হয় এবং ঘায়ে পূঁয উৎপন্ন হয় (বোরাক্স্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, সাইলিসি, সাল্ফ্); গালে লালবর্ণ ফুস্কুড়ী হয় (শিশুগণ এবং যে সকল স্ত্রীলোক শিশু-গণকে স্তন দুগ্ধ পান করায় তাহাদিগের); চর্ম্ম কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ হয়; ঘর্ম্মযুক্ত স্থান চুলকায়।

জ্বর। সমুদয় শরীরেই শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ও চক্ষে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব এবং নিশ্বাস উষ্ণ; শরীরের পশ্চাৎ ভাগে ঠাণ্ডা বোধ এবং সম্মুখ ভাগে গরম বোধ অথবা পশ্চাৎভাগে গরমবোধ এবং সম্মুখ ভাগে ঠাণ্ডা বোধ; সামান্য শীত কম্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ দেশ এবং উদরে পর্য্যায় ক্রমে উষ্ণানুভবের ন্যায় সুড় সুড়ী; শরীরের স্থানে স্থানে একবার শীত বোধ, এবং একবার গরম বোধ (কাষ্ঠি-কার্ব্ব); মাথা এবং মুখ মণ্ডলে উষ্ণানুভব (একন্, বেল্); গায় বাতাস লাগিলেই শীত বোধ; আবৃত স্থানে প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম্ম হয় (বেল্); মাথা এবং কপালে ঘর্ম্ম। এক গাল লাল এবং অপর গাল ফিকা, শিটা বা মলিন; নাড়ী ক্ষুদ্র, আঁটা এবং দ্রুতগামী।

ব্যবহার। ক্রোধ জনিত অসুখ (একন্, ব্রাই); স্থানিক উত্তেজনা হেতু জ্বর, অর্থাৎ শিশুর দাঁত উঠা, অজীর্ণ, কৃমির উত্তেজনা বা যকৃতের অসুখ জনিত জ্বর; উক্ত কারণে উদরাময় এবং আক্ষেপ (Convulsions); শিরঃ-পীড়া, কর্ণশূল, দন্তশূল, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার স্নায়ুশূল, উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; সকল প্রকারের শ্লেষ্মা জনিত অসুখ, অজীর্ণরোগ, কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা, জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), পেশী এবং সন্ধিবাত, উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক মণ্ডলীর অত্যন্ত উত্তেজনা এবং স্থান পরিবর্ত্তনকারি বেদনা যাহার দরুণ রোগী বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; গায় পূঁয সম্বলিত গভীর বা ভাসান ঘা; ক্রোধ জনিত কামল রোগ; নব প্রসূত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ; ঠাণ্ডা লাগিয়া বাতাক্রান্ত রোগীর চক্ষু প্রদাহ; সন্তান প্রসবের পর অন্ত্রাবেষ্টনকারী প্রদাহ (Puerperal Peritonitis); স্তনের প্রদাহ, স্ফীতি এবং কঠিনতা; পায়ের ডিমে খিল ধরা; হিষ্টিরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত আক্ষেপ; উদরের স্থানে স্থানে দূষিত বায়ুর অতিরিক্ত সঞ্চার হেতু শূল বেদনা ইত্যাদি অসুখে ক্যামোমিলা বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শিশু এবং ছোট বালক বালিকার অসুখ; রোগী বেদনাদি একবারেই সহ্য করিতে পারে না; বেদনাদি আরম্ভ হইলেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; রাত্রিতে বেদনাদির বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা এবং উষ্ণানুভব; একগাল লাল ও উষ্ণ এবং অপর গাল ঠাণ্ডা

এবং ফিকা বা মলিন ; রোগী (শিশু) সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মাদি ভেদ এবং আক্ষেপ; প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, ক্রোধে, ঠাণ্ডা লাগিলে, শয়ন করিলে, ঘর্ম্মাবস্থায় এবং ঘুমের অবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি এবং ঘর্ম্ম হওয়ার পর, বসা অবস্থা হইতে উঠিলে অথবা নড়াচড়াতে অসুখের উপশম ; স্নায়বিক মণ্ডল উত্তেজিত হওয়ার ধাতু ; পেশী বা সন্ধিবাতের ধাতু ইত্যাদি ক্যামোমিলার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ক্যামোমিলার কার্য্যের সঙ্গে আগারিকাশ্, বেলাডোনা, কফিয়া, হায়োসায়েমাস্, ইগ্নেসিয়া এবং ষ্ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, আর্সিনিক্, ব্রাইওনিয়া, চায়না, সিনা, ককিউলাস্, কলোসিন্থ্, গ্রাফাইটিস, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বোনিকা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, ককিউলাস্, কফিয়া, ইগ্নেসিয়া, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা, কলোসিন্থ্ ইত্যাদি ক্যামোমিলার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুগণের দাঁত উঠার সময়ের অসুখে ১২ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। এই প্রকার অসুখে ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ১,৩, ১৮ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্ত্রের স্থানে স্থানে দূষিত বায়ুর অতিরিক্ত সঞ্চার হেতু শূল বেদনার (Flatulent Colic) পক্ষে এই ঔষধের মূল আরোক ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। এমন কি, উক্ত প্রকার শূল বেদনায় ৩। ৪টী রোগীর চিকিৎসায় এই ঔষধের মূল আরোকের ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা প্রয়োগে শূল বেদনা একবারে দূরীভূত হইতে দেখা গিয়াছে। কোন রোগীকেই ৩ মাত্রার অধিক সেবন করাইতে হয় নাই। তবে ইহা দ্বারা রোগ একবারে সারিয়া যায় না, কেবল উহার আশু উপশমই হইতে দেখা যায়।

চায়না,—সিঙ্কোনা,—চায়না।

(CHINA,—CINCHONA,—CHINA)

দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে এই গাছের জন্ম। ইহাকে পেরুবিয়ান্ বার্ক্ ও (Peruvian Bark) বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে দার্জিলিং এবং নীলগিরিতে ইহার চাস হইয়া থাকে। ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। লাল, পাণ্ডু এবং হরিদ্রা বর্ণ এই তিন প্রকারের সিঙ্কোনা জন্মে। হরিদ্রাবর্ণের গাছের শুকনা বাকল দিয়া যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ বা প্রুফ্ স্পিরেটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই প্রকার প্রস্তুত করা আরোকই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া কোইনাইনের গুঁড়া ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা মৃত মহাত্মা সামুয়েল্ হ্যানিমান জানিতেন যে, সিঙ্কোনা একটী জ্বর নিবারক এবং শরীরের তেজ বা শক্তি উৎপাদক ঔষধ (Tonic) বিশেষ। কি উপায়ে এই দুই কার্য্য সংসাধিত হয় তাহা নিরাকরণার্থ তিনি সুস্থ শরীরে সিঙ্কোনা খাইয়া তাঁহার কম্পজ্বর হওয়াতে তিনি হোমিও-প্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ সুস্থ শরীরে যে দ্রব্য বা ঔষধ খাইয়া যে সকল বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহা কোন রোগে প্রকাশ পাইলে উক্ত দ্রব্য বা ঔষধেই উক্ত রোগ আরাম হয়। ইহার নামই হোমিওপ্যাথি বা ("Similia Similibus Curantur")।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়নিক্ (Ganglionic) স্নায়ুবিক মণ্ডলীর উপর সিঙ্কোনার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। উক্ত স্নায়বিক মণ্ডলের যে অংশ শরীরের পরিবর্দ্ধনের সহায়তা করে তাহার উপরই সিঙ্কোনার কার্য্য অধিক প্রবল হওয়ার দরুণ সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা রক্তকে জলবৎ তরল করে; অতএব রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার শক্তির হ্রাস করে এবং তদ্দরুণই সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং নানা যন্ত্রের অতিরিক্ত চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়। যান্ত্রিক কার্য্যের বৈলক্ষণ্যের দরুণ রক্তস্রাব, প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম এবং মূত্র নিঃসরণ, উদরাময় ইত্যাদি অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃত এবং প্লীহার উপরও সিঙ্কোনার কার্য্য প্রবল, এবং তদ্দরুণ

যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উহার প্রদাহ এবং তজ্জনিত নানা প্রকারের পিত্তজনিত অসুখ হইয়া থাকে। পিত্ত জনিত অসুখের মধ্যে কামলা রোগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। প্লীহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উক্ত যন্ত্র অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত এবং কঠিন হইয়া থাকে। যে প্রকার জ্বর মেলেরিয়া জনিত, এবং যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, সে প্রকার জ্বরই সিঙ্কোনা দ্বারা উৎপন্ন হয়। অতএব মেলেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে সিঙ্কোনা বিশেষ উপকারী এবং এক অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

স্নায়বিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা, সামান্য স্পর্শন, নড়া-চড়া, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে লক্ষণাদির বৃদ্ধি, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা বা পিপাসা না থাকা ইত্যাদি সিঙ্কোনার বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট গুণ বা প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের মধ্যে নানা প্রকারের ভাব এবং কল্পনার উদয় হয়, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে (কফিয়া); সামান্য বিষয়ের জন্যও অত্যন্ত চিন্তা; মনের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশা এবং কোন প্রকার গোলমাল সহ্য হয় না; সমুদয় বিষয়ে অমনোযোগ এবং বৈরাগ্য (বার্ব্বেরিস্, মার্ক্, ফস্, ফস্-আস্); অনিবার্য্য চিন্তা, ভয় এবং বিপদের আশঙ্কা (একন্, অরাম্, বেল্, ইগ্নেস্, ফস্); চিড়্ চিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং সহজেই চটিয়া যাওয়া বা রাগ করা (ব্রাই, ক্যাম্); শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ গোলমেলে বোধ (ককিউলস্, নাক্স্ বম্, রাস্টক্স্, পাল্স্); সর্দ্দি বা রাত্রিতে সোজা হইয়া বসা বা নিদ্রাশূন্যতার দরুণ মাথার উত্তাবস্থা; মাথাঘোরা, মাথা পশ্চাদ্দিকে টলিয়া পড়িতে চাহে (আগারিকাশ্); রাত্রিতে জাগিলে মাথাঘোরা; মাথা খাড়া করিলে মাথাঘোরা (ব্রাই); রক্তাদি স্রাবের পর মাথাঘোরা; রক্তাল্পতার দরুণ মাথাঘোরা; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাবের পর মাথায় অত্যন্ত দপ্দপিয়া বেদনা; সর্দ্দি বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া; স্ত্রী সহবাসে অত্যা-

চার এবং হস্তমৈথুনের পর মাথার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা (কস্-আস্, ষ্টাকিসেগ্রিয়া); শিরঃপীড়া যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই, মার্ক, নেট্রাম্-মিউর); মস্তিষ্ক মাথার হাড়ের উপর ঢেউয়ের ন্যায় বারম্বার আঘাত করে (গ্লোনয়েন্); মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক মাথার মধ্য হইতে বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; মাথার ঝাকনি বা উহাতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, বহির্বায়ুতে অথবা সামান্য স্পর্শনে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং প্রবল চাপ দিলে উহার উপশম হয় (বেল্); স্পর্শনে মাথা টাটায় (একন্, বেল্, মার্ক); চুল নাড়িলেও চুলের গোড়া বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; মাথার প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (সাইলসি),—এই ঘর্ম্ম বহির্বায়ুতে বেড়াইলেই অধিক হয়।

চক্ষু। দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা বা চক্ষে ঝাপ্সা দেখা; চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ (ক্যাল্ক, চেলিডন্, আয়োড, প্লাম্বাম্); চক্ষে উজ্জ্বল আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল্, সিনিনাম্-সাল্ফ); চক্ষু সঞ্চালনে বেদনা এবং তদ্দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু সঞ্চালনের বাহ্যিক ব্যাঘাত হইতেছে; চক্ষু লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা; বালির কণা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপাবোধ; পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন সমুদয় অক্ষর একত্রে মিলিয়া গিয়াছে।

কর্ণ। কানের মধ্যে টন্‌টন্ শব্দ হয় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, মার্ক, নাক্স-বম); কানের মধ্যে গুন্‌গুন্, সোঁ সোঁ শব্দ হয় অথবা কানের মধ্যে সুড়্সুড়ী (একন্, বেল্); কানে কম শুনা; কানের মধ্যে চিড়িক্‌মারা।

নাসিকা। নাক দিয়া বারম্বার রক্তপড়া, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে (আগারিকাস্, আম্ব্রা, ব্রাই); নাসিকার মূলে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (একন্, ক্যালী-বাই, হিপ্-সাল্ফ) যাহা নাকের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা এবং কখন কখন মলিন, ধূসরের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ অথবা কাল (আর্স); মুখমণ্ডল পিটা হয় এবং বসিয়া যায়; চক্ষু বসিয়া যায় (আর্স, বিরেট্-আল্ব) এবং নীলের আভা

দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (ইপিকাক্, ক্যালী-আয়োড্, সিকেল্, সাল্ফ্); মদ্য-পান, স্ত্রী সহবাসে অত্যাচার এবং হস্তমৈথুনে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডল সেরূপ শিটা বা রুগ্ন; ওষ্ঠ শুষ্ক, কাল্চে লেপযুক্ত, কোঁকড়া এবং ফাটাযুক্ত (আর্স্); হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থি স্ফীত (ক্যাল্ক-কার্ব্ব্, ব্যারাইটা, আয়োড্); কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে (Periodical) মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল বা বেদনা; অত্যন্ত বেদনা যাহা চক্ষুর নিম্নভাগ এবং হন্বাস্থির নিকটস্থ স্নায়ুগুলিই অধিক আক্রমণ করে এবং যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলেও টাটায় (স্পাইজেল্),—উক্ত বেদনা রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়। হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর। দাঁত নড়ে এবং কেবল চিবাইবার সময়ই উহা বেদনাযুক্ত হয় (কার্ব্বো-আনিমেল্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); দাঁতে দপ্দপিয়া বেদনা; সামান্য আঘাত লাগিলেই দাঁতের বেদনা বৃদ্ধি হয়; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে দাঁতের বেদনা বৃদ্ধি হয় (সাল্ফ্) এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম হয়; জিহ্বা হরিদ্রার লেপযুক্ত (চেলিডন্); জিহ্বা সাদা ময়লাযুক্ত; জিহ্বায় জ্বালা এবং সূচীবিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; মুখের মধ্যে শুষ্কানুভব (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্ বম্, পাল্স্); মুখে কোন স্বাদই থাকে না অথবা প্রথমতঃ মিষ্ট এবং তৎপরে টক স্বাদ; মুখে চট্চটিয়া তিক্ত স্বাদ (একন্, ব্রাই, কলোস্, নাক্স্ বম্, পাল্স্, সাল্ফ্); পারার অপব্যবহারের পর অনেক কাল ধরিয়া মুখে দিবারাত্রি লাল উঠা; সমুদয় শরীরের, প্রধা-নতঃ পাকস্থলীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মুখে অনবরত জল উঠা।

পাকস্থলী এবং উদর। আহার বা পানের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অনেক রকমের দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু কোন বস্তু খাইবে রোগী স্থির করিতে পারে না; অম্লদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আণ্টি-ক্রুড্, আণ্টি-টার্ট্); ফল খাওয়া এবং মদ্যপানের ইচ্ছা (ব্রাই); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং ঠাণ্ডা জল খাওয়ার ইচ্ছা (একন্, ব্রাই, ওপিয়াম্); রোগী বারম্বার জল খায়, কিন্তু সে একেবারে অধিক পরিমাণে জলাদি খাইতে পারে না (আর্স্); কাঠ উদ্গার, টক্ উদ্গার (কার্ব্বো-বেজ্, সাল্ফ্); দুধ খাওয়ার পর উদ্গার (কার্ব্বো-বেজ্), তিক্ত উদ্গার (ব্রাই, নাক্স্ বম্)।

উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার (আণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ফস্, পাল্স্); পেটে খালিবোধ এবং পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া উঠা; সামান্য পরিমাণ আহারদ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই অনেক ক্ষণ ধরিয়া পেটে ভারি এবং চাপাবোধ হয় (লাইকোপ্, নাক্স্ বম্); দুধ খাইলেই পেটের অসুখ হয় (কার্ব্বো-বেজ্, সাল্ফ্); পাকস্থলীর মধ্যে দপ্ দপ্ করা (পাল্স্, সিপিয়া); ক্ষত হইলে যেরূপ হয় পাকস্থলীতে সেরূপ জ্বালা এবং টাটানি যাহার দরুণ পেটের উপর সামান্য স্পর্শ-ভারও সহ্য হয় না; পাকস্থলীর মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ; পেট পূর্ণ রহিয়াছে সর্ব্বদা এরূপ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু খাইতে ইচ্ছা করিলে রোগী খাইতে পারে, অথচ খাইলেই অসুখবোধ হয়; আহারদ্রব্য ভালরূপ পরিপাক পায় না; অনেকক্ষণ আহার দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে থাকে, (অধিক বেলায় খাইলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে); রক্তবমন এবং তদ্দরুণ অধিক পরিমাণে রক্তনির্গমনের দরুণ রোগী ফিকা বা শিটা এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; স্পর্শনে পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায়; রক্তস্রাব বা রক্তমোক্ষণের পর পাকস্থলীতে বেদনা, অম্ল হওয়া এবং পেট ঠেস মারিয়া থাকা। উদর স্ফীত (আণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্গার বা ঢেকুর তুলিবার ইচ্ছা; উদর স্ফীত হইয়া যেন উহাতে অত্যন্ত কসিয়া ধরে এবং উদ্গার বা ঢেকুর উঠিলেও উদরের স্ফীতি সামান্য পরিমাণেও কমে না; পেট ফাঁপে (আর্ণিকা, ব্রোমিন্); জল খাইলে উদরে পচার ন্যায় অনুভূত হয়; চর্ম্মের নীচে ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, যকৃত প্রদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে সামান্য স্পর্শনের ভারও সহ্য হয় না (ইস্কুলাস্, ব্রাই, চেলিডন্, মার্ক্); যকৃত স্ফীত এবং কঠিন হয় (ফস্, সাল্ফ্); প্লীহার স্ফীতি, প্রদাহ এবং কঠিনতা (ফস্); অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুজনিত শূলবেদনা (Flatulent Colic), আহারের পর এবং রাত্রিতে যাহার অধিক উদ্রেক হয় (কলোস্); গুহ্যদ্বার দিয়া অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, কার্ব্বো-বেজ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পেটকামড়ানি।

মল। উদরাময়; বেদনাহীন উদরাময় (আর্স, পডোফ্, ফস্-আস্); দুর্ব্বলকারক উদরাময় (ফস্); ফলাদি খাইয়া উদরাময় (নিট্রাস্); উদরস্থ অজীর্ণ

আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট মলভেদ (অ্যান্টি-ক্রুড, আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ফস্, পডোফ); মল কাল (আর্স, লেপ্টেণ্ড্রা); হরিদ্রা বর্ণের তরল মলত্যাগ (চেলিডন্); জলবৎ তরল ভেদ বা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভেদ (আর্স, হায়োস্); গুহ্য দ্বার দিয়া নরম মল নির্গত হইতেও কষ্ট বোধ (আলাম্, কার্ব্বোবেজ, নাক্স-মস্ক)।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার প্রস্রাব করা (এপিস্, আর্জেণ্ট-মেট, ফস্-আস্); মূত্র কাল্‌চে, ঘোলাটিয়া এবং পরিমাণে অল্প; মূত্রে ইটের গুঁড়ার ন্যায় লাল্‌চে তলানি পড়ে (আর্ণিকা, নেট্রাম্-মিউর, সুফর, ফস্); মূত্র কাল্‌চে, ঘোলাটিয়া এবং পরিমাণে অল্প; মূত্র নালীতে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা; স্ত্রীসহবাস বিষয়ে চিন্তা বা কল্পনা; ধ্বজভঙ্গ (অ্যাগারিকাশ, ফস্-আস্, ক্যাম্ফার); রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় বারম্বার অনিচ্ছাপূর্ব্বক দুর্ব্বলকারক ধাতু নিঃসরণ (অরাম্, জেল্‌স্, ফস্-আস্); অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ বা হস্তমৈথুন হেতু অতিরিক্ত পরিমাণে ধাতু নিঃসরণ জনিত অসুখ (আগারিকাশ, নাক্স, বম্, ফস্-আস্, ষ্টাফিস্); চলিবার সময় জননেন্দ্রিয় প্রদেশে ভারিবোধ। জরায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে পূর্ণ এবং ভারিবোধ যাহার দরুণ মনে হয় যেন জরায়ু নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিতেছে, চলিয়া বেড়াইবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); অতিরিক্ত পুরুষ সহবাস বা রক্তস্রাবের দরুণ স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ, যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে টাটায়; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে কাল্‌চে রক্তস্রাব এবং তদ্দরুণ মূর্চ্ছা; যোনি দ্বার দিয়া রক্তমিশ্রিত সিরাম (Serum) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে পূঁয নিঃসরণ; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ অথবা রজঃস্রাবের সময় রক্ত না পড়িয়া শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন; আতুড়ে স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (Nymphomania (প্লাটিনা, বিরেট-আল্‌ব); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া, মূর্চ্ছা, শীতবোধ, দৃষ্টিরোধ; জরায়ু হইতে কাল্‌চে চাপ্ চাপ্ থানা থানা

রক্ত নির্গমন; জরায়ুতে খিলধরা এবং উহার ঝাকনি ও স্পন্দন; সর্ব্বদা পাখা দিয়া বাতাস খাওয়ার ইচ্ছা; সন্তান প্রসবের পর অনেক দিন ধরিয়া যোনি দ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ; এই ক্লেদ কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত এবং পূঁয মিশ্রিতও হইয়া থাকে; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুচ্‌কির দিকে চাপা বোধ; গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব হইয়া মূর্চ্ছা।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া কর্কশ শব্দ হওয়া (কার্ব্বো-বেজ্); গন্ধকের ধূমে কণ্ঠনালীতে যেরূপ হয়, উত্তেজনার দরুণ সেরূপ আক্ষেপিক কাশি (আর্স্, ইগ্নেস্); প্রাতঃকাল এবং রাত্রিতে কাশি; কাশি এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যার সময় গলা দিয়া দানাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রি বা প্রাতঃকালে কাশি থাকে না; আহারের পর কাশির বৃদ্ধি (নাক্স্ বম্); হাসিলে কাশির বৃদ্ধি (ফস্); কথা বলিলে কাশির বৃদ্ধি (ফস্, সোরিনাম্); মাথা নীচু করিয়া শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি; কণ্ঠনালী সামান্য চাপিলে কাশি; গায় হঠাৎ জোরে বাতাস লাগিলে অথবা রক্তস্রাব, ধাতু নিঃসরণ বা উদরাময় হইলে কাশির বৃদ্ধি; বুকে কষ্টানুভব; সন্ধ্যার সময় বুকে কষ্টানুভব; রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয় (একন্, আর্স্); বুকে শ্লেষ্মার সঞ্চারের দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (আণ্টি-ক্রুড্, সাম্বুকাশ্); নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুনলের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় (আণ্টি-ক্রুড্, ইপি-কাক্); বসিয়া থাকিলে বুকের নিম্নভাগে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমুদয় অংশে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহার দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ হয়; এই কষ্ট বা যাতনা দাড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলেই দূরীভূত হয়; রক্তোৎকাশ এবং তৎপর ফুস্ফুস পাকিয়া উহাতে পূঁয হওয়া; বুকে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা, সামান্য স্পর্শনেই যাহার বৃদ্ধি হয়; মারিলে যেরূপ হয়, বুকের পার্শ্বে সেরূপ বেদনা (আর্ণিকা, এপিস্, সাইলিসি); বুকের বাম পার্শ্বে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে কোনও ব্যাঘাত জন্মে না; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার ইচ্ছা। হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ।

পৃষ্ঠদেশ। একখানি পাথর চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয় দুই

স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেরূপ চাপা বোধ; মাথা হেট করিয়া অনেকক্ষণ উপুড় হইয়া থাকিলে অথবা কোন ভারি দ্রব্য চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ বেদনা, (আর্ণিকা, ডাল্ক্, পাল্‌স্); খিল ধরিলে, মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় কোমরের পশ্চাদ্ভাগে সেরূপ অসহ্য বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয়; সামান্য নড়া চড়াতেই পৃষ্ঠদেশ এবং গ্রীবাদেশে ঘর্ম্ম হয়; পৃষ্ঠদেশে স্চীবিঁধানের ন্যায় বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গের শিথিলতা এবং হাতের কাঁপনি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ বা অসাড় বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, প্রধানতঃ উরুদেশে ভারি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি যাহা কেবল রোগীই অনুভব করিতে পারে, অন্য লোকে টের পায় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাবোধ। হাত ইত্যাদির হাড়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় ধাক্কা লাগা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; লিখিবার সময় হাত কাঁপে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); বাম হাতের পশ্চাৎ ভাগের স্ফীতি; এক হাত ঠাণ্ডা এবং অপর হাত গরম। অস্থির আবরক পর্দ্দা (Periosteum) ছুরী দিয়া চাচিলে যেরূপ হয় উরুদেশের হাড়ে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ফস্-আস্); ডাইন হাঁটুর সন্ধি স্ফীত এবং উষ্ণ; মনে হয় যেন মোজার বান্ধনি (Garters) কসিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পা অবশ বা অসাড় হইবে; পায়ের সন্ধির বাতের ন্যায় স্ফীতি; পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা, নড়াচড়া বা সামান্য আঘাত লাগিলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; অনেক দূর চলিয়া বেড়াইলে যেরূপ হয় পায় সেরূপ ক্লান্তি বোধ (আর্জেন্ট্-নাইট্রি, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাইট্রিক্-আস্)।

চর্ম্ম। চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ (ব্রাই); কামল রোগ (মার্ক্)।

নিদ্রা। নানা প্রকারের ভাব বা কল্পনা আসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়; নিদ্রাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; রাত্রি দুই প্রহরের পর এলোমেলো স্বপ্ন দেখা; নিদ্রাবল্য অথবা ঘুম

বা পানের পর অথবা সামান্য আঘাত লাগিলেই বেদনা বা যাতনাদির বৃদ্ধি; দুধ খাইলে (পেটের অসুখের বৃদ্ধি), চলিলে, নড়াচড়াতে এবং একদিন অন্তর একদিন অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি চায়নার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মেলেরিয়া জনিত অসুখে সিঙ্কোনার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক এবং সিড্রনের অনেক সাদৃশ্য আছে। শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করার শক্তির বিষয় দেখিতে গেলে সিঙ্কোনার কার্য্যের সঙ্গে ফেরামের সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে সিঙ্কোনার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস্, ফস্ফরিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, ফেরাম্, ইপিকাকিউএনা, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা, সিপিয়া, সাল্‌ফার, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি সিঙ্কোনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। উদরাময় ইত্যাদি রোগে ৬, ১২ এবং ৩০ এই তিন ক্রমই উপকারী। শিশুগণের উদরাময়ে ৩০ ক্রম অধিক উপকারী। স্নায়বিক মণ্ডলীর অসুখেও প্রথমোক্ত তিন ক্রমই উপকারী। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা হানিমান এই ঔষধের ১২ ক্রম ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে স্নায়বিক অসুখ ব্যতীত কোন রোগেই তিনি ১ম অপেক্ষা উচ্চ ডাইলুশন ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। পূঁযাদি নিঃসরণ বা রসক্ষয় হেতু জ্বর (Hectic Fever) এবং অন্যান্য অসুখে এই ঔষধের মূল আরোক প্রয়োগে অধিক উপকার দর্শে। লেখক চায়নার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় এবং সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইনের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ গ্রেইণ মাত্রায় এবং আদত কোইনাইন্ ৪।৫ গ্রেইণ মাত্রায় সবিরাম জ্বরের বিরাম কালে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

কুপ্রাম্,-(তাম্র),-কুপ্রাম্।

(CUPRUM.)

(কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ (Cuprum Metallicum.)

(কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ (Cuprum Aceticum.)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীতে উক্ত দুই প্রকার কুপ্রাম্ (তাম্র) যথা (১) কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ (Cuprum Metallicum) এবং (২) কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ (Cuprum Aceticum), সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে তামার পরিষ্কৃত পাত ক্রয় করিয়া উহা যথা নিয়মে স্থূল কণাবিশিষ্ট সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ঘুঁটিয়া ৩ শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। তৃতীয় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার কুপ্রামকে কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ বলে। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত আসিটেট্ অব্ কপারের গুঁড়া ক্রয় করিয়া উহার এক ভাগ ২০ ভাগ চুয়ান জলে মিশাইয়া ইহার আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকেই এক প্রকার মূল আরোক বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহা অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইতে পারে না। এই আরোক যে শিশিতে থাকিবে সেই শিশির গায় কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ ১/২০ বলিয়া লিখিতে হইবে। ইহার ২ ফোঁটার তেজ ১ম দশমিক ক্রমের ১ ফোঁটার তেজের সমান হয়। ৯৫ ভাগ চুয়ান জলে ৫ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার ২য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়; ২য় শততমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে এবং ৫ম দশমিক এবং ততোধিক ক্রমের আরোক রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার কুপ্রামের কার্য্যই প্রায় এক প্রকার। লেখক কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্‌ই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব কুপ্রাম্ মেটেলিকামের বিষয়ই এস্থলে অধিক লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন কুপ্রাম্ আর্সিনিয়োসাম্ (Cuprum Arseniosum),

কুপ্রাম্ সাল্ফিউরিকাম্(Cuprum Sulphuricum)এবং কুপ্রাম্ কার্ব্বোনাস্ (Cuprum Carbonus) ইত্যাদিও কখন কখন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার বিবরণ যথা স্থানে লিখিত হইবে।

সাধারণ ক্রিয়া। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর কুপ্রামের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া শূল বেদনা, উদরাময়, বমন ইত্যাদি অসুখ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এবং তৎপর শরীরে শোষিয়া স্নায়বিক মণ্ডলী আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য আক্ষেপিক অসুখ, খিল ধরা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি অসুখগুলি প্রকাশ পায়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং এক সময়ে অনেক গুলি লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া এই ঔষধের একটি প্রকৃতি বা শক্তি বিশেষ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা (একন্, আর্স); থাকিয়া থাকিয়া যেন মৃত্যুর যন্ত্রণার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ চেতনা থাকে না; চর্পিং কক্ষে রোগীর অতিরিক্ত চেতনা; কোন ভার কার্য্য করিতেও রোগী ভীত হয়. কোন প্রকারের কার্য্য করিতেই ইচ্ছা হয় না।

মস্তক। উপরের দিকে তাকাইলে মাথাঘোরা (ক্যাল্‌-কার্ব্ব, সাঙ্গুনেরিয়া) যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা সম্মুখদিকে টলিয়া পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিহীনতা যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু একখানি সরু কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে; মস্তকে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা (কেলিবোরাস্) এবং চক্ষু ঘুরাইলে বা ফিরাইলে চক্ষুর কোটরে উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা; মাথার উপরিভাগে এক বিশেষ প্রকৃতির সুড়সুড়ী বা কুট্‌কুটানি; মাথার উপরিভাগে কোন প্রাণি হাঁটিয়া যাওয়ার ন্যায় সুড়সুড়ী (আর্জেন্ট-নাইট্রি, কলচ); মস্তিষ্কের অসুখে শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণ মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না।

চক্ষু। আলোক পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায় না; চক্ষে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; চক্ষু ঘুরাইলে বা ফিরাইলে চক্ষুর কোটরে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; চক্ষু অস্থির এবং উহার আক্ষেপিক সঞ্চালন; অপবাঙ্গ এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষে ভয়ানক চুল্কানি।

কর্ণ। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, দূরবর্ত্তী স্থানে জয়ঢাক বাজিলে যেরূপ হয়, সেই পার্শ্বের কর্ণে প্রাতঃকালে এবং বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে সেরূপ গুম্ গুম্ দম্ দম্ শব্দ হয়, বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা দূরীভূত হয়; কানের মধ্যে এবং উহার পশ্চাৎভাগে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা।

নাসিকা। নাকের মধ্যে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের ন্যায় অনুভূত হয়।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ নীলবর্ণ (কার্ব্বো-বেজ); মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা, উদ্বেগযুক্ত এবং অত্যন্ত বিষন্নতার চিহ্নযুক্ত (আর্স); মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক বিকৃতি (সিকুটা)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে তিক্তস্বাদ; মুখে ফেণা উঠা (সিকুটা, নেজা, লরোস): মুখের মধ্যে শুষ্কানুভব। দাতে টানিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মুখে মিষ্ট বা তামার স্বাদ। কোন প্রকারের তরল বস্তু গিলিবার সময় আহার্য্য বস্তু গলনালীতে গড়্ গড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; গলার মধ্যে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত বমনোদ্বেগ (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্); ক্ষুধাশূন্যতা; হিক্কা; বারম্বার বমনের চেষ্টা, কিন্তু বমন হয় না; প্রবল বমন; অনবরত ঢেঁকুর উঠা, ঠাণ্ডা জল খাইলে বমন নিবারিত হয়; পাকস্থলীর মধ্যে চাপা বোধ, স্পর্শন বা নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীতে অত্যন্ত চাপা বোধ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সঙ্কোচক বেদনা; পাকস্থলী এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা। উদর ঘাটিয়া ধরে ও উষ্ণ হয় এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয় (একন্, বেল্, মার্ক্); উদর পৃষ্ঠদেশ পানে আকৃষ্ট হয় এবং উহা স্পর্শনে অত্যন্ত টাটায়; উদর প্রদেশস্থ পেশী গুলির আক্ষেপিক সঞ্চালন বা আন্দোলন; সবিরাম শূল বেদনা; উদরে কসিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; পেট ফাঁপা।

মল। সবুজ বর্ণের কষ্টদায়ক মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে কর্ত্তনবৎ ভয়ানক বেদনা এবং কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া (মার্ক); মল তরল, পরিমাণে অধিক এবং অতি প্রবল বেগে স্রোতের ন্যায় গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়; গুহ্য দ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ; ওলাউঠাতে ছেকড়া ছেকড়া গোলানির ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত ধূসর বর্ণের মল ভেদ; জলবৎ তরল প্রবল ভেদ (আর্স, চায়না, পডোফ), বমন, পিপাসা, পেট ফাঁপা, পায়ের ডিম এবং পেটে খিল ধরা, শিব চক্ষু; গ্রীষ্মকালে শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অত্যন্ত প্রবল উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের অসুখ।

মূত্র যন্ত্র। রাত্রিতে অজানিত রূপে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিছানায় প্রস্রাব করা (ঘুমের ঘোরে); মূত্র পরিমাণে অল্প বা একবারে মূত্রাবরোধ।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্ব্বে, অথবা রজঃ রোধের পর জরায়ুতে খিল ধরার ন্যায় অসহ্য প্রবল বেদনা যাহা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহার দরুণ বমনোদ্বেগ বা বমন হয় এবং কখন কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ (Convulsions) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা; যোনি দ্বারের আক্ষেপ বা খেঁচনী; গর্ভাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ বা খেঁচনী যাহার দরুণ আক্রান্ত অঙ্গের পেশীগুলি একবার সঙ্কুচিত হয় এবং একবার শিথিল হয় (Clonic Spasms); সন্তান প্রসবের সময় আক্ষেপ; সন্তান প্রসবের পর পেটে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক খিল ধরার ন্যায় বা আক্ষেপিক বেদনা; যে সকল স্ত্রীলোকের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে তাহাদিগের এই প্রকার বেদনা অধিক হইয়া থাকে; উদরে এই প্রকার খিল ধরার দরুণ হাতে পা ইত্যাদিতেও খিল ধরে।

শ্বাস যন্ত্র। অনবরত স্বরভঙ্গ; এই স্বরভঙ্গ সময়ে সময়ে এত অধিক হয় যে উহার দরুণ রোগী একটী শব্দও প্রয়োগ করিতে পারে না; কাশি এবং উহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে, অথবা কখন কখন একবারে শ্বাসরোধ হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক বা শ্রান্তি উৎপাদক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের অত্যন্ত

কষ্টদায়ক সঙ্কোচন, প্রধানতঃ জলাদি পানের পর; কখন কখন বুকের আক্ষেপের দরুণ মধ্যে মধ্যে শ্বাস বোধ হয়; বুকে বাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার দরুণ কখন কখন শ্বাস রোধ হইয়া রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় (সিকুটা)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খিল ধরা (Cramps) (সাল্ফ্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা। বাহু এবং হাতের ঝাঁকনি (সিকুটা); ডাইন হাত যেন বাটিয়া ধরিয়াছে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং ইচ্ছামত উক্ত হাত সঞ্চালন করার যেন রোগীর কোনও ক্ষমতা নাই এরূপ অনুভূত হয়। হাঁটুর সন্ধির দুর্ব্বলতা এবং চলিবার সময় উহাতে কসিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্টে চলিতে পারে, অথবা চলিতে চলিতে তাহার হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; পায়ের ডিমে (থোড়ায়) আক্ষেপ এবং খিল ধরা (সাল্ফ্, বিরেট্-আল্ব্); পায়ের পাতার সন্ধিতে অত্যন্তকষ্টদায়ক ভারিবোধ; ওলাউঠা রোগে পায়ে খিল ধরা।

ব্যবহার। গায়ে কোন প্রকারের স্ফোটক বসিয়া যাওয়ার দরুণ অসুখ; মস্তিষ্কের অসুখের দরুণ আক্ষেপ (Convulsions); শিশুগণের দাঁত উঠার সময় মস্তিষ্কের অসুখ এবং আক্ষেপ (Convulsions); আক্ষেপ সম্বলিত অসুখ; খিল ধরা (বিশেষতঃ ওলাউঠা রোগে); আক্ষেপ (Convulsions); মৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); পক্ষাঘাত; উন্মত্ততা; হুপিং কফ্ বা কাশি; আক্ষেপিক ঘুংড়া কাশি; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; সাংঘাতিক ওলাউঠা বা আসিয়াটিক্ কলারা; আক্ষেপিক শূল বেদনা; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ ইত্যাদি রোগে কুপ্রাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। স্নায়বিক কম্পন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা; মস্তিষ্কের অসুখে আক্ষেপ বা খেঁচনী যাহার দরুণ আক্রান্ত পেশীগুলি পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত এবং শিথিল হয়; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় আক্ষেপ (Convulsions); রোগী শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে এবং পাছা উঠাইয়া রাখে; বোতল হইতে জলাদি ঢালিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়

জলাদি গিলিবার সময় সেরূপ শব্দ হয়; ওলাউঠাতে পেট এবং পায়ের ডিমেই অধিক খিল ধরে; সামান্য আঘাত লাগিলে বা বমনের পরই অসুখের (আক্ষেপ ইত্যাদির) বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জল খাইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি কুপ্রামের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। যে সকল পেশীর সাহায্যে হাত, পা প্রসারণ করা যায় ওলাউঠা রোগে সেই সকল পেশীতে খিল ধরিলে কুপ্রাম্ বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক্ এবং প্লাম্বামের কার্য্যের সঙ্গে কুপ্রামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বিষয়ে কুপ্রামের কার্য্যের সঙ্গে নাক্স্ বমিকা এবং সিকেল্ কর্ণুটামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। আবার কোন কোন বিষয়ে কুপ্রামের কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, চায়না, ককিউলাস, হিপার সাল্ফিউরিস্, পাল্সেটিলা, ষ্ট্রামোনিয়াম্, সাল্ফার এবং বিরেট্রাম্ আল্বামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। অরাম্, বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, ককিউলাস, হিপার সাল্ফিউরিস্, নাক্স্ বমিকা, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্ কুপ্রামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। কুপ্রাম্ মেটেলিকামের ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য্য। ওলাউঠাতে ১২ ক্রম বিশেষ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগে ৬ ডাঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু লেখক ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। শিশুগণের আক্ষেপে কুপ্রাম্ মেটেলিকামের ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া ½ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুপ্রাম্ আসিটিকামের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিকক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডিজিটালিস্ পার্পূরিয়া,—ডিজিট্

(DIGITALIS PURPUREA,—DIGIT.)

ইউরোপের পশ্চিম এবং মধ্য দেশ এবং ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের অনেকানেক স্থানে এই গাছ জন্মে। বসন্ত কালে ইহার ফুল যখন প্রায় ⅔ প্রস্ফুটিত হয়, তখন দুই বৎসর যাবত যে গাছ জন্মিয়াছে, সে গাছ হইতে কাঁচা পাতা সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। প্রথমতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ (Pneumogastric) এবং রক্ত সঞ্চালনের সাহায্যকারী (Vaso-motor) স্নায়ু দিয়া হৃৎপিণ্ড এবং ধমনির পৈশিক পদার্থের উপর ডিজিটালিসের কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন অসম (Intermittent) হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা মস্তিষ্ক, মূত্র কোষ এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের কার্য্যের অনেক বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে। নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং অসম (Intermittent) হওয়া ডিজিটালিসের একটী প্রধান প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ (একন্, আর্স্, রাস্টক্স্); সর্ব্বদা ভয়ের আশঙ্কা, দুঃখিত থাকা এবং মনের অত্যন্ত অবসন্নতা, বাদ্য শুনিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (স্যাবাইনা); কোন বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং স্মরণ শক্তির হ্রাস বা দুর্ব্বলতা (আনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, নাক্স্-মস্ক্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্-আস্); ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত চিন্তা; কথা বলিতে অনিচ্ছা।

মস্তক। মাথার গোলমেলে এবং ভারিবোধ; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চিন্তা, উদ্বেগ এবং অবসন্নতা (একন্); বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (ব্রাই, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট; গ্রীবাদেশস্থ পেশীর পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়,

বসিয়া থাকিলে বা চলিবার সময় মাথা পশ্চাৎদিকে সেরূপ হেলিয়া পড়ে (আগারিকাশ্) ; ঘুম আইসা আইসা সময়ে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে হঠাৎ কেড়্ কেড়্ শব্দ হইয়া ভয় খাওয়ার ন্যায় সেরূপ হঠাৎ চমকিয়া উঠা ; মাথা পূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ ভারি এবং এলোমেলো বোধ ; কপালে দপ্ দপিয়া বেদনা (বেল্, চায়না) ; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনী ; কপাল এবং উহার দুই পার্শ্বে সূচীবিধানের ন্যায় অনুভূত হয় ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক সমুখ পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

চক্ষু। চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং উহাতে স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (বেল্, সিকুটা, হায়োস, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্) ; বস্তুগুলি সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ দেখায় ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং চক্ষুর পাতার উপাস্থির মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির প্রদাহ (Inflammation of the Meibomian glands) (পাল্স্, রাস্টক্স্) ; প্রাতঃকালে পেচুটি বা কেতুরের দরুণ চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্ক্-কার্ব্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্স, সালফ্, সাইলিসি) ; চক্ষুর কোটরের মধ্যে দপ্ দপানি ; চক্ষে ঝাপসা দেখা ; চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকারের রঙ্গ দেখা।

কর্ণ। জল সিক্ত করার সময় ফুটিয়া উঠিলে যেরূপ হয় উভয় কানেই সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হয়।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল ফিকা বা শিটা, রুগ্ন এবং মৃতবৎ (আর্স্)।

পাকস্থলী। ক্ষুধা শূন্যতা (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্, সাইক্লেমেন্) ; অত্যন্ত পিপাসা (একন্ ব্রাই) ; ভয়ানক বমনোদ্বেগ (আণ্টি-টার্ট্, ইপি-কাক্, লোবিলিয়া) ; বমন ; পেট যেন পাড়িয়া যায়, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে মরিয়া যাইতেছে (টেবেকাম্) ; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ এবং চাপ দিলে উহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায় (বেল্, ব্রাই, লাইকোপ্) ; মুখে মিষ্ট স্বাদ এবং মুখে লাল উঠা ; অত্যন্ত বমনোদ্বেগ, বমন দ্বারাও যাহা নিবারিত হয় না ; প্রাতঃকালে বমন ; উদরস্থ আহার দ্রবাদি বমন, পাকস্থলীতে জ্বালানুভব যাহা আহারবহা গলনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পাকস্থলীতে খিল ধরা।

মল। কোষ্ঠবদ্ধ। জলবৎ তরল ভেদ, মল সাদা বা ছাইয়া রঙ্গের; দাস্তের পর শীত বোধ; কামল রোগের ভোগ সময়ে উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র। অনবরত মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র ত্যাগ (আর্ণ্, এপিস্, কলোস্); রাত্রিতে বারম্বার মূত্র ত্যাগ (আম্ব্রা, বোরাক্স্, কোনায়াম্, ফস্-আস্, সিপিয়া); মূত্র কাল্চে, ঘোলাটিয়া এবং পরিমাণে অল্প (ক্যান্থ্, চেলিডন্, সিনা); জ্বালা উৎপাদক মূত্র ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারের গ্রীবাদেশে জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা; মূত্রাধারের গ্রীবাদেশের প্রদাহ।

পুরুষের জননেন্দ্রিয়। রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে ধাতু নির্গমন (স্বপ্নদোষ)।

শ্বাস যন্ত্র। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত (চিনিনাম্, জেল্স্), অত্যন্ত কষ্টকর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস; বুকের সমুদয় যন্ত্রগুলি একত্র জড়াইয়া গেলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ কষ্টদায়ক আঁটা বোধ; আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া রক্ত বা রক্তের ছিট্ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ফস্); বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার ইচ্ছা, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় যেন বুকের মধ্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি, বিশেষতঃ দীর্ঘ নিশ্বাসের সময়; কাশি এবং গলা দিয়া সিদ্ধ করা ময়দাদির ন্যায় তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটানি; চলিবার সময় এবং হেলান দিয়া শুইয়া থাকিলে শ্বাস কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব (ফাইসষ্ট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাতের অগ্রাংশে দুর্ব্বল বোধ; হৃৎপিণ্ড স্পন্দন না করিয়া যেন স্থগিত রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত দুর্ব্বল (লাইকোপ্); হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা বারে অধিক এবং অসম (Intermittent) (কোনায়াম্, নেট্রাম্-মিউর, ক্যালী-কার্ব্ব্) এবং কখন কখন অনিয়মিত; সামান্য নড়া চড়াতেই হৃৎস্পন্দনের উদ্রেক হয়; রোগী মনে করে যেন তাহাকে কেহ একবার নাড়িলেই তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্যাবরোধ হইবে; হৃৎপিণ্ডে বারম্বার সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা। নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম (একন্), মৃদুগতি বিশিষ্ট

এবং অসম (নেট্রাম-মিউর), অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষুদ্র (আর্কি্পিয়াস্, ক্যানাবিস্-ইণ্ড্, ওপিয়াম, ফেরাম্)।

হাত, পা ইত্যাদি। এক হাত গরম এবং অপর হাত ঠাণ্ডা; বাম বাহুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশ এবং ভারি বোধ ও উহার দুর্ব্বলতা। পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; হাঁটুর সন্ধিতে শোথের ন্যায় স্ফীতি বা শোথ; দিনের বেলা পায়ের পাতার স্ফীতি এবং রাত্রিতে পায়ের পাতার স্ফীতি থাকে না; পা এবং হাঁটুতে অসাড় বা ক্লান্তি বোধ।

নিদ্রা। ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুম হইলেও রোগী উহার দরুণ আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না; নানা প্রকারের চিন্তার উদয় হইয়া বার-ম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

জ্বর। গা অত্যন্ত ঠাণ্ডা; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; ঠাণ্ডা চট্চটিয়া আঠা ঘর্ম (আর্স্, ক্যাম্ফার); নাড়ী মৃদু এবং অনিয়মিত স্পন্দন বিশিষ্ট; সামান্য নড়া চড়াতেই দ্রুতগতি বিশিষ্ট নাড়ী চঞ্চল হয়, আভ্যন্তরিক শীত বোধ এবং বাহ্যিক উষ্ণতানুভব; মধ্যে মধ্যে গায় হঠাৎ দমকা উষ্ণতানুভব।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ; বক্ষশোথ (Hydrothorax); ফুস্ফুসের সূক্ষ্ম বায়ু উপনলের বিস্তৃতি (Em[illegible]ema); হৃদাচ্ছাদক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis); হৃৎপিণ্ড বা ধমনির বিস্তৃতি বা স্ফীতি; নীল রোগ; শোথ বা শোথ সম্বন্ধীয় রোগ সমূহ; উদরী; পাকস্থলী এবং যকৃতের অসুখ বা পিত্তজনিত অসুখ; কামল রোগ; গলা দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি অসুখে ডিজিটালিস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে রোগেই হউক, হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া নাড়ীর স্পন্দন অনিয়মিত বা অসম হওয়া; অত্যন্ত মানসিক উ[illegible]; বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র বা অংশের শোথ; উষ্ণ ঘরে লক্ষণাদির বৃদ্ধি; সর্ব্বদা অবসন্ন হইয়া পড়া; অত্যন্ত বলক্ষয় ইত্যাদি ডিজিটালিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। টেষ্ট (Teste) বলেন যে, স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সর্ব্বদা দুঃখিত থাকা ডিজিটালিসের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পেশীর উপর ডিজিটালিসের কার্য্য

আর্ণিকা, আর্সিনিক্ এবং ফাইসষ্টিগ্মার ন্যায়। নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ুর [illegible] কার্য্যের সঙ্গে টার্টার এমিটিক্, লোবিলিয়া এবং টেবেকামের [illegible] অনেক সাদৃশ্য আছে। মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা কল্‌চিকাম্ এবং সিলার ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্যের সঙ্গে অন্য কোন ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ডে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্ এবং ক্যাল্‌মিয়ার কার্য্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, নাক্স্ বমিকা এবং ওপিয়াম্ ডিজিটালিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডিজিটালিস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে সর্ব্ব প্রকারের বেজিটেবেল্ আসিড্ (Vegetable acids), বিনিগার (Vinegar), ক্যাম্ফার ইত্যাদি সেব্য।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের মূল আরোক এবং ১ম দশমিক ক্রম সচরাচর ব্যবহার্য্য। অনেক চিকিৎসক ৩ এবং ৬ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ৩ এবং ৬ ক্রম ব্যবহার করিয়া কি প্রকার ফল পাইয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই জানেন না। লেখক স্বয়ং অনেক রোগীর চিকিৎসায় মূল আরোকে ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আবার আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসক মহাশয়গণ ইহার ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্তও এক এক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাতেও রোগীর কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায় লেখক বিশ্বাস করেন যে ইহার মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিলে ১ম ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে পারে।

ফেরাম্,-(লৌহ),-ফেরাম্

(FERRUM,—FERR.)

ফেরাম্ মেটেলিকাম্ (Ferrum Metallicum)

ফেরাম্ আসিটিকাম্ (Ferrum Aceticum)

ফেরাম্ (লৌহ) অনেক প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা ফেরাম্ আসিটিকাম্ (Ferrum Aceticum); ফেরাম্ কার্বোনিকাম্ (Ferrum Carbonicum); ফেরাম্ আয়োডিয়াম্ (Ferrum Iodium); ফেরাম্ ম্যাগ্নেটিকাম্ (Ferrum Magneticum): ফেরাম্ মেটেলিকাম্ (Ferrum Metallicum); ফেরাম্ মিউরিয়াটিকাম্ (Ferrum Muriaticum) এবং ফেরাম্ রিডাক্টাম্ (Ferrum Redactum)। ফেরাম্ আসিটিকামের ১ম দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে চুয়ান জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রম ডাইলুট্ আল্কোহলে প্রস্তুত হয় এবং তৎপর অন্যান্য ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পারকৃত লৌহের পাত ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বা ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপর যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ এবং ৫ম শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার লৌহকে ফেরাম্ মেটেলিকাম্ বলে। ফেরাম্ আসিটিকাম্ই সুস্থ শরীরে অধিক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অতএব এই প্রকার ফেরামই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে প্রায় সকল প্রকার লৌহের কার্য্যই প্রায় এক শ্রেণীভুক্ত।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ফেরামের কার্য্য এত প্রবল যে উহার দরুণ শরীরের সমুদয় অংশই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ শরীরের পরিপোষণ কার্য্যেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। ইহা দ্বারা রক্তের জলীয় অংশ বৃদ্ধি হয়, আল্বুমেন্ কমিয়া যায় এবং লাল কণার (Red corpuscles) সংখ্যাও কমে যাহার দরুণ শরীরের রক্তাল্পতা (Anœmia) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্যই রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় ফেরাম্ এত উপকারী।

ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, রজঃস্রাবের দোষ, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, বা বায়ু, আলোক এবং যথাযোগ্য আহারের অভাব অথবা দুর্ব্বলকারক অসুখ ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক না কেন, রক্তাল্পতার পক্ষে লৌহ এক সর্ব্ব প্রধান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডাক্তার হিউজ্‌ আরো বলেন যে চূণের (Lime) ন্যায় লৌহও শরীরের পরিপোষণার্থ একটি আবশ্যকীয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। এই আবশ্যকীয় পদার্থ (লৌহ) আহার দ্রব্যের সঙ্গে অনবরত শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আবার রক্তের লালকণার (Red-corpuscles) মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া লৌহ ইহার কার্য্য করিয়া থাকে। আবার রক্তের লাল কণার ন্যূনতাই রক্তাল্পতা (Anaemia) বলিয়া অনুমিত। অতএব অস্থির পরিপোষণের জন্য অস্থির সঙ্গে চূণের যে প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, রক্তের পরিপোষণের জন্যও রক্তের সঙ্গে যে লৌহের সে প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার রিবিল্‌ (Reveil) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে "রক্তাল্পতাতে রক্তের মধ্যে লৌহের পরিমাণের কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। রক্তের লাল কণার সংখ্যা যতই কম হউক না কেন, রক্তের মধ্যে সুস্থ শরীরে যে পরিমাণ লৌহ আবশ্যক তাহা উহাতে বর্ত্তমান থাকে এবং লৌহ খাইলে রক্তের লাল কণার সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন শরীরে লৌহের পরিমাণ স্বাভাবিকই থাকে।" আবার ইহাও সত্য বটে যে, রক্তে লৌহের অল্পতা পরিপূরণ করার জন্য যত পরিমাণ লৌহ সেবন করান যায় উহার সমুদয় শরীরে সম্পূর্ণরূপে না শোষিয়া অনাবশ্যকীয় লৌহ মলের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। যাহারা লৌহ খাইয়া থাকে তাহাদিগের মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এই কথার সত্যাসত্য প্রমাণিকৃত হইবে। উল্লিখিত মতগুলি পাঠ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে না যে লৌহ রক্তের এক আবশ্যকীয় পদার্থ স্বরূপ শরীরে শোষিয়া রোগ আরাম করে। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় লৌহ সেবন করিলে যেরূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাই জানা যায় যে, অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ফেরামের কার্য্যও ঔষধের চালিত-শক্তি (Dynamic Agency) দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে দপ্দপানি (পাল্স্); মতের সামান্য প্রতিবাদ করিলেই রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় (অরাম্, ইগ্নেস্); সকল বিষয়েই রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) উত্তেজিত বা অবসন্ন হয় (নাক্স্ বম্); মন অস্থির এবং গোলমেলে হইয়া পড়ে, যাহার দরুণ রোগী স্থিরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ; উপর হইতে নীচে নামিবার সময় মাথা ঘোরা; (ইহার বিপরীত অবস্থায় ক্যাক্-কার্ব্ব্); জলের প্রবল স্রোতের দিকে তাকাইলে মাথাঘোরা (সাল্ফ্); চলিবার সময় মাথা ঘোরা; মাথায় রক্তাধিক্য; মাথার শিরা স্ফীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে বারম্বার দম্কা উষ্ণানুভব (একন্, বেল্); রক্তস্রাবের পর শিরঃপীড়া; কপালে অত্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; মাথায় হাতুড়ী মারার ন্যায় বা দপ্দপিয়া বেদনা; কপালের উন্নতাংশে (Frontal eminences) চাপবোধ, হাতদিয়া চাপিয়া ধরিলে বা বহির্বায়ুতে যাহার উপশম হয়; মাথায়, কর্ণের পশ্চাৎভাগে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা কপাল পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয়; মাথার বাম পার্শ্বে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা; বামচক্ষুর উপরিভাগে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, হঠাৎ যাহার উদ্রেক হয়; ঘাড় হইতে উর্দ্ধদিকে মাথা পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও উহাতে সোঁ সোঁ, গুন্ গুন্ শব্দ হওয়া; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-আস্, সিপিয়া, সাল্ফ্); স্পর্শনে মাথার হাড় এবং চুলে বেদনা (চায়না, মার্ক্, মেজিরিয়াম্)।

চক্ষু। চক্ষে আঁধার বা ঝাপ্সা দেখা; চক্ষু জলপূর্ণ (ইউফ্রেস্); চক্ষু লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (আর্স্); চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; লিখিবার সময় বা পড়িবার সময় যেন সমুদয় অক্ষর একত্র মিশিয়া বা জড়াইয়া যায়।

কর্ণ। ডাইন কানে টন্ টন্ শব্দ হয়; কোন প্রকারের শব্দই কানে সহ্য হয় না।

নাসিকা। নাকদিয়া রক্তমিশ্রিত, পূঁয সংযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত, চট্‌চটিয়া আঠা উগ্র ক্লেদ নির্গমন; নাকদিয়া রক্তপড়া; প্রাতঃকালে মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া; রক্তাল্পতা ধাতু বিশিষ্ট (Anœmic) রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। মুখ মণ্ডল মৃতবৎ, মাটির রঙ্‌বিশিষ্ট (আর্স্); মুখ মণ্ডল ফিকা বা শিটা, সাদাটিয়া, ছাইয়া বা সবুজরঙ্ বিশিষ্ট, চক্ষু অচল এবং জ্যোতিহীন ও গোলাকার নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; মুখমণ্ডল আগুনের ন্যায় লালবর্ণ (সাবাডিলা) এবং শিরা গুলি মোটা; মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ ও টল্‌টলে এবং গাল আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালাযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। কঠিন আহারীয় দ্রব্য শুষ্ক বোধ হয় এবং উহাতে কোন স্বাদই অনুভূত হয় না; ওষ্ঠ শিটা; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপিয়া ধরার ন্যায় বা সঙ্কোচক বেদনা বা যাতনা; রক্তোৎকাশ।

পাকস্থলী এবং উদর। অতিরিক্ত বা দুষ্ট ক্ষুধা (ব্রাই, আয়োড্); ক্ষুধাশূন্যতা; সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি (আণ্টি-ক্রুড্, ইপিকাক্, নাক্স্ বম্, পাল্‌স্); আহারের পর উদ্গার উঠা বা উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি উঠিয়া পড়া (আর্স্, পাল্‌স্); আহারের পর বমনোদ্বেগ এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (আর্স্, পাল্‌স্); রাত্রি দুই প্রহরের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন অথবা প্রাতঃকালে আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন: উদরোর্দ্ধ প্রদেশ ফাঁপিয়া থাকে; আহারের পর পাকস্থলীতে চাপা-বোধ (ব্রাই, লাইকোপ্, নাক্স্ বম্); পাকস্থলীতে উষ্ণ এবং জ্বালানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহাপ্রদেশে খিলধবার ন্যায় ক্ষণিক বেদনা বা যাতনা। যকৃত প্রদেশ আঁটা এবং পূর্ণবোধ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং চাপিলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি; সবিরাম জ্বরের পর, বিশেষতঃ জ্বর পুরাতন আকার ধারণ করিলে, প্লীহার বিবৃদ্ধি, উদর স্ফীত এবং কঠিন হয় বটে, কিন্তু উহা উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু নহে; রাত্রিতে উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূল বেদনা বা পেটকামড়ানী; স্পর্শ করিলেই অন্ত্রের মধ্যে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা (মার্ক্), অথবা কোন প্রকারের রেচক ঔষধ সেবনের পর অন্ত্রে উক্ত প্রকারের বেদনা।

মল। বারম্বার উদরাময়; মল জলবৎতরল (আর্স, পডোফ, চায়না) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন কোঁথপাড়া, বা কোঁথ পাড়া থাকে না এবং দাস্তের সময় কখন পেটে বেদনা থাকে, কখন বা পেটে বেদনা থাকে না, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে প্রায়ই দূষিত বায়ু সঞ্চিত হয় এবং আহার বা পানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, কলোস্); হঠাৎ জলবৎতরল, বেদনাহীন এবং গন্ধহীন উদরাময় (চায়না, পডোফ); উদরাময় এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন, অসাড়ে, আহারের সময়, মল ভেদ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, ব্রাই, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাক্স, বম্, ওপিয়াম্, সাল্ফ); গুহ্যের মধ্যে সূত্রবৎ কৃমি (মার্ক, স্পাইজেল্, সিপিয়া);।

মূত্র যন্ত্র। বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালীতে সুড়্সুড়ী যাহা মূত্রাধারের গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; যকৃত, বুক এবং মূত্রকোষে বেদনা; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ দিনের বেলা।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নির্গমন বা স্বপ্নদোষ; ধ্বজভঙ্গ; স্ত্রীসহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর, বা বারম্বার অনেক দিন ব্যাপিয়া, প্রচুর রজঃস্রাব (চেলিডন্); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, রক্ত কতক তরল এবং কতক থানা থানা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং মুখমণ্ডলে অত্যন্ত উষ্ণানুভব (বেল); পুরুষ সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস এবং বন্ধ্যাতা; যোনিদ্বার অত্যন্ত শুষ্ক যাহার দরুণ পুরুষ সহবাস অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে মাথার হুলফুটানের ন্যায় বেদনা, কানের মধ্যে টন্ টন্ শব্দ, জরায়ু হইতে লম্বা টুক্‌রা টুক্‌রা দড়ার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন; রজঃস্রাবের পর হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; রজঃরোধের দরুণ হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; দধের ন্যায় কষ্টহীন শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ অথবা শ্বেতপ্রদর নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বারে চুলকানি, জ্বালা এবং টাটানি।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ, একবারে স্বরশূন্য বলিতে পারা যায় (কষ্ট);

গলার মধ্যে খস্‌খসে বোধ; শ্বাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়া কোন বস্তু চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ কষ্টানুভব (নাক্স্‌ বম্‌, ফস্‌); বুকের মধ্য দিয়া আড়া আড়ি বেদনা থাকার দরুণ শ্বাস কষ্ট; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা হইতে উঠিলেই কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া রক্ত পড়ে; গলা দিয়া তরল, ফেণাযুক্ত, রক্তের ছিটযুক্ত, অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন; অথবা গলা দিয়া পূঁয সংযুক্ত, পচা গন্ধযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত, ফেণাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়; নড়িলে চড়িলে কাশির বৃদ্ধি; আহারের পর বায়ুনলের মধ্যে সুড়্‌ সুড়ীর দরুণ আক্ষেপিক কাশি; নড়া চড়া এবং চলিবার সময়ই কেবল বুকে সঙ্কোচক রকমের খিল ধরা এবং কাশি; কাশির আক্রমণ শেষ হওয়ার সময় শ্বাস রোধ হয়; শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বক্ষাস্থিতে চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি এবং কাশি; যাহাদিগের হস্তমৈথুনের অভ্যাস আছে তাহাদিগের প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে রক্তোৎকাশ; যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর রক্তোৎকাশ; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু রক্তোৎকাশ; উদরাময়, রক্তস্রাব ইত্যাদির পর রক্তোৎকাশ; রজঃরোধের দরুণ রক্তোৎকাশ; বুকের স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্তনকারী বেদনা; গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (মিলিফোলিয়াম্); যে সকল লোকের সামান্য কারণেই মুখমণ্ডল আরক্ত হয় এবং নাক দিয়া রক্ত পড়ে, শ্বাস কষ্ট এবং হৃৎস্পন্দন হয়, তাহাদিগের শ্বাস যন্ত্রের অসুখ (একন্‌); প্রাতঃকালে কাশি, আহার করিলে যাহার উপশম হয়; কাশিবার সময় বুকে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; আহারের পর কাশি এবং কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; রক্তোৎকাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা, আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয়; বুকে পূর্ণ এবং আঁটা বোধ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের আধিক্য বা চাঞ্চল্য; ক্রমাগত হৃৎপিণ্ডের অসুখ; স্ত্রীলোকের মৃত্তিকাপাণ্ডুরোগ (Chlorosis); সমুদয় রক্তবহা নালীতে দপ্‌দপানি; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশে কোমল (Bellows) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল; নাড়ী

মৃদু গতি বিশিষ্ট (ডিজিট্, ওপিয়াম্); হৃৎস্পন্দন, আস্তে আস্তে চলিলে যাহার উপশম হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের স্ফীতি; হাঁটুর সন্ধি পর্যান্ত পায়ের স্ফীতি (আর্স, লেডাম্); রাত্রিতে বাহু এবং পায়ে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; বাম স্কন্ধের সন্ধিতে পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং তদ্দরুণ বাহু সঞ্চালনে অশক্তি; স্কন্ধের সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। উরু বা কুচ্‌কির সন্ধিতে খোঁচা বিধা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে উহাতে সেরূপ বেদনা অনুভূত হয় এবং এই বেদনা পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থি পর্যান্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়নে বৃদ্ধি হয়, যাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (রাস্‌টক্স্); পায়ে কসিয়া ধরা; পা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে ভারি বোধ; রাত্রিতে কুচ্‌কি হইতে উরুদেশ পর্যান্ত ছিড়িয়া ফেলা বা হুল্ ফুটানের ন্যায় বেদনা, আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয়; পায়ের ডিমে (গোড়ায়) অত্যন্ত কষ্টদায়ক খিল ধরা, বিশ্রাম কালীন, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার বৃদ্ধি হয় (সাল্‌ফ্); পায়ের পাতার তলা এবং আঙ্গুলে খিল ধরা (সাল্‌ফ্); পায়ের পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি।

জ্বর। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় শীত বোধ; রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever); বারম্বার অল্পকাল স্থায়ী শীতবোধ এবং শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব; সবিরাম জ্বর (কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত আট্‌কান পুরাতন জ্বর) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, শিরার স্ফীতি, উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং প্লীহার স্ফীতি, হাত পায়ের পাতায় শোথ, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট উদরাময়, মুখমণ্ডল শিটা, সাদাটিয়া বা হরিদ্রা বর্ণ, হাত, পা ইত্যাদি শীর্ণ, কিন্তু পেট্‌টী মোটা (ক্যাল্‌-কার্ব্), অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে চট্‌চটিয়া দুর্গন্ধকারক ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম লাগিয়া বিছানার কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে; ঘুমাইলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়; ঘর্ম্মাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি।

চর্ম্ম। চর্ম্ম শিটা বা ফিকা, হরিদ্রাবর্ণ, বা মলিন (মার্ক্), চুপ্সে যাওয়ার ন্যায় শুষ্ক এবং কোমল (আয়োড্)।

নিদ্রা। রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল হয় না; অত্যন্ত ক্লান্তি বোধের সহিত নিদ্রাবল্য এবং রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা; স্বপ্নের দরুণ ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে; প্রাতঃকালে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ।

ব্যবহার। কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত সবিরাম (পুরাতন আকারের) জ্বর বা অত্যন্ত অসুখ; শোথ; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; রক্তস্রাব; অজীর্ণ; রক্তাল্পতা; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); শিরার স্ফীতি বা বিস্তৃতি; যক্ষ্মা কাশ; হাঁপানি কাশি; রক্তোৎকাশ; মূত্রাধার প্রদাহ; মূত্র কোষের ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease); পক্ষাঘাত; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা সংযুক্ত তরল ভেদ (Diarrhœa Lienterica); যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর উদরাময়; অন্ত্রের মধ্যে কৃমি থাকার দরুণ পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানি; পুরাতন আকারের পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা, শরীরের রক্তাল্পতা, শরীর শীর্ণ হওয়া, পেটটী ফুলা বা মোটা এবং হাত পায়ের পাতায় শোথের ন্যায় স্ফীতি, চর্ম্ম শিটা, হরিদ্রা বা মলিন; রক্তাদি স্রাব হেতু রক্তাল্পতা; শ্বেত প্রদর ইত্যাদি অসুখে ফেরাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। রোগী দুর্ব্বল, অথচ তাহার মুখমণ্ডল আগুনের ন্যায় লালবর্ণ; সামান্য পরিশ্রম, সামান্য বেদনা বা যন্ত্রণা কিম্বা মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতেই মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়; ঢোপ্সা শরীর; নানা প্রকারে রক্তস্রাব হওয়ার ধাতু; রোগী দুর্ব্বল হইলেও আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে অসুখাদির বৃদ্ধি; অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ ও শিটা হওয়া; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় এবং সহজেই অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদনা বা যাতনাদির আক্রমণ; রক্তস্রাব হইলে রক্ত সহজেই জমিয়া যায়; শীতে অসুখের বৃদ্ধি, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, আহার এবং পানের পর, বিশ্রামকালীন, বিশেষতঃ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, গোলমালে, কথা বলিলে, উত্তাপে, নড়া চড়াতে অসুখের বৃদ্ধি; সামান্যরূপে অঙ্গচালনা এবং নির্জ্জনে থাকিলে অসুখের উপশম; রোগী দুর্ব্বল হইলেও তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা লালবর্ণ

থাকে; রক্তাধিক্য ধাতু ইত্যাদি ফেরামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। রক্তের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা ম্যাঙ্গানিসের ন্যায়; মস্তকের উপর ইহার কার্য্য বেলাডোনা, নাক্স্‌বমিকা এবং কোইনাইনের কার্য্যের ন্যায়; ফুস্ফুসের উপর ইহার কার্য্য মিলিফোলিয়াম্ এবং আর্ণিকার ন্যায়; মূত্রাধারের উপর ইহার কার্য্য ক্যান্থারাইডিস্, কোপেইবা এবং ইউপেটোরিয়াম্ পার্পুরিয়ামের ন্যায়; গুহ্য এবং জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য সাবাইনার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, চায়না, জেল্‌সিমিয়াম্, হেলোনিয়াস্, ইপিকাকিউএনা, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌সেটিলা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, চায়না, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, পাল্‌সেটিলা, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি ফেরামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের ডাইলুশন ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক তাঁহার রোগীর চিকিৎসায় যাহা করিয়া থাকেন তাহাই এই স্থলে লিখিত হইতেছে। পুরাতন আকারের সবিরাম জ্বরে যাহাতে প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা থাকে, শরীর শুকাইয়া চুপ্সিয়া যাওয়ার ন্যায় হয়, অথচ পেট্‌টি মোটা থাকে এবং চক্ষের রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায় না, হাত পায়ের পাতা শোথের ন্যায় স্ফীত হয়, চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ বা মলিন হয়, তাহাতে লেখক ফেরাম্ মেটেলিকামের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইণ মাত্রায় প্রতিদিন ২ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। রক্তাল্পতা, মৃত্তিকা পাণ্ডু, শ্বেত প্রদর, রজঃস্রাব জনিত অসুখে লেখক ফেরাম্ আসিটিকামের মূল আরোক্ ১।২।৩ ফোটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শারীরিক পুষ্টির সহায়তা করার জন্য অথবা রক্তাল্পতায় লেখক ফেরাম্ আসিটিকামের ১০।১৫। ২০ এবং কখন কখন ৩০ ফোটা মাত্রায় বা ফেরাম্ রিডাক্টামের (Ferrum Redactum) ১ম বা ২য় ক্রমের গুড়া ১ বা ২ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। যক্ষা কাশ এবং মূত্র যন্ত্রের অসুখে ফেরাম্

মিউরিয়াটিকাম্ (পার্ ক্লোরাইড্ অব্ আয়রণ্) ১০। ১২ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রক্তঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য হেতু অসুখের সঙ্গে সঙ্গে রক্তাল্পতা এবং হাত পায়ের পাতাদিতে শোথ থাকিলে আয়ো-ডাইড্ অব্ আয়রণ্ ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইণ মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। পেটের অসুখে, যাহার দরুণ রোগীর উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট তরল ভেদ হয়, ফেরাম্ আসিটি-কাম্ ১ম বা ৩য় দশমিক, ডাইলুশন ১ বা ২ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৬, ১২, ৩০ ইত্যাদি ডাইলু-শনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাদ্বারা কিরূপ ফল পাইয়া থাকেন সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না। লৌহ অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলে রোগ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা অতি কম, লেখক তাঁহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া এরূপ বিশ্বাস করেন।

গ্রাফাইটিস্,-(কাল সীসা),—গ্রাফ্

(GRAPHITES,—BLACK-LEAD,—PLUMBAGO,—GRAPH)

ছবি আঁকিবার জন্য বিলাতি পেন্সিল্ প্রস্তুতের জন্য যে প্রকার সীসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে প্রকারের সীসা যথানিয়মে সুগার অব্ মিল্কে মিশাইয়া ১ম হইতে ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্যান্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ এবং তত্তোধিক শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চর্ম্ম, লিম্ফেটিক্স্ (Lymphatics), পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর গ্রাফাইটিসের কার্য্য অতি প্রবল। চর্ম্মে ফল্‌তানি এবং খোসা বিশিষ্ট কুস্কুড়ী উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত। স্ত্রীলো-কের ডিম্বকোষ (Ovaries) এবং পুরুষের অণ্ডকোষের উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা দুঃখ এবং নিরাশার ভাব (ইগ্নেস্, কস্, নেট্রাম্-মিউর); মৃত্যু ব্যতীত রোগী আর কোন বিষয়েই চিন্তা করে না (একন্, আর্স); শোক প্রকাশ করার স্বভাব; দুঃখ প্রকাশ করা এবং কাঁদিবার স্বভাব (ইগ্নেস্, পাল্স্): সর্ব্বদা ভয়ের আশঙ্কা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিবার ইচ্ছা (নেট্রাম-মিউর); সমুদয় বিষয়েই সন্দেহ, যাহার দরুণ কোন কার্য্য করিবে কি না সে বিষয়ে রোগী কিছুই স্থির করিতে পারে না; অন্য মনস্কতা: সমুদয় বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া (আনাকার্ড, ল্যাক্, নাক্স-মস্); সর্ব্বদা চমকিয়া উঠার স্বভাব; কোনও কার্য্য করিতে অনিচ্ছা; সহজেই বিরক্ত হওয়া এবং চটিয়া উঠা।

মস্তক। নেশা করিলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই মাথায় সেরূপ অনুভূত হয় (চায়না, নাক্স্ বম্); মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে এবং উহার পর সোজা হইলে মাথাঘোরা (বেল); প্রাতঃকালে জাগিলেই মাথাঘোরা এবং মাথায় গোলমেলে বোধ; প্রাতঃকালে জাগিলেই শিরঃপীড়া; মাথায় বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা অবশ এবং ভারি হইয়া রহিয়াছে; মাথায়, বিশেষতঃ উহার পশ্চাৎভাগে, আঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ঋতুস্রাবের সময় শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার উষ্ণ এবং মনোদ্বেগ; মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; মাথাচুলকানি; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাসিড, পিট্রোল্, কস্, সাল্ফ); মাথায় বিকচ (Eczema) যাহাতে পুরু এবং বিস্তৃত রকমের খোসা বা চুমটী পড়ে, যাহার দরুণ চুল জটার ন্যায় একত্রিত হয় (বাহোলা) এবং স্পর্শ করিলে যাহাতে বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয় (মার্ক, মেজেরিয়াম্, নাইট্রিক-অ্যাসিড, লাইকোপ, সোরিনাম); মাথায় বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা যাহা এক পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা গ্রীবা এবং দাঁত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথার ঠিক উপরিভাগে জ্বালা-সুড়সুড়; মাথায় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয সম্বলিত ফুস্কুড়ী।

চক্ষু। চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; চক্ষু লাল বর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (এপিস্, বেল, ইউফ্রেস্, মার্ক, সাল্ফ); চক্ষুর মধ্যে গরম, জ্বালা

এবং কামড়ানীর ন্যায় যাতনা (আর্স, মার্ক-কর); চক্ষে আলোক এক বারেই সহ্য হয় না (একন্, বেল্. মার্ক); সূর্য্যের আলোকে চক্ষের মধ্যে ছুরী বিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; চক্ষু দিয়া জল পড়া (আর্স, ইউফ্রেস্, মার্ক-কর); চক্ষুর পক্ষে (Eye-Lashes) শুকনা কেতুর পড়া; চক্ষুর পাতার ধার প্রদাহযুক্ত (মার্ক-কর, সাল্ফ); চক্ষুর বহির্দ্দিকের কোণ প্রদাহযুক্ত; চক্ষুর পাতা উলটিয়া পড়া; চক্ষে টাটানি (রুটা); মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে সম্মুখের বস্তুগুলি কাল দেখায়; চক্ষুর কর্ণিকাতে (Cornea) ক্ষত বা ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; চক্ষু দিয়া উগ্র জ্বালা উৎপাদক তরল ক্লেদ বা পূঁযের ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ; চক্ষুর পাতায় ভারি, শুষ্ক, চাপা এবং উষ্ণানুভব (একন্); প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (আলাম্, লাইকোপ্, নেট্রাম্ মিউর, পাল্স্, সাল্ফ্, জিঙ্ক্); চক্ষুর নিম্নের পাতায় আঞ্জনী বা চক্ষুব্রণ (Stye) এবং উহাতে কামড়ানি ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (লাইকোপ্, পাল্স্); চক্ষুপদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষুর পাতা লাল বর্ণ এবং স্ফীত।

কর্ণ। ঘাড় সঞ্চালন করার সময় কানে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (ব্যারাইটা); কানের মধ্যে গুন্ গুন্, সোঁ সোঁ এবং কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া (চায়না); বধিরতা বা কানে কম শুনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে শুষ্ক বোধ; কানের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় (কোনায়াম্, কালী-কার্ব্ব, পাল্স্); কানের মধ্যে আর্দ্র বোধ; কান হইতে রক্ত মিশ্রিত, জলবৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত, চট্চটিয়া আঠা পূঁয নির্গমন (অরাম্, বোরিক্স, হিপ্-সাল্ফ্); কানের পশ্চাৎ ভাগে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত এবং উহা দিয়া কস্ৰাণি পড়া (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হিপ্-সাল্ফ্, পিট্রোল্), এই ক্ষত গ্রীবা এবং গাল পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; কর্ণের নিম্নভাগস্থিত গ্রন্থির স্ফীত; একটী বড় গোলকের ন্যায় বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কানের পশ্চাৎভাগে সেরূপ অনুভূত হয়; দুই কর্ণের পটহই যেন একটী সাদা পদার্থ দ্বারা আবৃত, কিন্তু উহাতে ছিদ্র হয় নাই; কানের মধ্যের বহির্ভাগ লালবর্ণ এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় দেখায়; কানের মধ্যে হিস্‌হিস্ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে বন্দুকের শব্দের ন্যায় প্রতিধ্বনি হওয়া।

নাসিকা। নাকে সকল প্রকারের গন্ধই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, আগারিকাশ্, অরাম্, বেল্, কল্‌চ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্); রোগী ফুলের ভাল গন্ধও সহ্য করিতে পারে না; নাকের মধ্য ক্ষত এবং বেদনাযুক্ত (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); নাকের মধ্যে এবং উহার উপরে শুষ্ক খোসা বিশিষ্ট ক্ষত এবং নাসারন্ধ্রের মধ্যে ফাটাযুক্ত ঘা (আলাম্, আণ্টি-ক্রুড্, অরাম্, ক্যালী-বাইক্রম্, নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্); নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (হিপ্-সাল্‌ফ্); নাকের মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁযের সঞ্চার (থুজা); নাকের মধ্যে শুষ্কানুভব (বেল্, ক্যালী-বাই); নাসিকার স্ফীতি।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল মলিন বা শিটা (আর্স্, কার্ব্বো বেজ্); মাকড়ের জাল লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা সেরূপ অনুভূত হয় (আলাম্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, বোরাক্স্, ক্যালেড্); অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয়, ওষ্ঠ এবং নাক সেরূপ ফাটে এবং টাটায় বা চড়্ চড়্ করে (আণ্টি-ক্রুড্, এরাম্); মুখ মণ্ডলে চুন্নানিযুক্ত এবং চুলকাইলে যাহা হইতে কলতানি নির্গত হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্); মুখ মণ্ডলের বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ এবং স্ফীতি (রাস টক্স্); মুখ মণ্ডলে কলতানিযুক্ত বিকচ (Eczema), বিশেষতঃ টুটী এবং ওষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে (কাল্কে-কম্, লাইকোপ্); হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি, যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। দন্তশূল, কোন প্রকারের ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলেই যাহার অধিক উদ্রেক হয় (আণ্টি-ক্রুড্, ষ্টাফিস্, সাল্‌ফ্); মাড়ি স্ফীত (বেল্, মার্ক্, এরাম্); ওষ্ঠের কোণে ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড্, লাইকোপ্, ম্যাঙ্গোনম্); প্রাতঃকালে মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লাল উঠা; জিহ্বার নীচে এবং অগ্রভাগে জ্বালা উৎপাদক ফোস্কা পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক-আস্); মুখে তিক্ত স্বাদ (আর্স্, ব্রাই, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে টক্ উদ্গার উঠা (চায়না, নাক্স্ বম, সাল্‌ফ্)। ঢেলার ন্যায় কোন একটি বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (বেল্, ল্যাক্); ঢোক গিলিবার সময় আহার বহা গলনালীর মধ্যে সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ উকি উঠে।

পাকস্থলী এবং উদর। সকল প্রকারের মাছ মাংসেই অরুচি (আলাম্, আর্ণিকা, কার্ব্বো-বেজ্, পাল্স্); লোণ্তা দ্রব্যে অরুচি; মিষ্ট দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি এবং উহাতে বমনের উদ্রেক হয়; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট বারম্বার উদ্গার উঠা (এণ্টিম্ ক্রুড্, কার্ব্বো-আনিমেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ফস্, পাল্স্, চায়না); বুক জ্বালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রগন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা; আহারের পর হিক্কা; উদ্গার উঠার উপক্রম হয়, কিন্তু উদ্গার উঠে না; বমনোদ্বেগ, প্রাতঃকালেই যাহার অধিক উদ্রেক হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং শরীর কম্পন, রজঃ স্রাবের সময় বমনোদ্বেগ; উদরস্থ সমুদয় আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্); টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে চাপাবোধ; গা বমী বমী করা বা পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া উঠা; পেট কামড়ানী বা পাকস্থলীতে সঙ্কোচক বেদনা; পাকস্থলীতে দূষিত বায়ুর সঞ্চার; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাকস্থলীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আহারের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; পাকস্থলীর পুরাতন প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, বিশেষতঃ মদ্য পানে অত্যাচারের পর; পাকস্থলীর পুরাতন শ্লৈষ্মিক রোগ এবং তদ্দরুণ বারম্বার উদ্গার উঠা; পাকস্থলীতে জ্বালানুভব, যাহার দরুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে (Hypochondrium) জ্বালানুভব; উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং কঠিন (আর্স্, ব্যারাইটা, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, মার্ক); দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ পূর্ণ বোধ (কার্ব্বো-বেজ্); গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিতবায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, কল্চ্); রোগী কোমরে আঁটিয়া কাপড় পরিতে পারে না (কার্ব্বো-বেজ্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ল্যাক্); কুচকির গ্রন্থির স্ফীতি (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, মার্ক্); কুচকিতে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী; উদরে গোঁ গোঁ শব্দ হওয়া।

মল এবং মলদ্বার। মল সরুনেড়, গোলাকার, সূত্রবৎ কৃমির ন্যায়, কাল্চে, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট, অত্যন্ত অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত; মলের সঙ্গে অধিক পরিমাণে সাদা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ থাকে; মল মোটা, বড় নেড় এবং সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা দ্বারা জড়িত; মল কঠিন এবং বারম্বার

বাহ্যের বেগ ও মল যেন গুহ্য দ্বারে দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে; মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে (আণ্টি-ক্রুড্); গুহ্যদ্বারে চুলকানি (আলাম্, আর্স্, সিনা, ক্যাম্, সাল্‌ফ্); মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বার ধোয়াইলে বা মুছিলে গুহ্যদ্বারে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা, জ্বালা বা টাটানি; অর্শের বলী সম্বলিত গুহ্য বাহির হইয়া পড়া (পক্ষাঘাতের ন্যায়); গুহ্যে অর্শের বলী এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দরুণ অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হয়; গুহ্যদ্বারে ফাটা, যাহার দরুণ মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনার উদ্রেক হয় এবং তৎপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন এবং কন্‌কনানি; কোষ্ঠবদ্ধ; মল লম্বা কঠিন, গুঁটলে এবং সূত্রবৎ শ্লেষ্মাতে মিশ্রিত; মল তরল এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট।

মূত্র যন্ত্র। বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে অতি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় (একন্, এপিস্, ক্যান্থ্, কালোস্, ডিজিট্); বারম্বার মূত্রত্যাগ (এপিস্, আর্জেণ্ট-মেট্, সিপা, ফস্-অ্যাস্); রাত্রিতে অনিচ্ছা পূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন বা ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করা (আর্ণিকা, ক্যাস্থ্, কুপ্রাম্, পালস্); মূত্রনালী সঙ্কুচিত হইলে যেরূপ হয়, মূত্র সেরূপ অত্যন্ত সরুধারে নির্গত হয়; মূত্র ঘোলাটিয়া (চেলিডন্, সিনা, ডিজিট্) এবং উহার নীচে সাদা (ক্যাল্ক-কার্ব্, ক্যাস্থ্, কলোস্), অথবা লাল্‌চে তলানী পড়ে (বেল্, কার্ব্বো-বেজ্, ক্রিয়াজ্, সিপিয়া)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্ম্ম (Prepuce) এবং অণ্ডকোষের শোথের ন্যায় স্ফীতি; স্ত্রীসহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (আগারিকাশ্, ব্যারাইটা-কার্ব্); পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত প্রবল বেগে খাড়া হয়; স্ত্রীসহবাসে ধাতু নির্গত হয় না; অণ্ডকোষাধারে চুলকানি এবং কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট কুস্কুড়ী (হিপ্-সাল্‌ফ্, রাস্টক্স্)। শ্বেত প্রদর এবং তদ্দরুণ যোনিদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল, সাদা শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে দুর্ব্বলবোধ; প্রথম রজঃস্রাব গোণে হয় (পাল্‌স্); দিবা রাত্র শ্বেত প্রদর, থাকিয়া থাকিয়া, প্রবলবেগে যাহা নির্গত হয়; নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অতি অল্প পরিমাণ ফিকা রজঃস্রাব (পাল্‌স্); যোনিদ্বারে ছাল উঠিয়া

খাওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি; বাম ডিম্বকোষের অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি; রজঃস্রাবের সময় উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরস্থিত যন্ত্রাদি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইবে; যোনির দিকে ভয়ানক কষ্টদায়ক চাপবোধ; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ে ভারিবোধ; রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যোনিতে অত্যন্ত চুল্‌কানি (ক্যালেণ্ড্‌, অঙ্গোষ্ট্‌); স্তনের বোঁটায় অত্যন্ত টাটানি (ফাইটোল্‌); গর্ভাবস্থায় বা রজঃস্রাবের সময় প্রাতঃকালে বমন বা বমনোদ্বেগ (ক্যাল্‌কার্ব্ব্‌, নাক্স-মস্ক্‌, পাল্‌স্‌, সিপিয়া); স্তনে ফোড়াদি অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিলে কাটা স্থানে অত্যন্ত কঠিন দাগ থাকে।

শ্বাস যন্ত্র। গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা বা টাটানি; রাত্রে কাশি, দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে যাহার উদ্রেক হয়; বুকে আঁটাবোধ,—হাঁপানি; হৃৎস্পন্দন বা হৃৎপ্রদেশে দপ্‌দপানি।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠ দেশ। শয়ন করিলে অথবা ঘাড় বাঁকা করিবার সময় গ্রীবার পার্শ্ব হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন ঘাড় শক্ত হইয়াছে বা উহা কসিয়া ধরিয়াছে; ঘাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা ফেরান যায় না; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা এবং অবশ বোধ, যাহার দরুণ অনেক সময় উহা অসাড় হইয়া পড়ে। বাম স্কন্ধে ছিঁড়িয়া ফেলা বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; হাতের চর্ম্ম কঠিন এবং উহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যায় (হিপ-সল্‌ফ্‌); হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের ন্যায় স্ফীতি; হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ছাল উঠিয়া যায় এবং উহাতে কন্‌কানির সঞ্চার হয়; দাদ হইলে যেরূপ হয় হাতের আঙ্গুলের নখ সেরূপ পুরু হয়; হাঁটু এবং কুচ্‌কির সন্ধির ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত হয়; পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওরার ন্যায় ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা এবং

চিড়িক মারা (মার্ক); হাঁটুর পশ্চাৎভাগের গর্ত্তের ন্যায় স্থানে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী; উরুতে অবশবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; পায়ের অস্থিরতা,-অর্থাৎ উহা অনেকক্ষণ একভাবে রাখিতে পারা যায়না; পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরা (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, ফেরাম্, নাক্স্-বম্); ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে যেরূপ হয়, পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা; পা এবং পায়ের পাতার স্ফীতি; পায়ের গোড়ালীতে (গুড়মুড়াতে) জালা এবং সুড়্সুড়ী; পায়ের আঙ্গুলের নখ পুরু এবং আবড়্ খাবড়্ (আণ্টি ক্রুড্); বাঁকা করার সময় হাঁটুর কঠি-নতা; কুচ্কিতে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী।

চর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট একত্রিত ফুস্কুড়ী এবং উহা হইতে ক্ষতকারক, জলবৎ তরল, চট্চটিয়া আঠা কস্ তানি পড়া (ক্লিমেটিস্, পিট্রোল্, রাস্টক্স্); শরীরের অনেক স্থানে চুলকানি (রাস্টক্স্, রুটা, সালফ্); শরীরের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া যাইয়া (শিশুগণেরই অধিক) ঘা হয় (হায়োস্, ইগ্নেস্); চর্ম্ম অসুস্থ, যাহার দরুণ সামান্য আঘাত লাগিলেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ক্ষত হয় (বোরাক্স্, হিপ্-সালফ্, সাইলিসি, সালফ্); পুরাতন ঘা এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত পূঁয পড়া (কার্ব্বো-ভেজ্), উহাতে মাংস বৃদ্ধি (Proud-Flesh) হয়, উহা চুলকায় এবং কুট্ কুট্ করে (সাইলিসি); চর্ম্ম শুষ্ক এবং সহজে ফাটিয়া যায়; ঘা শুকাইয়া উহাতে শক্ত এবং কঠিন দাগ থাকে; গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা; বোগল, কুচ্কি, গ্রীবা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধির চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া দগ্দগানির ন্যায় ক্ষত; চামড়ায় সামান্য আঘাত লাগিলেই ঘা হইয়া উহাতে পূঁয হয়।

জ্বর। প্রাতঃকালে বিছানায় শীত বোধ; সামান্য নড়াচড়াতেই ঘর্ম্ম হয়; ঘর্ম্ম টক দুর্গন্ধযুক্ত (সাইলিসি)।

নিদ্রা। রাত্রিতে মনের অত্যন্ত আন্দোলন এবং ঘুমের ঘোরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা (আর্স); দিনের বেলা নিদ্রাবল্য।

ব্যবহার। চর্ম্মরোগ; বিসর্প (Erysipelas); ক্ষত বা ঘা; মাথার শুকনা চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; বিকচ (Eczema); শরীরের স্থানে

স্থানে চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত; গণ্ডমালা জনিত অসুখ; চক্ষুপ্রদাহ; চক্ষুর পাতায় ব্রণ (Stye); সর্দ্দি; চুল পড়িয়া যাওয়া; দন্তশূল; অজীর্ণ রোগ; পাকস্থলীতে বেদনা; শূল-বেদনা; উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধ; ফিতার ন্যায় কৃমি (Tape-worm); ধ্বজভঙ্গ; অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং অণ্ডকোষাধারের শোথ বা স্ফীতি; রজঃরোধ; প্রথমবার রজঃস্রাব গৌণে আরম্ভ হওয়া; বাধকের বেদনা; শ্বেতপ্রদর; স্তনের বোঁটায় বেদনা বা টাটানি; ডিম্বকোষ প্রদাহ; ডিম্বকোষের প্রদাহ এবং উহার কঠিনতা; খিলধরা; ঘা শুকাইয়া গেলে ঘায়ের স্থানে কঠিন দাগ থাকা; গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা; মাথায় ঘা; অর্শ রোগ বা অর্শ রোগ জনিত অসুখ; মুখমণ্ডলস্থ পক্ষাঘাত; শিশুগণের গায় স্থানে স্থানে ছাল উঠার ন্যায় ক্ষত; হাত, পায়ের আঙ্গুলের নখ দাদ ইত্যাদির মরুণ পুরু এবং আব্‌ড়ু খাব্‌ড়ু হওয়া ইত্যাদি অসুখে গ্রাফাইটিস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে সকল স্ত্রীলোকের মোটা হওয়ার ধাতু, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী; সহজে সর্দ্দি লাগার ধাতু; গায় ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না; গৌণে রজঃস্রাব হওয়ার ধাতু; সমুদয় শরীরে দুর্ব্বল এবং অবসন্ন বোধ; হঠাৎ বলক্ষয়; সমুদয় শরীরেই রক্তের মধ্যে দপ্‌দপানি; ঘা শুকাইবার পরও ঘায়ের দাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং উহার কঠিনতা; রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পর, রজঃরোধ হইলে অথবা চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করার সময় অসুখাদির বৃদ্ধি; উদ্গার উঠিলে এবং বহির্বায়ুতে বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি গ্রাফাইটিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। গ্রাফাইটিসের কার্য্যের সঙ্গে পাল্‌সেটিলা, আর্সিনিক, আলুমিনা এবং প্লাম্বামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, ফস্ফরাস্, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, আর্সিনিক্, নাক্স্ বমিকা, গ্রাফাইটিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই ঔষধের ১, ২ এবং তৃতীয় ক্রমের গুঁড়া ২।৩ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আবার অনেক চিকিৎসককে ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায়। লেখক এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি কখন কখন ১২ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন। চর্ম্ম রোগে তিনি ২য় এবং ৩য় এবং কখন কখন ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ বা ২ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্,—হিপ্-সালফ্

(HEPAR SULPHURIS,—HEP.-SULPH.)

যত পরিমাণ ঝিনুকের পরিষ্কৃত খোলা, উহাতে তত পরিমাণ গন্ধকের মিহিগুঁড়া মিশ্রিত করিয়া উহা ধাতু দ্রব্য দ্রবকরণোপযোগী একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে (Crucible) লইয়া পাত্রটীর মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবে যেন উহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপর এইরূপে মুখবন্ধ করা পাত্রটী জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপে অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল রাখিয়া, তৎপর উক্ত পাত্রটী আগুনের উত্তাপ হইতে সরাইয়া রাখিবে। পাত্রটী ভালরূপে ঠাণ্ডা হইলে, উহার মধ্য হইতে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করা পদার্থ বাহির করিয়া একটী কাচের ষ্টপার্ড্ (Stopperred) রঙ্গিন শিশিতে মুখ ভালরূপে বন্ধ করিয়া রাখিবে। এই প্রকার প্রস্তুত করা পদার্থের নাম হিপার সাল্‌ফিউরিস্। এই পদার্থকে হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ক্যাল্কেরিয়াম্‌ও (Hepar Sulphuris Calcareum) বলিয়া থাকে। এই পদার্থে সুগার অব মিল্ক্ মিশাইয়া যথানিয়মে ইহার ৩য় শতত্তমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক

বা ৬ষ্ট দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands), চর্ম্ম, এবং শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই এই ঔষধের কার্য্য অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে পূঁয উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা চর্ম্মের উপর ক্ষত, বিকচের ন্যায় ফুস্কুড়ী (Eczematous eruptons) উৎপাদন করিয়া চর্ম্ম অসুস্থ করিয়া ফেলে। ইহা শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপাদন করে। এই শ্লেষ্মার প্রকৃতি প্রায়ই ঘুংড়ীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। পূঁয উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সহজেই অত্যন্ত চটিয়া যাওয়া বা মনের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলা; স্মরণশক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা দুর্ব্বলতা (আনাকার্ড, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মস্ক); সন্ধ্যার সময় মনের অত্যান্ত উদ্বেগ; সর্ব্বদা দুঃখিত ও বিমর্ষভাবে থাকা এবং সহজে কাঁদিয়া ফেলার স্বভাব।

মস্তক। নিদ্রাবল্য হইয়া চক্ষু বুজিলেই মাথাঘোরা; মাথায় ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নাসিকার ঠিক উপরিভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ইগ্নেস্, ক্যালী-বাই); একখানি চোঁচ বিধিলে বা কাঁটা মারিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কের এক অর্দ্ধাংশে সেরূপ চাপিয়া ধরার ন্যায় অনবরত বেদনা; ব্রণ হইলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ কন্‌কনানি; মাথার পশ্চাৎভাগের বহিদ্দেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে ঘাড়, গলার মধ্য এবং স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথা এবং গ্রীবাদেশে ব্রণ, স্পর্শনে যাহা অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়; মাথায় কলতানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী যাহা অত্যন্ত টাটায়; মাথায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কলতানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে যাহা অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকাইলে জ্বালা করে বা টাটায় (গ্রাফ, মার্ক, নাইট্রিক্-আস,

সাল্ফ) ; মাথার স্থানে স্থানে গুঁটলীর ন্যায় স্ফীতি যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত টাটায় ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্) ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়ানের সময় বা মাথা ঝাকিলে মাথাঘোরা ; মাথা ঝাকিলে মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা ; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে নাসিকার মূলে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা।

চক্ষু। চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ যাহা স্পর্শনে টাটায় ; চক্ষু দিয়া জল পড়া ; উজ্জ্বল আলোকে এবং চক্ষু সঞ্চালনে চক্ষুর কন্কনানি ; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ চাপাবোধ(আর্স্, কষ্ট্, সাল্ফ্); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে(গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্স্); চক্ষে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার ; প্রাতঃকালে চক্ষু আক্ষেপিক ভাবে বুজিয়া পড়ে (মার্ক্) ; চক্ষুর বহির্দ্দিকের কোণে জ্বালাযুক্ত বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা ; চক্ষুর গোলকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ বেদনা অনুভূত হয় ; চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত হয় এবং দাগ পড়ে (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, সাইলিসি) ; প্রদীপ জ্বালিলে চক্ষে অস্পষ্ট দেখায় ; হেলিয়া বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় চক্ষে আঁধার দেখায় ; চক্ষুর কোটরের উপরিভাগের হাড়ে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা ; বিসর্পের প্রদাহের ন্যায় চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষে সমুদয় বস্তুই লাল দেখায় ; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়।

কর্ণ। কর্ণের মধ্যে চুল্কানি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, সাল্ফ্, সাইলিসি) ; কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গমন (অরাম্, বোভিষ্টা, গ্রাফ্, মার্ক) ; কানের উপর এবং পশ্চাৎভাগে মরা চর্ম্মের ন্যায় উঠা (সোরিনাম্) ; কানের মধ্যে ফোঁস্ ফোঁস্, গুন্ গুন্ শব্দ এবং উহাতে দপ্দপানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা।

নাসিকা। ঘ্রাণশক্তির অতিরিক্ত চেতনা, যাহার দরুণ সামান্য গন্ধও নাকে লাগে না সহ্য হয় না (আগারিকাশ, বেল্, কফিয়া, কল্চ্, লাইকোপ্, গ্রাফ্); সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকার প্রদাহযুক্ত স্ফীতি,

যাহার দরুণ ব্রণের ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয় (বেল্‌) ; নাকদিয়া রক্তসংযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (গ্রাফ্‌; থুজা) ; স্পর্শনে নাকের হাড়ে বেদনার উদ্রেক হয় (আলাম্‌, অরাম্‌, ব্রাই, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌)।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্‌, সিপিয়া, নেট্রাম্‌-মিউর) ; মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ ; গালের বিসর্পের ন্যায় স্ফীতি (বেল্‌-গ্রাফ্‌, ল্যাক্‌, রাস্‌ টাক্স) ; স্পর্শ করিলে মুখমণ্ডলের হাড়ে বেদনা (কার্ব্বো-বেজ্‌, ক্যাল্কী-বাই) ; ওষ্ঠ, টুটি এবং গ্রীবাতে ব্রণ যাহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় ; উপরের ওষ্ঠের অত্যন্ত স্ফীতি (এপিস্‌,বেল্‌, ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌) এবং স্পর্শনে উহাতে অত্যন্ত বেদনা ; মুখ মণ্ডলে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বিশিষ্ট বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌ এবং উহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে কুট্‌কুটানি ; ওষ্ঠের কোণে ক্ষত।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য। হা করিলে বা কোন প্রকার ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে দন্তশূল ; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, আয়োড্‌, ক্রিয়াজ্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, নাক্স-বম্‌) ; মুখের মধ্য এবং মাড়িতে ক্ষত (বোরাক্স, হেলিবোরাস্‌, আয়োড্‌) এবং ঘায়ের চতুর্দ্দিকে চর্ব্বির ন্যায় পদার্থের সঞ্চার (মার্ক্‌); মুখে তিক্ত স্বাদ (আর্স্‌, ব্রাই, নাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌); গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগে তিক্ত বোধ, কিন্তু আহার দ্রব্যে স্বাভাবিক স্বাদই থাকে ; মুখগহ্বর এবং মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা এবং সামান্য স্পর্শ করিলেই উহা হইতে রক্ত পড়ে ; দন্তশূল, উষ্ণ ঘরে এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে যাহার বৃদ্ধি হয়। গলার মধ্যের সঙ্কোচন এবং উহাতে চাপিয়া ধরার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় ; গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালানুভব ; গলার মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় যাহা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্‌, ক্যালী-বাই) এবং যাহা গিলিবার সময় অধিক হয় (ব্রাই) ; মাছের কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ যাতনা অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব্ব্‌), অথবা কাঠের চোঁচ্‌ লাগিয়া থাকলে যেরূপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (আলাম্‌, আর্জেণ্ট্‌-নাইট্রি, নাইট্রিক্‌-আস্‌) ; গলার মধ্যে ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে অথবা গলার মধ্য ফুলিয়াছে, গিলিবার সময় এরূপ অনুভূত হয় (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্‌,

ক্যালী-বাই) ; টন্সিল্ প্রদাহ (Tonsillitis) এবং উহাতে পূঁয হওয়ার উপক্রম হওয়া।

পাকস্থলী এবং উদর। বিনিগার (Vinegar) খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা (আর্সিস্-ক্যান্, সিপিয়া); টক এবং ঝাল স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (একন্, আণ্টি-টার্ট্, চায়না, ফস্, বিরেট্-আল্ব্); আহারে, বিশেষতঃ চর্ব্বি-যুক্ত দ্রব্যে অরুচি (পাল্স্) ; আহারের পর উদ্গার উঠা ; ঝুলিয়া পড়িলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় পাকস্থলীতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা ; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে বমন ; পাকস্থলী কাঁপে, যাহার দরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী কোমরের কাপড় ঢল ঢলে করিয়া দিতে বাধ্য হয় (ল্যাক্, লাইকোপ্) ; অম্বল হইলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চর্ব্বণবৎ বেদনা এবং গলা দিয়া অম্বল উঠা ; সামান্য পরিমাণ আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই পাকস্থলীতে চাপা বোধ ; পূর্ব্বাহ্নে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ (সাল্ফ্) ; পাক-স্থলীতে জ্বালানুভব। উদরে, নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে, আঁকড়িয়া ধরার ন্যায় বা সঙ্কোচক বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া তাহার উদ্রেক হয় (কলোসি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং গালে উষ্ণতানুভব ; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় (আণ্টি-ক্রুড্, চায়না, ক্যাম্) ; উদরে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; চলিবার সময়, কাশিবার সময়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং স্পর্শ করিলে যকৃত প্রদেশে সূচী-বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; কুচ্কির গ্রন্থির স্ফীতি (বাগী) এবং উহাতে পূঁয হওয়া।

মল এবং মল দ্বার। মল কঠিন নহে বটে, কিন্তু উহা অতি কষ্টে গুহ্য দ্বার দিয়া নির্গত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না) ; টক গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (পডোফ্, রুম্) ; সবুজ বা কাদার রঙ্ বিশিষ্ট মলত্যাগ (বেল্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব্, পডোফ্, মিরিকা) ; গুহ্য দ্বারে অর্শের বলি ; গুহ্যে জ্বালানুভব।

মূত্র যন্ত্র। মূত্রনালীর মুখ লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত (ক্যানাবিস্-স্যাট্) ; মূত্রাধারের দুর্ব্বলতা ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন (কষ্ট্, সিপিয়া) ; মূত্রত্যাগে বাধাবোধ জন্মে, যাহার দরুণ মূত্রত্যাগের সময় রোগী কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (থাকিয়া থাকিয়া মূত্র নির্গত হয়,-

কোনায়াম্‌, ক্লিমেটিস্‌) ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রাধারে সঞ্চিত সমুদয় মূত্র একবারে নির্গত হয় না ; মূত্র একধারে নির্গত না হইয়া ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয় ; মূত্র কাল্‌চে লালবর্ণ, দুধের ন্যায়, রক্ত মিশ্রিত, উগ্র জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক, যাহার দরুণ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্ম্মে (Prepuce) ক্ষত হয় ; মূত্র ফিকা এবং পরিষ্কার ; কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে মূত্র গাঢ় এবং ঘোলাটিয়া হয় এবং উহার নীচে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্বি, কল্‌চ্‌, গ্রাফ্‌) : মূত্রকোষে ক্ষত ; মূত্রনালী দিয়া পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন এবং মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালানুভব।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্ম্মে গরমীর ঘায়ের ন্যায় ঘা (মার্ক, নাইট্রিক্‌-আস্‌, ফাইটোল্‌) ; পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষাধার এবং উরুর চর্ম্মের ভাঁজে ভাঁজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত (গ্রাফ্‌, রাস্‌টক্স্‌), মূত্র বা কঠিন মলত্যাগের পর ধাতু নিঃসরণ। জরায়ু এবং স্তনে জ্বালাযুক্ত ও হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা সহ দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং অল্প পরিমাণে রজঃস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শ্বাস যন্ত্র। শ্বাস কষ্ট ; কণ্ঠনালী এবং বুকের দুর্ব্বলতা যাহার দরুণ রোগী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারে না (পাল্‌স্‌, স্পঞ্জ, ষ্টানাম্‌) ; স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট শুষ্ক কাশি (বেল্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; কর্কশ এবং খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট গভীর কাশি (স্পঞ্জ্‌) ; গায়ের কাপড় ফেলিলে বা শরীরের কোন অংশে ঠাণ্ডা লাগিলে কাশির উদ্রেক হয় (রাস্‌টক্স্‌) ; ঠাণ্ডা আহার বা পানীয় দ্রব্য খাইলে কাশির উদ্রেক ; শ্বাস প্রশ্বাসে আঁটা বোধের দরুণ কাশির উদ্রেক ; গলার মধ্যে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ কাশি (ফস্‌, রুমেক্স্‌, সাঙ্গুনেরিয়া, সিপিয়া) ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কাঁদিলে বা কথা বলিলে কাশির উদ্রেক (চায়না, নাক্স্‌ বম্‌, ফস্‌) ; কাশিতে কাশিতে বমন (আণ্টি-টার্ট, ইপিকাক্‌) ; সন্ধ্যার সময় থাকিয়া থাকিয়া কাশির আক্রমণ ; ঘুংড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়্‌ ঘড়্‌, সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট ক্রূপ কাশি ; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুংড়ী (একন্‌, স্পঞ্জ্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীর নিম্নভাগের স্ফীতি, ঠাণ্ডা বাতাস বা জল লাগিলে যাহা অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত

হয়; বুকের মধ্যে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার, বুকের মধ্যে টাটানি; বুক অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহার দরুণ রোগী কথা বলিতে পারে না; ঘুংড়ী; ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ বিশিষ্ট কাশি যাহার দরুণ রোগী বারম্বার ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় এবং যাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় রোগী শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া মাথা বা ঘাড় পশ্চাৎ দিকে বাঁকা করে; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট। হৃৎস্পন্দন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা। বোগলের গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে পূঁয হওয়া (সাইলিসি); থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, বাহুর হাড়ে সেরূপ বেদনা; হাতের চর্ম্ম ফাটাযুক্ত, খশ্‌খশে এবং শুষ্ক (আর্স্‌, গ্রাফ্‌); আঙ্গুল হারার (Whitlow) প্রথমাবস্থায় আঙ্গুলে যেরূপ দপ্‌ দপ্‌ করে বা চিড়িক মারে, আঙ্গুলে সেরূপ যাতনা; চলিবার সময় কুচ্‌কি বা উরুর সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা বা টাটানি (আর্ণিকা); উরু এবং হাটুতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; হাঁটু, পায়ের পাতার সন্ধি এবং পায়ের পাতা স্ফীত (আর্স্‌, এপিস্‌, ডিজিট্‌); পায়ের পাতা ফাটাযুক্ত; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চিড়িক মারা; কুচকির সন্ধিতে বেদনা এবং উহাতে পূঁয উৎপন্ন হওয়ার উপক্রম হওয়া।

চর্ম্ম। চর্ম্ম অসুস্থ, এমন কি, সামান্য আঘাত লাগিলেও আঘাত প্রাপ্ত স্থান পাকিয়া উহাতে পূঁয উৎপন্ন হয় (বোরাক্স্‌, ক্যাম্‌, গ্রাফ্‌, সাইলিসি); গায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায়; বিকচ (Eczema) যাহা নূতন নূতন ব্রণের আকারে শরীরের স্থানে স্থানে বিস্তৃত হয়; সামান্য আঘাত লাগিলেই ক্ষত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায় ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে (অ্যাসাফিটিডা, মার্ক্‌, সাল্‌ফ্‌); ক্ষতের প্রান্ত বা ধার স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং উহাতে হুল ফুটানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; ক্ষত হইতে ক্ষতকারক, পচা দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; প্রধান ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়; চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ (কামল রোগের ন্যায়) এবং সূক্ষ্ম লাল বর্ণ।

নিদ্রা। শেষবেলা বা সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত নিদ্রাবলা; রাত্রি দুই

প্রহরের পর না না প্রকারের অতিরিক্ত চিন্তার দরুণ ঘুম হয় না; স্বপ্নে আগুন দেখিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ বা ছট্‌ফটানি।

জ্বর। বাহির্বায়ুতে শীতবোধ; রাত্রিতে জ্বরের শীতলাবস্থায় যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; সর্দ্দির অবস্থায় জ্বর; সহজেই, এমন কি সামান্য নড়াচড়াতেও, ঘর্ম্ম হয় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ফস্‌, সাইলিসি, সিপিয়া); প্রচুর পরিমাণে টক দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (আর্ণিকা, আর্স্‌, কার্ব্বো-আনিমেল্‌, সাইলিসি); রাত্রিতে ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চায়না, ফস, ফস্‌-আস্‌, সাইলিসি); শরীর হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হওয়া; পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আলোক দর্শনে অনিচ্ছা; সবিরাম-জ্বর; প্রথমতঃ রাত্রি ৮ টার সময় শীত, তৎপরে পিপাসা এবং উহার প্রায় এক ঘণ্টা পর জ্বর হয় ও তদ্দরুণ ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে; শীতলাবস্থায় এবং উহার পূর্ব্বে গায় চুলকানি বিশিষ্ট আমবাত বাহির হয়; ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া আঠা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ; গ্রন্থির প্রদাহ এবং পাকিয়া উহাতে পূঁয হওয়া; ব্রণ; ক্ষত; ফোড়া এবং সকল প্রকারের পূঁয সম্বলিত অসুখ; বিকচ (Eczema); শুকনা খোস; চর্ম্মের অসুস্থাবস্থা; মাথায় শুকনা ফুস্কুড়ী; গায় কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌; শরীরের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দরুণ ক্ষত; সর্দ্দিজনিত অসুখ; চক্ষু প্রদাহ; ঘুংড়ীকাশি; বায়ুনল প্রদাহ; কণ্ঠনালী প্রদাহ; টন্‌সিল্‌ প্রদাহ (Tonsillitis), উদরাময়; স্বপ্নে প্রস্রাব করা; আমাশয়; অজীর্ণ রোগ; গরমীর ব্যারাম জনিত পরবর্ত্তী পীড়া (Secondary-Syphilis); পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet); গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত গায় চক্রাকারের পূঁয বা কল্‌তানি সম্বলিত ফুস্কুড়ী; মাথায় ঘা; কান দিয়া পূঁয পড়া; কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত; গণ্ডমালা জনিত বাগী; নাক ও কান দিয়া গাঢ় পূঁয পড়া ইত্যাদি অসুখে হিপার সাল্‌ফিউরিস্‌ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে সকল রোগে আক্রান্ত স্থানে পূঁয হইবেই হইবে তাহাতে উপকারী; দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম, যাহার দরুণ অসুখের কোনও উপশম হয় না; রোগী গায়ের কাপড় ফেলিতে

চাহে না এবং সর্ব্বদা গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে চাহে; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাতেই মূর্চ্ছা হয়; বহির্বায়ু সহ্য হয় না; অস্থি পোকায় ধরা (Caries); রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডাবাতাসে, আক্রান্ত অঙ্গ স্পর্শ করিলে, ঘুমের অবস্থায়, গিলিবার সময়, আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে অসুখের বৃদ্ধি, এবং উষ্ণ প্রয়োগ বা গরম কাপড়াদি দিয়া শরীর ঢাকিয়া রাখিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি হিপার সাল্‌ফিউরিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। হিপার সাল্‌ফিউরিসের সঙ্গে সাল্‌ফার, ক্যাল্কেরিয়া, মার্কিউরিয়াস্, ক্যালী-বাইক্রমিকামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বিনিগার (Vinegar), বেলাডোনা, ক্যামো-মিলা, সাইলিসিয়া, হিপার সাল্‌ফিউরিসের প্রতিষেধক ঔষধ।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজের মতে ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া বিশেষ উপকারী। ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফোড়াদি পাকাইবার জন্য এই ঔষধের ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্‌ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ইগ্নেসিয়া আমারা,—ইগ্নেস্।

(IGNATIA AMARA,—IGNAT.)

ইষ্ট্ ইণ্ডিস্ এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপ সমূহে এই গাছ জন্মে। ইহাতে ষ্ট্রিক্‌নিয়ার অংশ থাকার দরুণ ইহাকে ষ্ট্রিক্‌নাস্ ইগ্‌নেসিয়াও বলিয়া থাকে। নাক্স্‌বমিকা এবং ইগ্নেসিয়া এক জাতীয় গাছ। কিন্তু নাক্স্-বমিকাতে, ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা ষ্ট্রিক্‌নিয়া নামক সারের অংশ কম আছে। অতএব রোগ চিকিৎসায় উক্ত উভয় ঔষধের কার্য্যের তারতম্য আছে। ইগ্নেসিয়ার সিমের ন্যায় ফলের বিচি দিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার ক্রু

স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধ্যাপক যোর্গের মতে এই ঔষধের গুঁড়া, আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের গ্রীবার নিকটস্থ মেডালা অবলঙ্গেটা নামক অংশ এবং কসেরুকা সম্বন্ধীয় স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। সুস্থ শরীরে উদরস্থ হইলে ইহা প্রথমতঃ ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ বা খেঁচনি ও শ্বাস কষ্ট উৎপাদন করে এবং তদ্দরুণ রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে। তৎপর সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলী বিকৃতরূপে উত্তেজিত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু (Sensory nerves) এবং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ বাহ্যিক বিষয়ে রোগীর শারীরিক এবং মানসিক জ্ঞানের অতিরিক্ত চেতনা এবং উত্তেজনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কার্য্যের সামঞ্জস্যের ক্ষমতা বিকৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা স্থানের স্পন্দন এবং আক্ষেপ, অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে উক্ত স্নায়বিক মণ্ডলের জড়তা এবং অবসন্নতাও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয় বিষয়েই সহজে উত্তেজিত হওয়ার স্বভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য শোকের ভাব এবং অনবরত কাল্পনিক যন্ত্রণাদির বিষয়ে চিন্তা উৎপাদন করা ইগ্নেসিয়ার বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। নির্জ্জনে থাকার ইচ্ছা (কার্ব্বো-আনিমেল্, হায়োস্, রাস্-টক্স্); মনের অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না; অর্থাৎ এখন ঠাট্টা চাতুরী এবং হাসি, আবার উহার পরক্ষণেই বিমষভাব ও ক্রন্দন (একন্, অরাম্, নাক্স-মস্ক্, ফস্); অত্যন্ত গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে যেরূপ হয়, মনে সেরূপ ভাব বা চিন্তা (ককিউলাস্, বিরেট্-আল্ব্); সহজে উত্তেজিত হওয়ার স্বভাব; কোন গর্হিত কার্য্য না করিলেও মনে হয় যেন অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করা হইয়াছে (সার্টালিস), সামান্য দোষারোপ বা প্রতিবাদ করিলেই উত্তেজিত এবং রাগান্বিত হওয়া (অরাম্, ব্রাই, ফেরাম্, নাক্স-বম্); সর্ব্বদা ভয়াতুর এবং ভীত (একন্, অরাম্, বেল্, চায়না, ফস্); অস্থি

স্বভাব, অধৈর্য্য এবং অস্থির প্রতিজ্ঞা (ব্যারাইটা-কার্ব্ব); সর্ব্বদা নিস্তব্ধ এবং দুঃখিত বা বিমর্ষভাবে থাকা (নাক্স-মস্ক, পাল্স); রাগ এবং তৎপর দুঃখিত হইয়া নিস্তব্ধ ভাব: মন গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য শোক পূর্ণ (সিমিসিফ), যাহার দরুণ মনে হয় যেন উহা হইতে আর অব্যাহতি নাই; সর্ব্বদা কাল্পনিক যন্ত্রণা বিষয়ে চিন্তা (নেজা): যাহাকে বা যে দ্রব্য অত্যন্ত ভাল বাসা যায়, তাহার অভাবে অত্যন্ত শোক; সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য বা অমনোযোগ; কথা বলিতে অনিচ্ছা।

মস্তক। মস্তিষ্কের উপরিভাগ কোন প্রকারের কঠিন পদার্থ দিয়া চাপিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা: মারিলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথায় সেরূপ বেদনা (নাক্স-বম্) এবং বিছানা হইতে উঠিলেই দাঁতে চূর্ণ করার ন্যায় বেদনা এবং তৎপর ঘাড়ে বেদনা; বেদনাদির বিষয় ভাবিলেই বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাম্); সিঁড়ি দিয়া উঠিতে মাথায় ঝাকনির ন্যায় বেদনা, চক্ষু মেলিয়া উপর দিকে তাকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; কপালের ডাইন অর্দ্ধাংশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা চক্ষু পর্য্যন্তও আক্রমণ করে; কপাল এবং নাসিকার মূলে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ক্যালী-বাই, হিপ-সাল্ফ) যাহার দরুণ রোগী তাহার মাথা সম্মুখ পানে বাঁকা না করিয়া থাকিতে পারে না; মাথা বেদনার পর বমন; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত মাথার মধ্য দিয়া যেন একটী কাঁটা মারিয়া রাখিয়াছে মাথায় এরূপ অনুভূত হয় (আগারিকাশ, আনা-কার্ড, আর্স, কলকা) আক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলে যাহার উপশম হয়; কাশি, তামাক বা মদ খাইলে শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে, চক্ষু ঘুরাইলে, মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে এবং গোলমালে যাহার বৃদ্ধি হয়, এবং শয়ন বা বসার ভাব পরিবর্ত্তন করিলে বা আক্রান্ত পাশে চাপিয়া শয়ন করিলে যাহার উপশম হয়; মাথার মধ্যে যেন গর্ত্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; মাথায় ভারিবোধ; কপালে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, চিত হইয়া শয়ন করিলে যাহার উপশম হয়; মাথার পশ্চাৎভাগে দপ্দপিয়া বেদনা, তামাক খাইলে বা তামাকের গন্ধ শুঁকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু। চক্ষে আলোক লাগে না বা সহ্য হয় না (একন্, বেল্, মার্ক,

সাল্‌ফ্‌); চক্ষুর সম্মুখে যেন এঁকাবাঁকা রেখার ন্যায় ধড়্‌ফড়্‌ করে (সাই-ক্লেমেন্‌, লাইকোপ্‌); বালির কণা লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ (আর্স্‌, কষ্ট্‌, ফাইটোল্‌, সাল্‌ফ্‌); চক্ষে জ্বালানুভব এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (আর্স্‌, ইউফ্রেস্‌); চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন বা সঞ্চালন (আগারিকাশ্‌)।

কর্ণ। কান চুলকায়।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারি-কাশ্‌, আণ্টি-টার্ট্‌, সিকুটা, ষ্ট্রামন্‌); ওষ্ঠ শুষ্ক, ফাটাযুক্ত এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; ঘা হইলে যেরূপ হয়, নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যাংশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য। ওষ্ঠের কোণের স্পন্দন (ওপিয়াম্‌); আক্ষেপের দরুণ মাড়িতে মাড়িতে লাগিয়া আঁটিয়া থাকে (সিকুটা হায়োস্‌, লরৌস্‌, নাক্স্‌-বম্‌); মুখে টক স্বাদ বিশিষ্ট লাল উঠে; চিবাইবার সময় বা কথা বলিবার সময় গালের মধ্যে সহজে কামড় পড়ে (নাইট্রিক্‌-আস্‌); মুখে টক স্বাদ (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব, চায়না, নাইট্রিক্‌-আস্‌, নাক্স্‌-বম্‌, সিপিয়া); দাঁতের সম্মুখ ভাগে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা, কাফি বা তামাক খাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইলে যেরূপ হয়, দাঁতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; মুখে ফেণা উঠা। গলার মধ্যে ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে সর্ব্বদা এরূপ অনুভূত হয়, গিলিবার সময় যাহা অনুভূত হয় না; গলার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা কর্ণ পর্যান্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা গিলিবার আভ্যন্তরিক কালেই কেবল অনুভূত হয়; গিলিবার সময় উক্ত বেদনা অনুভূত হয় না বা কম অনুভূত হয়; কোন প্রকারের কঠিন দ্রব্যাদি গিলিবার সময় উক্ত বেদনাদির উপশম হয়; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর। তামাকু, গরম আহার দ্রব্য, দুধ এবং মংস্যে অরুচি; উদ্গারে গলা দিয়া তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা; হিক্কা; আহারের পর হিক্কা (ব্রাই, হায়োস্‌); জলাদি পানের পর হিক্কা; তামাকু খাওয়ার পর হিক্কা; পেটে খালি বোধ (সিমিসিফ্‌, হাইড্রাষ্ট্‌, পিট্রোল্‌,

সিপিয়া, সাল্ফ); পাকস্থলী দুর্ব্বল এবং পড়িয়া যাওয়া বা নেতার ন্যায় বলিয়া অনুভূত হয় (পেটে পিঠে যেন লাগিয়া যায়) (হাইড্রাষ্ট, সিপিয়া); পাকস্থলীর মধ্যে এবং প্লীহার স্থানে চাপা বোধ। নাভি প্রদেশে কসিয়া ধরার ন্যায় বা চিন্‌চিনে বেদনা; উদরের দুই পার্শ্বে পূর্ণ এবং কসিয়া ধরার ন্যায় যাতনা; উদরের মধ্যে দপ্‌দপানি; উদরে গড়্‌ গড়্, কলকল শব্দ হয়; শূল বেদনা, যাহার দরুন প্রথমতঃ পেট কামড়ায় এবং তৎপর উদরের পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়।

মল এবং মলদ্বার। মল ত্যাগের সময় সামান্য বেগ দিলেই গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়ে (পডোফ); অন্ধ অর্শ রোগে (Blind-Piles) যেরূপ হয়, গুহ্যে সেরূপ সঙ্কোচক বেদনা বা টাটানি; মলত্যাগের ২।১ ঘণ্টা পর এইরূপ বেদনা হয়; গুহ্য দ্বার হইতে গুহ্যের উপরভাগ পর্য্যন্ত সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; সূত্রবৎ ক্রিমি থাকিলে যেরূপ হয়, গুহ্য দ্বারে সেরূপ চুলকানি বা কোন প্রাণী হামা দিয়া যাওয়ার ন্যায় সুড়্‌সুড়ী; গুহ্যে চাপিয়া ধরার ন্যায় অতি প্রবল বেদনা; মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বারে সঙ্কোচক বেদনা এবং টাটানি (নেট্রাম্-মিউর); বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মল মোটা এবং লম্বা নরম নেড হওয়া সত্ত্বেও উহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (কাষ্টো-বেজ, চায়না); মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়া; অর্শ রোগ, এবং প্রত্যেক বার মলত্যাগের সময় বলীগুলি বাহির হইয়া পড়ে; বলীগুলি বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; মল তরল হইলেই রক্ত পড়ে এবং জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

মূত্র যন্ত্র। বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্র নির্গমন (ফস্-অ্যাস্)।

জননেন্দ্রিয়। মলত্যাগের সময় পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়; পুরুষাঙ্গে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা বা টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চর্ম্মের ধারে চুলকানি; স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে, কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত, খুনা খানা রজঃস্রাব (অ্যামন্-কার্ব, ক্রোকাস্, সাইক্লেমেন, স্যাবিনা), রজঃ-

স্রাবের সময় অলসবোধ, অনেক সময় মূর্চ্ছার ভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ও উদরে আক্ষেপিক বেদনা; জরায়ুতে খিল ধরা বা উহাতে কর্ত্তনবৎ বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; জরায়ুতে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা এবং তৎপর পুঁয মিশ্রিত ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ।

শ্বাস যন্ত্র। কণ্ঠনালী এবং বায়ুনলের মধ্যে সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূত হয় (আর্স্, ইপিকাক্); ঘুমেরঘোরে নাক ডাকে বা বুকের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ হয়; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার ইচ্ছা (ল্যাক্); বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ক্যাল্ক্-ফস্, সিকেল্); শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি (ড্রসিরা, হায়োস্); গভীর আক্ষেপিক কাশি, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়, গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হইয়া যাহার উদ্রেক হয় (আর্স্, চায়না, লাইকোপ্); অথবা গলার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিয়া কাশির উদ্রেক; যত অধিক কাল কাশি হয়, কাশির উত্তেজনা তত অধিক বৃদ্ধি হয়; চলিতে চলিতে যত বারস্থিরভাবে খাড়া হওয়া যায়, তত বারই কাশির উদ্রেক হয়; প্রত্যেকবার কাশির আক্রমণের পর নিদ্রাবস্থা (আর্ণি-ক্রুড্); বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (আসাফিটিডা, লবোস্); হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপ্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা (একন্, আর্স্, আসাফিটিডা)।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (ক্যালী-কার্ব্, ল্যাক্, রাস্টক্স্); গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরি ভাগে বেদনা (চীত হইয়া শয়ন করিলেও); প্রাতঃকালে উক্ত স্থানে বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত পা, ইত্যাদি। ঘুম আইসা আইসা সময় অঙ্গের হঠাৎ ঝাকনি; স্কন্ধ, কুচকির সন্ধি এবং হাঁটুর সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়া বা সন্ধি সরিয়া পড়া বা স্থানভ্রষ্ট (Dislocation) হওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বাহু এবং পায়ের আক্ষেপিক ঝাকনি (ষ্ট্রামন্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন প্রাণী হামা দিয়া যাওয়ার ন্যায় সুড্সুড়ী এবং ঝিঁঝি ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া। স্কন্ধ এবং বাহুর ঊর্দ্ধ ভাগস্থিত ডেল্টয়েড্ পেশীর (Deltoid muscle) কম্পমান স্পন্দন; অতিরিক্ত সঞ্চালনের পর বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পশ্চাৎ দিকে ধাক্কা করার সময় বাহুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; একটী নেঙ্গ্টী ইঁদুর হামা দিয়া যাইলে যেরূপ হয়, বাহুর চর্ম্মের নীচে সেরূপ

অনুভূত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে; পায়ের গোড়ালী (গোড়্মুড়ীতে) এবং পায়ের ডিমে (থোড়ায়) ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান গুলি কেহ ছুরি দিয়া কাটিতেছে; দাঁড়াইলে, চলিলে অথবা পেশী সঞ্চালনে উক্ত বেদনার বৃদ্ধি ৷ বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় হাঁটুর সন্ধি এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে শক্ত বোধ; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্ কেড়্ শব্দ হয়; পায়ের পাতায় ভারি বোধ।

নিদ্রা। বারম্বার প্রবল বেগে হাইতোলা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল হয় না, অথবা ঘুম হইলেও সামান্য কারণেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; সমুদয় রাত্রি-তেই এক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা; রাত্রিতে বোবায় ধরা (Night-mare); ঘুমের ঘোরে কোঁথানী বা কোঁকানী; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠা।

জ্বর। অত্যন্ত প্রবল শীত কম্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়; শীত, শরীরের পশ্চাৎভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয় এবং বাহ্যিক প্রয়োগে যাহা উপশম হয় (আর্স, ক্যালী-কার্ব্ব্); শীতলাবস্থায় পিপাসা এবং বাহ্যিক উত্তাপ লওয়ার ইচ্ছা; উষ্ণাবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ একবারেই সহ্য হয় না এবং পিপাসা এক বারেই থাকে না; অপরাহ্নে সমুদয় শরীর উষ্ণ, কিন্তু পিপাসা একবারেই থাকে না (পাল্‌স্); বাহ্যিক উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর লাল বর্ণ হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক উত্তাপ একবারেই অনুভূত হয় না; হাঁটু উষ্ণ এবং নাক ঠাণ্ডা; মুখ মণ্ডলের এক পার্শ্বে জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব; সামান্য পরিমাণে, অথবা কেবল মুখ মণ্ডলেই ঘর্ম্ম হয়; সবিরাম-জ্বর; জ্বরের সময় সমুদয় শরীর চুলকায় এবং গায় আমবাতের ন্যায় কুস্কুড়ি বাহির হয়।

চর্ম্ম। গা চুলকায়; সামান্য চুলকাইলেই চুলকানী নিবারিত হয়; শরীরের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া যাইয়া ঘা হয় (গ্রাফ্, হাইড্রাষ্ট, লাইকোপ্)।

ব্যবহার। মনের কষ্ট, খারাপ সংবাদ পাইয়া, শোক, দুঃখ এবং অপ্রকাশ্য মানসিক যন্ত্রণা জনিত অসুখ; অন্যের প্রেমে বৈমুখ বা নৈরাশ হওয়া জনিত অসুখ (হায়োস্, ফস্-আস্); সর্ব্বদা নিস্তব্ধভাবে থাকা;

হিষ্টিরিয়া (যাহার আক্রমণ বা ফিটের সময় পেট কাঁপে এবং শ্বাস রোধ হয়); আক্ষেপ; খিলধরা; আক্ষেপ এবং সমুদয় প্রকারের আক্ষেপিক অসুখ; মৃগী-রোগ; অনিচ্ছাপূর্ব্বক পেশী স্পন্দন বা কোরিয়া (Chorea); পক্ষাঘাত; স্নায়ু-শূল; স্নায়বিক শিরঃপীড়া; পাকস্থলীতে বেদনা বা শূল; অর্শরোগ; গুহ্য এবং গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া; স্নায়বিক অজীর্ণরোগ; সবিরাম এবং স্নায়বিক জ্বর; আক্ষেপিক কাশি; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোকের সকল প্রকারের অসুখ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষে আলোক অসহ্য হওয়া; পুরাতন সর্দ্দি; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোকের দন্তশূল; শিশুগণের কষ্টে দাঁত উঠার দরুণ আক্ষেপ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর শূল-বেদনা; ক্রিমি; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; জরায়ুতে খিল ধরা; শিশু-গণের শরীরের সন্ধির চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত হওয়া ইত্যাদি অসুখে ইগ্নেসিয়া ব্যবহার্য্য। ইহা স্ত্রীলোক, শিশু ও ছোট বালক বালিকাগণের রোগে বিশেষ উপকারী।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত চটা স্বভাব বিশিষ্ট ধাতু; শরীরের স্থানে স্থানে আক্ষেপিক স্পন্দন, বিশেষতঃ ভয় বা শোক পাইয়া; হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ; একবার আক্ষেপ এবং উহার পরক্ষণই শ্বাস কষ্ট; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাও প্রবল বলিয়া অনুভব করা; রাত্রিতে বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করা; স্নায়বিক এবং সহজেই হিষ্টিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ধাতু; শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক এবং সহজে চটিয়া যাওয়ার স্বভাব; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পরই, সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে, মধ্যাহ্নে আহারের পর, সামান্য স্পর্শনে, তামাকু, কাফি এবং মদ খাইলে অসুখের বৃদ্ধি, এবং চীত হইয়া বা আক্রান্ত বা বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে, পাশ পরিবর্ত্তনে অথবা প্রবল প্রচাপনে অসুখের উপশম ইত্যাদি ইগ্নেসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইগ্নেসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যামোমিলা, কফিয়া, নাক্স্ ভমিকা, এবং ষ্ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ককিউলাস্, হায়োসায়েমাস্, ইপিকাকিউএনা, নাক্স্ মস্কাটা, পাল্সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্ণিকা, ক্যামোমিলা, ক্যাম্ফার, ককিউ-লাস্, কফিয়া, নাক্স্-বমিকা, পাল্সেটিলা ইত্যাদি ইগ্নেসিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় ইগ্নেসিয়া দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীকে কাফি খাওয়ান উচিত।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের ৩০ ক্রমই হানিমান সচরাচর ব্যবহার করিতেন। ৬ এবং ১২ ডাইলুশন আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ ইহার দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে উল্লিখিত সমুদয় ক্রমই উপকারী।

আয়োডিয়াম্,—আয়োডিন্,—আয়োড্।

(Iodium.—Iodine,—Iod)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত আয়োডিন্ ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ, ৯ ভাগ রেক্টিফাইড স্পিরিটে (১ গ্রেইণ্ আদত আয়োডিন্ এবং ৯ ফোঁটা রেক্টিফাইড্ স্পিরিট একটা ষ্টপার্ড্ (Stoppered) শিশিতে লইয়া, মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় না। ইহার ১ম, ২য় এবং ৩য় ক্রম কাচের ষ্টপার্ড্ শিশিতে রাখা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংগ্লিয়োনিক্ (Ganglionic) স্নায়ুমণ্ডলের উপর আয়োডিনের কার্য্য অতি প্রবল। উক্ত স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ইহা গ্রন্থি এবং শ্লেষ্মা নিঃসারক ঝিল্লীগুলি প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ আক্রান্ত গ্রন্থি এবং শ্লেষ্মা নিঃসারক ঝিল্লী দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে, উহাদিগের উৎপাদন এবং কার্য্য করার শক্তির বিকৃতি বা হ্রাস হয় ও আক্রান্ত অংশের আয়তনের হ্রাস (Atrophy) বা কখন কখন উহার সম্পূর্ণ বিনাশও হইয়া থাকে। গ্রন্থির উপর উক্ত প্রকারে কার্য্যের

দরুণ কখন কখন আক্রান্ত গ্রন্থির উৎপাদন এবং কার্য্য করার শক্তির হ্রাস হওয়ায় উহাতে চর্ব্বির অতিরিক্ত বিবৃদ্ধি হইয়া আক্রান্ত গ্রন্থি বিকৃত হইয়া পড়ে। আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে সকল কারণে গ্রন্থির হ্রাস (Atrophy) হয়, সে সকল কারণেই আবার উহার চর্ব্বিযুক্ত বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার কার্য্য গ্রীবাদেশের সম্মুখস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থির (Thyroid gland) উপরই সচরাচর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মেসেণ্টারিক্ গ্রন্থি (Mesenteric glands), স্তন, ডিম্বকোষ (Ovaries), অণ্ডকোষ ইত্যাদি গ্রন্থির উপরও আয়োডিনের উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে গলগণ্ড (Goitre), মেসেণ্টারিক্ গ্রন্থির প্রদাহ এবং উহার ক্ষয় (Tabes Mesenterica), স্তনের গ্রন্থি প্রদাহ, ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং উহার বিবৃদ্ধি, অণ্ডকোষ প্রদাহ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত প্রকারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে তন্মধ্যে শ্বাস যন্ত্রের ঝিল্লীর উপরই আয়োডিনের কার্য্য অধিক প্রবল বলিয়া অনুমিত। শরীরের সার্ব্বাঙ্গিক বা স্থানিক ক্ষয় করা আয়োডিনের একটী বিশেষ গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা দুঃখিত এবং নিস্তব্ধভাবে থাকার ভাব (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্); মনের অত্যন্ত অবসন্নতা এবং কাঁদিবার স্বভাব; স্নায়বিক বা মানসিক অত্যন্ত উত্তেজনা (চায়না, কফিয়া)।

মস্তক। প্রাতঃকালে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; মাথাঘোরা; মাথা এবং সমুদয় শরীরে দপ্‌দপানি (পাল্‌স্, সিপিয়া); হৃৎপ্রদেশে ধড়্‌ফড়ানি এবং মূর্চ্ছা; বসা বা শয়নাবস্থ হইতে উঠার পর (ব্রাই), অথবা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমের পর বসিলে বা শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; কপালের বাম পার্শ্বের উপরিভাগে অত্যন্ত প্রখর বেদনা; প্রত্যেক বার নড়াচড়াতে মাথায় দপ্‌দপানি; গরম বাতাসে শিরঃপীড়ার উদ্রেক বা শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে দপ্‌দপানি।

চক্ষু। চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রা বর্ণ (চায়না, ক্যাম্ফার, চেলিডন্, প্লাম্ব্); চক্ষুর গোলক যেন বহির্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়ে; ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; চক্ষুর পাতায় শোথের ন্যায় স্ফীতি।

কর্ণ। কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া এবং কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ফিকা বা পিটা হরিদ্রার আভাযুক্ত (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, হিপ্-সাল্ফ্, সিপিয়া), অথবা সবুজের আভাযুক্ত; মুখাকৃতি ফেকাশে এবং অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত; ওষ্ঠ নীলবর্ণ এবং ভাসমান শিরাগুলির স্ফীতি; হন্বস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) স্ফীতি (অরাম, ব্যারাইটা-কার্ব্, কক্কুলাস্, সাইলিসিয়া)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া (কার্ব্বো-বেজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাসি); মাড়ির কোমলতা; প্রাতঃকালে দাঁত শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে; মুখে ঘা (বোরাক্স্, হেলিবোরাস্, মার্ক্); মুখে দুর্গন্ধ (আর্নিকা); মুখে প্রচুর লাল উঠা (মার্ক্); পারার অপব্যবহারের পর মুখে লাল উঠা (চায়না, নাইট্রিক্-অ্যাসি); জিহ্বা পাতলা লেপযুক্ত। গলার মধ্যের সঙ্কোচন যাহার দরুণ কোন দ্রব্য গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); গলার মধ্যে ক্ষত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলদেশস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; আহার নলী গলনালীর প্রদাহ এবং ক্ষত; গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি, যাহার দরুণ কোন দ্রব্য গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। দুষ্ট বা অতিরিক্ত ক্ষুধা যাহা কোন মতেই নিবারিত হয় না (সাল্ফ্); বমনোদ্বেগ; আহার করিলে বমনের পুনরাক্রমণ; অপাক জনক দ্রব্য খাইলে বুক জ্বালা; প্রত্যেকবার আহারের পর পেট কন্ কন্ করে; মুখ দিয়া জল উঠা, বিশেষতঃ অপাক জনক দ্রব্য খাওয়ার পর। উদরের বাম পার্শ্ব কঠিন হয় এবং চাপিলে বেদনার উদ্রেক হয়; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় (আর্সেনিক্, লাইক্, হিপ্-সাল্ফ্); উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চয় হইয়া থাকে (কার্ব্বো-বেজ্, লাইকোপ্); কুঁচকির গ্রন্থির প্রদাহ এবং স্ফীতি (বাগী) (ক্যাল্ক্-কার্ব্, ক্লিমেটিস্, মার্ক্)।

মল। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আণ্টি-ক্রুড, সিমিসিক, নাক্স-বম); মল সাদাটিয়া, ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা; কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্র যন্ত্র। প্রচুর পরিমাণে বারম্বার মূত্রত্যাগ (এপিস, আর্জেন্ট-নেট, সিপা); মূত্রাবরোধ; রাত্রিতে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন (স্বপ্নে)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের স্ফীতি এবং কঠিনতা (একন্, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, কোনায়াম্); স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের স্ফীতি এবং কঠিনতা (কোনায়াম্); স্তন ঝুলিয়া পড়ে এবং তল্‌তলে বা কোমল হয়; কোন কোন বার নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, এবং কোন কোন বার নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রক্তঃস্রাব হয়; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), প্রত্যেক বার মলত্যাগের সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; উগ্র, জালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর যাহা লাগিয়া ক্ষত হয়; প্রত্যেকবার রক্তঃস্রাবের সময় শ্বেত প্রদরের বৃদ্ধি।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ (একন্, হিপ-সাল্‌ফ, ফস্); কণ্ঠনালীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশির ইচ্ছা; শ্বাসপ্রশ্বাসে আঁটাবোধ; শ্বাস প্রশ্বাস, বিশেষতঃ নিশ্বাসে অত্যন্ত কষ্টবোধ; সপর্দ্দা ঘুংড়ী কাশি (Membranous Croup) (ব্রোমিন, ক্যালী-বাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই এবং করাতে কাঠ চিরার শব্দের ন্যায় শব্দ হওয়া; খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট শুষ্ক কাশি (স্পঞ্জ); রোগী (শিশু) হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে (একন্); বায়ুনলের উপরিভাগের সুড় সুড়ের শোথ; শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও জালানুভব; কাশি এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, অনেক সময় শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তের ছিট্ থাকে; বুকে দুর্ব্বলতা বোধ (ষ্টানাম্); বুকে ছুরী বিধানের ন্যায় প্রখর বেদনা; বায়ুনল এবং ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও উহার দরুণ রক্তস্রাবের ধাতু; ফুস্‌ফুসের যকৃতবৎ কঠিনতা (Hepatization) ফুস্‌ফুসের উদ্ধাংশেই যাহা অধিক হয় এবং উহা কখন কখন অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয়; বুকের মধ্যে অত্যন্ত আঁটা বোধ; প্রাতঃকালে কাশি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। অত্যন্ত প্রবল হৃৎস্পন্দন, সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই যাহার বৃদ্ধি হয়; হৃৎপ্রদেশে অনবরত ভারিবোধ এবং অত্যন্ত কষ্টানুভব (ক্যাক্টাস্, লিলিয়াম্ টাইগ্রি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রখর বা তীক্ষ্ণ বেদনা যাহা স্থানে স্থানে সরিয়া বেড়ায়; হৃদন্ত-প্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ, যাহার দরুণ রোগী বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয় (একন্, রাস্টক্স্, আস্)।

গ্রীবা। গলগণ্ড (Goitre) এবং উহার অত্যন্ত কঠিনতা, গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ক্রিয়াজ্)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। হাত পায়ের পাতার পেশীর অগ্রভাগের (Tendons) স্পন্দন; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপন; বাম কনুইয়ের সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (আস্, ফেরাম্), পায়ের পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি; পায়ের পাতায় উগ্র, ক্ষতকারক ঘর্ম্ম।

চর্ম্ম। চর্ম্ম মলিন হরিদ্রাবর্ণ, আর্দ্র এবং চট্চটিয়া আঠা (ফেরাম্, মার্ক্); চর্ম্ম শুষ্ক এবং খস্খসে।

ব্যবহার। পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ; গণ্ডমালা জনিত অসুখ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা; গ্রন্থি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বা সঙ্কুচিত হওয়া বা উহার ক্ষয় বা হ্রাস; মুখ দিয়া লাল উঠা; অজীর্ণ; সপর্দ্দা ঘুংড়ী কাশি (Membranous Croup); অণ্ডকোষাধারের প্রদাহ এবং শোথ (Hydrocele); গলগণ্ড; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের স্ফীতি, কঠিনতা এবং উহার শোথ; ফোড়া; অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু অসুখ (Rachitic Affections); বাতজনিত অসুখ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু এবং কর্ণপ্রদাহ; অন্ত্রক্ষয় বা টেবিস্ মেসেণ্টেরিকা (Tabes Mesenterica); শ্বেত প্রদর; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত; পুরাতন সর্দ্দি; হাঁপকাশ; হাঁটুর সন্ধির প্রদাহযুক্ত স্ফীতি; শিরঃপীড়া ইত্যাদি অসুখে আয়োডিন্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত পেশীক্ষয় বা জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহার কঠিনতা; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া; অত্যন্ত বলক্ষয়; রাত্রিতে অস্থিতে বেদনা, গণ্ডমালা ধাতু, বৃদ্ধ বয়স; সন্ধির অসুখ

এবং উহাতে রাত্রিযোগে বেদনার উদ্রেক; প্রবল জ্বর; অস্থিরতা; পিপাসা; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া; গাল চক্রাকারে লালবর্ণ হওয়া; কোন বিষয়েই মন থাকে না; রাত্রিতে, অপরাহ্নে, চলিয়া বা গাড়ী ঘোড়ায় চাপিয়া বেড়াইলে, চাপ দিলে, উষ্ণ প্রয়োগে, বিছানায় উঠিয়া বসিলে অসুখের বৃদ্ধি; ঠাণ্ডাতে, ঘুমের পর, আহারের পর অসুখের উপশম ইত্যাদি আয়োডিনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিক্, ব্রোমিন্, কষ্টিকাম্, কোনায়াম্, ডিজিটালিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালী বাইকমিকাম্, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফরাস্, স্পঞ্জিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে আয়োডিনের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, ক্যাম্ফার, চিনিনাম্ সাল্‌ফ্, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফার, ফস্ফরাস্, স্পঞ্জিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি আয়োডিনের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ময়দা জলে মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাগী, অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের প্রদাহ, শোথ এবং কঠিনতা এবং গলগণ্ডে এই ঔষধের ২য় দশমিক ক্রমের আরোক আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন প্রাতে এবং বৈকালে তুলীদ্বারা লেপিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। কড্‌লিবার অএলে (Cod-liver oil) আয়োডিনের অংশ থাকা হেতু গণ্ডমালা জনিত অসুখে উহা ৪।৫ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী। যক্ষাকাশ, অন্ত্রক্ষয় বা টেবিস্ মেসেণ্টেরিকা, টন্‌সিলের প্রদাহ, স্ফীতি এবং কঠিনতা ইত্যাদিতে কড্‌লিবার অএল বিশেষ উপকারী। অতএব অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রোগসমূহে কড্‌লিবার অএল ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা, রোগ চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক এরূপ বিশ্বাস করেন।

ইপিকাকিউএনা,—ইপিকাক্।

(IPECACUANHA,—IPEC.)

এই গাছের মূল বা শিকড় দিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। বেগাস্ বা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) শাখা প্রশাখার উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ বক্ষ এবং পাকস্থলীতে আক্ষেপিক উত্তেজনার উদ্রেক হইয়া হাঁপানি কাশি এবং বমনোদ্বেগ বা বমনের উদ্রেক হইয়া থাকে। শ্বাস যন্ত্র এবং পরিপাক কার্য্যসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত করিয়া ইহা উক্ত যন্ত্রাদির শ্লেষ্মা জনিত রোগ উৎপাদন করে এবং উক্ত উপায়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা উৎপাদন করার দরুণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তস্রাবও হইতে দেখা যায়।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা (ব্রাই, ক্যাম্) এবং অধৈর্য্য হওয়া; সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে থাকা এবং সকলকেই ঘৃণা করার স্বভাব; রাগ, দুঃখ, বৈরক্তি হেতু মনের অসুখ।

মস্তক। থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মাথার সমুদয় হাড়ে এবং জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত, সেরূপ বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; একপেশে (আধ্ কপালিয়া) মাথা বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং বমন; চলিবার সময় বা ঘুরিলে মাথাঘোরা।

নাসিকা। সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা দ্বারা নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকা এবং বমনোদ্বেগ; নাক দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত পড়া (ড্রাক)।

চক্ষু। চক্ষুর তারা বিস্তৃত, চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ; চক্ষুর পাতার কাঁপনি, চক্ষুর বহির্দ্দিকের কোণে কঠিন কেতুরের সঞ্চার।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল পিটা, শোথের ন্যায় টল্‌টলে অথবা বসিয়া যাওয়া; চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চায়না, সিকেল্ সাল্‌ফ্); নির্দ্দিষ্ট সময়ে চক্ষুর কোটরের উপর এবং নিম্ন ভাগস্থিত স্নায়ুশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া, চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষুর পাতায় চিড়িক মারা এবং জ্বালা করা; মেলেরিয়া জনিত মুখ মণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে প্রচুর লাল উঠা (চায়না, মার্ক) যাহার দরুণ রোগী বারম্বার ঢোক গিলিতে বাধ্য হয়। গলার মধ্যের আক্ষেপ এবং সঙ্কোচন। মুখে কোন স্বাদ থাকে না এবং জিহ্বা গাঢ় সাদা লেপযুক্ত।

পাকস্থলী এবং উদর। সমুদয় প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি (আর্ণ্টিক্রুড্, ককিউলাস্); সুস্বাদু এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা; কাঠ উদ্গার উঠা (ফস্, মার্ক); অত্যন্ত কষ্টদায়ক বমনোদ্বেগ, বমনের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে নানা প্রকারের যাতনা; অনবরত বা ক্রমাগত বমনোদ্বেগ: উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; পিত্তযুক্ত তিক্ত তরল পদার্থ বমন: ভিজা গঁদের ন্যায় তরল সবুজ শ্লেষ্মা বমন; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলেই বমন; রক্ত বমন; আল্কাতরার ন্যায় তরল পদার্থ বমন; বমন, পিপাসা, ঘর্ম এবং মুখে দুর্গন্ধ; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা ও উহার বিস্তৃতি; বমনের পর নিদ্রার ইচ্ছা; অপাক কারক আহার দ্রব্য, বরফ দ্বারা ঠাণ্ডা করা দ্রব্যাদি খাইয়া পাকস্থলীতে শ্লেষ্মার সঞ্চার; শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ কষ্টানুভব (টেবেকাম্)। উদরের দুই পার্শ্ব এবং পাকস্থলীর মধ্যে চিন্‌চিনে বেদনা (বেল্); পেটকামড়ান, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কেহ আঙ্গুল দিয়া অন্ত্র চাপিতেছে, বিশ্রাম করিলে বা স্থিরভাবে থাকিলে যাহার উপশম হয় এবং নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); প্রত্যেক বার নড়াচড়াতেই উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনার উদ্রেক হয় যাহা বাম পার্শ্ব হইতে ডাইন পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

মল। উদরাময়; মল যেন পচা এবং ঘাসের রঙ্গের ন্যায় সবুজবর্ণ

(আগারিকাশ্‌), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ ও শূলবেদনা বা পেটকামড়ানি; বারম্বার সবুজের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ (এপিস্‌, আর্জেণ্টি-নাইট্রি, আর্স্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌); রক্ত ভেদ, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ (ইউকেলিপ্‌টাস্‌), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও কণ্ডূবৎ বেদনা বা যাতনা; শরৎকালীয় উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাভি প্রদেশে কামড়ানী; আমাশয়ের ন্যায় ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া।

মূত্রযন্ত্র। রক্তপ্রস্রাব, (ক্যান্থ্‌, মিলিফল্‌, নাইট্রিক্‌-এসিড্‌); মূত্র ঘোলাটিয়া এবং উহার নীচে ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (একন্‌, ইরিজারণ্‌, হামামেলিস্‌, মিলিফল্‌, সিকেল্‌), রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, পরিমাণে অধিক, চাপ্‌ চাপ্‌ থানা থানা, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, শ্বাস প্রশ্বাসে বুকে ভারি ও আঁটাবোধ এবং নাভি হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে ঋতুঃস্রাব, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ।

শ্বাস যন্ত্র। শ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ুনলের মধ্যে সাঁই সাঁই ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হয় (আণ্টি-টার্ট্‌, ফস্‌, ষ্ট্যানাম্‌): বুকের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না (আণ্টি-টার্ট্‌); শ্বাসরোধক কাশি, গলার মধ্যের সঙ্কোচন বা উহাতে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ যাহার উদ্রেক হয় এবং কখন কখন কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা বমন; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎ অগ্রপ্রদেশে সাঁই সাঁই শব্দ এবং ভারিবোধ ও অত্যন্ত উদ্বেগ; গলা এবং বুকের মধ্যে অত্যন্ত আঁটাবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়; রোগী ঘরের জানালার নিকট যাইয়া বায়ু সেবন করিতে চাহে; মুখমণ্ডল শিটা; সামান্য নড়াচড়াতে লক্ষণাদির বৃদ্ধি; রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; হাঁপানি কাশি (আর্স্‌); শ্বাস দ্বারা ধূলা টানিলে যেরূপ হয়, পূর্ব্বোক্ত বুকের মধ্যে সেরূপ আঁটাবোধ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন; কণ্ঠনালীর উপরিভাগ হইতে বায়ুনলীর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত অংশের সুড়্‌সুড়ীর দরুণ কাশির উদ্রেক; কাশির দরুণ বমনের ইচ্ছা হয়, কিন্তু বমনোদ্বেগ থাকে না; শ্বাসরোধক কাশি,

যাহার দরুণ রোগী (শিশু) একবারে শক্ত হয় এবং তাহার ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয় (কোরেল্-রুব্); হুপিং কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়া, বমন, শ্বাসরোধ, সমুদয় শরীর শিঠা বা নীলবর্ণ হইয়া রোগীর শরীর একবারে শক্ত হয়; কাশি এবং গলা দিয়া রক্ত উঠা; রক্তোৎকাশ; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই রক্তোৎকাশ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এক হাত ঠাণ্ডা এবং অপর হাত উষ্ণ; হাড়ে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচ্‌ড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে বেদনা, শীতলাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী, উষ্ণাবস্থা অধিক কাল স্থায়ী; সচরাচর উষ্ণাবস্থায় পিপাসা; শিরঃপীড়া, বমনোদ্বেগ ও কাশি এবং তৎপর ঘর্ম্ম; বাহ্যিক শীতবোধ এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণানুভব; সবিরাম জ্বরে বমন বা বমনোদ্বেগ অন্যান্য লক্ষণ অপেক্ষা প্রবল; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত আট্‌কান জ্বর; অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট জ্বরের প্রথমাবস্থায় বমনোদ্বেগ অত্যন্ত প্রবল; যে প্রকার জ্বরে শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা এবং ঘর্ম্মাবস্থা এবং সাম্মুখিক শিরঃপীড়া থাকে। শীত হয় বটে, কিন্তু রোগী সামান্য উত্তাপও সহ্য করিতে পারে না; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ শরীর উষ্ণ হয়, কিন্তু পিপাসা থাকে না।

ব্যবহার। বমন বা বমন সম্বলিত সকল প্রকারের অসুখ; হাঁপানি কাশি; ঘুংড়ী কাশি; হুপিং কফ বা কাশি; বায়ুনলপ্রদাহ সম্বলিত হাঁপানি কাশি (Bronchitic Asthma); সকল প্রকারের রক্তস্রাব; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্তভেদ; রক্তবমন; রক্তোৎকাশ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); অতিরিক্ত বা প্রচুর রজঃস্রাব; বায়ুনল এবং বায়ু উপনল প্রদাহ (শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী); উদরাময়; সবিরাম-জ্বর; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত আট্‌কান জ্বর; রক্তামাশয়; শিশুগণের উদরাময়; আক্ষেপিক কাশি; বুকে খিল ধরা ইত্যাদি অসুখে ইপিকাকিউএনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি; সমুদয় প্রকারের অসুখেই বমন বা বমনোদ্বেগ; শরীরের সমুদয় যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; নির্গত রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ; শয়ন

করিয়া থাকিলে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, গায় আর্দ্র বাতাস বা দক্ষিণা বাতাস লাগিলে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইপিকাকিউএনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। যে কোন যন্ত্র হইতে হউক না কেন, রক্তস্রাবে রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ হওয়া ইপিকাকের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইপিকাকিউএনার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টি-মোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ এবং আর্সিনিকের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, অ্যামোনিয়া, চায়না, কুপ্রাম্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস্, সিপিয়া, সাল্ফার, টেবেকাম্ এবং ভিরেট্রাম্ আল্বামের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্ণিকা, আর্সিনিক্, চায়না, নাক্স্ বমিকা এবং টেবেকাম্ ইপিকাকিউএনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুগণের চিকিৎসায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই লেখক সচ-রাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। হাঁপানি কাশিতে ১ম এবং ৩য় দশ-মিক ক্রম বিশেষ উপকারী। বায়ুনল প্রদাহ বা শিশুগণের বায়ু উপনল অথবা কৈশিক বায়ুনল প্রদাহে (Capillary-Bronchitis), ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। শিশুগণের বমন বা বমনোদ্বেগে ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎ-সক ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের ৩ হইতে ৫ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে সমুদয় রোগেই ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া এবং ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার করিয়া তিনি সন্তোষজনক ফল পাইয়া থাকেন।

ক্যালী বাইক্রমিকাম্,—বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্,—ক্যালী-বাই

(KALI BICHROMICUM,—BICHROMATE OF POTASH,—KALI BI.)

কোন একটি বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্ ক্রয় করিয়া উহার একভাগ, ২০ ভাগ চুয়ান জল (অর্থাৎ ১ গ্রেইণ্ বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্, ২০ ফোঁটা চুয়ান জল একটী ষ্টপার্ড্ (Stoppered) শিশিতে) লইয়া একত্রে মিশাইয়া ইহার আরোক প্রস্তুত করিবে। এই আরোক যে শিশিতে রাখিবে সেই শিশির গায়ে লেবেলের মধ্যে ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ১/২০ বলিয়া লিখিতে হইবে। ইহার প্রথম শততমিক ক্রম চুয়ান জলে প্রস্তুত হয়; ৫ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট, ৯৫ ভাগ চুয়ান জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা যথানিয়মে ৩য় দশমিক হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয়। ৬ষ্ঠ দশমিক এবং ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপর সমুদয় ক্রমই রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে স্থগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল। কিন্তু শ্বাস যন্ত্র এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়; জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কার্য্য আছে বটে, কিন্তু শ্বাস যন্ত্রের উপরের কার্য্যের ন্যায় তত প্রবল নহে; ইহা দ্বারা উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে আটাল এবং কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়। ইহার দরুণ কখন কখন আক্রান্ত স্থানে ক্ষতও হইয়া থাকে এবং শ্বাস যন্ত্রের উপর কখন কখন কৃত্রিম পর্দ্দাও উৎপন্ন হইতে পারে। গ্রন্থির উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য আছে, বিশেষতঃ যকৃত এবং মূত্রকোষের উপর। চর্ম্ম এবং শরীরের আঁশাল অংশ এবং উপাস্থির উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ আনয়ন করিয়া ইহা আক্রান্ত স্থানে ক্ষত উৎপাদন এবং উহার বিনাশও করিতে পারে। আটাল কঠিন রসিক

ন্যায় শ্লেষ্মা উৎপাদন করা ক্যালী বাইক্রমিকামের একটী বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা (ব্রাই, সাল্‌ফ্‌); মাথায় গোলমেলে এবং ভারিবোধ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই (নেট্রাম্‌-মিউর) কপাল এবং মাথার উপরিভাগে বেদনা আরম্ভ হইয়া মাথার পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালের দুই পার্শ্বে দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা; এই বেদনা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় এবং বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যার সময় ত্যাগ হয়; সাম্মুখিক শিরঃপীড়া যাহা বাম চক্ষের উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় (সাঙ্গুনেরিয়া); মাথার হাড়গুলি টাটায় (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-অ্যাস্‌, ফস্‌-অ্যাস্‌); একখানি পাথর কসাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেরূপ চাপা বোধ।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহচক্ষু; চক্ষু দিয়া হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ এবং প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ্‌); চক্ষুর মধ্যে চুলকানি, উষ্ণানুভব, জ্বালা এবং চাপাবোধ (একন্‌, মার্ক্‌, সাল্‌ফ্‌); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না, যাহার দরুণ চক্ষে আলোক লাগিলে জ্বালা অনুভূত হয় এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে (আর্স্‌); চক্ষুর পাতার ধার অত্যন্ত লাল; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং কর্ণিয়াতে (Cornea) ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-অ্যাস্‌, সাইলিসি); অনেক কালের কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea); চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত, স্ফীত এবং অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত; চক্ষুর পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি।

কর্ণ। বাম কানে সূচীবিধানের ন্যায় প্রবল বেদনা (আর্স্‌, সাল্‌ফ্‌) যাহা তালু, মাথার পার্শ্ব এবং গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি; গ্রীবা বেদনাযুক্ত হয় (হিপ-সাল্‌ফ্‌, মার্ক্‌); কানদিয়া হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পূঁয নির্গমন।

নাসিকা। দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্ত্তী হাড়ের (Septum) উপর ক্ষত (আলাম্, অরাম্, নাইট্রিক্-আস্); নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সমুদয় অংশই প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে পূঁষ উৎপন্ন হয় (গ্রাফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, সাইলিসি); নাসারন্ধ্রের মধ্যে কঠিন ঢেলার ন্যায় পদার্থের সঞ্চার; নাক দিয়া কঠিন রসির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-আয়োড্); অত্যন্ত তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, যাহার দরুণ নাক এবং ওষ্ঠে ক্ষত হয় (আর্স্, সিপা); নাসিকার অত্যন্ত শুষ্কতা (বেল্, গ্রাফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের হাড়ে চাপাবোধ; নাক যেন কঠিন এবং শক্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী নাক ঝাড়িয়া গাঢ় শ্লেষ্মা ফেলিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু নাক ঝাড়িলে কিছুই নির্গত হয় না; কোন একটী ভারি পদার্থ যেন নাকের মধ্য হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; নাকের গোড়ার চাপ পড়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, মার্ক্, আয়োড্, নেট্রাম্, আর্স্); নাক ঝাড়িবার সময় নাকের ডাইন পার্শ্বে সূচীবিঁধানের ন্যায় প্রবল বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন দুই খানি শিথিল অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ করিতেছে; নাকের মধ্যে টাটানি; নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্ত্তী হাড়ের উপর চুমটী পড়ে (আলাম্, আণ্টি-ক্রুড্, অরাম্, গ্রাফ্, নাইট্রিক্-আস্); নাসিকার অস্থি পোকায় ধরা (Caries); নাকে দুর্গন্ধ।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটা বা হরিদ্রার আভাযুক্ত; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলের সমুদয় হাড়ে সেরূপ বেদনা বা টাটানি (হিপ্-সালফ্, নাইট্রিক্-আস্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা নির্ম্মল, লাল এবং ফাটা-যুক্ত (বেল্, রাস্টক্স্); জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (ব্যাপ্ট্); জিহ্বা হরিদ্রার আভাযুক্ত গাঢ় লেপযুক্ত (পডোফ্, মার্ক্, নাক্স্-বম্); জিহ্বায় ক্ষত (মার্ক্); মুখগহ্বর শুষ্ক (এইলান্থ্, আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-মস্, হায়োস্); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের উপবিভাগে আটাল চট্চটিয়া আঠা লালের সঞ্চার (মার্ক্-কর)। প্রাতঃকালে খুক্ খুক্ করিলেই গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে চট্চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (আলাম্, আমন্-কার্ব্ব); আল্-জিহ্বার গোড়ায় গভীর গর্ত্তাবশিষ্ট লাল দাগে পরিবেষ্টিত হরিদ্রাবর্ণের

চট্‌চটিয়া আঠা পূঁযাবৃত ক্ষত ; আল্‌জিহ্বা এবং টন্‌সিল্‌ (Tonsils) স্ফীত, লালবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত (বেল্‌) হইয়া অবশেষে ক্ষত (এপিস্‌, মার্ক্‌) এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অংশ কাল্‌চে, নীলের আভাযুক্ত এবং স্ফীত (এইলান্থ্‌., ব্যাপ্‌ট্‌) হয় ; আল্‌জিহ্বার শোথ ; মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগের দুই পার্শ্বে যেন একগাছি চুল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; (জিহ্বায় এরূপ অনুভূত হইলে নেট্রাম্‌-মিউর) ; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ যেন গলার মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, ঢোক গিলিলেও যাহা দূরীভূত হয় না (ব্যারাইটা-কার্ব্‌, বেল্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌) ; বাম টন্‌সিলে খোঁচা বিঁধার ন্যায় প্রবল বেদনা যাহা কানের দিকে বিস্তৃত হয় (বেল্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌) এবং ঢোকাদি গিলিলে যাহার উপশম হয় ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ, টন্‌সিল্‌, কোমল তালুকা (Soft palate) এবং শ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মক ঝিল্লীর উপর কৃত্রিম পর্দ্দার ন্যায় আঁশাল দানাযুক্ত পর্দ্দা পড়ে।

পাকস্থলী এবং উদর। সম্পূর্ণ ক্ষুধাশূন্যতা (অ্যালাম্‌, আর্স্‌, চায়না, নেট্রাম্‌-মিউর, সাল্‌ফ্‌), অত্যন্ত পিপাসা এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য পানের অত্যন্ত ইচ্ছা (চায়না, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌) ; হঠাৎ বমনোদ্বেগ ; গোলাপী রঙ্গের জলের ন্যায় পাতলা চক্‌চকে পদার্থবমন ; টক স্বাদ বিশিষ্ট উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা সম্বলিত পদার্থ বা পিত্ত বা রক্ত বমন, বা আহারের পরক্ষণই পাকস্থলীতে ভার এবং চাপবোধ (ব্রাই, নাক্স্‌-বম্‌, পাল্‌স্‌) ; পাকস্থলীতে অসুখ বা বেদনানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হওয়ার সময় বমনাদির উদ্রেক হয় ; পাকস্থলী স্ফীত এবং উহাতে পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ কোমরে কাপড় পরিতে কষ্টানুভূত হয়। উদরের ডাহিন অংশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্‌) ; প্লীহার স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্‌) ; উদরের মধ্য দিয়া সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহা কশেরুকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় ; যকৃত প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় দুপ্‌দুপে বেদনা ; আহারের কতক্ষণ পরে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; অন্ত্রের মধ্যে পুরাতন আকারের ক্ষত।

—

মল। আমাশয়; কটাবর্ণের জল (আর্স, রুমেক্স), অথবা রক্ত-মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বারে কষ্টদায়ক চাপাবোধ, বায়ুর বেগ এবং কোঁথপাড়া; প্রত্যেক বৎসর কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাশয়; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অধিক, ডেলার ন্যায় গুট্‌লী গুট্‌লী এবং মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা এবং চাপাবোধ; প্রাতঃকালে উদরাময় এবং বায়ুর বেগের দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; ভিজা গঁদের ন্যায় রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গুহ্যদ্বারে সেরূপ অনুভূত হয়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি বেদনা; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মূত্রে প্রচুর পরিমাণে সাদাটিয়া বা শ্লেষ্মা তলানি পড়ে; মূত্রাবরোধ এবং তদ্দরুণ মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ। ওলাউঠা রোগের মূত্রাবরোধে ক্যান্থারিস্, টেরিবিন্থিনা দ্বারা প্রস্রাব না হইলে এই ঔষধের ২।৩ মাত্রা সেবনে প্রস্রাব হইতে দেখা যায়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা থাকে না, পুরুষাঙ্গে গর্মীর ব্যারামের দরুণ গভীর ঘা; চলিবার সময় পুরুষাঙ্গের গোড়ার মধ্য প্রদেশে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মলত্যাগের সময় ধাতুনির্গমন; পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ এবং তদ্দরুণ মূত্রনালী দিয়া রসের ন্যায় বা ভিজা গঁদের ন্যায় প্রচুর ক্লেদ নির্গমন। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, বমনোদ্বেগ এবং শিরঃপীড়া; হরিদ্রা রঙ্গের শ্বেতপ্রদর (হাইড্রাষ্টিস্) এবং উহার দরুণ যোনিদ্বারাদিতে চুলকানি, জ্বালানুভব, কোমরের পশ্চাৎভাগের মধ্য দিয়া বেদনা, দুর্ব্বলবোধ এবং তলপেটে ভারি ও ঘুশ্‌ঘুশে বেদনানুভব।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীতে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মার সঞ্চার (রুমেক্স, নাথ্‌কাশ্); প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ; সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গ (ক্যাক্‌-কার্ব্ব, কার্ব্বো-বেজ, ল্যাক্); স্বরভঙ্গ এবং কর্কশ স্বর (কার্ব্বো-বেজ); চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ হওয়ায়

সঙ্গে সঙ্গে কাশি এবং গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের বা হরিদ্রার আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের কঠিন পদার্থ নির্গমন; গলা দিয়া কঠিন শ্লেষ্মা নির্গমন (কস্), এই শ্লেষ্মা এত আঁটাল যে উহা টানিলে একগাছি রসির ন্যায় লম্বা হয়; স্বরভঙ্গ, কর্কশ স্বর এবং ধাতুর ধ্বনিবিশিষ্ট কাশি; গলার মধ্যে কৃত্রিম পর্দার ন্যায় শ্লেষ্মার সঞ্চার যাহা সহজে নির্গত হয় না (ব্রোমিন্, আয়োড্)এবং গলা দিয়া রসির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া স্থিতিস্থাপকগুণ বিশিষ্ট ফাইব্রিনের ন্যায় (Fibrinous) পদার্থ নির্গমন; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার প্রবল সাঁই সাঁই শব্দ হয়; ঘুমের অবস্থায় বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; শ্বাস কষ্ট; বুকে সাঁই সাঁই শব্দ এবং হাঁপানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনলের দুই শাখার সংযোগ স্থানে (Bifurcation of the Bronchia) আঁটা বোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পুরু হইয়াছে; গায়ের কাপড় ছাড়িলে, প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, আহারের পর এবং দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে কাশির বৃদ্ধি, এবং শয়ন করিলে, বিছানার উত্তাপে কাশির উপশম; কণ্ঠনালীতে সুড়্সুড়ী; প্রত্যেকবার নিশ্বাস টানিবার সময় কাশির উদ্রেক। হৃৎপ্রদেশে কুট্কুটানি বিশিষ্ট যাতনা।

পৃষ্ঠদেশ। কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা যাহা প্রাতঃকালেই অধিক অনুভূত হয়; বসিলে গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরিভাগের অস্থিতে বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, চাপিলে হাতের হাড়ে সেরূপ বেদনা; হাতের আঙ্গুলে ক্ষত এবং অস্থি পোকায় ধরা; বামস্কন্ধাস্থির নিম্নকোণে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা; সন্ধিতে, বিশেষতঃ মণিবন্ধের, বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা; বাম সায়েটিক্ স্নায়ুর (Left Sciatic nerve) গতি দিয়া বারম্বার বা আগা গোড়া (অর্থাৎ কুচকির পশ্চাৎভাগ হইতে পায়ের ডিম পর্য্যন্ত) বেদনা; স্নায়ুর উপর চাপ পড়িলে পায়ের সম্মুখর অংশে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয়; ডাইন পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; চলিবার সময় পায়ের গোড়ালীতে (গুড়মুড়াতে) টাটানি; প্রদাহযুক্ত পায়ের পাতায় ক্ষত হওয়া; সামান্য সঞ্চালনে সন্ধিতে কেড়্কেড়্ শব্দ হয়; পায় ভারিবোধ।

চর্ম্ম। শরীরে, বিশেষতঃ হাতের উপর, হাম বা ঘামাচির ন্যায় গোটা গোটা ফুস্কুড়ী; গায়ে অসমতল বা আবুড়্ খাবড়্ ধার বিশিষ্ট গভীর ক্ষত; শীতকালে গায় ঘা অধিক বেদনাযুক্ত হয়; গায় বসন্তের ন্যায় ফোস্কার আকার বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; গায় পূঁয সম্বলিত দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী। চর্ম্ম উষ্ণ, শুষ্ক এবং লালবর্ণ।

জ্বর। গা ভাঙ্গা এবং হাইতোলার অত্যন্ত ইচ্ছা; শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা এবং বমনোদ্বেগ, তৎপর উষ্ণানুভব, উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালের পার্শ্বে ঠাণ্ডা এবং খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, পিপাসা থাকে না, শীত পায়ের পাতা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়, যাহার দরুণ রোগী উষ্ণ স্থানে থাকিতে চাহে; (আর্স, হিপ্-সাল্ফ্, রাস্টক্স্); শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম; প্রথম রাত্রিতে জ্বর।

ব্যবহার। সকল প্রকারের শ্লেষ্মা জনিত অসুখ; নাসিকা সম্বন্ধীয় সর্দ্দি; বায়ুনলের শ্লেষ্মা জনিত অসুখ; সপর্দ্দা ঘুংড়ীকাশি (Membranous Croup); ডিপ্থিরিয়া; উদরাময়; শ্বেতপ্রদর; গণ্ডমালা জনিত অসুখ; চক্ষু প্রদাহ; পুরাতন ক্ষত; গরমীর ঘা; বাত রোগ; অজীর্ণ রোগ; পিত্তাধিক্য হেতু অসুখ; মূত্র কৃচ্ছ্র বা মূত্রাবরোধ (ওলাউঠার মূত্রাবরোধে বিশেষ উপকারী); আর্সিনিকের ধূম টানিয়া অসুখ; পারার, বিশেষতঃ বিন্ আয়োডাইড্ অব্ মার্কিউরির, অপব্যবহার জনিত অসুখ; নাসারন্ধ্রের মধ্যস্থিত উপাস্থির ক্ষয়; শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লার পুরাতন আকারের অসুখ; যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। মোটা, গণ্ডমালা এবং গরমীর ব্যারামের ধাতু; নাক, মুখ, গলার মধ্য, পাকস্থলী, মূত্রনালী এবং যোনিদ্বার দিয়া রসির ন্যায় পদার্থ বা শ্লেষ্মা নির্গমন; প্রতিদিন প্রাতঃকালে একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিরঃপীড়া; বেদনা একস্থান হইতে অন্যস্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে; লক্ষণাদি হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ যায়; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয় অস্থিতে সেরূপ অনুভূত হয়; অস্থি পোকায় ধরা (Caries); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে ডিপ্থিরিয়ার ন্যায় পর্দ্দা উৎপন্ন হয়; অত্যন্ত বলক্ষয়;

প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, আহারের পর অসুখের বৃদ্ধি এবং উত্তাপে ও শেষ বেলায় অসুখের উপশম ইত্যাদি ক্যালী বাইক্রমিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ হিপার সাল্‌ফার, ক্যালী-আয়োডেটাম্‌ এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত করা পারার কার্য্যের সঙ্গে ক্যালী-বাইক্রমিকামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য আর্সিনিক এবং টার্টার এমিটিকের ন্যায়। কণ্ঠনালী এবং বায়ুনলের উপর ইহার কার্য্য স্পঞ্জিয়া, আয়োডিন্‌ এবং ব্রোমিনের ন্যায়; যকৃতের উপর ইহার কার্য্য মার্কিউরিয়াসের ন্যায়; অস্থির আবরক পর্দ্দার (Periosteum) উপর ইহার কার্য্য মেজিরিয়াম্‌ এবং ফাইটোলাকার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্‌ ক্রুডাম্‌, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক্‌ আসিড্‌, পাল্‌সেটিলা এবং সাইলিসিয়ার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক, ল্যাকেসিস্‌, পাল্‌সেটিলা, ক্যালী-বাইক্রমিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১২ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্‌ বলেন বাহ্য প্রয়োগার্থ আরক বাইক্রমেট্‌ অব্‌ পটাসের ১ গ্রেইন্‌, ৮ আউন্স্‌ জলে মিশাইলে সকল প্রকারের কার্য্যই চলে।

ল্যাকেসিস্‌,—ল্যাক্‌।

(LACHESIS.—LACH.)

দক্ষিণ আমেরিকাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র এবং সরু মস্তক বিশিষ্ট সর্প জন্মে। জীবিতাবস্থায় ইহার বিষ লইয়া সুগার অব্‌ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া যথানিয়মে ১ম, ২য় এবং ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার সাধারণ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক বিষাক্ত হইয়া বলক্ষয়, আক্ষেপ এবং অচেতনতা উৎপন্ন হয় এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার দরুণ গলার মধ্য, কণ্ঠনালী, বায়ুনল এবং হৃৎপিণ্ড উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অথচ উক্ত যন্ত্রাদির প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। তৎপর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার দরুণ রক্ত পচিয়া রক্তের ফাইব্রিন্ (Fibrine) নামক পদার্থ বিনষ্ট হয় এবং তদ্দরুণ শরীরের স্থানে স্থানে লোম্‌ছা যাইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত, রক্তস্রাব, বলক্ষয় কারক প্রদাহ, ফোড়া, সাংঘাতিক প্রদাহ, পচাযুক্ত ঘা (Gangrane), পূঁয দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণ অসুখ (Pyæmia) উৎপন্ন হইয়া বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ঘুমের পর সমুদয় লক্ষণ বা উপদ্রবের বৃদ্ধি করা ল্যাকেসিসের এক বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। দুঃখিত হওয়ার স্বভাব (নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্, সিপিয়া); মনের জড়তা; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি; স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আগারিকাশ্, আম্ব্রা, আনাকার্ড, ক্রিয়জ্, মার্ক, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্ মস্ক্, ফস্-আস্): বর্ণ বিনাশেও ভুল হয় (লাইকোপ্); মনের অতিরিক্ত *প্রাখর্য্য (কফিয়া, চায়না); না না বিষয়ে চিন্তা; অনবরত এক বিষয় হঠাৎ* পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে চিন্তা (সিপিয়া) এবং না না প্রকারের ভয় উৎপাদক ছবি দেখা (হায়োস্): প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মনের মালিন্য এবং চিন্তা (নেট্রাম্-মিউর); অতিরিক্ত পাঠের পর উন্মত্ততা; অহঙ্কার (প্লাটিনা, ষ্ট্রামন্); অন্যের সুখে কাতর (এপিস, হায়োস্); সর্ব্বদা সন্দেহ করা; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে ঈশ্বর ব্যতীত তাহার উপর মনুষ্যের কোনও ক্ষমতা নাই।

মস্তক। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাঘোরা (আলাম্, ফস্, নাইট্রিক্-আস্); চক্ষু বুজিলে ক্ষণিক মাথা ঘোরা (থুজা); মাথা বেদনা,

যাহা নাসিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্‌-আয়োড্‌); চাপিয়া ধরার ন্যায় মাথা বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ ; কপালের বামপার্শ্বের উচ্চস্থানে বেদনা যাহা মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অনুভূত হয় ; প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিলেই চক্ষুর উপরিভাগ এবং মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; একপেশে প্রবল মাথা বেদনা যাহা স্কন্ধ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; শক্ত গ্রীবা বা গ্রীবা নোয়ান যায় না (রাস্‌টক্স্‌); জিহ্বার পক্ষাঘাত ; মাথার পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ; মাথার পশ্চাৎভাগে একখানি সীসা বসাইয়া রাখার ন্যায় ভারি বোধ (কাব্বো বেজ্‌, চেলিডন্‌), যাহার দরুণ রোগী তাহার মাথা বালিস হইতে কদাচিৎ উঠাইতে পারে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; স্পর্শ করিলে অথবা পেশী সঞ্চালনের সময় মাথার বাম পার্শ্বে অবশবোধ এবং কোন প্রাণী হামা দেওয়ার ন্যায় সুড়্‌সুড়ী ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্‌, মার্ক, নাইট্রিক্‌-অ্যাসিড, কস্‌, সিপিয়া, সাল্‌ফ), গর্ভাবস্থায় যাহার বৃদ্ধি হয় ; সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত বৈরক্তি (বেল্‌, গ্লোনয়েন্‌, নেট্রাম্‌ কার্ব্ব)।

চক্ষু। চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা ; চক্ষুর সম্মুখে কোন একটী কাল বস্তু ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; চক্ষুর সম্মুখে যেন কুয়াশা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (ক্যালী আয়োড্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ্‌); আলোক যেন আগুণের রশ্মি পূর্ণ উজ্জ্বল নীলবর্ণের চক্রদ্বারা পরিবেষ্টিত চক্ষে এরূপ দৃষ্ট হয় ; চক্ষে এঁকা বাঁকা চিত্র বা মূর্ত্তি দেখা ; চক্ষের মধ্য এবং উহার উপরিভাগে কাঁসিয়া বা ছাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; সংক্রাশ রোগের পর চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis) ; দৃষ্টি হীনতা (Amblyopia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্ফুস্‌ এবং হৃৎপিণ্ডের অসুখ।

কর্ণ। কানের মধ্যে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি ; গালের হাড় হইতে কান পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; কোন প্রকার কীট প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ ধড়্‌ফড়্‌, সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া।

নাসিকা। সর্দ্দির আক্রমণের পূর্ব্বে মাথাধরা (হাইড্রাষ্ট্‌); নাক দিয়া জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্র লালবর্ণ

এবং ক্ষতযুক্ত হওয়া; নাকের মধ্যে ক্ষত এবং উহাতে খোসা (চুমটী) পড়া; থাকিয়া থাকিয়া সময়ে সময়ে এক সঙ্গে অনেকগুলি হাঁচি।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা; মুখমণ্ডল মাটির ন্যায় ধূসর বর্ণ (আর্স্); মুখমণ্ডলের বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) স্ফীতি (বেল্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ, রাস্টক্স্); শিটা মুখমণ্ডলও উষ্ণ এবং লালবর্ণ হয়; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব এবং চক্ষুর কোটরস্থ স্নায়ুশূল; মুখমণ্ডলে উষ্ণতা আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গালের মেলার অস্থিতে (Malar-bone) শক্ত বোধ যাহা গ্রীবা দেশস্থিত গ্রন্থি হইতে আরম্ভ হয়; মুখমণ্ডলের চুলকানি।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। দাতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলা, চিড়িকমারা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (পাল্স্), যাহা অনেক সময় মাড়ি হইতে কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাঁতে বেদনা; ঘুম ভাঙ্গিলেই দাঁতে বেদনা; আহারের পর দাঁতে বেদনা (আণ্টি-ক্রুড্, ষ্টাফিস্, নাক্স্-বম); গরম এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলে দাঁতে বেদনা; জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, কাল, শক্ত এবং কাটাযুক্ত (ব্যাপ্ট্, বেল্, নেজা, রাস্টক্স); কথা বলিতে কষ্টানুভব; জিহ্বা ভারি (মিউর-আস্); মুখ মেলিতে বা হা করিতে অশক্তি, জিহ্বা বাহির করার সময় জিহ্বা কাঁপে অথবা উহা দাঁতের পশ্চাৎ দিকে যেন আটকিয়া থাকে; মুখের মধ্য শুষ্ক, উষ্ণ এবং ক্ষতযুক্ত এবং উহাতে টাটানি বা চড়চড়ানি (বোরাক্স্, হাইড্রাষ্ট্, মার্ক্, আয়োড্); জিহ্বার প্রদাহ; টন্সিল্ প্রদাহ এবং উহাতে পূঁয উৎপন্ন হওয়ার উপক্রম হওয়া; প্রদাহযুক্ত টন্সিল্ এবং গলার মধ্যে ক্ষত; সাংঘাতিক আকারের ডিপ্থিরিয়া; গলার মধ্যের অসুখ বাম দিক হইতে আরম্ভ হয়; গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; তরল দ্রব্য গিলিবার সময় নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে; খক্ খক্ করিলেই গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; গলার মধ্যে শুষ্কানুভব, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, নাক্স্-মস্ক্, পাল্স্); গলার মধ্য স্ফীত হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং ঢোক গিলিবার সময় মনে হয় যেন গলার মধ্যে দুইটী ডেলার ন্যায় বড় পদার্থ একত্রিত হইয়া ঠেলিয়া আসি-

তেছে; আহার দ্রব্যাদি গিলিবার সময় উক্ত অসুখের উপশম; গলার মধ্যে যেন রুটীর এক টুকরা লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; টন্সিল্ প্রদাহ যাহা বাম দিকে অধিক অনুভূত হয়; গিলিবার সময় গলনালী যেন রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত যাতনা, অথবা গিলিবার সময় গলার মধ্য হইতে কান পর্য্যন্ত উক্ত যাতনা বিস্তৃত হয় (আম্ব্রা, বেল্, কালী-বাই, হিপ্-সাল্ফ্); স্পর্শনে গ্রীবা অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় (এপিস্); গলার মধ্যে বেদনা এবং টাটানি যাহা বাম দিক হইতে আরম্ভ হয়, কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ গিলিতে অধিক কষ্টানুভূত হয় (বেল্); স্পর্শনে গলার মধ্যের বহির্দ্দেশে অত্যন্ত অসুখ বোধ হয় (বেদনাযুক্ত হয় না, বা টাটায় না)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধার অবস্থা সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না,—অর্থাৎ কখন অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কখন বা ক্ষুধা একবারেই থাকে না; মুখে তিক্ত স্বাদ; আহারের পর উদরস্থ অজীর্ণ আহারদ্রব্যাদি বমন; আহারের পর গলা দিয়া টক জল উঠা; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়; অজীর্ণ, আহারের পর যাহার বৃদ্ধি হয় (চায়না, নাক্স্-বম্, পাল্স্); পাকস্থলীতে চর্ব্বণবৎ যাতনা অনুভূত হয় যাহা আহারের পরই কমে এবং পেট খালি হইলে পুনরায় আরম্ভ হয়; কোমরে কাপড় কসিয়া পরিলে অত্যন্ত অসুখ বোধ (ব্রাই, ক্যাল্ক্-কার্ব, ক্রোটন্)। উদরের ডাইন পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; উদর স্ফীত, বিস্তৃত ও কঠিন, উষ্ণ, টাটানি, এবং বেদনাযুক্ত (একন্, বেল্); গুহ্যদ্বার হইতে নাভি পর্য্যন্ত কসিয়া বা যাটিয়া ধরা; উদরে খালি বোধ; ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, যকৃৎ প্রদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; যকৃতের প্রদাহ এবং উহাতে ফোড়া হওয়া; বৃহৎ অন্ত্রের ইলিয়াম্ (Ilium) নামক অংশ যে স্থানে শেষ হইয়াছে (Cæcum), উক্ত প্রদেশের স্ফীতি, যাহার দরুণ রোগী চীত ভাবে জড়সড় হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের প্রদাহ; উদর গরম এবং টাটানিযুক্ত এবং কোমর হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত শক্ত হয়; অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis) এবং অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর মধ্যে পূঁয হইয়া উহার প্রদাহ (Septic Peritonitis)।

মল এবং মলদ্বার। মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যান্থ, মার্ক, নেট্রাম মিউর, সাল্ফ); গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারের সঙ্কোচন; গুহ্য দ্বারে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ী দিয়া পিটানের ন্যায় দপ্-দপানি বা চিড়িকমারা; গুহ্য দ্বারে অনবরত কষ্টদায়ক শূলানী বা টাটানি; মল দুর্গন্ধযুক্ত, কাল্চে (আর্স); অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, প্লাম্বাম্, নাক্স-বম, ওপিয়াম্); অর্শরোগ এবং তদ্দরুণ গুহ্যদ্বারে বলী বাহির হওয়া, (আলোজ্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, পাল্স, মিউর-আস্); প্রত্যেকবার হাঁচি দেওয়া বা কাশির সময় অর্শের বলীতে সূচীবিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল ভেড়ার মলের ন্যায় কঠিন; পুরাতন উদরাময়, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়; গুহ্যদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয রক্ত নির্গমন।

মূত্রযন্ত্র।—বারম্বার মূত্র ত্যাগ: মূত্র ফেণাযুক্ত, কাল্চে; মূত্রাধারে চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং উহাতে চড়্ চড়্ করা; প্রস্রাবের বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না। মূত্রকোষ প্রদেশে সূচীবিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; জাফরাণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগ; মূত্র কাল্চে এবং ঘোলাটিয়া; একটী গোলা চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রাধারে সেরূপ যাতনা অনুভূত হয়।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের অল্পকাল স্থায়ী স্বল্প রজঃস্রাব, কিন্তু প্রতি মাসেই নিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব হয়, রক্ত কাল্চে; রজঃস্রাবের সময় প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা (কলোফিল্, সিমিসিফ্, পাল্স্); জরায়ু এবং ডিম্বকোষে বেদনা, রক্তস্রাবের পর যাহার উপশম হয়; একখানি ছুরী বিঁধাইয়া দিলে যেরূপ হয়, উদরের মধ্যে সেরূপ বেদনা; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়া; জরায়ু প্রদেশ এত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় যে, উহাতে গায়ের কাপড়ের ভারও সহ্য হয় না; বাম ডিম্বকোষ স্ফীত এবং উহাতে চাপিয়া ধরা বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; সমুদয় শরীরেই উত্তাপানুভব; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (*Metrorrhagia*),

এবং রজঃস্রাব শেষ বন্ধ হওয়ার সময় অন্যান্য যে কোন অসুখ হউক না কেন (সাঙ্গুনেরিয়া)।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় যাতনা এবং শুষ্কানুভব (একন্, কষ্ট্, ক্যাম্, ফস্) যাহার দরুণ রোগী গলাস্পর্শ করিলেও কষ্ট অনুভব করে (একন্, স্পঞ্জ্); গলা হইতে কোন পদার্থ হঠাৎ কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়া যেন শ্বাস রোধ করিয়া রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তদ্দরুণ বায়ুনলের উপরিভাগের সরু মুখে আক্ষেপের উদ্রেক হয়; কণ্ঠনালী এত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় যে, উহার দরুণ রোগীর গলার চতুর্দ্দিকে কাপড়াদির চাপও সহ্য হয় না (এপিস্); কাশি; ঘুমের পর কাশির বৃদ্ধি; কণ্ঠনালীতে চাপ পড়িয়া কাশির উদ্রেক; শুষ্ক খুশ্ খুশে কাশি, গলা স্পর্শ করিলে, গলার মধ্যে সুড় সুড় করিলে, গলার মধ্যে ক্ষত হইলে এবং গলার মধ্যে বহির্বায়ুর ঠাণ্ডা লাগিলে যাহা উদ্রেক হয়; রোগী অনবরতই দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় (ইগ্নেস্); আ... শব্দ বিশিষ্ট কাশির পর গলাদিয়া হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে ফেণাযুক্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গত হয়; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং সময়ে সময়ে রোগী হাঁপিড় হওয়ার উপক্রম হয় (একন্, আর্স্, এপিস্, ইপিকাক, ফস্); বুকে যাতনা; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রসির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-বাই); কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তমিশ্রিত ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, কাশিবার সময় বা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; বুকের মধ্যে জ্বালানুভব।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত আঁটাবোধ (ক্যাক্ট্); হৃৎ অগ্র প্রদেশে (Precordial Region) খিল ধরার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ হৃৎস্পন্দন এবং যাতনার উদ্রেক হয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং রোগী হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা দপ্ দপানি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে; হৃৎপিণ্ড নিয়মিতরূপে স্পন্দন করে না (ক্যাক্ট্, নেট্রোম্); শয়ন করিলে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; বুকে ভারিবোধ; হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; হৃৎপিণ্ডের বাতরোগ; নবপ্রসূত শিশু নীলবর্ণ হয় (Cyanosis);

মূর্চ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে বেদনা, বমনোদ্বেগ, মুখমণ্ডল শিটা এবং মাথাঘোরা।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (ক্যালী-কার্ব্ব, ইগ্নেস, কস, রাস্‌টক্স); চাপিলে ঘাড় বেদনাযুক্ত হয়; কোমরের পশ্চাৎভাগে দুর্ব্বল এবং অবশবোধ এবং উহাতে বেদনা (রাস্‌টক্স); কোমরের পশ্চাৎ ভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মণিবন্ধে সেরূপ বেদনা; আঙ্গুলের মাথায় হুলফুটানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; আঙ্গুল হাড়া (Whitlow); হাত পায়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; হাঁটুর সন্ধিতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, বাম হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; পায়ে পচাযুক্ত ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) [illegible]স, লাইকোপ); পা এবং পায়ের পাতায় লাল, নীলের আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে পোকায় ধরা (Caries)।

চর্ম্ম। চর্ম্ম নীলের আভাযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণ; চর্ম্মে ক্ষত যাহা চাপিলে জ্বালা করে, টাটায় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত নষ্ট দ্রবের ন্যায় ক্লেদ নির্গত হয়; ক্ষত যাহার গোড়ায় পচা লাগে (মার্ক, নাইট্রিক্ আস্) এবং কাল্‌চে লালবর্ণের আকার ধারণ করে; দুষ্ট বা সাংঘাতিক ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) যাহা বেগুণী রঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গায় ঘামের ন্যায় ফুস্কুড়ী, যাহা আস্তে আস্তে প্রকাশ পায় বা কাল্‌চে বা নীলের আভাযুক্ত আকার ধারণ করে; পুরাতন ক্ষতের দাগ ফাটিয়া রক্ত পড়ে।

নিদ্রা। ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না (বেল, ওপিয়াম্, ক্যাম্); ঘুমেরঘোরে বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা বা নড়াচড়া; সন্ধ্যার সময় ঘুমের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অস্থির নিদ্রা অর্থাৎ বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; অথবা অনেক রকমের স্বপ্ন দেখিয়া বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; প্রেম, বা স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধীয়-স্বপ্ন দেখা।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ (এবিস্-ক্যান্); শীত পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ হয়

(ক্যাম্ফ্, ইউপেট্-পার্ফ্); শীত পৃষ্ঠ দেশের নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়; এক দিন অন্তর একদিন শীত; পায়ের পাতা বরফের ন্যায় শীতল; রক্ত সিদ্ধ করিলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ জ্বালানুভব, প্রধানতঃ রাত্রিতে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ, প্রধানতঃ হাত পায়ের পাতা; হাত পায়ের পাতায় জ্বালা (সাল্ফ্); রাত্রিতে ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চায়না, ফস, ফস্-অ্যাস্, সাইলিসি, সাল্ফ্); সবিরাম জ্বর যাহা প্রতি বৎসর বসন্ত কালে রোগীকে আক্রমণ করে, অথবা পূর্ব্ব বৎসর বর্ষাকালে কোইনাইন্ দ্বারা জ্বর থামাইবার পর জ্বরের পুনরাক্রমণ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, দ্রুতগামী এবং অসম; রাত্রিতে শীত এবং দিনের বেলা উষ্ণানুভব; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অল্প জ্ঞান রহিততা (Stupor), বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা (Low-muttering Delirium), নিম্ন মাড়ি পাড়িয়া যায়, জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, কাল্চে এবং উহার অগ্রভাগ ফাটাযুক্ত এবং জিহ্বা কম্পমান; হরিদ্রাবর্ণের, ঠাণ্ডা রক্তমিশ্রিত ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। পারার অপব্যবহার জনিত রোগ; স্নায়বিক কাশি; হুপিংকফ বা কাশি; ঘুংড়ী কাশ; হাঁপানি কাশি; হৃদাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Pericarditis; আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকার, পচা ঘা জনিত জ্বর; সবিরাম জ্বর; আক্ষেপ (Convulsions); পক্ষাঘাত; মৃগীরোগ; স্নায়ুশূল; শোথ; ক্ষত; দুষ্ট বা সাংঘাতিক ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle); ফোড়া; শয্যাক্ষত বা শয্যাকণ্টক (Bed-sores); কর্কটরোগ (Cancer); বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); অল্প রজঃস্রাব; ডিম্বকোষের কঠিনতা এবং উহাতে পূঁয হওয়া; স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব শেষ বন্ধ (Change of life) হওয়া সময়ের অসুখ; উদরাময়; অর্শরোগ; অস্থির রোগ; কামলারোগ; টন্সিল প্রদাহ; ডিপ্থিরিয়া; আরক্ত জ্বর; প্রচুর পরিমাণে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত এবং ছানার জলের ন্যায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থমিশ্রিত পূঁয সংযুক্ত ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene); মাতাল-দিগের অসুখ; মূর্চ্ছা, পারার অপব্যবহার জনিত ক্ষত; দ্ব্যাহিক এবং ত্র্যাহিক জ্বর; জলাতঙ্ক; পুরাতন সর্দ্দি এবং উহার দরুণ নাসারন্ধ্র ক্ষত

হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ; যক্ষ্মাকাশ; যুবতী বালিকার পুরাতন আকারের হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অসুখে ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ঘুমের পর মনের অত্যন্ত অসুখ এবং উদ্বেগ; কোমরে কসিয়া কাপড়াদি পরা সহ্য হয় না; শরীরের বাম অংশই অধিক আক্রান্ত হয়; মাতালদিগের অসুখ; পারা এবং কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত অসুখে উপকারী; ঘুমের পর সমুদয় লক্ষণ বা যাতনার বৃদ্ধি; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলে সমুদয় শরীরের দুর্ব্বলতা; প্রাতঃকালে শারীরিক এবং মানসিক অবসন্নতা; আক্রান্ত স্থান নীলবর্ণ দেখায়; সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা, বিশেষতঃ আহারের পর; স্ত্রীলোকের শেষ রজঃ রোধের সময়ের অসুখে উপকারী; ঘুমের পর, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, টক দ্রব্য বা মদ্যপানে, সূর্য্যের উত্তাপে, আহারের পর, বহির্বায়ুতে এবং বহির্বায়ুর অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ল্যাকেসিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। ঘুমের পর অসুখাদির বৃদ্ধি একটী প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ল্যাকেসিসের কার্য্যের সঙ্গে এপিস্ এবং আর্সিনিকের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ল্যাকেসিসের কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, কষ্টিকাম্, চায়না, হিপার্ সাল্‌ফার, ল্যাক্‌টিক্ আসিড্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা, ফস্ফরাস্, রাস্‌টক্স্, সাল্‌ফার, নেজা এবং টারেণ্টুলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, বেলাডোনা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরিক্ আসিড্ ইত্যাদি ল্যাকেসিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য্য। পচাযুক্ত ঘা বা গ্যাংগ্রিণের (Gangrene) পক্ষে ৬ষ্ঠ ক্রমের গুঁড়া বা আরোক বিশেষ উপকারী। ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয় না, কারণ উহাতে উপকার না দর্শিয়া অপকার হইয়া থাকে।

লাইকোপডিয়াম্,—লাইকোপ্

(LYCOPODIUM,—LYCOP.)

মধ্য এবং উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পাহাড় পর্ব্বতে ইহার জন্ম। ইংলণ্ড এবং অন্যান্যদেশে ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার স্পোর্স্ (Spores) বা বিচির ন্যায় পদার্থ যথানিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু আরোকে এই ঔষধের সমুদয় গুণ থাকে কি না সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের সমুদয় অংশেই ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উহার দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা আস্তে আস্তে বা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া উহার কার্য্য করার শক্তির হ্রাস হয় এবং অনেক সময় আক্রান্ত অংশের বিনাশও সংসাধিত হইয়া থাকে। শ্বাস যন্ত্র, পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্র, জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। যকৃত এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর ইহার স্থানিক কার্য্য বিশেষ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ অজীর্ণ রোগ, যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি কতকগুলি অসুখ প্রকাশ পায়। লিম্ফেটিক্ সূত্র বা গ্রন্থিগুলি (Lymphatic cords and glands) অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, গ্রন্থি, প্রধানতঃ গ্রীবা দেশস্থ গ্রন্থিগুলি, স্ফীত ও কঠিন হয় এবং চর্ম্ম জড়তা এবং অসুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদরে বা অন্ত্রের মধ্যে প্রচুর দূষিত বায়ু উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন স্ফূর্ত্তিহীন, দুঃখিত, নিস্তব্ধভাব এবং নিরাশার ভাব (নেট্রাম্-মিউর, প্লেটিনিয়া, পাল্‌স্); পাকস্থলীর অসুখ হেতু মনের

অত্যন্ত উদ্বেগ; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, চিড়্ চিড়্ করা এবং চটিয়া থাকা (আনাকার্ড্ ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স্-বম্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); সর্ব্বদা বিমর্ষ, চিড়্চিড়ে, উগ্রস্বভাব, রাগান্বিত বা ভীরু; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড্); কোন বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে অশক্তি; কথা বলিতে এবং লিখিতে প্রায়ই ভুল যায় (ডাল্ক্, অস্মিয়াম্); সর্ব্বদা কাঁদিবার স্বভাব; একাকী থাকিতে (স্ত্রীলোকের) ভয় থাওয়া; কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট না হওয়া (ফস্-আস্, আনাকার্ড্)।

মস্তক। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় এবং উহার পর মাথা ঘোরা (আলাম্, ব্রাই, ক্যাম্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্), যাহার দরুণ রোগী সম্মুখ এবং পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়ে; মাথায় গোলমেলে এবং ভারিবোধ; মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় অবসন্নকারক বেদনা বা যাতনা, অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত যাহার বৃদ্ধি হয়; দপ্দপিয়া শিরঃপীড়া; পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইলে মাথা বেদনা; দিনের বেলা মাথা বেদনা; কাশিলে মাথা বেদনা; কপালে বেদনা; মাথার ডাইন পার্শ্বে বেদনা, দাঁড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; মাথার উপরি ভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; মধ্যাহ্নে আহারের পর মাথা বেদনা; চুল অকালে পাকে (ফস্-আস্); চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নেট্রাম্ মিউর, নাইট্রিক্-আস্, ফস্, সিপিয়া, ফস্-আস্); মাথার পশ্চাৎভাগে ফুস্কুড়ী আরম্ভ হয়; ফুস্কুড়ীতে শুষ্ক খোসা বা চুমটি পড়ে, যাহা ছাড়াইলে রক্ত পড়ে; ফুস্কুড়ী হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস্ স্রাব পড়ে; চুলকাইলে বা উত্তাপে ফুস্কুড়ীর বৃদ্ধি (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); স্ক্রু আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষুর কোণে চুলকানি, চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং স্ফীত; জলশূন্য হইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ কষ্টানুভব এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, মার্ক্, পাল্স্, গ্রাফ্, সাইলিসি, সাল্ফ্); চক্ষু জল শূন্য এবং ধূলা লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ কর্ কর্ করা; প্রাতঃকালে চক্ষু মেলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; চক্ষুর পাতায় ব্রণ (Stye), বিশেষতঃ নাকের

নিকটবর্ত্তী কোণের নিকটবর্ত্তী স্থানে (গ্রাফ্, পাল্স্, ষ্টাফিস্); চক্ষুর পাতা লালবর্ণ, উহাতে ক্ষত এবং চক্ষু দিয়া উগ্র বা জ্বালা উৎপাদক জল পড়া (মার্ক্, সাল্ফ্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; সন্ধ্যার সময় চক্ষে কিছুই দেখা যায় না; কোন বস্তুর কেবল বাম অর্দ্ধেক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; চক্ষু যেন একখানি সরু বা মিহি কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; চক্ষুর সম্মুখে যেন কোন পদার্থ ধড়্ ফড়্ করিয়া তাড়াতাড়ি নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; চক্ষুর সম্মুখে কাল চিহ্ন ভাসে (সাইক্লেমেন্, মার্ক্, ফস্, সালফ্); চক্ষুর মধ্যে সূচীবিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়, কিন্তু চক্ষু লাল হয় না; চক্ষু বিস্তৃত রূপে খোলা থাকে এবং উহাতে আলোক জ্ঞান একবারেই থাকে না।

কর্ণ। সকল প্রকারের শব্দই যেন কানে লাগে বা কানে সহ্য হয় না (একন্, বেল্, মিউর আস্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হয় (একন্, বেল্, চায়না); কান দিয়া ছানার জলের ন্যায় ছেকড়া-ছেকড়া পূঁয সংযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ (অরাম্, গ্রাফ্, হিপ্ সাল্ফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); কানে কম শুনা (গ্রাফ্, ক্যালী-কার্ব্)।

নাসিকা। অত্যন্ত প্রবল সর্দ্দি এবং তজ্জন্য নাসিকা স্ফীত হয় ও উহা হইতে জ্বালা উৎপাদক উগ্র শ্লেষ্মা নির্গত হয় (আর্স্, সিপা, মার্ক্-কর); নাক দিয়া ছানার জলের ন্যায় ছেকড়া ছেকড়া শ্লেষ্মা নির্গমন যাহা ডাইন নাসারন্ধ্রে প্রথম আরম্ভ হয়; আরক্ত জ্বর বা ডিপ্থিরিয়া রোগে উক্ত প্রকারের নিঃসরণ; নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকে, যাহার দরুন নাক দিয়া নিশ্বাস টানিতে পারা যায় না (নাক্স্-বম) এবং নাসিকার স্ফীতানুভব; নাকে কোন প্রকারের গন্ধ সহ্য হয় না (একন্, আগারিকাশ্, বেল্, কফিয়া, কল্চ, হিপ্-সাল্ফ্); নাকের পাতার পাখার ন্যায় সঞ্চালন বা স্পন্দন; নাসারন্ধ্রে ক্ষত।

মুখ মণ্ডল। মুখ মণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত, ধূসর বর্ণ এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চায়না, আর্স্); মুখমণ্ডল পিটা, ফিকা, কৃশ বা শীর্ণ এবং শোথের ন্যায় ফাঁক ও টল্‌টলে (আর্স্); মুখ মণ্ডলে দগ্ধকা উত্তাপানুভব (ক্রিয়াজ্, সাল্ফ্); মুখ মণ্ডলের হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায়

বেদনা বা যাতনা; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর বিকারে নিম্ন মাড়ি পড়িয়া যায় (ল্যাক্‌, ওপিয়াম্‌); মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠের কোণে চুল্‌কানি বিশিষ্ট দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী।

• **মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য।** মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিক এবং ওষ্ঠের কোণে পুঁষ সম্বলিত বা কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড্‌, গ্রাফ্‌, মার্ক্‌); নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে (ওপিয়াম্‌); স্পর্শনে দাঁত অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত হয় বা টাটায়; সম্মুখের দাঁত নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় (কার্ব্বো-আনিমেল্‌, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌); দাঁতে কসিয়া ধরা বা বিল্‌ ধরার ন্যায় বেদনা, কোন প্রকারের উষ্ণ দ্রব্য পানে যাহার উপশম হয়; সামান্য স্পর্শন বা চাপ দিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, কস্‌); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্‌, ব্রাই, নাক্স্‌-বম্‌, পাল্‌স্‌); জিহ্বার উপর এবং নীচে ক্ষত; জিহ্বায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (বর্‌ব্যালী-কার্ব্ব্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, মিউর-আস্‌); মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক, কিন্তু পিপাসা থাকে না (নাক্স্‌-মস্ক্‌, পাল্‌স্‌); মুখে জল উঠে; লাল শুকাইয়া চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মায় পরিণত হইয়া তালুকা এবং ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে; জিহ্বা শুষ্ক, কাল্‌চে এবং ফাটাযুক্ত; জিহ্বা বহির্দ্দিকে যেন ঠেলিয়া বাহির হয় এবং বারম্বার এদিক ওদিক সঞ্চালিত হয়, গলার মধ্যে বেদনার দরুণই জিহ্বার উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে; জিহ্বা স্ফীত এবং বিস্তৃত, যাহার দরুণ রোগীকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখায়; ডিপ্‌থি-রিয়া এবং গলার মধ্যে বেদনাতেই জিহ্বার এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; মুখে টক বা তিক্ত স্বাদ (চায়না, নাক্স্‌-বম্‌, ম্যাগ্‌নেস্‌-কার্ব্ব্‌); গলার মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়; থক্‌ করিলে বা গলায় খেকুর দিলেই গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; গলার মধ্যে বেদনা এবং টাটানি ডাইন দিক হইতে আরম্ভ হয়; নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধদিকে গোলার ন্যায় কোন পদার্থ ঠেলিয়া উঠিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (আসাফিটিডা, ফাইসষ্ট্‌); গলার মধ্যের সঙ্কোচন যাহার দরুণ কোন দ্রব্য বা ঢোক গিলিতে পারা যায় না; আহার করিবার সময় আহার দ্রব্যাদি নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে (মার্ক্‌); টন্‌সিলের প্রদাহ এবং উহাতে পুঁষ হওয়া যাহা ডাইনদিক

হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা বা টাটানি; টন্‌সিলে ক্ষত যাহা ডাইনদিকে প্রথমতঃ আরম্ভ হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত ক্ষুধা; যত খাওয়া যায় ততই খাওয়ার ইচ্ছা হয় (ব্রাই, ফেরাম্, মার্ক্, সিনা); ক্ষুধা, কিন্তু সামান্য পরিমাণ আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই যেন গলা সমান ভরিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; পেট যেন সর্ব্বদাই ভরা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (চায়না); কাফি পানে অরুচি (নেট্রাম্-মিউর, ফস্-আস); উগ্র, জ্বালা উৎপাদক উদ্গার, যাহা সম্পূর্ণরূপে যেন উঠে না; হিক্কা (ব্রাই, সিকুটা, হায়োস্); বুক জ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা (লেডাম্, নেট্রাম্-কার্ব্ব, নাক্স্-বম্); গা বমিবমি করা বা বমনোদ্বেগ; প্রাতঃকালে এবং অনাহারে বা উপবাস করিলে গা বমি বমি করা বা বমনোদ্বেগ; পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং উহাতে খিলধরার ন্যায় যাতনা; কাঁপিলে বা বিস্তৃত হইলে যেরূপ হয় পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি এবং চাপা বোধ; সন্ধ্যার সময় সামান্য পরিমাণ খাইলেই পেট ঠোস মারিয়া থাকে (চায়না, লেডাম্, সাল্‌ফ্); পাকস্থলীর মধ্যের স্ফীতি এবং তজ্জন্য স্পর্শনে উহাতে বেদনা বা টাটানির উদ্রেক হওয়া (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স, ব্রাই) রুটিতে অরুচি; মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; আহার দ্রব্যাদি ভাল পরিপাক পায় না; নিশ্বাস প্রশ্বাসে যকৃৎ প্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা টাটানি, স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; কোন একটী ভারি পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয় উদরের বামদিকে সেরূপ অনুভূত হয়; দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু উদর অত্যন্ত পূর্ণ, স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় (আর্জিসিল্, চায়না, কার্ব্বো-বেজ্, ক্যালী-কার্ব্ব, ফস্); উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ হাইপোকণ্ড্রায়া; পৃষ্ঠদেশ, পাজরা এবং বুকের মধ্যে ছুটাছুটি করা এবং উক্ত স্থানে কসিয়া ধরা, কাঠ উদ্গারে যাহার উপশম হয় (কার্ব্বো-বেজ্); দূষিত বায়ু রুদ্ধ হওয়ার দরুণ উদরে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (চায়না, কার্ব্বো-বেজ্); উদরের মধ্যে ক্রমাগত গড়্ গড়্, কল্ কল্ এবং গোঁ গোঁ শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ, হিপ্-সাল্‌ফ্, সাল্‌ফ্, জিঙ্ক্)।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য সঙ্কুচিত হয় এবং কঠিন মল ত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়ে; গুহ্যের মধ্যে খিল ধরা এবং উহাকে

সূচী বিধানের ন্যায় যাতনা; গুহ্য হইতে অর্শের বলী বাহির হইয়া পড়ে যাহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায়; কোষ্ঠবদ্ধ; মল শুষ্ক এবং কঠিন (ব্রাই, সাল্‌ফ্‌), অথবা প্রথমতঃ কঠিন বড় মোটা নেড় এবং তৎপর কতক পরিমাণে নরম; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে আরো অনেক মল লাগিয়া রহিয়াছে।

মূত্র যন্ত্র। পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, মূত্র ত্যাগের পর যাহার উপশম হয়; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানি পড়ে (আর্নিকা, চায়না, কোকাশ্‌, ক্স্, নেট্রাম্‌-মিউর); মূত্র ঘোলাটিয়া, দুগ্ধের ন্যায়, দুর্গন্ধযুক্ত, পূঁয সংযুক্ত তলানি বিশিষ্ট; মূত্রাধার প্রদেশে এবং উদরে চাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুস্ ঘুসে বেদনা; মূত্রাধারে পাথরি (Stone in the bladder) জন্মিবার ধাতু; মূত্রাধার প্রদাহ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র নির্গমন; মূত্রাধারে মূত্রের সঞ্চার হয় না; মূত্রাধারে পাথরির দরুণ, অথবা মূত্রাধারের শ্লেষ্মা জনিত পুরাতন রোগ জনিত, রক্ত মূত্র ত্যাগ; মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে রোগী (শিশু) যাতনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; বুটাদার কাপড়ে মূত্র ত্যাগ করিলে উহাতে লাল বালি দেখিতে পাওয়া যায়; মূত্র কাল্‌চে এবং পরিমাণে অল্প; মূত্রদ্বার দিয়া বিনা কষ্টে রক্তস্রাব।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস; ধ্বজভঙ্গ; পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র, সরু এবং শিথিল (আগ্নাশ্‌, ব্যারাইটা-কার্ব্ব্‌, বার্ব্বেরিশ্‌, ক্যাম্ফ্‌, সাল্‌ফ্‌), পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মের (Prepuce) মধ্যে চুলকানি। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অনেক কাল ধরিয়া প্রচুর রজঃস্রাব; রজঃ রোধ; ভয় পাইয়া রজঃ রোধ (একন্); যোনি দ্বারে শুষ্কানুভব; পুরুষ সহবাসের সময় এবং উহার পর যোনি দ্বারে জ্বালা (সাল্‌ফ্‌), দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, কোনা-য়াম্, ক্রিয়াজ্‌, পাল্‌স্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্‌-আস্); রক্ত মিশ্রিত ক্ষত কারক শ্বেত প্রদর; তলপেটের মধ্য দিয়া আড়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা, যাহা ডাইন দিক হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; যোনি দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ (ব্রোমিন্)।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, প্রধানতঃ ঘুমের অব-

স্থায়; গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে বুকের মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (আর্স্, চায়না); বুকে খিল ধরিলে যেরূপ হয়, সেরূপ শ্বাস-কষ্ট; দিবা রাত্রি শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা; পাখীর পালক লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, সন্ধ্যার সময়, প্রথম রাত্রে শয়ন করার পূর্ব্বে গলার মধ্যে সেরূপ সুড়্ সুড়্ করিয়া শুষ্ক কাশি; গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ অনুভূত হইয়া শুষ্ক কাশি; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া অল্প পরিমাণ, গাঢ়, হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা বা পূঁয বা ধূসর বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্টানাম্); নোস্তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (আম্ব্রা, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্, সিপিয়া); ফুস্ফুসের সমুদয় অংশেই ঘুশ্ ঘুশে রকমের কন্‌কনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে আঁটাবাধ; বুকের মধ্যে ভয়ানক কষ্টানুভব; বুকের বাম পার্শ্বে সূচী-বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; শ্বাস টানিবার সময় সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা; যক্ষাকাশ এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁয নির্গমন; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; শ্বাস কষ্ট এবং শ্বাস প্রশ্বাসে নাকের পাতার পাখার ন্যায় সঞ্চালন; অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুস্ফুস প্রদাহ (Typhoid Pneumonia)।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স্, স্পাইজেল্, সাল্ফ্, বিরেট্-আল্ব্); নাড়ী দ্রুতগামী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং পায়ের পাতা শীতল।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা কঠিন হয় বা উহা নোয়ান যায় না (চেলিডন্, রাস্‌টক্স্); গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থির স্ফীতি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, আয়োড্, মার্ক্, সাইলিসি); ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কয়লার আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালানুভব; কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা (বেল্, নাক্স্-বম্, পাল্স্); যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের লক্ষণ পৃষ্ঠদেশ এবং ডাইন পার্শ্বে বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গেই কসিয়া ধরা

বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, কলোস্, মার্ক্, সাল্‌ফ্); সন্ধির কঠিনতা এবং উহাতে বেদনা। বোগলের গ্রন্থির স্ফীতি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, সাইলিসি); কনুই এবং স্কন্ধের সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বাহু এবং আঙ্গুলে সহজে ঝিঁঝিঁ ধরে (ক্যাম্); বাহুর মধ্য দিকে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; আঙ্গুলের সন্ধি গুলি প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং স্ফীত; হাতের চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক। হাঁটুর সন্ধির স্ফীতি এবং কঠিনতা; বাম উরুর মধ্যদেশাংশে টাটানি এবং উহাতে কামড়ানের ন্যায় চুলকানি, যাহা জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; ডাইন উরুর মধ্যমাংশে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতার স্ফীতি; রাত্রিতে পায়ের ডিমে খিল ধরা; চলিবার সময় পায়ের তলার বেদনা (সাল্‌ফ্); পায়ের পাতা ঠাণ্ডা এবং ঘর্ম্মাবৃত (ক্যাল্‌ক্-কার্ব্ব্, সাইলিসি); একপায়ের পাতা উষ্ণ এবং অপর পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; ধমনী বা শিরার, আবের (Tumour) ন্যায় স্ফীতি; জন্ম হইতেই পায়ের স্থানে স্থানে কাল দাগ পড়ে এবং উহাতে অধিক লোম হয় (জট বা জড়ুল)।

চর্ম্ম। গায় পুঁয বা কল্‌তানিযুক্ত ফুস্কুড়ী (হিপ্-সাল্‌ফ্, গ্রাফ্); শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্ম লাল ও পুরু হইয়া ফাটিয়া যায়; গায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত হয় এবং উহা দিয়া সহজে রক্ত পড়ে (গ্রাফ্, হাইড্রাষ্ট্); পুরাতন আকারের আমবাত বা রক্তপিত্ত (Urticaria)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রালুতা বা ঘুমের ইচ্ছা, বারম্বার হাই-তোলা (নাক্স্-মস্) এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা অথবা ঘুম ভাল হয় না অথবা ঘুম হইলেও রোগী উহার দরুণ আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না; ঘুমের অবস্থায় সর্ব্বদা স্বপ্ন দেখা (আর্স্); আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং অন্যান্য প্রকারের ফুস্কুড়ী বিশিষ্ট বা স্ফোটক জ্বরে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা (আর্ণিকা, ওপি-য়াম্); ঘুমেরঘোরে হাসি বা কাঁদা; ঘুম ভাঙ্গিলেই চিড়্ চিড়্ করা, সকলকে ধমকান এবং আপনাকে আপনি অসুস্থ মনে করা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা; হৃৎস্পন্দন এবং রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

জ্বর। সন্ধ্যার সময় পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ হইয়া যেন সমুদয় শরীরে

শুড়্ শুড়্ করিয়া চলিয়া বেড়ায় বা বিস্তৃত হয়; সামান্য শীত হইয়া শরীর উষ্ণ হয় এবং শরীরের উষ্ণতা অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি এবং বেদনা অনুভূত হয়; সমুদয় শরীরে দমকা উষ্ণানুভব, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, হিপ্-সাল্ফ, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি); মনে হয় যেন শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়াছে; অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতায় অবশ বা অসাড়বোধ; শরীরের এক অর্দ্ধাংশে শীতবোধ, প্রধানতঃ বাম অংশে; সবিরাম বা পালা জ্বর; অপরাহ্ন ৪টার সময় জ্বর আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮টার সময় শেষ হয় (রাস্টক্স্); বরফের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, সেরূপ শীত কম্প এবং তৎপর ঘর্ম্ম ও প্রবল পিপাসা, কিন্তু উহার পূর্ব্বে শরীর উষ্ণ হয় না; গোয়াইজের গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম হওয়া।

ব্যবহার। অজীর্ণ রোগ; উদরে দূষিত বায়ুর (Flatulence) সঞ্চার; মুখ দিয়া জল উঠা; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শরোগ; সর্দ্দি; কান দিয়া পূঁযাদি নির্গমন; ফুস্ফুস প্রদাহ; শিশুগণের বায়ুনলীর শ্লেষ্মা জনিত রোগ; টন্সিল্ প্রদাহ (Tonsillitis); মূত্রাধারে পাথরী (Gravel); মূত্রাধারের শ্লেষ্মা জনিত রোগ; মূত্র কোষের প্রদাহ এবং ক্ষয় (Nephritis); চক্ষুপ্রদাহ; গায় কল্তানি বিশিষ্ট কুস্কুড়ী; পারা জনিত ঘা; যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; উদর এবং বক্ষ কোটরের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্থিত ডায়েফ্রাম্ (Diaphragm) নামক গোলাকার পেশীর প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা; শোথ; শ্বেতপ্রদর; বাতরোগ; গ্রন্থির স্ফীতি; অস্থি পোকায় ধরা (Caries); আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকার; সবিরাম বা পালা জ্বর; কর্ণ প্রদাহ; ফুস্ফুসের পুরাতন প্রদাহ; যক্ষা কাশ জনিত অসুখ; রক্তোৎকাশ ইত্যাদি অসুখে লাইকোপডিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। কতক পরিমাণে পুরাতন (Sub-acute) এবং যে সকল রোগ আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শরীরের উর্দ্ধাংশই অধিক ক্ষয় বা শীর্ণ হয়; একাকী থাকিবার ভয়; সামান্য পরিমাণ আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই মনে হয় যেন পেট গলা সমান ভরিয়াছে; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমের পরই

শ্রান্তিবোধ এবং দুর্ব্বলতা ও বহির্বায়ু সেবনের ইচ্ছা (পাল্‌স্); অনিচ্ছাপূর্ব্বক পেশীর সঙ্কোচন এবং বিস্তৃতি; রাত্রিতে হাড়ে হাড়ে বেদনা; অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি; শয়ন করিয়া থাকিলে, বসিয়া থাকিলে, আহারের পর, আক্রান্ত স্থান ভিজাইলে, চলিতে আরম্ভ করার সময় অসুখের বৃদ্ধি (রাস্‌টক্স্), এবং রাত্রি ৮টার পর, ক্রমাগত নড়া চড়াতে (রাস্‌টক্স্), ঠাণ্ডাতে, উষ্ণ আহার বা পানীয় দ্রব্যে, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি লাইকোপডিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর লাইকোপডিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া এবং নাক্স্ বমিকার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সমুদয় বিষয়ে লাইকোপডিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে অন্য কোন ঔষধের কার্য্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে কি না সন্দেহ। তবে কোন বিষয়ে লাইকোপডিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, কার্ব্বো-বেজিটেবিলিস্, চায়না, গ্রাফাইটিস্, হিপার সাল্‌ফার, মার্কিউরিয়াস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাইট্রিক্ আসিড্, পিট্রোলিয়াম্, ফস্ফরাস্, পাল্‌সেটিলা, রাস্‌টক্স্, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সহিত সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, কষ্টিকাম্, ক্যামো-মিলা, গ্রাফাইটিস্, ওপিয়াম্, পাল্‌সেটিলা ইত্যাদি লাইকোপডিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন কতক পরিমাণ কাফির কাত পান করিলেই লাইকোপডিয়াম্ জনিত অসুখের অনেক উপশম হইতে পারে।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১২ ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় ২০০ ডাইলুশন দ্বারা (প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরাতন আকারের অসুখে) অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়। ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা নিম্ন ক্রম অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া লেখক কোনও ফল পান নাই। অতএব তিনি এই ঔষধের নিম্ন ক্রম ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন।

মার্কিউরিয়াস,—

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্,—মার্ক্-সল্

(MERCURIUS,—MERCURIUS SOLUBILIS,—MERC. SOL.)

মার্কিউরিয়াস্ বলিতে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ বুঝায়। এই প্রকার মার্কারিই (পারা) হানিমান আবিষ্কার করেন। অতএব ইহা মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ হানিমানি নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকে। ডাক্তার যাবের (Dr. Jahr) মতে, তাঁহার মৃত্যুর কএক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই হানিমান, মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিসের পরিবর্ত্তে মার্কিউরিয়াস্ বাইবাস্ (Mercurius Vivus) ব্যবহার করিতেন। এতদ্দেশে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ই আমরা সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ইহার ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ এবং মার্কিউরিয়াস্ বাইবাস্ এই দুইএর কার্য্য এবং গুণ এক প্রকার বলিয়া অনুমিত। অতএব এস্থলে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিসের কথাই লিখিত হইল।

সাধারণ ক্রিয়া। মনুষ্য দেহে এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নাই যাহার পদার্থ এবং কার্য্যের উপর মার্কিউরিয়াসের প্রবল কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য দেহের মধ্যে যত অংশ বা যন্ত্র আছে উহার সমুদয়ই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহার কার্য্যের শক্তির পরিবর্ত্তন হয় এবং তজ্জন্য উক্ত যন্ত্র বা অংশ পচিয়া যায় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিঃসরণ এবং শোষণ কার্য্যের বৃদ্ধি হইয়া নিঃসরণ তরল, উগ্র বা জ্বালা উৎপাদক ও ক্ষত কারক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ও লিম্ফেটিক্ ঝিল্লী, গ্রন্থি, ফুসফুস্, যকৃৎ, শরীরের কাঁশাল অংশ, অস্থি এবং চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্র বা অংশগুলি প্রথমতঃ উত্তেজিত হইয়া স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয় এবং তৎপর প্রতিক্রিয়াতে উহার দুর্ব্বলতা এবং অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া উহার পতন আরম্ভ হয়। উক্ত আক্রান্ত অংশ বা যন্ত্র

গুলিতে বিনাশজনক ক্ষত এবং পূঁয হয় ও উহাতে পচা লাগিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য দেহে এমন কোন অংশ বা যন্ত্র নাই যাহার উপর মার্কারির (Mercury) কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক লক্ষণদ্বারাই উক্ত কথার সত্যাসত্য প্রমাণীকৃত হইবে। এই ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে গরমীর ব্যারামের বিষের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অতএব কি হোমিওপ্যাথিক, কি আলোপ্যাথিক, কি আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদয় মতের চিকিৎসা-প্রণালীতেই গরমীর ব্যারাম বা গরমীর ব্যারাম জনিত অসুখে মার্কারি (পারা) সর্ব্বসম্মতিক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা এত উপকার হইতে দেখা যায়। রাত্রিতে এবং বিছানার উষ্ণতাতে সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি করা মার্কিউরিয়াসের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আগ্নাশ্, আম্ব্রা, আনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মস্, ফস্-আস); অত্যন্ত চিন্তা বা মনের উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (আর্স); ভয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে (একন্, আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, রাস্‌টক্স্); রোগী আস্তে আস্তে প্রশ্নের উত্তর দেয় (কস্, ফস-আস্); মৃত্যু এবং জ্ঞানশূন্য হওয়ার কাল্পনিক ভয় (ক্যানাবিস-ইণ্ড); বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (আগারিকাশ্, এইলেন্থাস্, বেল, হায়োস্); অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং দীনতার ভাব; বিমর্ষভাব এবং সন্দেহ; চিড়্‌চিড়ে স্বভাব এবং সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা; সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্যের ভাব; তাড়াতাড়ী কথা বলা (বেল্, হায়োস্, ল্যাক্, ষ্ট্রামন্); ক্রমাগত কোঁথানি বা কোকানি; নির্ব্বোধ বা পাগলের ন্যায় অসম্ভব বিষয়ে কথা বলা।

মস্তক। একগাছি সূতা বা রসি দিয়া চতুর্দ্দিক কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ অনুভূত হয় (জেলস্, মার্ক-বিন্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্, সাল্ফ); মাথা যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পূর্ণবোধ (একন্, বাই, চায়না, নেট্রাম্-

মিউর); কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; মাথার এক পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা বা হুলফুটানের ন্যায় বেদনা যাহা কর্ণ, দন্ত এবং গ্রীবা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; অনবরত মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুবাণ বা মাথা চালা ; স্পর্শনে মাথা বেদনাযুক্ত হয় (চায়না, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-অ্যাস্), চুলকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং রক্ত পড়ে ; মাথায় কলতানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্), যাহার দরুণ চুল ক্ষয় হয় ; মাথায় হরিদ্রাবর্ণের কলতানি বিশিষ্ট চুমটাযুক্ত ফুস্কুড়ী এবং ছাল উঠিয়া উহাতে ঘা হওয়া ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-আস্, সিপিয়া, ফস্) ; মাথার হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার ঠিক উপরিভাগে হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open fontanelles); মাথা বড় ; অকালে মানসিক শক্তির বিকাশ ; চিত হইয়া শয়ন করিলে মাথা ঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমুদয় বস্তু কাল দেখায় ; মাথার মধ্য দিয়া আগা গোড়া সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং উহার পাতা উলটিয়া যাওয়া (বোরাক্স) এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া ; চক্ষুর মধ্য উষ্ণ, জ্বালাযুক্ত এবং লালবর্ণ (একন, আর্স, সাল্ফ) ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক জলপড়া ; চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত এবং উহার ধমনী লাল বর্ণ এবং ধূসর বর্ণের অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কর্ণিয়ার স্তরের মধ্যে পূঁযের সঞ্চার ; পারদের ব্যবহার জনিত আইরিস্ প্রদাহ (Syphilitic Iritis) ; চক্ষুর মধ্যে দপ্‌দপিয়া বা খোঁচা বিধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, রাত্রিতে এবং শয়নে যাহার বৃদ্ধি হয় ; চক্ষু দিয়া জল পড়া ; আগুনের নিকট কাজ করার দরুণ চক্ষুর পাতার প্রদাহ ; চক্ষুর পাতা আক্ষেপিক রূপে বন্ধ হয় (হিপ্-সাল্ফ) ; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ, স্ফীত এবং শোথযুক্ত ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে (আলাম্, ক্যাল্-কার্ব, লাইকোপ, নাক্স, সাইলিসি, সাল্ফ) ; কোন বস্তুর পানে তাকাইবার চেষ্টা করিলে চক্ষু বুজিয়া যাইত, যাহার দরুণ ভালরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; চক্ষুর সম্মুখে কুয়াশার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় (ক্যালী-কার্ব, লাইক) ; চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল দাগ এবং ফাটাদি উড়িতেছে এরূপ

দেখায় (আগারিকাশ, সাইক্লেমেন্, কস্, সাল্ফ); স্বাভাবিক বা সূর্য্যের আলোক বা আগুনের আলোক চক্ষে সহ্য হয় না বা লাগে (একন্, বেল্, সাল্ফ); গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর পাতা স্ফীত, উহার ধার ক্ষত এবং চুমটী বা খোসা বিশিষ্ট; চক্ষুর পাতার ধার ক্ষতযুক্ত; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; কর্ণিয়ার ক্ষত।

কর্ণ। কর্ণের মধ্য এবং বহির্দ্দেশ প্রদাহযুক্ত এবং উহাতে হুল ফুটান বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (বেল্, পাল্স্); কান দিয়া রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হিপ-সাল্ফ, গ্রাফ, লাইকোপ); কানের মধ্যে টন টন্ এবং সোঁ সোঁ শব্দ হয় (চায়না, সাল্ফ, সাইলিসি); কানের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়া এবং উহাতে টাটানি বা চড়্চড়ানি; কানে কম শুনা এবং কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কানের মধ্যে যেন শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, নাক ঝাড়িলে বা ঢোক গিলিবার সময় কান বন্ধ হওয়া ক্ষণকালের জন্য দূরীভূত হয়; কান দিয়া পূঁয নির্গত হয়।

নাসিকা। ঘুমের অবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়া; কাশিবার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া; সর্দ্দি এবং নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ, ক্ষত-কারক, শ্লেষ্মা নির্গমন এবং বারম্বার হাঁচি; নাকে পচা দুর্গন্ধ; নাসারন্ধ্রে খোসা বা চুমটী পড়ে এবং উহা দিয়া রক্ত পড়ে; নাক লালবর্ণ, স্ফীত এবং উজ্জ্বল (আর্স, এরাম্, পাল্স্); নাকের হাড় স্ফীত এবং স্পর্শনে উহা বেদনাযুক্ত হয় (অরাম্, অরাম্, ব্রাই, হিপ-সাল্ফ); নাক দিয়া সবুজের আভাযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা বা হরিদ্রাবর্ণ; মুখমণ্ডল মাটির রঙ্গ বিশিষ্ট ও শোথের ন্যায় টল্টলে (আর্স, পাল্স্); উপর ওষ্ঠের মধ্যের স্ফীতি (বেল্); ওষ্ঠের কোণে ক্ষত এবং উহাতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি (আণ্টি-ক্রুড, গ্রাফ); ওষ্ঠ শুষ্ক, ফাটাযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত (আর্স); মাড়ির আক্ষেপ এবং উহা সঞ্চালনে অশক্তি; মুখ মণ্ডলে গরমীর ব্যারাম জনিত ফুস্কুড়ী।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁত নড়ে এবং পড়িয়া যায় (মার্ক-কর), কাল হয়, উহাতে ক্ষত হয় বা পোকায় ধরে (ষ্টাফিস্); দাঁতে দপ্‌দপিয়া বা ঝাকি লাগার ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা কান এবং মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; রাত্রিতে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আণ্টি-ক্রুড, বেল্); বিছানার উষ্ণতাতে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্লিমেটিস্); মাড়ি স্ফীত, তল্‌তলে হয়, দাঁতের গোড়ার মাংস আল্গা বা স্ফীত হয় এবং স্পর্শ করিলে উহা বেদনা-যুক্ত হয় ও টাটায়; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (কার্ব্বো-বেজ্, নাইট্রিক্-আস্); মাড়ির ধার সাদা; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, হিপ্-সাল্‌ফ্, আয়োড্, কালী-নাইট্রিক্, নাইট্রিক্-আস্, ক্রিয়াজ্); জিহ্বা লালবর্ণ এবং স্ফীত (বেল্), ক্ষতযুক্ত, কাল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ হয় (আর্স); জিহ্বা স্ফীত এবং সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড, ব্রাই, নাক্স্-বম্), আর্দ্র এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা; জিহ্বা স্ফীত এবং তল্‌তলে (নেট্রাম্, আর্স) এবং উহার ধারে দাঁতের ছাঁচের ন্যায় দাগ পড়ে; জিহ্বা নাড়িতে অশক্তি; কথা বলিতে অশক্তি; তোতলার ন্যায় কথা বলা (কষ্ট্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); মুখের মধ্যে ঘা (বোরাক্স্, হেলিবোরাস্, হাইড্রাষ্ট্, আয়োড্); মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং উহাতে ভাসান ক্ষত (নাইট্রিক্-আস্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (একন্, চায়না, ইউকেলিপ্টাস্, আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্); মুখ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত এবং তামার স্বাদবিশিষ্ট লাল নিঃসরণ; মুখে মিষ্ট স্বাদ (আর্স, ব্রাই, সাল্‌ফ্, কোকাশ্); মুখে লোণাস্বাদ (নেট্রাম্-মিউর); মুখে ধাতুর স্বাদ (রস্-টাস্, কোকাশ্, সেজা, অসমিয়াম্, সাল্‌ফ); মুখে চট্‌চটিয়া বা পচা স্বাদ (আর্ণিকা, রাস্টক্স); জিহ্বা মলিন বা কাল্‌চে ধবিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত; জিহ্বা শুষ্ক, কঠিন এবং কাল্‌চে; মুখদিয়া রক্তমিশ্রিত লাল পড়া। আর্ম্‌জিহ্বা স্ফীত এবং লম্বা হয়; গলার মধ্যে এবং মুখে গরমীর ব্যারাম জনিত ঘা; গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্কানুভব এবং মুখগহ্বর লাল-পূর্ণ; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপ পড়া; টন্‌সিল পাকিয়া উহাতে পুঁয হয় এবং গিলিবার সময় গলার মধ্যের উপরিভাগে ফাটিয়া যাবার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, নাইট্রিক্-আস্); গলার মধ্য তামার ন্যায় লালবর্ণ এবং

উহা বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয়; তরল পদার্থ গিলিতে অশক্তি এবং গিলিবার সময় আহার দ্রব্যাদি নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে (লাইকোপ্); হন্বাস্থির নিম্ন ভাগস্থিত গ্রন্থগুলি (Sub-maxillary-glands) প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয় (এরাম্, অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, সাইলিসি); গলার মধ্যে জ্বালানুভব।

পাকস্থলী এবং উদর। হয় অত্যন্ত ক্ষুধা, অথবা ক্ষুধা একবারেই থাকে না; প্রবল কাঠ উদ্গার (ইপিকাক্, ফস্, বিরেট্-আল্ব্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই); মুখের মধ্যে জলের সঞ্চার হওয়ার দরুণ বমনোদ্বেগ এবং তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলী জ্বালাযুক্ত, স্ফীত এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয়; আহার দ্রব্যাদি ভাল পরিপাক পায় না, অথচ সর্ব্বদাই যেন ক্রমাগত ক্ষুধা লাগে; পেট যেন নেতার ন্যায় এবং সঙ্কুচিত হয়; আহারের অনতিকাল বিলম্বেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়; এক খানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ ভারিবোধ; বায়ু অথবা উগ্র পচা দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা। যকৃত প্রদেশে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং উদ্গারের ব্যাঘাত জন্মে (একন্, আর্স্, ব্রাই, চেলিডন্, চায়না, ক্যালী-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্); যকৃত প্রদাহ এবং তদ্দরুণ যকৃত প্রদেশ স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হয়, যাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না (ব্রাই, চেলিডন্); উদর কঠিন, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত (আর্স্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চায়না, ল্যাক্); যকৃতের পুরাতন আকারের সঙ্কোচন বা হ্রাস (Chronic Atrophy); সম্পূর্ণ লক্ষণ সম্বলিত কামলরোগ (চেলিডন্, নাক্স্-বম্); একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ চাপাবোধ (আর্স্, ব্রাই); মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁত্লিয়া গেলে যেরূপ হয়, অন্ত্রের মধ্যে সেরূপ বেদনানুভব (ফেরাম্, নাক্স্-বম্), যাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; উদরে হুল ফুটানের ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা (কোনায়াম্), প্রধানতঃ রাত্রিতে এবং সন্ধ্যাকালের ঠাণ্ডাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া শূল বেদনা (ডাল্ক্, নাক্স্-বম্); কুচকির গ্রন্থি স্ফীত হয় (বাগী), বা পাকিয়া উহাতে পূঁয হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাইট্রিক্-আস্, থুজা); উদরে কর্ত্তনবৎ বা হুল

ফুটানের ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ; গরমীর ব্যারাম বা গণ্ডমালা জনিত বাগী (Syphilitic or Scrofulous Buboes)।

মল এবং মলদ্বার। প্রতি মিনিটেই প্রায় বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং কোঁথপাড়া এবং গুহ্যের মধ্যে শূলানি বা টাটানি; পেট কামড়ানী বা দাস্তের পূর্ব্বে, দাস্তের সময় এবং দাস্তের পর জ্বালা এবং বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া, দাস্তের আভ্যন্তরিক কালে শীতবোধ (রুম্), সন্ধ্যাকালের বাতাস লাগিয়া উদরাময় এবং পেট কামড়ানি বা শূল-বেদনা; মল সবুজবর্ণ; মল সবুজ শ্লেষ্মা, (আর্স্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, বেল্, ইপিকাক্, সাল্ফ্); রক্ত ভেদ; রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ (ক্যান্থ, নাইট্রিক্-আস্); মল চট্চটিয়া আঠা; মল কটার আভাযুক্ত, সাদাটিয়া ধূসরবর্ণ এবং উগ্র, জ্বালা উৎপাদক, স্বাভাবিক মল যুক্ত (আর্স্, সাল্ফ্); মলদ্বার দিয়া সূত্রবৎ কৃমি পড়ে (ফেরাম্, স্পাইজেল্, সিপিয়া); উদরাময়, মল কাল্চে, সবুজ, ফেণাযুক্ত এবং গন্ধকের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, দাস্তের পূর্ব্বে শীতবোধ; মল কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট গুটলী; রক্তামাশয় এবং মল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা রক্ত, স্বাভাবিক মল এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ, গা বমি বমি করা এবং দাস্তের সময়ও উহার পর পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; আল্কাতরার ন্যায় কাল মলত্যাগ। ডাক্তার বেয়ার (Dr. Baehr) বলেন যে, রক্তামাশয় রোগে শ্লেষ্মা মিশ্রিত স্বাভাবিক মলত্যাগ এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া থাকিলে, মলে রক্ত থাকুক আর না থাকুক, মার্কিউরিয়াসের ন্যায় সমউপকারী ঔষধ আছে কিনা সন্দেহ। এতদ্দেশে আমরাও উক্ত লক্ষণ ধরিয়া আমাশয় রোগের চিকিৎসায় মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র নালীতে জ্বালানুভব (একন্, আর্স্, ক্যান্থ, কোনা-য়াম্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় (এপিস্, কলোস্, ডিজিট্); মূত্র ত্যাগের হঠাৎ অনিবার্য্য ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (ক্রিয়জ্); মূত্র কাল্চে লালবর্ণ, ঘোলাটিয়া, এবং উহাতে তলানি পড়ে; প্রমেহ রোগ এবং তদ্দরুণ পুরুষাঙ্গের মাথার

আবরক চর্ম্ম স্ফীত হওয়ার দরুণ উহা খোলা যায় না (ফাইমোসিস্,—Phimosis) এবং তদ্দরুণ মূত্রনালী দিয়া সবুজ বর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ, রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্-কর); টক গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ (আগ্নাশ্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, ক্যাম্ফার); পুরুষাঙ্গের মাথায় গরমীর ঘারের ন্যায় ঘা এবং উহাতে, মোমের ন্যায়, পাতলা ক্লেদের সঞ্চার; পুরুষাঙ্গের মাথায় গরমীর ঘা (হিপ্-সাল্ফ, নাইট্রিক্-আস্); পুরুষাঙ্গের মাথা এবং উহার আবরক চর্ম্মের প্রবল প্রদাহ এবং স্ফীতি ও উহাতে অত্যন্ত বেদনা; অণ্ডকোষ এবং শুক্র নিঃস্রাবক সূত্রে (Spermatic Cord) টানিয়া বা কষিয়া ধরার ন্যায় ভয়ানক বেদনা বা যাতনা (বার্ব্বেরিস্); অণ্ডকোষে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ (বার্ব্বেরিস্, ক্যাপ্‌স্, সাল্ফ্); অণ্ডকোষ স্ফীত, কঠিন এবং উজ্জ্বল; পুরুষাঙ্গের মাথায় কঠিন আকারের গরমীর ঘা বা হাণ্টেরিয়ান্ স্যাঙ্কার (Hard chancre)। স্ত্রীলোকের প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Menorrhagia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং তলপেটে বেদনা; শ্বেতপ্রদর, রাত্রিতেই যাহার অধিক বৃদ্ধি হয়; যোনি দ্বার দিয়া সবুজের আভাযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; যোনি দ্বার দিয়া জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক, চুলকানি উৎপাদক নিঃসরণ এবং যোনিদ্বার চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালার উদ্রেক হয় (আনাস্, কোনায়াম্, ফস্, পাল্‌স্); যোনিদ্বার অপেক্ষা উহার বহির্দেশে প্রদাহ অধিক হয় এবং উহার দরুণ উরুদ্বাংশের স্থানে স্থানে ছাল উঠে এবং উহাতে জ্বালানুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্); জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি (ক্যাল্ক্, কোনায়াম্), প্রস্রাব লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; যোনিদ্বার স্থানভ্রষ্ট হয়; স্তনের স্ফীতি ও কঠিনতা এবং উহাতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা বা টাটান; স্তন পাকিয়া উহাতে পূঁয হয় (কোনায়াম্ হিপ্-সাল্ফ, ফাইটোলা, সাইলিসি)।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ বা কর্কশ স্বর; কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালানুভব; সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণ জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা; নিম্নস্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে বা চলিবার সময় শ্বাস কষ্ট (একন্, আমন্-কার্ব্ব্, আর্স্

ক্যাল্ক-কার্ব্ব); ক্ষণস্থায়ী শুষ্ক, শ্রান্তিজনক কাশি, সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার অধিক উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়: বুকের উপরিভাগে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (হায়োস্, ফস্); বুকের মধ্যের সমুদয় যন্ত্রাদি শুষ্ক হইলে যেরূপ হয়, কাশিবার সময় বুকের মধ্যে সেরূপ শব্দ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা (বেল, ব্রাই, ফস্); বুকে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব, ফস্); হাঁচিদিতে বা কাশিতে বুকের ডাইন পার্শ্বে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহা বুকের মধ্যদিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (সাল্‌ফ্); ফুসফুসের স্ফোটক বিশিষ্ট রোগে (Tuberculosis) গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের মধ্যে জ্বালানুভব যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বুকের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তের সঞ্চার; বুকের মধ্যে শুষ্কানুভব; রক্তস্রাবের পর অথবা ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর ফুস্‌ফুস পাকিয়া উহাতে পূঁয উৎপন্ন হয়; বুকের মধ্যে আঁটা বোধ; ফুস্‌ফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুবহা নলীর প্রদাহযুক্ত বিস্তৃত (Emphysema of the Lungs); হুপিংকফ বা কাশি; ডাইন স্কন্ধ হইতে ডাইন পার্শ্বে আগা গোড়া সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই হৃৎস্পন্দন (ষ্টাফিস্)।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার গ্রন্থির প্রদাহ এবং স্ফীতি (ব্যারা-ইটা-কার্ব্ব, বেল্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, আয়োড্); পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ বসিয়া থাকিলে; নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউলাস্, কোনায়াম্, জেল্‌স্, ষ্ট্রামন্); হাত পায়ের পাতাই অধিক কাঁপে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্পন্দন বা ঝাকনি; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্ব্বল এবং শ্রান্তিবোধ এবং উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ভারিবোধ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, কলোস, লেডাম্, লাইকোপ, সাল্‌ফ্), রাত্রিতে এবং গরম বিছানায় যাহার বৃদ্ধি হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু ঘর্ম্ম হওয়ার

করুণ অসুখের কোনও উপশম হয় না; পা এবং হাতের পাতা ঠাণ্ডা। হাতে এবং হাতের পাতায় খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচন; হাতের নখ আবড়্ খাবড়্ হয় বা উহা পড়িয়া যায়; হাতে কল্‌তানি বিশিষ্ট খোসের ন্যায় ফুস্কুড়ী যাহা রাত্রিতে চুলকায়; ছাল উঠার ন্যায় ঘা যাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; স্কন্ধের সন্ধি, বাহু এবং মণিবন্ধের সন্ধির হাড়ে ভোঁতা ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, রাত্রিতে এবং আক্রান্ত স্থান সঞ্চালন করিলে যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; রাত্রিতে উরু এবং পায়ে শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম; আক্রান্ত স্থানে চিড়িকমারার ন্যায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা, যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে পূঁয হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়; কটিবাত রোগ; পা এবং পায়ের পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি; পায়ের পাতার তলায় জ্বালানুভব; জননেন্দ্রিয় এবং উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় চড়্‌চড়ানি বা টাটানি (গ্রাফ্); পায়ের পাতার উপরিভাগের শোথের ন্যায় স্ফীতি; কুচকি এবং হাঁটুর সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; উক্ত আক্রান্ত সন্ধিতে পূঁয হওয়ার উপক্রম হয়।

চর্ম্ম। চর্ম্ম মলিন বা কাল্‌চে হরিদ্রাবর্ণ (ফেরাম্-আয়োড্) কামল রোগ (ঢাপনা); সমুদয় শরীরে চুল্কানি, রাত্রিতে বিছানার উষ্ণতাতে যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় (আলাম্, ক্লিমেটিস্, মেজিরিয়াম্, পাল্‌স্, সোরিনাম্, সাল্‌ফ্); গায়ের স্থানে স্থানে ফোস্কার ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী; গায় ক্ষত যাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আসাফিটিডা, হিপ্-সাল্‌ফ্, মেজিরিয়াম্, সাল্‌ফ্) এবং উহার গোড়ায় চর্ব্বির ন্যায় কল্‌তানি পড়ে ও উহার ধার কাঁচা মাংসের ন্যায় উল্টান; গায় ভাসান এবং বিস্তৃত রকমের ঘা; *গায় চেপ্টা, বেদনাহীন, ফিকা এবং ভাতের ফেনের ন্যায় তরল* পূঁয বিশিষ্ট ক্ষত; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মে (Prepuce) উক্ত প্রকারের ক্ষত; পুরুষাঙ্গের মাথায় গরমি ব্যারামের প্রাথমিক (Primary) এবং পরবর্ত্তী (Secondary) ঘা (নাইট্রিক্-আস্); শরীরের স্থানে স্থানে গোলাকারের তামার ন্যায় লালবর্ণ চকচকে দাগ পড়ে; গায়ের স্থানে স্থানে দাদের ন্যায় ফোস্কা বিশিষ্ট জলপূর্ণ চুমটি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী এবং উহা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের জ্বালা উৎপাদক বা উগ্রগুণবিশিষ্ট কল্‌তানি পড়া।

নিদ্রা। দিবারাত্রি ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা; নিদ্রা শূন্যতা (সিমিসিফ, চায়না, কফিয়া); দিবাতে ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর। শীতবোধ; বহির্বায়ুতে শীতবোধ; তরল ভেদ হওয়ার আভ্যন্তরিক কালে শীতবোধ; গায় ঠাণ্ডা জল ঢালিলে যেরূপ, হয়, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে সেরূপ শীতবোধ, যাহা আগুনের উত্তাপেও নিবারিত হয় না; পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণানুভব (ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব, ককিউলাস্); রাত্রিতে শরীর গরম হয় (চায়না, ফস্); রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম (চায়না, ফস্, সাল্‌ফ্); প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব, ফস্, হিপ-সাল্‌ফ্, সিপিয়া, সাইলিসি); ঠাণ্ডা, চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম (আর্স, ক্যাম্ফার); চর্ব্বি বা তৈলের ন্যায় ঘর্ম্ম (ব্রাই); দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বো-আনিমেল, সাইলিসি); হরিদ্রাবর্ণের ঘর্ম্ম যাহার দরুণ বিছানার কাপড়াদিও হরিদ্রাবর্ণ হয়; সকল প্রকার অসুখেই ঘর্ম্ম হয় বটে, কিন্তু উহার দরুণ অসুখের কোনও উপশম হয় না; রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic-Fever), বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের; উত্তেজনা জনিত জ্বর (Irritative Fever); নাড়ী দ্রুতগামী এবং কখন কখন মৃদুগতি বিশিষ্ট ও কম্পমান; সন্ধ্যার সময়ই শীত অধিক অনুভূত হয়; রাত্রিতেই জ্বরের আক্রমণ অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা থাকে; রাত্রিতে দুর্ব্বলকারক প্রচুর ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। সকল প্রকারের গরমীর ঘা এবং গরমীর ব্যারাম জনিত সকল প্রকারের অসুখ; গণ্ডমালা এবং সর্দ্দিজনিত সকল প্রকারের অসুখ; সন্ধি এবং পেশীবাত; সকল প্রকারের শোথ; অস্থি এবং গ্রন্থির অসুখ; উদরাময় এবং আমাশয়; চর্ম্মরোগ; স্নায়ুশূল; পক্ষাঘাত; আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন্স্ (Convulsions); রক্তস্রাব; পাকস্থলীর অসুখ এবং পিত্তজনিত অসুখ; কামলরোগ; বায়ুনল প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; যকৃতপ্রদাহ; কর্ণপ্রদাহ এবং কান দিয়া পুঁয পড়া; ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কম শুনা বা কানে তালি লাগা; নাসিকায় সাংঘাতিক আকারের বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্; মুখে ঘা এবং তদ্দরুণ মুখ দিয়া লাল পড়া; জিহ্বা-প্রদাহ; গলাতে গরমীর ঘা; উদরি; শূলবেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়; রক্তামা-

শর; রক্তমূত্র; একশিরা; বাগী; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); স্তনের প্রদাহ এবং উহাতে ক্ষত; সর্দ্দি ইত্যাদি অসুখে মার্কিউরিয়াস্ ব্যবহার্য্য। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য দেহে এমন কোন রোগ নাই যাহাতে মার্কিউরিয়াস্ অল্প কি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত না হয়।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলক্ষয়, উহাতে শ্রান্তিবোধ এবং উহার কাঁপনি; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালন শক্তি বিশিষ্ট পেশী, হাত, জিহ্বা ইত্যাদির অনিচ্ছাপূর্ব্বক কাঁপনি; মুখে এবং গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; ক্ষতকারক বা উগ্র নিঃসরণ; রাত্রিতে হাতের মধ্যে বেদনা; গ্রন্থির স্ফীতি; গায় চক্রাকারের ফুস্কুড়ী; ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে অশক্তি; সকল প্রকারের গ্রন্থির অসুখ; আক্রান্ত স্থান স্ফীত এবং উহাতে কাঁচা ঘায়ের ন্যায় জ্বালা এবং চড়্চড়ানি; প্রায় সকল প্রকার অসুখেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু উহার দরুণ অসুখের কোনও উপশম হয় না; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতাতে, ঘর্ম্মের সময়, আর্দ্র বায়ুতে, সন্ধ্যাকালের শীতল বাতাস লাগিলে, বর্ষার সময়, দিন গরম হইলে, আর্দ্র ঠাণ্ডা রাত্রিতে, শারীরিক পরিশ্রম বা অঙ্গচালনায়, ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং দিনের বেলায় ও বিশ্রাম কালীন অসুখের উপশম ইত্যাদি মার্কিউরিয়াসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মার্কিউরিয়াসের কার্য্যের সঙ্গে আয়োডিন্, নাইট্রিক্ আসিড্, আর্সিনিক্, হিপার সাল্‌ফার, গ্রাফাইটিস্, ফস্ফরাস্, অরাম্, বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব্, চায়না, কোনায়াম্, ল্যাকেসিস্, মেজিরিয়াম্, পাল্‌সেটিলা, সাইলিসিয়া, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, সাল্‌ফার, থুজা ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসাফিটিডা, বেলাডোনা, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, হিপার সাল্‌ফার, ক্যালী-আয়োডাইড্, লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, অরাম্, মেজিরিয়াম্, সাল্‌ফার, আয়োডিন্, চায়না, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি মার্কিউরিয়াসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। গরমীর ঘায় ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, উপকারী। গরমীর ঘায় কোন কোন চিকিৎসক ১ম, ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়াও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রক্তামাশয়ে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক উপকারী। গ্রন্থির অসুখেও ৬ষ্ঠ ডাইলুশন এবং কখন কখন ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া উপকারী। প্রায় সকল প্রকার অসুখেই ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। গরমীর ব্যারাম জনিত পুরাতন অসুখে অনেক সময় ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার দর্শে। পুরাতন আকারের রক্তামাশয়ে ৩০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি বেদনার চিকিৎসায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারে লেখক বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। গরমীর ব্যারাম ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার অসুখেই ৬ষ্ঠ ক্রম দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। কখন কখন পুরাতন আকারের অসুখে ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আবার গরমীর ব্যারাম অনেক কালের পুরাতন হইলে মার্কিউরিয়াসের ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতি দিন রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় ১ মাত্রা, সেবন করিয়া ২।৩ সপ্তাহ কাল মধ্যেই সবিশেষ ফল পাইতে দেখা যায়। যে প্রকার পুরাতন আকারের জ্বরে মার্কিউরিয়াস ব্যবহার্য্য, তাহাতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

নাক্স্ বমিকা,—নাক্স্ বম্।

(NUX VOMICA,—NUX VOM.)

লঙ্কা, ইষ্ট্ ইণ্ডিস্, কোচিন চায়না এবং উহার নিকটবর্ত্তী দেশ এবং ইণ্ডিয়ান্ আর্কিপিলেগোর অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে এই গাছের জন্ম। ইহাকে এতদ্দেশে কুচিলা বলে। ইহার বিচির গুঁড়া হইতে ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা এক অত্যন্ত বিষাক্ত ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহার সার পদার্থকে ষ্ট্রিকনিয়া বলে। ষ্ট্রিকনিয়া নাক্স্ বমিকা অপেক্ষাও অধিক উগ্র বিষ বলিয়া পরিগণিত।

বিচির আদত গুঁড়া সুগার অব্ মিল্কের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রিত করিয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। কসেরুকা মার্জ্জার উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্কের নিম্নভাগস্থিত গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ু-গুলি আক্রান্ত হইয়া কসেরুকা মর্জ্জার যে অংশ গৌণ কার্য্যের উপর শক্তি বিস্তার করে সে অংশই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা স্নায়ু অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া পেশী গুলির অনিয়মিত গতি উৎপাদন করে। এই অনিয়মিত গতির অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ পেশীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় প্রবল আক্ষেপ বা সঙ্কোচনের উদ্রেক হয় এবং প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে পেশীর কার্য্যের সম্পূর্ণ বিনাশ বা উহার পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় উক্ত প্রকার আক্ষেপ, হাত, পা, বুক, পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদিই সচরাচর অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে, যাহার দরুণ আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শরীর পশ্চাৎদিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া পড়ে এবং তদ্দরুন শ্বাস প্রশ্বা-সের সহায়কারী পেশীগুলি অতি প্রবল বেগে সঙ্কুচিত হয় এবং তদ্দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে, এমন কি উহার দরুণ রোগীর শ্বাসরোধও হইতে পারে; উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল, মাড়ি, গলার মধ্য, আহার বহা গলনালী এবং অন্ত্র ও মূত্র যন্ত্রাদিরও আক্ষেপিক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভয়ানক অবস্থার দরুণও রোগীর মনের বিশেষ বিকৃতি জন্মিতে দেখা যায় না। উল্লিখিত ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ ক্রমাগত থাকে না। অর্থাৎ আক্ষেপ একবার হইয়া কতকক্ষণ অবস্থিতি করে এবং কতক-ক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় ও সামান্য শব্দ কানে প্রবেশ করিলে বা সামান্য রূপে স্পর্শ করিলেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে (ষ্ট্রীমন্)। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে অবসন্নতার দরুণ বা শ্বাস রুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। শরীরের পরিপোষণের সহায়কারীযন্ত্র এবং উহার কার্য্যের উপরও নাক্স্ বমিকার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা উক্ত যন্ত্রের নিঃসরণ পরিবর্ত্তন করে, উহার কার্য্য বিকৃত করে এবং উক্ত যন্ত্রের পদার্থে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া পাকস্থলী, যকৃত এবং অন্ত্রের অসুখ উৎপাদন করে। আহার বহা নলীর (Alimentory Canal) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে উক্ত প্রকারের

উত্তেজনা হেতু অজীর্ণের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ এবং শ্বাস যন্ত্রাদিতে শুষ্ক শ্লেষ্মা উৎপাদন করিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয় এবং শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয়। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপরও নাক্স-বমিকার কার্য্যের প্রখরতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ প্রথমতঃ উক্ত যন্ত্রগুলির অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং প্রতি ক্রিয়াতে উহার অবসন্নতা বা শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত আহারে অত্যাচার, অতি-রিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়া, মদ্যাদি উত্তেজক পানীয় দ্রব্যাদি পান, উষ্ণকারক ঔষধ এবং এক সঙ্গে অনেকগুলি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন এবং বহির্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অজীর্ণ বা অন্যান্য অসুখ হওয়া নাক্স্ বমিকার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা ঝগড়া করার স্বভাব; সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করা; সকলের দোষ অনুসন্ধান করিয়া ধমকানের স্বভাব; খিট্ খিট্ করা; বিমর্ষভাব; একগুয়েমি (আগারিকাশ্, বোরাক্স্, ক্যাপ্স্, ব্রাই, ক্যাম্); সর্ব্বদা অনর্থক সাবধান হওয়া; হিংসার ভাব এবং সহজেই চটিয়া যাওয়ার স্বভাব; ঈর্ষার ভাব এবং অন্যকে ঘৃণা করার স্বভাব; রোগী গোল মাল, কথা, বাদ্য, উগ্রগন্ধ অথবা উজ্জ্বল আলোক সহ্য করিতে পারে না (বেল্, কল্চ্, ষ্ট্রামন্); সকল বিষয়েই রাগ হওয়া, এমন কি ভাল কথাতেও রোগী চটিয়া যায় (ক্যাপ্স্, ষ্টাফিস্); সামান্য শব্দেও রোগী ভয় খায় (ওপিয়াম্); আপন বিষয় ভাবিয়াই সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকা; রোগী কোন প্রকারের ঔষধ সহ্য করিতে পারে না; সর্ব্বদা আপন কাল্পনিক অসুখের বিষয় ভাবিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, আহারের পরই যাহার বৃদ্ধি হয়; যাহারা মদ্যপানাদিতে অত্যাচার করে এবং বহির্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাদিগের পেটের অসুখ এবং কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার দরুণ সর্ব্বদা মনের

উদ্বেগ এবং চিন্তা; সময় যেন কাটে না (আলাম্); অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উদ্বেগ, যাহার দরুণ আত্ম হত্যার ইচ্ছা হয় (অরাম্, নেজা), কিন্তু রোগী মরিতে ভয় খায়; সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করা এবং কাঁদা; কোন প্রকার লেখা পড়ার কার্য্য করিতে ভয় এবং অশক্তি (আলোজ্); রোগী কোন বিষয়ে ঠিক ভাবে চিন্তা করিতে পারে না (এথুসা, সিমিসিফ্, জেল্‌স্, ফস্-আস্); একাকী থাকার ইচ্ছা; কথা বলিতে ভুল যায় এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী অসম্ভব রকমের উত্তর দেয়; রোগী পাগল হইলে তাহার অতি নিকট আত্মীয় বন্ধুগণকে মারিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; মাতালদিগের মানসিক অসুখ (মদোন্মত্তা,—Delirium Tremens); বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (হায়োস্, মিউর-আস্, রাস্-টক্স্); নেসা করিয়া বা রাত্রিজাগরণের দরুণ মনের অসুখ; শারীরিক বা মানসিক সকল প্রকারের পরিশ্রমেই অনিচ্ছা।

মস্তক। • নেসা করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ গোলমেলে বোধ বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা (চায়না, গ্রাফ্) এবং অবসন্ন বোধ (ওপিয়াম্); মধ্যাহ্ণে আহারের পর মাথা ঘোরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক চক্রাকারে ঘুরিতেছে (আলাম্, আর্ণিকা, বেল্, ব্রাই, কোনায়াম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক অচেতনতা; চলিবার সময় মাথা টলে, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে এক পার্শ্বে বা পশ্চাদ্দিকে টলিয়া পড়িবে (বেল্); নেসা করিলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে মাথায় সেরূপ গোলমেলে এবং ভারিবোধ ও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা (ক্রিয়াজ্); প্রাতঃকালে বিছানায়, ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা বেদনা (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস); চক্ষু মেলিবার পূর্ব্বেই মস্তিষ্কের মধ্য ভাগে বেদনানুভব; কপালে বেদনা; মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার হাড় ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই, নেট্রাম্-মিউর); কুড়ালী দিয়া আঘাত করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা; ঘুম না হইলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; বিছানা হইতে উঠিলেই মাথার বেদনাদি থাকে না; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে ঝাপ্সা দেখা এবং কানে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া; মাথা স্বাভাবিক

কষ্টানুভব; সবিরাম স্নায়ুশূল যাহা চক্ষুর নিম্নভাগস্থিত স্নায়ুতেই অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা প্রায়ই প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় ও বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে কখন কখন উপশম হয়; এই প্রকার স্নায়ুশূল কাফি বা মদ্যপানে অত্যাচারের পরই অধিক হইয়া থাকে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতে ছিড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, মানসিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা লাগিলে বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে, অথবা আহারের পর যাহার বৃদ্ধি হয় (আণ্টি-ক্রুড্, ল্যাক্, ষ্টাফিস্); কাফি বা মদ খাইলে বেদনার বৃদ্ধি এবং উষ্ণ প্রয়োগে বেদনা বা যাতনার উপশম হয় (ব্রাই): ক্ষয় প্রাপ্ত দাঁতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ উহার নিকটবর্ত্তী মাড়িস্থিত সমুদয় দাঁতেই বেদনা অনুভূত হয়; মাড়ি স্ফীত, সাদা এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; জিহ্বা সাদা গাঢ় লেপযুক্ত (একন্, আণ্টি-ক্রুড, ব্রাই, পাল্‌স্); জিহ্বায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (বোরাক্স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); জিহ্বায় ভারি বোধ এবং তজ্জন্য কথা বলিতে কষ্টানুভব (কষ্ট্, জেল্‌স্, ল্যাক্); মুখের মধ্য, জিহ্বা এবং তালুকা চট্ চট্ করে ও উহা ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় চড় চড় করে; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ, কিন্তু পিপাসা অধিক থাকে না (এপিস্, নাক্স্-মস্ক্, পাল্‌স্), কিন্তু মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে (মার্ক্) অধিক পরিমাণে লাল সঞ্চিত হয়; জিহ্বা কাল্‌চে এবং কাটাযুক্ত ও উহার পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল বর্ণ; প্রাতঃকালে মুখে বিস্বাদ (পাল্‌স্) থাকে বটে, কিন্তু আহার দ্রব্যাদির স্বাদ স্বাভাবিক বলিয়াই অনুভূত হয়; মুখে টক স্বাদ (ক্যাল্‌ক্-কার্ব্, চায়না, ম্যাগ্নেস্, নাইট্রিক্-আস্); মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, ক্যালাম্, চায়না, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); মুখ দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, অরাম্, আয়োড, ক্রিয়াজ্, নাইট্রিক্-আস্); মুখ এবং গলার মধ্যে পর্দা বিশিষ্ট ঘা এবং উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; রাত্রিতে মুখ দিয়া রক্ত-মিশ্রিত লাল গড়াইয়া পড়ে; চাপিলে মাড়ি দিয়া সহজে রক্ত পড়ে; থুথুর সঙ্গে জমাট খাবা খাবা রক্ত পড়ে। ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (এরাম, সাঙ্গুনেরিয়া); চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ খশ্ খশে বোধ এবং চড় চড়ানি (আর্জেণ্ট্), গিলিবার সময় এবং শীতল বাতাস টানিলে যাহা অধিক অনুভূত হয়; আহার বহা গল-

নালীর উপরিভাগ সঙ্কুচিত হয়, যাহার দরুণ কোন দ্রব্য গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, ঢোক গিলিবার সময় সেরূপ বেদনানুভব (নেট্রাম্-মিউর); গলার মধ্য হইতে মুখের মধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা; গিলিবার সময় কানের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা থাকে, অথচ আহারে (রুটীতে) অরুচি (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর); জল, কাফি এবং তামাকে অরুচি; তিক্ত বা টক উদ্গার (আলাম্, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্, সাল্ফ্); প্রবল হিক্কা (সিকুটা, হায়োস্, লাইকোপ্); বুক জ্বালা (লাইকোপ্, নেট্রাম-মিউর); মুখ দিয়া জল উঠা (লেডাম্); আহারের পর মুখ দিয়া জল উঠা; প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, পাল্স্, সাল্ফ্); আহারের পর বমনোদ্বেগ (আর্স্); তামাক খাইলে বমনোদ্বেগ (ইগ্নেস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাবিভাব (আণ্টি-টার্ট্); টক শ্লেষ্মা অথবা উদরস্থ আহার বা পানীয় দ্রব্য বমন (ইপিকাক্, ফস্, পডোফ্); পিত্ত বমন (গ্রাটিওলা, আইরিশ্, পডোফ্); রক্ত বমন (হামামেলিস্, ওপিয়াম্, পডোফ্, ষ্টানাম্); কাঠ বমী, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বমী হইবে, কিন্তু বমন না হইয়া গলা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; ব্রাণ্ডি মদ্য এবং চা খড়ি খাওয়ার ইচ্ছা; প্রাতঃকালে মুখে পচা বা তিক্ত স্বাদ; উদরস্থ আহার দ্রব্য, টক শ্লেষ্মা এবং রক্ত বমন; গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে বমন (Morning sickness); পাকস্থলী প্রদেশ স্পর্শ করিলেই বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; পাকস্থলীতে আঁকড়িয়া ধরা বা খিলধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (বেল্, ককিউলাস্); উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণ এবং আটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়; আহারের ১ বা ২ ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে চাপা বোধ (পাল্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা যেন কেমন কেমন করে এবং রোগী বসিয়া তাহার আপন অসুখের বিষয় চিন্তা করে; একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (আর্স্, ব্রাই, পাল্স্), আহারের পর যাহা অধিক অনুভূত হয়; অতিরিক্ত আহার, মদ্য পানে অত্যাচার, অধিক মসলাদি দ্বারা রাঁধা আহার দ্রব্যাদি খাওয়া; অতিরিক্ত ঔষধ সেবন, নির্জ্জনে বাস ইত্যাদির দরুণ

পেটের অসুখ; পাকস্থলীর মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালানুভব; পাকস্থলীতে দপ্‌দপানি। যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, নড়া চড়া বা আঘাত লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই, চায়না); ফোড়া হইলে যেরূপ হয়, যকৃতে সেরূপ দপ্‌দপানি; কামল রোগ (চেলিডন্, মার্ক্); আহারে অরুচি; মূর্চ্ছার ভাব; যকৃতের পিত্তাধারে শিলা (Gallstone) (চায়না); আহারের পর দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া উদর স্ফীত হয় (চায়না, লাইকোপ্, নাক্স্-মক্, রাস্ টক্স্); উদরে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্); প্রাতঃকালে উদরে উক্ত প্রকারের শব্দ হয়; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূল বেদনা; অজীর্ণের দরুণ পেটে বেদনা; অতিরিক্ত পরিমাণে আহারের পর পেটে বেদনা; ঠাণ্ডা লাগিয়া পেটে বেদনা (ডাল্ক্, মার্ক্); কোণ বিশিষ্ট পাথর লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পেটে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কলোস্); পেট কামড়ানী; পেটে চিন্ চিনে বেদনা; প্রাতঃকালে কোন দ্রব্য খাওয়ার পর বা মধ্যাহ্নে আহারের পর কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেটে বেদনা; পেটে বেদনা যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্, আইরিস্, রুম্); দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, ক্ষুদ্র পাঁজরার হাড়ের নীচে সেরূপ চাপা বোধ (কার্ব্বো-বেজ্); অন্ত্রের মধ্যে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায়, জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (মার্ক্); উদরে কর্ত্তনবৎ বা চিন্‌চিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা; কুচ্‌কির ঠিক উপরিভাগে যেন অন্ত্র বেষ্ট ঝিল্লী বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় (আলাম্, নাইট্রিক্-আস্); উদরের উপরস্থিত পেশীর স্পন্দন এবং উহার ঝাকনী।

মল এবং মলদ্বার। অন্ধ অর্শ (Blind-Piles) রোগ, অর্থাৎ যাহাতে রক্ত পড়ে না, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারে ঘাটিয়া ধরা, চাপিয়া ধরার ন্যায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা, মলত্যাগের পর, আহারের পর এবং চিন্তা করিলে যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং বারবার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্ব্রা, কোনায়াম্, নাইট্রিক-আস্, সাইলিসি, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যের সঙ্কোচন; মলত্যাগের পর (কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও) মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে আরো

মল আসিয়া রহিয়াছে (আলোজ্, লাইকোপ্); পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় (আণ্টি-ক্রুড্, কার্ব্বোস্ মেরিয়াস্, সিমিসিফ্, নেট্রাম্-আর্স্, পডোফ্); মল ত্যাগের সময় মলের সঙ্গে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যে আঁটাবোধ ও উহার সঙ্কোচন; উদরাময়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, মল কাল্চে (রুমেক্স্, সাল্ফ্); অল্প পরিমাণ, চট্চটিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কোঁথপাড়া বা বাহ্যের বেগ ও পেট কামড়ানি; মল ত্যাগের পরই কোঁথপাড়া এবং পেট কামড়ানি সারিয়া যায়; লম্বা, মোটা এবং কঠিন নেড় মলত্যাগ; স্বাভাবিক মল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; রক্ত মিশ্রিত আল্কাতরার ন্যায় কাল মল ত্যাগ; অন্ধ এবং রক্ত স্রাবক অর্শ রোগ (Blind and Bleeding Piles)।

মূত্র যন্ত্র। বারম্বার কষ্টদায়ক মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (ক্যান্থ্) এবং বেগ দিলে ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র নির্গমন (একন্, বেল্, ক্যান্থ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালী এবং মূত্রাধারের গ্রীবা দেশে জ্বালাযুক্ত এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (এপিস্, ক্যান্থ্, ক্যানাবিস্-সাট্, ক্যাপ্স্); মূত্র মলিন, গাঢ়, সাদাটিয়া এবং পূঁষ মিশ্রিত, লাল্চে এবং ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি বিশিষ্ট; মূত্রের সঙ্গে চট্চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন, যাহার দরুণ মূত্র নালীতে কোনও যাতনা অনুভূত হয় না; মূত্রাধারে পাথরীর সঞ্চার (Stone in the Bladder) হেতু মূত্রযন্ত্র প্রদেশে বেদনা যাহা পা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; রক্ত মূত্র ত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের সহজেই স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা হয় (কোনায়াম্); পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক ধাতু নিঃসরণ; অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাইয়া বা স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার বা হস্ত মৈথুন হেতু স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ; অণ্ডকোষে সঙ্কোচক বেদনা। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, প্রচুর পরিমাণে বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (আলাম্, আম্ব্রা, অ্যামন্-কার্ব্ব্, বেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); রক্ত কাল্চে, রজঃস্রাবের সময় প্রাতঃকালে বমনো-

বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ ও কখন কখন মূর্চ্ছা যাওয়া; কোন মাসেই নিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব হয় না; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); জননেন্দ্রিয়ে চাপা বোধ, প্রাতঃকালেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; জরায়ুতে সঙ্কোচন বা আক্ষেপ এবং বেদনা ও জরায়ু হইতে জমাট থানা থানা রক্ত নির্গমন (কলোফিলাম্, সিকেল্); দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেত প্রদর নিঃসরণ যাহা কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে বেদনা; মৃদু নিষ্ফলা প্রসব বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মল, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা; কোঁথপাড়া বা কোন ভারি দ্রব্য উঠানের দরুণ জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া বা নিম্ন দিকে সরিয়া পড়া।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে খশ্ খশে এবং চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হওয়া (কষ্টি), যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; বায়ুনলের উপরিভাগে চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার (ব্রাই, ক্যেকম্); বায়ুনলের মধ্যে চুনকানি বা সুড়্‌সুড়ী, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ব্যারাইটা-কার্ব্ব); শ্বাস কষ্ট; বুকের নিম্নাংশের সঙ্কোচন হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে আঁটা বোধ (ইগ্নেস্, আর্সেনিক), যাহা চলিয়া বেড়ান এবং উচ্চস্থানে উঠিবার সময়ই অধিক অনুভূত হয়; শুষ্ক, শ্রান্তি জনক কাশি (ক্যেকম্), রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে ভোর বেলা পর্যন্ত যাহার উদ্রেক হয়; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে কাশির উদ্রেক (কোনায়াম্, হায়োস্, মেজিরিয়াম্, পাল্‌স্), অথবা অতি প্রত্যূষে কাশির উদ্রেক; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রবল কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া থানা থানা রক্ত নির্গমন (পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে টাটানি (আর্ণিকা); কাশিতে কাশিতে উদর প্রাচীরে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা এবং মাথা ধরার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই, নেট্রাম্-মিউর); আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি (চায়না); শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর, চিত হইয়া শয়ন করিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে, তামাক খাইলে কাশির বৃদ্ধি; একটী বোঝা চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয় বুকে সেরূপ চাপা বোধ (ফেরাম্, ফস্); পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের স্নায়ুশূল, সুস্থ পার্শ্বে শয়ন

কশিলে যাহার উপশম হয়; বুকের মধ্যে থশ্‌থশে বোধ এবং চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি বা টাটানি (ক্যাম্প); বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে জ্বালা ও উষ্ণানুভব; সর্দ্দি শুকাইয়া যাইয়া শুষ্ক কাশি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। মধ্যাহ্নে আহারের পর শয়ন করিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন; আহারের পর হৃৎস্পন্দন; কাফি খাওয়ার পর হৃৎস্পন্দন; অনেকক্ষণ ধরিয়া পুস্তকাদি পাঠের পর হৃৎস্পন্দন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবাদেশে ভারিবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; থেঁৎলিয়া গেলে, মোচড়াইয়া পড়িলে বা ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা (আর্নিকা, বেল্, সিমিসিফ্, ক্যালী-কার্ব্ব্, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা); পৃষ্ঠদেশ আক্ষেপিকরূপে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া পড়ে (সিকুটা, ওপিয়াম্); ঘাড় এবং স্কন্ধের স্নায়ুশূল, যাহার দরুণ ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, প্রাতঃকালে, আহারের পর এবং স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁত্‌লিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা, শেষ রাত্রি ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত যাহার বৃদ্ধি হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং উহার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন করা কালীন যাহার বৃদ্ধি হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনী এবং হৃৎপিণ্ডের ঝাকনি; বহির্বায়ু সেবনে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ এবং শিথিল হওয়ার ন্যায় বোধ হয়; প্রাতঃকালে হাত পায়ে হঠাৎ অবশ বোধ; বাহু, হাত এবং পায়ের পাতায় অসাড় বোধ হয়; বাহুর পক্ষাঘাত এবং উহাতে দপ্‌দপানি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন ধমনি ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িবে। চলিবার সময় পা ইত্যাদি শরীরের নিম্নাংশের কাঁপনি এবং তদ্দরুণ টলিয়া পড়া; হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎভাগে যেন সর্ব্বদা আঘাত করিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; রোগী পায়ের পাতা টানিয়া টানিয়া চলে; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, উরু এবং পায়ের ডিমের পেশীতে সেরূপ কসিয়া ধরা, চলিবার

বেড়াইবার সময় যাহাতে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; হাঁটুর সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত; হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎ ভাগ শক্ত হয় এবং উহাতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়; এই বেদনা দাঁড়াইলেই অধিক অনুভূত হয়; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পেশীর অগ্রভাগ খাট বলিয়া অনুভূত হয়; পায় অবশ এবং অসাড় বোধ হয়; রাত্রিতে পায়ের ডিমে খিল ধরা (ক্যাল্ক-কার্ব, নাইট্রিক্-আস্, সাল্ফ্)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং অনবরত হাই তোলা (নাক্স-মস্ক্); আহারের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনিবার্য্য নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা (ক্যালী-কার্ব, সাইলিসি, ব্রাই, ফস্); সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা ঘুমের ইচ্ছা এবং রাত্রিতে ঘুম হয় না; শেষ রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে নানা প্রকারের চিন্তার উদয় হয় এবং ২।৩ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া ভোর বেলা রোগী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে, তখন রোগীকে জাগান কষ্টসাধ্য হয় এবং জাগিলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সে বিছানা হইতে উঠিতে চাহে না; রোগী প্রায়ই চিত হইয়া শয়ন করিয়া ঘুমায়; ঘুমেরঘোরে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ শব্দ হয়, বা তাহার নাক ডাকে (লরোস্, ওপিয়াম্); স্বপ্নে নানা প্রকারের ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত হয়।

জ্বর। শীত কম্প সমুদয় শরীরেই অনুভূত হয় এবং শীত কম্পের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের, বিশেষতঃ হাত পায়ের, আঙ্গুল এবং নখ নীল বর্ণ হয়; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে শীত কম্প (নাইট্রিক্-আস্) এবং তৎপর মাথা এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ হয়; উত্তাপেও শীত নিবারিত হয় না; নড়া চড়াতে শীতের বৃদ্ধি; শুষ্ক উষ্ণানুভব, যাহার দরুণ গায় কাপড় সহ্য হয় না, অথবা রোগী গায়ে কাপড় রাখিতে চাহে না, আবার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই শীতবোধ হয়; শীতের পূর্ব্বেই শরীর গরম হয় এবং শীতের পর উত্তাপের বৃদ্ধি হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পর বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম টক এবং দুর্গন্ধযুক্ত (আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বো-আনিমেল, হিপ-সাল্ফ্, সাইলিসি); মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম (ক্যাম্ফার, ভিরেট-আল্ব); সবিরাম বা পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যায়

সময় জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি; শীতলাবস্থায় পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে বেদনা এবং পার্শ্ব ও উদরে খোঁচানি; উষ্ণাবস্থায় মাথাঘোরা, মাথা বেদনা, সামান্য নড়া চড়াতে বা গায়ের কাপড় ফেলিলেই শীত কম্পের উদ্রেক হয়; পিপাসা, অথচ জলাদি পানে অনিচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে শুষ্কাইভব, বমনোদ্বেগ বা টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পিত্তবমন; ঐকাহিক বা দ্ব্যহিক জ্বর (Quotadian and Tertian Fevers); নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুতগামী, অথবা ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী, দুর্ব্বল, অথবা অসম (Intermittent)।

ব্যবহার। অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত, গরম মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্য খাওয়া, কাফি বা তামাক খাওয়া, বা মদ্যপানে অত্যাচার হেতু অসুখ; নানা প্রকারের ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন, উষ্ণকারক ঔষধ সেবন, হাতুড়িয়া বৈদ্যের ঔষধ সেবন জনিত অসুখ; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত আহার এবং নিদ্রাশূন্যতা জনিত অসুখ; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সবিরাম অসুখ; পাকস্থলী, যকৃত এবং অন্ত্রের অসুখ, প্রধানতঃ অজীর্ণ, কামলরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ; অন্ত্রবৃদ্ধি; যকৃতপ্রদাহ; অর্শরোগ (রক্তস্রাবক এবং অন্ধ অর্শ,—Bleeding and Blind Piles); আপন রোগ বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া মনোরোগ (Hypochondriasis); সংস্পর্শ রোগ; শ্লেষ্মাজনিত অসুখ,—যথা নাসিকা সম্বন্ধীয় সর্দ্দি, বায়ুনলপ্রদাহ, অন্ত্রের শ্লেষ্মাজনিত রোগ, মূত্রনালী বা যোনি দ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন; প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব; মুখমণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল; বাত রোগ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত রোগ; আক্ষেপ (Convulsions); পক্ষাঘাত; সকল প্রকারের পালাজ্বর; কোইনাইন দ্বারা আট্‌কান জ্বর; একজ্বর; মাতালদিগের মানসিক বিকার বা মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens), শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা; মাতালদিগের শিরঃপীড়া; অতিরিক্ত পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম জনিত শিরঃপীড়া; সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া এবং তদ্দরুণ নানা প্রকারের অসুখ; দন্তশূল; পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা; পাকস্থলী প্রদাহ; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ; আক্ষেপিক এবং উদরে দূষিত বায়ু জনিত শূলবেদনা বা যাতনা;

পিত্তাধিক্য হেতু শূলবেদনা বা যাতনা ও উদরাময়; আমাশয়; দঅন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis); কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); শ্বেতপ্রদর; সন্তান প্রসবের পর অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লী-প্রদাহ (Puerperal Peritonitis); ধ্বজভঙ্গ; সর্দ্দি শুকাইয়া যাওয়ার দরুণ কাশি; কোমরে বাতের বেদনা, কুচকি বাত ইত্যাদি অসুখে নাক্স-বমিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা; সমুদয় শরীরেই এক প্রকারের সঙ্কোচক বেদনা বা যাতনা; সামান্য স্পর্শে আক্ষেপের বৃদ্ধি; খিট্‌খিটে স্বভাব; শীর্ণকায় বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে উপকারী; পিত্তাধিক ধাতু; সমুদয় শরীরের ঝম্পমান স্পন্দন; সমুদয় শরীরে ভারিবোধ; মদ্যপান, অতিরিক্ত তামাকু খাওয়া, অধিক পরিমাণে ঘৃত, গরম মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকার দরুণ অসুখ; মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে আহারের পর, বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পর, নড়াচড়াতে, সামান্য স্পর্শনে, বহির্বায়ুতে, শুষ্ক বাতাসে অসুখের বৃদ্ধি; প্রবল প্রচাপনে বেদনা বা যাতনাদির উপশম ইত্যাদি নাক্স-বমিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। কসেক্কার উপর নাক্স-বমিকার কার্য্যের সহিত ইগ্নেসিয়া এবং ওপিয়ামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। আট্রো-পিয়ার কার্য্যের সঙ্গেও নাক্স-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে নাক্স-বমিকার কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটি-কাম্, আমোনিয়াম্ কার্ব্বোনিকাম্, আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বো-বেজিটেবিলিস্, ক্যামোমিলা, চায়না, ককিউ-লাস্, কফিয়া, কুপ্রাম্, ইপিকাক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফ-রাস্, পাল্সেটিলা, সিপিয়া এবং রাস্টক্স্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, ক্যামো-মিলা, কফিয়া, ককিউলাস্, ইগ্নেসিয়া, পাল্সেটিলা, নাক্স-বমিকার প্রতি-

বেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় নাক্স-বমিকা দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্যাম্ফার, কাফির কাত, সুরা এবং আফিম ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। মূল আরোক হইতে ২০০ ডাইলুশন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া আমরা ফল পাইয়া থাকি। ৬,১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরে লেখক ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধে ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার্য্য। ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) বলেন যে, অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা অনেক দিনের পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের পেটের অসুখে এবং শিরঃপীড়ায় ২০০ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাতালদিগের বমন, শিরঃপীড়া এবং মদোন্মত্ততাতে (Delerium Tremens) ১ম দশমিক ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আবার মদোন্মত্ততাতে অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। শিশুগণের রোগ চিকিৎসায় লেখক প্রায়ই ৩০ ক্রম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক নাক্স-বমিকার ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়াও ২।১ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ওপিয়াম্,—আফিম,—ওপিয়াম্।

(OPIUM,—OPI.)

একভাগ আফিম এবং ২০ ভাগ প্রুফ্ স্পিরিট একত্রে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্ক্ এর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আফিম কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় ও সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুমণ্ডলের (Sympathetic nerves) উপর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ ইহা উক্ত স্নায়ুমণ্ডলকে প্রথমতঃ কতক-ক্ষণের জন্য উত্তেজিত করিয়া তৎপর উহাকে শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন করিয়া উহার

কার্য্যের শক্তির পক্ষাঘাত আনয়ন করে, যাহার দরুণ উক্ত স্নায়বিক মণ্ডলীর জড়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে মস্তিষ্কের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হইয়া অদ্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor) উৎপন্ন হয়, গতি এবং জ্ঞান উৎপাদনের শক্তির বিনাশ হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণ কমিয়া যায় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী গুলি শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য মৃদু এবং বিলম্বে বিলম্বে ও অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়; হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে এবং এই প্রকার মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার পক্ষাঘাত অনেকক্ষণ অবস্থিতি করিলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি রোগীর মৃত্যু না হয়, তবে পরিপাক কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়, মাথা ধরা, নিদ্রাশূন্যতা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া যায়। মস্তিষ্কের কার্য্যের অবসন্নতা এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত নিদ্রালুতা বা অর্দ্ধজ্ঞান রহিততা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ওপিয়াম্ দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন বা লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। জ্ঞান বা চেতনার সম্পূর্ণ বিনাশ (বেল্, হায়োস্, লরোস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ও বাহ্যিক বিষয়ে জ্ঞান রহিততা, অর্থাৎ সুখ দুঃখের জ্ঞান কিছুই থাকে না; প্রলাপ; চক্ষু বিস্তৃতরূপে খোলা এবং উজ্জ্বল বা চকচকে, মুখ মণ্ডল লালবর্ণ এবং শোথের ন্যায় টস্‌টসে; অত্যন্ত কষ্ট এবং ভয় উৎপাদক স্বপ্ন বা দৃশ্য দেখা (আর্নিক্স্, বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); নেশা হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ অর্দ্ধচেতনাবস্থায় পড়িয়া থাকা; চক্ষু যেন জলে, উষ্ণ এবং শুষ্ক হয় (বেল্); মদ্যপান করিলে যেরূপ হয়, রোগী সেরূপ পড়িয়া থাকে (নাক্স্-মস্); কাল্পনিক বিষয় গুলি যেন স্পষ্ট দেখা যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উল্লাস (ক্যানাবিস্-ইণ্ড্); সর্ব্বদা স্নায়বিক ও চিড়্‌চিড়ে ভাব; সহজে ভয় পাওয়া (নাক্স্-ভম্) এবং চমকিয়া উঠার স্বভাব (ইগ্নেশ, ক্যাল্কে-কার্ব্, নেট্রাম মিউর); রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে, যেন সে বাড়ীতে নাই (ব্রাই); স্মরণ শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ (হাইড্রাষ্ট); মদোন্মত্ততা (Delirium Tre-

mens) এবং তদ্দরুণ ইন্দ্রিয়াদির চেতনা থাকে না এবং শ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; সংন্যাশ রোগ এবং তদ্দরুণ চেতনা রহিত এবং মুখ মণ্ডল লালবর্ণ এবং শোথের ন্যায় টল্ টলে হয়; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা (শিবচক্ষু), চক্ষুর তারা বিস্তৃত, কখন বা সঙ্কুচিত এবং উহাতে আলোক জ্ঞান থাকে না; মুখে ফেণা উঠে এবং গোঁ গোঁ করিয়া নাক ডাকে।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে, ঢিমা এবং ভারিবোধ (নাক্স্-বম্); নেসা করিলে যেরূপ হয় সেরূপ মাথা ঘোরা (চায়না, ককিউলাস্, নাক্স্-মস্ক্, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে দপ্-দপানি (বেল্); কপালের দুই পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম (বিরেট্-আল্ব্); বসা বা শয়নাবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা; মাথায় আঁটাবোধ।

চক্ষু। চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষে আলোক জ্ঞান থাকে না (বেল্); চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (মার্ক্-কর, ফস্, ফাইটোল্, ফাইসষ্ট্); চক্ষু কাচের ন্যায় চক্‌চকে, বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় দেখায় এবং স্থিরভাব বিশিষ্ট (আর্নিক্, বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); চক্ষু অর্দ্ধ খোলা, উপর দিকে উল্টান বা শিবচক্ষু, লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত, উষ্ণ এবং শুষ্ক (বেল্); পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, চক্ষুর পাতা সেরূপ পড়িয়া যায় (কষ্ট্, কোনায়াম্, জেল্‌স্)।

কর্ণ। কানে ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দ হয় (একন্, বেল্, চায়না); সামান্য শব্দও কানে লাগে বা সহ্য হয় না।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শোথের ন্যায় স্ফীত এবং টল্ টলে, কাল্‌চে লালবর্ণ এবং উষ্ণ (একন্, বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্), লালবর্ণ, শিটা বা মাটির রঙ্গের ন্যায় মলিন; মুখাকৃতি বিকৃত (সিকুটা, কুপ্রাম্); নিম্ন ওষ্ঠ এবং মাড়ি পক্ষাঘাতের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, (লাইকোপ্; মুখ মণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন; মুখ মণ্ডলের শিরা গুলি স্ফীত এবং বিস্তৃত; ওষ্ঠের কোণের স্পন্দন (ইগ্নেস্)।

জিহ্বা এবং গলার মধ্য। জিহ্বার পক্ষাঘাত হেতু উহার সঞ্চালনে অশক্তি (কষ্ট্, ডাল্ক্, নাক্স্-মস্ক্, নাক্স্-বম্, হায়োস্, জেল্‌স্); জিহ্বা

বেগুনী রঙ্গ বিশিষ্ট; জিহ্বা কাল (ফস্), সাদা (আর্স, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্স, সাল্ফ্); মুখ গহ্বর শুষ্ক (আর্স, ব্রাই, ডাল্ক্, নাক্স-মস্ক, পাল্স্)। গলার মধ্যে শুষ্কানুভব (এপিস্, আর্স, নাক্স-মস্ক), পক্ষাঘাতের দরুণ কোন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি (নাক্স-মস্ক)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধাশূন্যতা (আলাম্, আর্স, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সাল্ফ্); প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স, ব্রাই, নাইট্রিক্-আস্, সাল্ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; সবুজ বর্ণের পদার্থ বমন (আইরিস্, পডোফ্); রক্ত বমন (হামামেলিস্, নাক্স-বম্, পডোফ্, ষ্টানাম্); মল মূত্র বমন; উদরে কর্ত্তনবৎ শূলবেদনা এবং আক্ষেপ সম্বলিত বমন; পাকস্থলীতে চাপা এবং ভারিবোধ (আর্স, ব্রাই); পাকস্থলীতে প্রবল বেদনা, প্রচাপনে যাহার বৃদ্ধি হয়। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের কার্য্যের জড়তা (আলাম্); উদর স্ফীত, বিস্তৃত এবং চাপিলে বা স্পর্শ করিলে উহা বেদনাযুক্ত হয় (একন্, বেল্); উদরে অধিক পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence) এবং উহাতে গড়্গড়্ শব্দ হওয়া (কার্ব্বো-বেজ্, লাইকোপ্); নাভি এবং কুচ্‌কি সম্বন্ধীয় রুদ্ধ অন্ত্র বৃদ্ধি (Incarcerated Umbilical and Inguinal Hernia); মল বমন; পেট কামড়ানী এবং উদরে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা (কলোস্); অন্ত্র ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ চাপাযুক্ত বেদনা; সীসা জনিত শূল বেদনা (Lead-colic)।

মল এবং মলদ্বার। উদরে বেদনার সময় গুহ্যদ্বার আক্ষেপিকরূপে রুদ্ধ হয় এবং তদ্দরুণ বায়ু নিঃসরণে কষ্টানুভূত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গমন (আর্ণিকা, কার্ব্বো-বেজ্, হায়োস্, রাস্-টক্স্); দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গমন (আর্স); ভয় পাইয়া মল নির্গমন (জেল্স্); উদরাময়ের ন্যায় সাদাটিনা, কাইয়ের ন্যায় বা ফেণাযুক্ত উদরাময়ের ন্যায় তরল ভেদ এবং মল নির্গমনের সময় গুহ্য দ্বারে জ্বালা (আলোজ্, আর্স, সাল্ফ্); দুর্গন্ধযুক্ত কাল মলত্যাগ (আর্স, লেপ্‌টেণ্ড্রা); অন্ত্রের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ,—এমন কি বাহ্যের বেগ একবারেই হয় না (আলাম্, ক্যাম্ফার, প্লাম্বাম্), ক্ষুদ্র অন্ত্রের আক্ষেপের দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন, কাল গোলার ন্যায় (আলাম্, ক্যাল্‌কী কার্ব্ব, প্লাম্বাম্); শিশুগণের ওলাউঠা এবং

তদ্দরুণ অর্দ্ধ-জ্ঞান-রহিততা, গোঁ গোঁ করিয়া নাক ডাকা এবং আক্ষেপ (Convulsions)।

মূত্রযন্ত্র। অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (বেল্, হায়োস্); মূত্রাধারের গ্রীবার পক্ষাঘাত হেতু মূত্রাবরোধ ; মূত্রাধারের মুখের সঙ্কোচক যন্ত্রের (Sphincter) আক্ষেপের দরুণ মূত্রাবরোধ ; মূত্র পরিমাণে অল্প, কাল্চে, কটাবর্ণ এবং ঘোলাটিয়া বা ধূমের রঙ্গ বিশিষ্ট (ক্যান্থ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের বারম্বার স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হওয়ার দরুণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতুনিঃসরণ (ফস্, নাক্স্-বম্)।

শ্বাস যন্ত্র। শুষ্ক কাশি এবং তদ্দরুণ কণ্ঠনালীতে সুড়্সুড়ী এবং চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হওয়া (রুমেক্স্); শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং নিদ্রাবেশ (আন্টি-টার্ট্), অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না ; শ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় এবং মুখ খোলা থাকে ; বারম্বার অনিচ্ছাপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস ; শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বিলম্বে বিলম্বে সম্পন্ন হয় ; শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত, মৃদু এবং গোঁ গোঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দযুক্ত ; কণ্ঠনালীর আক্ষেপ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম। নাড়ী পূর্ণ এবং মৃদু গতি বিশিষ্ট (ডিজিট্); নাড়ী মৃদুগতিবিশিষ্ট এবং কোমল ; ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল (ফেরাম্); নাড়ীর অনিয়মিত স্পন্দন।

পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠদেশ আক্ষেপিক রূপে বাঁকিয়া ধনুকের ন্যায় হয় (সিকুটা)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সমুদয় অঙ্গের কাঁপনি ; হাত পাই অধিক কাঁপে ; ভয় পাইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি ; হাত এবং হাতের সম্মুখ অংশের স্ফীতি এবং উহাতে অবশবোধ ; অঙ্গের আক্ষেপিক ঝাকনি এবং উহাতে অবশ বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন (সিকুটা, বেল্, হায়োস্); হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (ক্যাম্ফার, বিরেট্-আল্ব্)।

নিদ্রা। সর্ব্বদাই নিদ্রাবেশ যাহার দরুণ রোগী জাগিয়া থাকিতে পারে না (নাক্স্-মস্ক্); অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রাবস্থায় বারম্বার হঠাৎ জাগিয়া

উঠা (আর্ণিকা, ক্যরোস্, ফাইসষ্ট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অর্দ্ধখোলা থাকে ও নাক দিয়া গোঁ গোঁ শব্দ হয় (সাল্ফ্); ঘুম পায়, অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না (ক্যাম্, বেল্, ল্যাক্); অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না; ঘুমেরঘোরে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা এবং নানা প্রকারের কাল্পনিক বিষয়ের উদয় হওয়া; নিদ্রাশূন্যতা (সিমিসিফ্, কফিয়া) এবং সামান্য শব্দ হইলেও কানে লাগে বা সহ্য হয় না, এমন কি দূরবর্ত্তী স্থানে মুরগী ইত্যাদি ডাকিলে বা ঘড়ীর শব্দ হইলেও রোগী (স্ত্রীলোক) জাগিয়া থাকে; অচেতনতা; ঘুমেরঘোরে বিছানার কাপড়াদি খোঁটা (তোকান)।

জ্বর। শরীর ঠাণ্ডা এবং মাথা গরম; গাল লালবর্ণএবং জ্বালাযুক্ত; শরীর ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইলেও সমুদয় শরীরে জ্বালা অনুভূত হয়, রোগী গায়ের কাপড় ফেলিয়া বসিতে চাহে এবং বলে যে তাহার বিছানা অত্যন্ত উষ্ণ; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম; এই ঘর্ম্ম মাথা এবং কপালেই অধিক হয়; কতকক্ষণ পর পরই রোগী বলে যে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়াছে; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা ভাল থাকে না এবং যাহার দরুণ রোগীকে জাগান যায় না; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা; হয় মৃদু প্রলাপ উক্তি, নতুবা প্রলাপাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, রাগ করা, এবং পলায়নের চেষ্টা; মুখমণ্ডল কাল্চে লালবর্ণ; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হওয়ার উপক্রম হওয়া; নাড়ী পূর্ণ এবং মৃদুগতিবিশিষ্ট ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া। সবিরাম জ্বর; শীত কম্প; শীতলাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়া এবং পিপাসা থাকে না; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া।

ব্যবহার। ভয় জনিত অসুখ (একন্, ভেরেট্); মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা জনিত অসুখ; ভয় পাওয়ার পরও ভয় উৎপাদক কারণ মনে থাকিয়া যায়; কাঠের কয়লার ধূম শ্বাস দ্বারা টানিবার দরুণ অসুখ; সীসা জনিত অসুখ; সীসা জনিত শূল বেদনা (Lead-colic); মদোন্মত্ত (delirium Tremens); সংন্যাস রোগ; মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পক্ষাঘাত; আক্ষেপ (Convulsions);

দাঁতলাগা বা ধনুষ্টঙ্কার; মৃগীরোগ; অন্ত্রের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ; উদরাময়; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার; সবিরাম বা পালা জ্বর; স্বল্পবিরাম-জ্বর; মাতালদিগের অসুখ; বৃদ্ধবয়সের অসুখ; ঘোর অচেতনতা (Coma); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; চক্ষে ছানি পড়া (Cataract); অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia); শ্বাস রোধক আক্ষেপিক কাশি; প্রসব বেদনার ব্যাঘাত জন্মা; কৃত্রিম বা আক্ষেপিক আকারের প্রসব বেদনা ইত্যাদি অসুখে ওপিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শিশু, ছোট বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ বয়সের অসুখে বিশেষ উপকারী; সমুদয় অসুখেই ঘুমের ভাব অত্যন্ত প্রবল; সমুদয় শরীরই ঝিম্ ঝিম্ করা; ভয় খাওয়ার পর ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভয়ের উদয় হইয়া আক্ষেপ; আক্ষেপের সময় এবং উহার পূর্ব্বে হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠা; ভয় পাইলে ভয়ের কারণ না থাকিলেও রোগীর মনে সর্ব্বদা ভয়ের উদয় হওয়া; ভয় পাইয়া অসুখ; বিছানা অত্যন্ত গরম বোধ হয়, যাহার দরুণ রোগী উহাতে শয়ন করিতে চাহে না; ঘর্ম্মের সময়, ঘুমের সময় এবং উহার পর, উত্তাপে, অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ওপিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ওপিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা এবং বেলাডোনার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, আর্সেনিক্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, কফিয়া, ডিজিটালিস্, হায়োসায়েমাস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্-বমিকা, পালসেটিলা, রাস্টক্স্, ষ্ট্রামোনিয়াম্, সালফার, বিরেট্রাম্ আল্বাম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বেলাডোনা, কফিয়া, কোনায়াম্, ক্যাম্ফার, ইপিকাক, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্-বমিকা, প্লাম্বাম্ ইত্যাদি ওপিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। আফিম দ্বারা বিষাক্ত হইলে কাফির গাঢ় কাত, ক্যাম্ফার, বেলাডোনা এবং বমনোৎপাদক ঔষধ সেব্য।

ডাইলুশন বিচার। অন্ত্রের অসুখে নিম্ন ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধে আমরা ৬ষ্ঠ ক্রম সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া

থাকি। জ্বর এবং অন্যান্য অসুখে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার যারের (Dr Jahr) মতানুসারে শিশুগণের মস্তিষ্কের অসুখে লেখক ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধে কোন কোন চিকিৎসক ৩ দশমিক ক্রমের আরোকও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। লেখক উক্ত দুই ডাইলুশন অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। অন্ত্রের জড়তার দরুণ পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধে ওপিয়ামের মূল আরোক ½, ¼, ⅛ ও ⅟₁₆ এবং ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেই ওপিয়ামের মূল আরোক দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ফস্ফরাস্,—ফস্।

(PHOSPHORUS,—PHOS.)

(১) কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আনিত ফস্ফরাস্ লইয়া উহার এক ভাগ, ৫০০ ভাগ ইথারে (Ether) মিশাইয়া, যত পরিমাণ ইথার উহাতে তত পরিমাণ আব্সোলিউট আল্কোহল্ (Absolute Alcohol) মিশাইয়া ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) এক ভাগ আনিত ফস্ফরাসে ১,০০০ ভাগ আব্সোলিউট্ আল্কোহল্ মিশাইয়া ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ফস্ফরাসের ৩য় দশমিক অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয় না। ফস্ফরাসের গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে হানিমান গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন তাহার নিয়মাবলী ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ায় দ্রষ্টব্য। গুঁড়া অপেক্ষা আরোক অধিক উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করেন। অতএব তাঁহারা আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়বিক মণ্ডলী এবং রক্তের উপর ইহার

কার্য্য অতি প্রবল। অতএব ইহা দ্বারা উক্ত উভয়েরই বিকৃতি এবং বিনাশের দরুণ স্নায়ুর শক্তি বিনষ্ট হইয়া পক্ষাঘাত এবং রক্তের সার পদার্থ বিনাশ এবং গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রথমতঃ উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া আক্রান্ত অংশে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও প্রদাহ আনয়ন করে এবং প্রতিক্রিয়াতে উক্তাংশের জড়তা ও পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, যাহার দরুণ আক্রান্ত যন্ত্রাদিতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার হয়, রক্ত এবং মস্তিষ্ক, কসেরুকা মজ্জা এবং অস্থির পদার্থ গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্ত, হন্বস্থি (Maxillary bones), ফুস্ফুস, এবং দাঁতের উপরই ইহার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই সকল অংশের উপর এই ঔষধের ক্রিয়ার প্রকৃতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রক্তের উপর উক্ত প্রকার কার্য্য থাকার দরুণ রক্তস্রাব, স্থানে স্থানে লোমছা যাইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত (Ecchymoses) হয়; হন্বস্থি এবং দাঁতের উপর উক্ত প্রকার কার্য্যের দরুণ উহাতে পোকায় ধরে এবং উহার ক্ষয় হয় (Caries and Necrosis); ফুস্ফুসে রক্তের অতিরিক্ত সঞ্চার হয় এবং নানা যন্ত্রে, প্রধানতঃ যকৃত এবং হৃৎপিণ্ডের, মেদোপকৃষ্টতা (Fatty degeneration of the Liver and Heart) দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। ঘোর নিদ্রা বা অর্দ্ধচেতনা, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা (Low-muttering Delirium); প্রলাপ বলা (ফস্-আস্, রাস্টক্স); মেঝাদির পাশ ধরিবার চেষ্টা (বেল, ষ্ট্রামন, হায়োস); সকল বিষয়েই বৈরাগ্য; অত্যন্ত শিথিলতা; কথা বলিতে অনিচ্ছা; আস্তে আস্তে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অথবা একেবারেই উত্তর না দেওয়া (মাক, ফস্-আস্); কোন বিষয়েই মন যায় না (বাপ্তিসিয়া, কার্ব্বো-বেজ, চায়না, ফস্-আস্, সেলেন); হিষ্টিরিয়া রোগে পর্য্যায়ক্রমে একবার হাসা এবং একবার কাঁদা (একন্, ইগ্নেস্, নাক্স-মস্ক); সর্ব্বদা দুঃখিত, ভয়াতুর এবং মনের অবসন্নাবস্থা; ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে সর্ব্বদা এই বলিয়া চিন্তা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা, পাল্স); মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, আর্স, বেল,

ফস্), একাকী থাকিলে বা ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের শব্দাদি শুনিলে যাহা অধিক হয়; সামান্য কারণেই চমকিয়া যাওয়া এবং সর্ব্বদা ভয়াতুর থাকা (একন, চায়না, ইগ্নেস), প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, রাস্টক্স); সর্ব্বদাই চিড়্ চিড়ে এবং খিট্ খিটে স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বম); কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি; মনে শীঘ্র শীঘ্র ভাবের উদয় হয় না; কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে থাকে না (জেল্স, নাক্স-বম, ফস্-আস); শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা (নাক্স-বম, সিপিয়া, সাল্ফ); অত্যন্ত ভয়, এবং মনে হয় যেন ঘরের কোণে কি যেন দিয়া যাইতেছে; সর্ব্বদা চমকিয়া উঠার স্বভাব বা ভাব; স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ।

মস্তক। মাথা ঘোরা এবং চলিবার সময় টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া (নাক্স-মস্ক); বিছানা হইতে উঠিলেই মাথাঘোরা (ব্রাই, ক্যাম্, লাইকোপ); বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (ব্রাই, ক্যালী-বাই), প্রাতঃকালে যাহার বৃদ্ধি হয় (আলাম্, নাইট্রিক্-আস্); মাথায় ঢিলা বোধ; মাথায় গোলমেলে এবং ভারিবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য রকমের মাথা ঘোরা; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (একন্, বেল্, গ্লোনয়েন্); কপালে চাপাযুক্ত ঘুশ্ ঘুশে বেদনা বা যাতনা যাহা চক্ষু এবং নাকের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (একন, ব্যাপ্টি, ক্যালী-বাই, মার্ক-আয়োড); কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে দপ্ দপিয়া বেদনা; ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে (Cerebellum) ঠাণ্ডাবোধ এবং বৃহৎ মস্তিষ্কে (Cerebrum) শক্ত বোধ; মস্তিষ্কে ফাটিয়া যাবার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত দপ্ দপিয়া বেদনা; মাথায় গরম বোধ, যাহা মেরুদণ্ড হইতে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হয়; সংন্যাস রোগ; রোগী আপন মাথা চাপিয়া ধরিয়া থাকে; মুখ বাম দিকে আকৃষ্ট হয়; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত এবং উহার কার্য্যাবরোধের উপক্রম হওয়া; মস্তিষ্কে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; মস্তিষ্কের কোমলতা (Softening of the brain) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য অনবরত শিরঃপীড়া; প্রশ্নের উত্তর দিতে গৌণ করা; মাথাঘোরা; পা টানিয়া বা ছেচড়াইয়া চলা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসাড় বা অবশ বোধ; মস্তিষ্ক এবং মেডালা অব্লঙ্গেটার (Medulla oblongata) তরুণ প্রবল সঙ্কোচন বা উহার হ্রাস (Atrophy), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

মূত্রাবরোধ হেতু বিকারের লক্ষণ (Uræmia); চর্ম্ম আঁটা থাকিলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ যাতনা অনুভূত হয় (কষ্ট্); মাথায় অত্যন্ত চুলকানি (কষ্ট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচুর খুস্‌কি পড়া (কাষ্ট্, মেজিরিয়াম্), মথার চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাফ্, নাইট্রিক-আস্, সিপিয়া, সাল্‌ফ, ফস্-আস্); গোছায় গোছায় মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া; মাথায় অবসন্ন কারক ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা বা যাতনা, প্রাতঃকালে এবং মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে ও ঠাণ্ডা বাতাসে যাহার উপশম হয়; মাথায় খালি খালি বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; মাথার মধ্যে গুন্ গুন্, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া।

চক্ষু। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (ওপিয়াম্, মার্ক্-কর, ফাইটোল্, কাইনষ্ট্); পড়িতে পড়িতে চক্ষু বুজিয়া আইসে (সিবিকা, রুটা, সিপিয়া); দূরবর্ত্তী বস্তু গুলি মনে হয় যেন ধূম বা কুয়াশা দ্বারা আবৃত (লাইকোপ্, জেল্‌স্, নেট্রাম্‌মিউর, সাইলিসি); ভোরবেলা, প্রাতঃকালে, অথবা হাতের পাতা দিয়া চক্ষে ছায়া দিয়া রাখিলে রোগী চক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল দেখে; প্রদীপের আলোক যেন চন্দ্র বা সূর্য্যের বেষ্টক মণ্ডলের ন্যায় সবুজ মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত এরূপ অনুভূত হয় (অস্‌মিয়াম্,-লাল-মণ্ডলে, বেল্); চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল চিহ্ন ভাসে; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণা বা আগুনের ন্যায় দাগ ভাসে; প্রদীপে বাতাস লাগিলে বা পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষের সম্মুখে যেন সেরূপ ধড়্‌ফড়্ করার ন্যায় অনুভূত হয় (আগারিকাশ্, বেল্, সাইক্লেমেন্, মার্ক্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্); চক্ষের আয়তন ছোট হওয়ার সহিত ছানি পড়া বা গ্লকোমা (Glaucoma); চক্ষুর গোলকের উপর পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ পড়া এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শোথের ন্যায় স্ফীতি (আর্স্, এপিস্, রাস্‌টক্স্, নেট্রাম্, আর্স্); চক্ষু প্রদাহ-যুক্ত এবং উহাতে বালী প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেরূপ জ্বালা, চুল্কানি এবং চাপাবোধ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে এবং দিনের বেলায় চক্ষে কেতুর পড়ে; যেন হঠাৎ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না বারম্বার এরূপ অনুভূত হয়।

কর্ণ। কানে কম শুনা, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর (সাইলিসি); কানে

সমুদয় শব্দই যেন প্রতিধ্বনিত হয় (কষ্ট, মার্ক, ফস্-আস্); কানের মধ্যে টন্ টন্, সোঁ সোঁ শব্দ হয়; কানের মধ্যে দপ্‌দপানি (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হিপ্-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর); কানের সম্মুখে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হয়; কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ অনুভূত হওয়ার দরুন কানে কম শুনা (পাল্স)।

নাসিকা। নাসিকা স্ফীত এবং স্পর্শনে উহা বেদনাযুক্ত হয় (আলাম্, নাইট্রিক্-আস্, রাস্টক্স); নাসারন্ধ্রের মধ্য স্ফীত, শুষ্ক, এবং রুদ্ধ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহার ধারে চুমটী (খোসা) পড়ে (আলাম্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, গ্রাফ্, লাইকোপ, মার্ক, সাল্ফ); নাসা বা নাকড়া (Nasal Polypus) (ক্যাল্ক-কার্ব্ব), এবং নাক দিয়া সহজেই রক্তপড়া; বারম্বার হাঁচি দেওয়া (একন্, জেল্স্, সাঙ্গুনেরিয়া); নাক দিয়া সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ (ক্যালী-বাই); নাক ঝাড়িলেই রক্ত পড়ে; নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব (একন্, হামামেলিস্); সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যের প্রদাহ (মার্ক) এবং মাথায় টিমা বোধ; পর্য্যায়ক্রমে নাক দিয়া তরল এবং গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন (আলাম্, নাক্স-বম্, সাইলিসি); নাকে সকল প্রকার গন্ধই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, আগারিকাশ, বেল, কল্‌চ, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ, লাইকোপ, সাল্ফ), (শিরঃপীড়া হইলেই গন্ধ অধিক সহ্য হয় না)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, বসিয়া যাওয়া এবং মেটে, (নেট্রাম্-কার্ব্ব); মুখমণ্ডল কপ্নের ন্যায় হরিদ্রার আভাযুক্ত (সিপিয়া); মুখমণ্ডল কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্); মুখমণ্ডল স্ফীত এবং শোথের ন্যায় টল্‌টলে (রাস্টক্স); চক্ষু বসা এবং কাল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চায়না, ক্যালী-আয়োড, সিকেল, সাল্ফ); চক্ষুর পাতা এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান শোথের ন্যায় স্ফীত (এপিস্); মুখমণ্ডলের চর্ম্মে কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়; মুখমণ্ডল, কপালের দুই পার্শ্ব, কর্ণের পশ্চাৎ ভাগ, এবং মাড়ির হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং উষ্ণ (ব্রাই); নিম্নমাড়ির অস্থিক্ষয় (Necrosis); উপরের মাড়ির অস্থি ক্ষয় কদাচিৎ হয়; গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতের গোড়ায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা হুল ফুটানের স্থায় বেদনা বা যাতনা এবং তদ্দরুণ গাল স্ফীত হয় (আর্ণিকা, ক্যাম্, সিপিয়া); স্নান করিলে বা গায়ে জল দিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা যাতনা (নাক্স-মক্স্); দাঁতের গোড়ার মাংস স্ফীত হইয়া আলগা হয় এবং উহা দিয়া সহজেই রক্ত পড়ে (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, কার্ব্বো-আনিমেল্, কার্ব্বো-বেজ্), বিশেষতঃ চাপিলে বা স্পর্শ করিলে (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); সামান্য স্পর্শনেও দাঁতের গোড়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় (কার্ব্বো-আনিমেল্, মার্ক্); জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক এবং কাল (ওপিয়াম্, বিরেট্-আল্ব্); জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদা; জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (রাস্টক্স্); জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার মধ্যভাগ কটাবর্ণ(ব্যাপ্টি, প্লাম্বাম্); জিহ্বা হরিদ্রার লেপযুক্ত (চেলিডন্, চায়না); মুখের মধ্য শুষ্ক (আর্স্, ব্রাই, নাক্স-মক্স্, পাল্স্); মুখে তিক্ত স্বাদ; গালের মধ্যের অংশে যেন স্থানে স্থানে লোমছা যায় বা ছাল উঠে; মুখে লালের পরিমাণের বৃদ্ধি হয় এবং লাল লোস্তা স্বাদ বিশিষ্ট (আন্টি ক্রুড্, মার্ক্-কর, সাল্ফ্), অথবা মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট (প্লাম্বাম্, পাল্স্); জিহ্বা সঞ্চালনে অশক্তি (বেল্, জেল্স্, ষ্ট্রামন্), যাহার দরুণ রোগী আস্তে আস্তে কথা বলিতে বাধ্য হয়; আহার বহা গলনালীতে জ্বালানুভব; আহার বহা গলনালীর উপরিভাগ এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে দিবা রাত্রি শুষ্কানুভব; গলার মধ্যে খশ্ খশে এবং চাঁচিয়া ফেলার স্থায় অনুভূত হয়, শেষ বেলায় বা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহার বৃদ্ধি হয় (আমন্-কার্ব্ব, কার্ব্বো-বেজ্, কষ্ট্, পাল্স্, রুমেক্স্); গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, লরোস্); প্রাতঃকালে থক্ থক্ করিলেই গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। দুষ্ট ক্ষুধা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার দরুণ রোগী মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়; ক্ষুধাশূন্যতা (আলাম্, আর্স্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ওপিয়াম্); টক এবং মসলাযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-ক্রুড্, আন্টি-টার্ট্, হিপ্-সাল্ফ্, বিরেট্-আল্ব্); পিপাসা এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য পানের ইচ্ছা (ফস্-আস্); উদরস্থ দ্রব্য গলাদিয়া উঠে (পডোফ্) এবং মুখ ভরিয়া যায় (আলাম্, কার্ব্বো-বেজ্, নাক্স-বম্, সাল্ফ্); কাঠ উদ্গার উঠা; উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা

(আণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্-কার্ব্ব, কার্ব্বো-আনিমেল, চায়না, গ্রাফ্); উদ্গারে অনেক সময় কিছুই উঠে না; আহারের পর উদ্গারে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না); অনবরত বমনোদ্বেগ (আণ্টি-টার্ট্, ডিজিট্, ইপিকাক্, লোবিলিয়া); জলাদি পান করিলে জলাদি পাকস্থলীতে যাইয়া উষ্ণ হইলেই বমন (বিস্মাথ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ক্রিয়াজ্, প্লাম্বাম্, বিরেট্ আল্ব্); পিত্ত বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্ত বমন (নাই ট্রিক্-আস্); কাল পদার্থ বমন (প্লাম্ব্); পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ এবং স্পর্শনে এবং চাপ দিলে পাকস্থলীতে বেদনানুভব (আর্স্, বেল্, ব্রাই, লাইকোপ্); কোন একটী ভারি পদার্থ চাপিলা থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীর উপবিভাগে সেরূপ চাপাবোধ; কোন একটী ভারি পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ চাপাবোধ (ব্রাই, নাক্স্-বম্); উদরোর্দ্ধে প্রদেশে উদ্বেগ এবং জ্বালা বোধ (ইস্কুলাস্, আর্স্, ক্যাল্ক্, আইরিস্, বিরেট্ আল্ব্); পাকস্থলীতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বা চর্ব্বনবৎ বেদনা বা যাতনা (পাল্স্); পেটে খালিবোধ এবং পেট পৃষ্ঠদেশ পানে আকৃষ্ট (হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, পিট্রোল্, সিপিয়া, সাল্ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি টক হইয়া গলা দিয়া উঠে; পাকস্থলী প্রদাহ এবং তজ্জন্য পাকস্থলীতে জ্বালানুভব যাহা গলার মধ্য এবং অন্ত্র পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় (আর্স্, ক্যাল্ক্, মার্ক্)। যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা (চায়না, সাল্ফ্); প্লীহার বিবৃদ্ধি (চায়না); উদর স্ফীত, বিস্তৃত এবং ফাঁপা এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত (বেল্, চায়না); অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হয় (Incarcerated Flatulence); উদরে অত্যন্ত গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হয় (লাইকোপ্); গুহ্য দ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, চায়না, লাইকোপ্), উদরে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং খালিবোধ (সিপিয়া, ষ্টানাম্), যাহার দরুন রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; উদরের মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ (ক্যাপ্স্); অন্ত্রের মধ্য প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যে সূচীবিধানের ন্যায় যাতনা, চিড়িক মারা, বা দপ্ দপ্ করা; মলত্যাগের পর মল দ্বার এবং গুহ্যের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল জ্বালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (আর্স্,

চায়না); বেদনাহীন দুর্ব্বলকারক উদরাময় (চায়না, পডোফ্) যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, এপিস্; রুমেক্স্, সাল্ফ্); পুরাতন আকারের উদরাময় এবং তদ্দরুণ উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন তরল ভেদ (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চায়না, পডোফ্); উদরাময় এবং অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গমন (আর্ণিকা, আস্, কার্ব্বো-বেজ্, হায়োস্); ধূসর বা সাদার আভাযুক্ত ধূসর মলভেদ (ফস্-আস্); রক্ত মিশ্রিত, সবুজ, জলবৎ, তরল ভেদ এবং মলের সঙ্গে সাদাটিয়া হরিদ্রাবর্ণের কাইয়ের ন্যায় পদার্থ থাকা; পিচ্কারীর নালে নির্গত হইলে যেরূপ হয়, গুহ্যদ্বার দিয়া সেরূপ প্রবলবেগে জলবৎতরল মল নির্গত হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ; মল সরু, লম্বা, শুষ্ক কঠিন (কুক্কুরের মলের ন্যায়) যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (কষ্ট্); পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়; প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি; মলে বাঁধা সাগুর দানার ন্যায় পদার্থ থাকে; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল নির্গমন এবং মলদ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকা (মল দ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত)।

মূত্রযন্ত্র। রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ, কিন্তু একবারে অতি সামান্য পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়; মূত্র লালবর্ণ এবং ঘোলাটিয়া; মূত্র কটাবর্ণ এবং উহাতে লাল বালার ন্যায় তলানি পড়ে (আর্ণিকা, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ফ্লুর, লাইকোপ্); মূত্রে সাদা ধূমের ন্যায় রঙ্গ বিশিষ্ট তলানি পড়ে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, সিপিয়া) এবং উহার উপরিভাগে নানা প্রকারের সরের ন্যায় আচ্ছাদন পড়ে; মূত্রে আল্বুমেন্ (Albumen) থাকে (মার্ক্, অস্মিয়াম্, ফাইটোল্, প্লাম্বাম্); রক্ত মূত্র (Hæmaturia) (আর্ণিকা, ক্যান্থ্, কল্চ্, হামামেলিস্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা; বারম্বার পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় এবং অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নির্গত হয়, অথবা স্ত্রী আলিঙ্গনের অনিবার্য্য ইচ্ছা (ক্যান্থ্); অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদির দরুণ ধ্বজভঙ্গ (চায়না, ফস্-আস্, ষ্টাফিস্)। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে স্বল্প বা প্রচুর রজঃস্রাব; কিম্বা রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে বেদনা এবং বমনোদ্বেগ ও উদরাময়; বারম্বার জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্, হামামেলিস্); উগ্র ক্ষতকারক শ্বেত

প্রদর (আলাম্, কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, পাল্স্); রজঃরোধ এবং তদ্দরুণ রক্তোৎকাশ ও নাক, গুহ্য দ্বার এবং মূত্র দ্বার দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, হামামেলিস্); স্তনে ক্ষত এবং উহার কঠিনতা (কোনায়াম্); স্তনে লালের আভাযুক্ত ক্ষত (ল্যাক্); স্তনে নালী ঘা এবং উহাতে জ্বালা এবং হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও উহা হইতে জ্বালা উৎপাদক দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল কলতানি নিঃসরণ (সাইলিসি); স্তনে কর্কট রোগের (Cancer) ঘা এবং উহাতে ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়া।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং স্বর কর্কশ (এক্‌ন্, কার্বো-বেজ্, কষ্ট্, স্পঞ্জিয়া, সাল্‌ফ্); অনেকক্ষণ ধরিয়া জোরে কথা বলার দরুণ স্বরশূন্যতা (আর্জেন্ট্-মেট্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক, এরাম্-ট্রিফ্); কণ্ঠনালীতে বেদনা বা যাতনা থাকার দরুণ কথা বলিতে অশক্তি (বেল্); কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং চড়্ চড়্ করা (এক্‌ন্, আম্ব্রা, ল্যাক্, প্রাস্যান্, সাল্‌ফ্); বায়ু নলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় চড়্‌চড়ানি, যাহার দরুণ বারম্বার খুশ্‌খুশে কাশির উদ্রেক হয় এবং রোগী বারম্বার গলায় খেকুর দিতে বাধ্য হয়; শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্য দিয়া আড়া আড়ি আঁটা বোধ (আস্কুই, মার্ক্-কর); গভীর আক্ষেপিক কাশি; তরল কাশি, কিন্তু গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে টাটানি (আর্নিকা, কষ্ট্, নাক্স্-বম্, ষ্ট্যানন্) এবং সমুদয় শরীরের কাঁপনি; জোরে পুস্তকাদি পড়িবার সময় শুষ্ক কাশি; গলার মধ্যে সুড়্ সুড়্ করার দরুণ শুষ্ক কাশি (হিপ্-সাল্‌ফ্, রুমেক্স্, সাঙ্গুনেরিয়া, সিপিয়া); কাশির সঙ্গে সঙ্গে বুকে কষ্টানুভব এবং শ্বাসকষ্ট, যাহার দরুণ উদরে বেদনার উদ্রেক হয়; অতি কষ্টে গলা দিয়া ফেণাযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত, মরিচার রঙ বিশিষ্ট (Rust-coloured), চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-বাই); গলা দিয়া রক্তের ছিটযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (ড্রসেরা), গলা দিয়া সাদা এবং কঠিন পুঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; গলা দিয়া ঠাণ্ডা নোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (আম্ব্রা, কার্ব্-কার্ব্, কার্বো-বেজ্, সিপিয়া, লাইকোপ্); সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি (নাক্স্-বম্, পাল্স্);

বহির্বায়ু উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে কাশির বৃদ্ধি (আর্স্); পুস্তকাদি পড়িলে, জোরে কথা বলিলে, বা হাসিলে, কাশির বৃদ্ধি (চায়না, ড্রসিরা); বামপার্শ্বে এবং চিত হইয়া শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি; বুকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি; বাহ্যিক চাপ দিলে বুকে বেদনার উপশম; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর, উদ্বেগযুক্ত এবং হাঁপানির ন্যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে যাতনা এবং আঁটা বোধ; শ্বাস প্রশ্বাসে বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ এবং ঘড়্ঘড়ী (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্),—উক্ত প্রকার শব্দ ফুস্ফুসের নিম্নাংশেই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে অত্যন্ত যাতনা; একটী ভারি দ্রব্য চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ ভারি বোধ (ফেরাম্, নাক্স্-বম্); বুকের মধ্যে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্), এই প্রকার বেদনা বাম পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয় (সিপিয়া, ষ্ট্যানম্); বুকের মধ্যে আঁটা বোধ, যাহার দরুণ বোধ কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; বুকের মধ্যে জ্বালা, টাটানি এবং কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ফুস্ফুস্ প্রদাহ এবং উহার দরুণ ফুস্ফুসের যকৃৎবৎ কঠিনতা, বিশেষতঃ ডাইন ফুস্ফুসের নিম্নাংশের; ফুস্ফুসে পূঁয হওয়া এবং উহার দরুণ ফুস্ফুস ক্ষয় হইয়া উহাতে গর্ত্ত হওয়া; ফুস্ফুসে স্ফোটক (Tubercles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্টিক্ ফিবার (Hectic-Fever); বায়ুনল এবং ফুস্ফুসের শ্লেষ্মা জনিত অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি এবং মেদোপকৃষ্টতা; শীর্ণ, লম্বা, অথবা যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়, তাহাদিগের ফুস্ফুসে স্ফোটক বিশিষ্ট রোগ (Tuberculosis of the Lungs); বারম্বার রক্তোৎকাশ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; বারম্বার বায়ুনল প্রদাহ; বুকের স্থানে স্থানে হরিদ্রাবর্ণের দাগ বা চিহ্ন পড়া; অত্যন্ত প্রবল সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন এবং অত্যন্ত উদ্বেগ; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম্ কার্ব্, নেট্রাম্-মিউর); বক্ষাস্থির মধ্যাংশে এবং হৃৎপ্রদেশে চাপা বোধ; নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ এবং কঠিন; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, এবং আঙ্গুলদ্বারা সামান্য চাপ দিলেই উহা ডুবিয়া যায় বা একবারে অনুভূত হয় না।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (ক্যালী-কার্ব্ব, ল্যাক্, ইগ্নেস্, রাসটক্স্); মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশস্থ অংশের স্পাইনাস্ প্রসেস্ (Spinus Process) নামক অংশে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (আগারিকাশ্); কসেরুকার কোমলতা; দুইস্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানের কোন কোন অংশে দপ্ দপিয়া বেদনা; ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, সমুদয় অঙ্গের সেরূপ দুর্ব্বলতা : সামান্য পরিশ্রমেই শরীর কাঁপে ; হাত পায়ের পাতা স্ফীত ; হাত পায়ের পাতায় অত্যন্ত ভারিবোধ ; বাহু এবং হাত অবশ এবং অসাড় হয় ; হাত কাঁপে (আগারিকাশ্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব); হাতের আঙ্গুল, প্রধানতঃ উহার অগ্রভাগে, অবশ এবং অসাড় হয় ; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আবরক পর্দা (Periosteum) স্ফীত ; হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎ-ভাগে ভারিবোধ ; দণ্ডায়মান সময় বা চলিবার সময় পায়ের পাতা স্ফীত হয় ; স্কন্ধ এবং কনুইয়ের সন্ধিতে সূচীবিদ্ধানের ন্যায় যাতনা ; হাতে খিল ধরা ; পায়ের পাতায় জ্বালানুভব (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, সাল্ফ্)।

চর্ম্ম। চর্ম্ম কামলা রোগের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ (চায়না, মার্ক্, চেলিডন্); স্থানে স্থানে চর্ম্ম থেৎলা যাওয়ার ন্যায় হইয়া রক্ত সঞ্চিত হয় (Ecchymoses) (আর্ণিকা, নিকেল্); গায়ে লাল ফুস্কুড়ী (আর্ণিকা, ফস্, নিকেল্); গায়ে স্থানে স্থানে লম্বা এবং খাড়া আব (Tumour) এবং ক্ষত, যাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে; সমুদয় শরীরে চুলকানিযুক্ত দানা, কালো দাগ ; বিসর্পের আকার বিশিষ্ট (Erysipelatous) ঘা ; যা হইতে পাতলা পূঁজ বা ছানার জলের ন্যায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বিশিষ্ট রস নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মাহেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিভার (Hectic-Fever); ধান দলের ন্যায় শুকনা ফুস্কুড়ী।

নিদ্রা। অনবরত ঘুমের ইচ্ছা; আহারের পর (মধ্যাহ্নে আহারের পরই অধিক) নিদ্রাবেশ; ঘোর অচেতনতা; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে নিদ্রাশূন্যতা এবং অস্থিরতা; ঘুমের ঘোরে ভয় এবং উদ্বেগ উৎপাদক, বা স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস বিষয়ক স্বপ্ন দেখা; দিনের বেলা ঘুমের ইচ্ছা,

এবং রাত্রিতে একবারে ঘুম না হওয়া ; ঘুম দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না বা রোগীর স্ফূর্ত্তি বোধ হয় না ; ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়া বেড়ান ইত্যাদি (Somnambulism)।

জ্বর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শীতবোধ এবং কম্প, যাহা আগুনের উত্তাপেও নিবারিত হয় না, কিন্তু পিপাসা থাকে না (ইগ্নেস্, পাল্স্) এবং রোগী গায়ের কাপড় ছাড়িতে চাহে না ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকা কালীন হাঁটুতে ঠাণ্ডাবোধ ; রাত্রিতে পর্য্যায়-ক্রমে ঠাণ্ডা এবং উষ্ণানুভব ; শরীরের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, মুখমণ্ডল এবং হাতে জ্বালা, গাল লালবর্ণ, বাম গাল ডাইন গাল অপেক্ষা অধিক লালবর্ণ ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় উক্ত লক্ষণ অধিক হয় ; প্রচুর ঘর্ম্ম ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম (চায়না, মার্ক্) ; নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম (চায়না) ; প্রাতঃকালে বিছানায় শয়নকালীন ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চিনিনাম্-সাল্ফ্, নাইট্রিক্-আস্) ; সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্যালী-নাইট্রিক্, লাইকোপ্, হিপ্-সাল্ফ্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; গায় শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম (আর্স্, ক্যাম্ফার, ক্যালী-নাইট্রিক্, মার্ক্)। রাত্রিতে জ্বর এবং ঘর্ম্ম ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রালুতা, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও কাল ; মুখ খোলা থাকা (লাইকোপ্) ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং পূর্ণ, অথবা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ; রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic-Fever) ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার বা হস্তমৈথুন হেতু শারীরিক মানসিক বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ; উক্ত কারণে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব (Sterility) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; রজঃরোধ বা স্বল্প রজঃ-স্রাব ; শ্বেতপ্রদর ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; স্তনের প্রদাহ ; স্বর-শূন্যতা ; হাঁপানি কাশি ; কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) ; বায়ুনল প্রদাহ ; বায়ুনল এবং ফুস্ফুসের শ্লেষ্মা জনিত রোগ ; ফুস্ফুস্-প্রদাহ ; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ ; ফুস্ফুসের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis of the Lungs) ; রক্তোৎকাশ ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ; রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; সংন্যাশ রোগ ; মস্তিষ্কের কোমলতা

(Softening of the brain) ; মস্তিষ্ক এবং মেডালা অব্ লঙ্গেটার তরুণ আকারের হ্রাস (Acute atrophy of the Brain and the Medulla oblongata); মৃগীরোগ ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ; পক্ষাঘাত ; কসেরুকা মজ্জার কোমলতা ; লোকোমোটার আটাক্সীয়া (Locomotor Ataxia) আকারের পক্ষাঘাত ; পেশী এবং সন্ধিবাত বা উহার দরুণ অসুখ ; চক্ষুর অসুখ ; অস্থির অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধি ; অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ; অস্থিক্ষয় (Necrosis) ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; নাসা বা নাকড়া (Nasal Polypus) ; ক্ষত ; শ্লেষ্মক ঝিল্লীর প্রদাহ ; যকৃত, হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রকোষের মেদোপকৃষ্টতা (Fatty degeneration of the Liver, Heart and Kidneys) ; রক্তমূত্রত্যাগ (Hæmaturia) ; মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; পুরাতন আকারের উদরাময় ; সরল বা সামান্য ওলাউঠা ; পাকস্থলীর অসুখ ; কামল রোগ ; বিস্তৃত আকারের যকৃত প্রদাহ ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; যকৃতের হরিদ্রাবর্ণের হ্রাস (Yellow-atrophy of the Liver) ; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; ঘুমেরঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া যাইয়া নিয়মিত কার্য্যাদি করা (Somnambulism) ; রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া ; বাতরোগ, হিষ্টিরিয়া জনিত বা স্নায়বিক শিরঃপীড়া ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্দরুণ আলোক চক্ষে সহ্য না হওয়া ; চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) ; গ্লকোমা (Glaucoma) ; দৃষ্টিহীনতা ; মাথায় রক্তাবরোধ হেতু বধিরতা ; দন্তশূল ; পাকস্থলীতে বেদনা এবং পাকস্থলীতে অম্ল হওয়া (Acidity) ; কষ্টকর স্রুতঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful Menstruation) ; যক্ষাকাশ জনিত অসুখ ; কোমরে বাতের বেদনা ; পায়ের পাতার শোথ ইত্যাদি অসুখে ফস্ফরাস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। লম্বা, শীর্ণকায় বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; উদরাময়, রক্তস্রাব, পূঁয, শ্বেতপ্রদর এবং ধাতু নিঃসরণ ইত্যাদি দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা ; অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং শরীর কম্পন ; অত্যন্ত শীর্ণ হওয়া ; সামান্য ঘা হইলেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়া (ঐ) ; রোগী কেবল ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে

পারে; শরীরের নানা যন্ত্রাদি দিয়া রক্তস্রাব; সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা বা বলক্ষয়; সমুদয় শরীরে কষ্টদায়ক ভারিবোধ; সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগা; পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গে খিল ধরা; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে, ঝড় বৃষ্টির সময়, সন্ধ্যার সময়, আলোকে, চিত হইয়া বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে অসুখের বৃদ্ধি; অন্ধকারে, ডাইনপার্শ্বে শয়ন করিলে, ঘুমের পর, অসুখের উপশম ইত্যাদি ফস্ফরাসের কতগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ফস্ফরাস্ এমন একটী বিশেষ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঔষধ বিশেষ যে, ইহার কার্য্যের সঙ্গে কোন ঔষধের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন বিষয়ে ফস্ফরাসের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স্-বমিকা, রাস্‌টক্স্, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার, চায়না, কালী-কার্ব্ব্, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্, ফস্ফরিক্ আসিড্, আনাকার্ডিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। নাক্স্‌বমিকা, কফিয়া, টিরিবিস্থিনা ফস্ফরাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় ফস্ফরাস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ, এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া জলে মিশাইয়া সেব্য।

ডাইলুশন বিচার। ফুস্ফুস প্রদাহ এবং শ্বাস যন্ত্রের যে সকল তরুণ অসুখে ফস্ফরাস্ ব্যবহার্য্য, তাহাতে ২য় এবং ৩য় ক্রম বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিউজের মতে পক্ষাঘাত এবং স্নায়ুশূলে ১ম এবং ২য় ক্রম বিশেষ উপকারী। এই প্রকার অসুখে আমরা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহারেই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি। সাংঘাতিক কামল রোগে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম বিশেষ উপকারী। অস্থির অসুখে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হস্তমৈথুন, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার হেতু জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা দুর্ব্বলতাতে এবং শ্বাস যন্ত্রের পুরাতন আকারের অসুখে ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ২০০ ক্রম ½ ফোঁটা মাত্রায়, প্রতি সপ্তাহে ৩ মাত্রা, অর্থাৎ একদিন অন্তর একদিন এক

মাত্রা, ব্যবস্থা করিয়া ২।৩ টী ২০।২৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর অতিরিক্ত মৈথুন এবং হস্তমৈথুন জনিত পুরুষাঙ্গের শিথিলতা এবং স্বপ্নে অসাড়ে ধাতু নির্গমন ইত্যাদি অসুখের চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই ঔষধের ১ম হইতে ২০০ পর্য্যন্ত সমুদয় ক্রমই উপকারী, অতএব ব্যবহার্য্য।

প্লাম্বাম্,—প্লাম্ব্।

(PLUMBUM,—METTALLIC LEAD,—PLUMB.)

প্লাম্বাম্ (সীসা) সচরাচর দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) প্লাম্বাম্ মেটেলিকাম্ এবং (২) প্লাম্বাম্ আসেটিকাম্। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে অত্যন্ত পাতলা সীসার পাতা ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার প্লাম্বাম্‌কে প্লাম্বাম্ মেটেলিকাম্ (Plumbum Metallicum) বলে এবং এই প্রকার সীসাই প্রায় হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুগার অব্ লেড্ (Sugar of Lead) চুয়ান জলে পরিষ্কার করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া প্লাম্বাম্ আসিটিকাম্ (Plumbum Aceticum) প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে ছাঁকিয়া লওয়া পরিষ্কৃত সীসা দ্বারা যথা নিয়মে ইহার গুঁড়া এবং আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক চুয়ান জলে, ইহার ১ম শততমিক ক্রম ডাইলুট্ আল্কোহল (Dilute Alcohol) এবং উহা অপেক্ষা উচ্চ ক্রম রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম দশমিক এবং ১ম শততমিক ক্রম সদ্য সদ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে, কারণ ইহার আরোক অনেক দিন ভাল থাকে না বা পচিয়া যায়।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের উপর এই ঔষধের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা উক্ত যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া প্রথমতঃ উহার স্পর্শ জ্ঞানশক্তির অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে এবং তৎপর স্নায়ুশূলের ন্যায় খেঁচনী এবং আক্ষেপ